অষ্টম খণ্ড।

ভারতবর্ষ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

প্রকাশক,—
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

"পৃথিবীর ইতিহাস" প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৬৫, কালীপ্রসাদ বানার্জ্জীর লেন, ক্ষীরেরতলা, হাওড়া হইতে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

"পৃথিবীর ইতিহাস" অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই অষ্টম খণ্ডে "প্রাচীন ভারতবর্ষ" শেষ করিলাম।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস—অনন্ত কালের অনন্ত কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আট খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাসে" তাহার কতটুকু পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর! সুতরাং অল্পের মধ্যেই অনেক বিষয় আলোচনা করিতে হইয়াছে। এক এক রাজার বা এক এক রাজত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ-রচনা আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে কত রাজার ও কত রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে ইতিহাস চয়ন করিতে হইলে, কি পরিমাণ আয়াস-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত—বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বীজ-রূপে নিহিত আছে। পুরাণ-উপপুরাণে এবং রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতিতে তাহার সামান্য অঙ্কুর-পল্লব মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় না কি—পুরাবৃত্তের কি বিরাট্ উপাদান স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে!

এক এক দিকের এক এক বিষয়ের আলোচনা করিয়াই অধুনা এক এক জন দেশ-বরেণ্য পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতেছেন। কেহ বা প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রসঙ্গে, কেহ বা হিন্দুগণের রাষ্ট্রনীতির আলোচনায়, কেহ বা তাঁহাদিগের রসায়ন-জ্ঞানের গবেষণায়,—নানা জনে নানা ভাবে নানা দিক হইতে অনুসন্ধান করিয়া, যশের জয়মাল্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু সকলের সকল অনুসন্ধানের ভিত্তি-ভূমি যে শাস্ত্র-গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সেই ভিত্তির উপর, স্বদেশের ও বিদেশের কিম্বদন্তী-কাহিনী-সমূহ মিলিত হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা বিগঠিত হইতেছে। অনেক স্থলে আবার শাস্ত্রোক্তির প্রতিষ্ঠা-কল্পে বৈদেশিকের বাক্যাদিও প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত!

"চতুর্ব্বেদের" ব্যাখ্যা ও সম্পাদন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার পর হইতে মনের গতি অন্য পথে প্রধাবিত। এখন দেখিতে পাইতেছি, যিনি যে বিষয়ে যতই গবেষণা করুন না কেন, বেদের মধ্যে বীজ-ভাবে সকলেরই মূল-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কিবা ধর্ম্ম-বিষয়ে, কিবা সমাজ-বিষয়ে, কিবা বিজ্ঞান-বিষয়ে, কিবা রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে,—যে বিষয়েই যিনি কোনও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবেন, আমরা দেখাইতে পারি, বেদে বীজ-রূপে সে সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ কেহ কেহ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট আসিয়া বিভিন্নরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থী হয়েন। বিভিন্নরূপ সমাজের, বিভিন্নরূপ ধর্ম্মের, বিভিন্নরূপ রাজনীতির, বিভিন্নরূপ শিল্প-বিজ্ঞানের আলোচনা—এতৎসম্পর্কে হইয়া থাকে। সেই আলোচনার ফলে দেখিতে পাই,—সকলের সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসাই বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাল অনন্ত। কার্য্যাবলি অনন্ত! অনন্তের সেই অনন্ত আলেখ্য সমস্ত আবরণে আবৃত আছে। প্রয়োজন অনুসারে ইতিহাস তাহারই এক এক প্রান্তের আবরণ উন্মোচন করে মাত্র। তাই যে দৃষ্টিতে যিনি অনুসন্ধান করেন, ইতিহাসে সেই সামগ্রীই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জাতীয় জীবন সংগঠনের যে উপাদান, রাষ্ট্রনীতির মধ্য দিয়া তাহা প্রদর্শন করাই পৃথিবীর ইতিহাসের এক লক্ষ্যস্থল। আমরা যে লক্ষ্য লইয়া এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জানি-না, সে লক্ষ্য কত দিনে সিদ্ধ হইবে!

এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছি,—বেদরত্ন শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যাল আমার দক্ষিণহস্তস্থানীয়। এই অষ্টম খণ্ড "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশ তাঁহারই কৃতিত্বের নিদর্শন। এই অষ্টম খণ্ডের অতি সামান্য অংশ মাত্র আমার রচনা বলিতে পারি। এই খণ্ডের প্রণয়নে তিনি এমনি সুন্দরভাবে আমার অনুসরণ করিয়াছেন যে, আমি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তাঁহার অনেক রচনা পড়িতে পড়িতে আমার নিজের রচনা বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমান্ প্রমথনাথ দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার যশঃপ্রভা দিগন্তবিশ্রুত হউক,— ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। ইতি ১৪ই আশ্বিন, সন ১৩৩৩ সাল।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়,
হাওড়া।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী (শর্ম্মা)।

ভারতবর্ষ।

—※—

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

ভারতবর্ষ।

—✣ ❋ ✣—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

———*———

অনুবৃত্তি।

[ধর্ম্মশক্তির ক্রিয়া ;—অধর্ম্মে উচ্ছেদ ;—আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন।]

মহাভারতে মহাপ্রস্থান—ভারতের ভাগ্যাকাশে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। বিধির বিধানে প্রকৃতির পটে অমানিশার পর পৌর্ণমাসীর আবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু ভারতের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাহার ভাগ্যে আর পূর্ণশশীর উদয় হয় নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সময়ে সময়ে যে একটু আলোক-রশ্মি পরিস্ফুট হইয়াছিল, পূর্ব্বাসার ললাটে সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় সে কেবল বিদ্যুৎ-বিকাশ মাত্র। সে কেবল দেখাইবার জন্য—'ভারতবাসী! তোমরা দেখ—কোন্ শক্তির আশ্রয় গ্রহণে কি সম্পদের অধিকারী হইতে পার।'

বিষয়টী হৃদ্গত করাইবার জন্য সময়ে সময়ে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি আবশ্যক হয়। তাহাতে নূতনের মধ্যেও যে পুরাতনের স্থান আছে—স্বতঃই তাহা উপলব্ধ হইবে।

* * *

ধর্ম্মশক্তির ক্রিয়া।

ধর্ম্মশক্তিই সুপ্রতিষ্ঠার মেরুদণ্ডস্থানীয়। ভারতের রাজা, ভারতের রাজ্য—ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মে উন্নয়ন, অধর্ম্মে অধঃপতন—ভারতের ইতিহাসের প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে জাজ্বল্যমান! ভারতের রাজা তাই "ধর্ম্মরাজ" বলিয়া অভিহিত হন। ভারতের রাজ্য তাই 'ধর্ম্মরাজ্য' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন জন্যই ভগবান্ তাই আবির্ভূত হন। ধর্ম্মশক্তি—শ্রেষ্ঠ-শক্তি; ধর্ম্মবল—শ্রেষ্ঠ-বল! বাহুবল, অস্ত্রবল, রাজ্যবল—সে শক্তির নিকট কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না। অভ্যুত্থান অধঃপতন—সেই ধর্ম্মশক্তিরই ক্রিয়া-বৈচিত্র্য! তাই, যেখানেই প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই; যেখানেই গৌরবের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখি; সেখানেই সেই শক্তির প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি।

এই ভারতে কত রাজা কত রাজ্যের উত্থান-পতন সঙ্ঘটন হইল; কত রাজ্য—কত সাম্রাজ্য, জলবুদ্বুদের ন্যায়, কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল; কত পুরাতনের জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার ভিত্তির উপর কত নূতনের নবজলধরকান্তি কলেবর প্রতিষ্ঠিত হইল! কাহারও

গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল ; কেহ বা কালস্রোতে ভাসিয়া বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত হইল! ভারতের একই চিত্রপটের একই অঙ্কে এইরূপ কত পরিবর্ত্তনই প্রত্যক্ষীভূত!

কেন এমন হয়? এই উত্থান-পতনের—এই গৌরব-পদস্খলনের মূল অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি?—বুঝিতে পারি না কি?—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি যুগে যিনি যখনই প্রতিষ্ঠার তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন;—যে সাম্রাজ্য যখনই জগতের ইতিহাসে বরণীয় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে;—তখনই তাহার মূলে, ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে উত্থান-পতনের প্রতিষ্ঠা-পদস্খলনের যে অঙ্কের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশক্তির সেই অভিনব ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি,—ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস। তাই দেখিতে পাই, যখনই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যখনই ধর্ম্মের গ্লানিতে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, তখনই ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আবার, যখনই ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে অধর্ম্মের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, তখনই অন্ধতমসাচ্ছন্ন গগনে বিদ্যুচ্ছটার বিকাশ দেখিয়াছি। কিবা সাহিত্যে, কিবা ইতিহাসে, কিবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কিবা কলা-বিদ্যার ঔৎকর্ষ-সাধনে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণ-প্রকটিত। ফলতঃ, ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতে কোনও বিদ্যাই স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতে কোনও প্রতিভাই বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতে কোনও আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই! অনাদি অনন্ত 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের' কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি খৃষ্ট-জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের এবং তাহার পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীর বিষয় আলোচনা করি, তাহাতেও ঐ একই প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখি।

* * *

অধর্ম্মে উচ্ছেদ।

আলেকজেণ্ডারের ভারতাগমনের সময় হইতে পণ্ডিতগণ 'ঐতিহাসিক যুগের' সূচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সেই সময় হইতে কনিষ্কের (কনিস্কের) রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ভারতের অবস্থা-পরম্পরার আলোচনা করিলেও, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা অধর্ম্মে উচ্ছেদ—এতদুক্তির সার্থকতা দেখি। সে সময়ে শেষ-নন্দরাজগণ ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে, তাঁহাদের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে একটী শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। সেই শ্লোক-পাঠেই বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই নন্দরাজগণের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। অর্থশাস্ত্র হইতে সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"অপনীতো হি দণ্ডঃ মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি।
বলীয়ান্ বলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে॥" ইত্যাদি॥

মগধের পূর্ব্ব-গৌরবের অবসানে, নন্দরাজগণের কু-শাসনে, ধর্ম্মের গ্লানি সমুপস্থিত হইয়াছিল; ব্যভিচার অরাজকতার প্রাবল্যে রাজ্যে হাহাকার উঠিয়াছিল,—আর্ত্তের সকরুণ ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল। ফলে, অধর্ম্মের প্রাবল্যে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল! সে সময়, রাজশক্তি ও জনশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; বহির্ব্বিপ্লব অন্তর্ব্বিপ্লবের ফলে রাজ্যে অরাজকতা সমুপস্থিত; অনাচার-অবিচারের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে,

ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরণে, বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন—রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত হইতেই মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠা—চন্দ্রগুপ্ত হইতেই ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের পুনর্ব্বিকাশ! ধর্ম্ম-শক্তির প্রভাবেই চন্দ্রগুপ্ত যে ভারতে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন,—জৈনধর্ম্ম-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে।

ধর্ম্ম-শক্তির যে উন্মাদনায় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান; আর, যে ধর্ম্মপ্রাণতা-গুণে, সুশাসনে ও সুপালনে, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সেই সাম্রাজ্যকে অতি উন্নত-স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন; তাঁহাদের বংশধরগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মের সে বীজ অঙ্কুরিত হইল না। সুতরাং ফল বিষময় ফলিল! মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন-রাজ্যে পর্য্যবসিত হইল। এমন কি, পরিশেষে মৌর্য্যগণ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। বিভিন্ন রাজবংশের বিভিন্ন নৃপতি তখন বিচ্ছিন্ন ভারত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে আপন আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। অশোকের পরবর্ত্তী—কিবা মৌর্য্য-বংশীয়, কিবা অন্ধ্র-বংশীয়, কিবা কাণ্ব-বংশীয়, কিবা শুঙ্গবংশীয়—কোনও বংশের কোনও নৃপতিই অশোকের সেই ধর্ম্মশক্তি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তেজোদর্প ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল; বিপ্লবের পর বিপ্লবের ফলে, ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্রের প্রভাবে, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহের সঙ্ঘটনে, এবং বৈদেশিকগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণে, ভারতে অনাচার-উশৃঙ্খলার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইল।

অশোকের বংশধরগণ বিভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায়, কোনও ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা সংরক্ষিত হয় নাই। পুষ্পমিত্র সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তিনি একবার বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হন। তাহাতেই পুষ্পমিত্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল। পুষ্পমিত্রের পর, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া কনিষ্ক অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মশক্তির অভাব হওয়ায় পরবর্ত্তী রাজগণ হীনপ্রভ, হীনবল ও হতশ্রী হইয়া পড়েন। ফলে, ভারত বৈদেশিকের পদানত হয়।

* * *

আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন।

ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারতবাসীর করুণ আর্ত্তনাদে আর একবার যেন ভগবানের আসন টলিল; আর্ত্তের আর্ত্তি-বিমোচনে, ধর্ম্মের গ্লানি-বিদূরণে, করুণাময় ভগবান্ আর একবার যেন দৃষ্টিপাত করিলেন। কুশন বা শক-বংশে কনিষ্কের অভ্যুদয়—ভগবানেরই শুভ-প্রেরণা বলিয়া মনে করিতে পারি। শকগণ—কনিষ্কের পূর্ব্বপুরুষগণ—বৈদেশিক-রূপে ভারতে আগমন করিলেও, কনিষ্ক ভারতকেই আপনার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। নচেৎ, ভারতের সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের দিনে, তিনি কদাচ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতির আবির্ভাবে শকবংশ চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কনিষ্কের ধর্ম্মপ্রাণতায়, তাঁহার সুশাসন-সুপালনে, বৈষম্যে সাম্য স্থাপিত হয়; ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

কনিষ্কের লোকান্তরের পর আবার কিন্তু বৈষম্য ঘটিল। কুশন-বংশের শেষ নৃপতি প্রথম বাসুদেবের রাজ্যকালের শেষভাগে আবার ভারতের অবনতির সূত্রপাত হইল। বাসুদেবের

পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই বিশাল শকরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল।* ফলে, ভারতের উপর পারস্যের প্রভাব আসিয়া অধিকার বিস্তার করিল। তখনও কিছু কাল বাসুদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরিশেষে পারস্য-দেশীয় বেশ-ভূষায় সজ্জিত প্রথম সাপোর (সাপুর) প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রায় ক্ষোদিত হইতে আরম্ভ হইল। † ভারতীয় মুদ্রায় পারস্য-দেশীয় নৃপতির প্রতিকৃতি অঙ্কনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—সে সময় ভারতীয় রাজশক্তির পূর্ণ অবসান সংঘটিত হইয়াছিল; ভারত তখন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মশক্তির অভাবই ভারতীয় রাজশক্তির এই শোচনীয় পরিবর্ত্তনের মূল।

ঐতিহাসিকগণ ভারতে সিদীয় বা শকগণের রাজ্যাবসানের আর এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'১৬৭ খৃষ্টাব্দে বাবিলনে 'প্লেগ' মহামারী উপস্থিত হয়। রোম-সাম্রাজ্যে এবং পার্থীয় সাম্রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া মহামারীর আক্রমণ অক্ষুণ্ণ থাকে। রোম ও ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশের বহু নরনারী এই মহামারীতে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ সকল দেশের সৈন্য-সামন্তগণও মহামারীর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে নাই।' ঐতিহাসিক নেবুর বলেন,—'অরেলিয়াসের রাজত্বকালে মহামারীতে যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। ভারতবর্ষও এই মহামারীর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে নাই।' ‡ যাহা হউক, যে কারণেই ভারতের শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হউক, সকল কারণের মূলীভূত যে সেই একমাত্র কারণ—ধর্ম্মশক্তির অভাব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মশক্তি হীনপ্রভ হওয়ায়, নানা অনিষ্টের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল; আর, সেই জন্যই ভারত-ইতিহাসের গৌরবময় আলেখ্য মসীমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

* কুশন-বংশের শেষ নৃপতি বাসুদেব (প্রথম) শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রার একদিকে শিব নন্দী বৃষ প্রভৃতির প্রতিকৃতি, এবং অন্য দিকে ত্রিশূল ও ডম্বরু প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। বাসুদেবের খোদিত-লিপিসমূহ মথুরা অঞ্চলেই পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, -৭৪ শকাব্দ হইতে ৯৮ শকাব্দের মধ্যে ঐ লিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সে হিসাবে তাঁহার রাজ্যকাল ১০০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮ খৃষ্টাব্দে অবসান হয়। *Vide* Gardner, *B. M. Catalogue, Greek and Indo Scythian Kings*, V. A. Smith, *Catalogue of Coins*, Vol. I and *Ea ly History of India*.

† *Vide* Von Sallet, Cat. of Indian Coins in I Museum, Vol. I, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বাসুদেবের পরবর্ত্তিগণের নাম যথাক্রমে দ্বিতীয় কনিষ্ক (কানেস্কো Kaneshko), দ্বিতীয় বাসুদেব এবং বস (দেব) তৃতীয়। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মত,—বিকৃতপাঠযুক্ত মুদ্রাসমূহের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া রাখাল বাবু প্রথম বাসুদেবের পরবর্ত্তী রাজগণের নাম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। *Vide* Notes on the Indo-Scythian Coinage, J. & Proc. A. S. B. 1908) মুদ্রায় পারস্য-রাজের প্রতিকৃতি অঙ্কন-সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথের অভিমত,—'Coins bearing the name of Vasudeva continued to be struck long after he had passed away, and ultimately present the royal figure clad in the garb of Persia and manifestly imitated from the effigy of Sapor (Sahpur) I, the Sassanian-monarch, who ruled Persia from A.D. 238 to 269"
—V. A. Smith, M A.I.C.S. –*Early History of India*.

‡ ঐতিহাসিক ইউট্রোপিয়াস এই প্লেগ মহামারীর এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে মহামারীর জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হইয়াছে। Vide *History of the Romans* under the *Empire*.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—— . ——

কুশনগণ ও পারসিকগণ।

[কুশন-বংশের অধঃপতনে পারস্যের প্রভাব ;—কুশন-বংশের পরিচয়-চিহ্ন,—
কনিষ্কের কীর্ত্তি-স্মৃতি।]

কুশন-বংশীয় শেষ-নৃপতি বাসুদেবের পর ভারতে পারস্যের আধিপত্য সপ্রমাণ হয়। তবে ভারতের স্থান-বিশেষে মাত্র সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ; ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রদেশ-সমূহে তাহার কোনও নিদর্শন বিদ্যমান্ নাই। ২৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় বহ্রাম পারস্য হইতে সিস্তান আক্রমণে অভিযান করেন। তাৎকালিক পারস্য নৃপতিগণ 'সাসানীয়' নামেও অভিহিত হইতেন। যাহা হউক, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কোনও সাসানীয় নৃপতির ভারত-আক্রমণের পরিচয় গ্রন্থপত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। কিবা সাধারণ ঐতিহাসিক সূত্র, কিবা ক্ষোদিত-লিপি, কিবা মুদ্রাদি—ইতিহাসের উপাদানভূত এতদ্বিষয়ক কোনও বিশিষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। ভারতের ইতিহাসের এই এক অঙ্ক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি এই সময় আপন আপন নামে যে সকল মুদ্রার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও কোনও তথ্য-নির্ণয় সুকঠিন।

খৃষ্টীয় ২২৬ অব্দে যখন উত্তর-ভারতে শক-বংশের এবং দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র-বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে পারস্যে আর্সাকিদান্-বংশের অবসানে সাসানীয়-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু সমসাময়িক বিশ্বাসযোগ্য কোনও উপাদান বর্ত্তমান না থাকায়, ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ণয়ে কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাত্রিতয় অর্থাৎ শক-বংশের অধঃপতন ও অন্ধ্র-বংশের অবসান এবং পারস্যে সাসানীয়-দিগের অভ্যুত্থান—কোন-না-কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। পারস্য-কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণও সম্ভবপর হইতে পারে ; আর সেই অনুল্লেখযোগ্য আক্রমণের কোনও স্থায়ী ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অনুমানের ফলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? যদি এরূপ অনুমান মানিয়া না লই, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—কুশন-বংশের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদিতে পারস্য-রাজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? * তাই ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সময়ে ভারতে পারসিকগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, পারসিকদিগের ভারত-আক্রমণের যদি কোনও প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে সেই আক্রমণকারী কাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে পারি ?

* *Vide* V. A. Smith, *Early History of India.*

অনেকে অনুমান করেন,—'তাহারা পারসিক বটে; কিন্তু দস্যুবৃত্তির দ্বারা তাহারা জীবন-যাপন করিত; ইরাণীয়-দিগের প্রভাবে পরিচালিত হইয়া, তাহারা সিস্তান হইতে ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল।'

যাহা হউক, প্রথম বাসুদেবের পর কেহই আর ভারতের 'একচ্ছত্র সম্রাট্' পদবীতে সমাসীন হইতে সমর্থ হন নাই। তখন আবার ভারত-সাম্রাজ্য বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতির অধিনায়কত্বে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ সকল রাজ্য-জনপদ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এতই নীরস ও উপাদানবিহীন যে, তাহা হইতে ধারাবাহিক কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন বা সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব। অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাসের এই অঙ্কে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক জাতির আকস্মিক অভ্যুদয়ের বিষয় একমাত্র পুরাণাদির বিচ্ছিন্ন উপাদান হইতে কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তাহারও ঐতিহাসিক ভিত্তি কতদূর প্রামাণ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আসে। অরাজকতার এই ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না বটে; তবে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উপাদান-সমূহ হইতে বুঝিতে পারি, ভারতে কুশন-বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও, পঞ্জাবে এবং কাবুলে তাঁহাদের প্রভাব বহু দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাবুলে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরে তাঁহারা শ্বেত-হূনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। *

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কুশন-বংশের কোনও রাজা, সাসানীয়-বংশ-সম্ভূত পারস্য-রাজ দ্বিতীয় হরমজ্‌দকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করেন। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের দ্বিতীয় সাপোর কর্ত্তৃক তাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী আমিদা অবরুদ্ধ হয়। আমিদা তখন রোমক-গণের অধিকার-ভুক্ত ছিল। আমিদার 'রোমান' সৈন্যগণ সাপোর নিকট পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই উপলক্ষে তিনি ভারতের কুশন-রাজের নিকট সৈন্যের ও ভারতীয় হস্তীর সহায়তা লাভ করেন। কুশন-রাজ গ্রাম্বেটিস সেই হস্তী ও সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিস্তানের শকগণও এই যুদ্ধে কুশন-নৃপতির পক্ষ হইয়া পারস্য-রাজের সহায়তা করিয়াছিল। † এতদ্ভিন্ন ভারতের ইতিহাসের এই সময়ের অন্য কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত, ভারতীয় রাজ-

* It is certain that the Kushan Kings of Kabul continued to be a considerable power until the fifth century. when they were overthrown by white Huns" – V. A. Smith, *Early History of India*. অক্ষাস নদীর তীরে হূনদিগের একটী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। তাহারা অন্যান্য হূন হইতে স্বতন্ত্র। তাহারাই 'এপথালাইটিস' বা শ্বেত হূন (Epthalites or white Huns) নামে অভিহিত হইত।

† কানিংহামের মতে, আমিয়ানাস মার্সেলিনাসের বর্ণিত 'চিওনিতাই' (Chionitai) এবং 'কুশন' অভিন্ন। (Numismatic Chronology, 1893)। গীবনের মতে, ৩৬০ খৃষ্টাব্দে তাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী আমিদা অবরুদ্ধ হয়। অনেকে অনুমান করেন, আধুনিক দিয়ারবেকির (Diarbeklr) এবং আমিদা অভিন্ন। আবার কাহারও কাহারও মতে ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে আমিদা-অবরোধের বিষয় প্রখ্যাপিত হয়।

গণের ধারাবাহিক কোনও বিবরণই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাসের এই অঙ্ককে 'অন্ধতম' (Darkest in the whole range of Indian History) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত পাটলিপুত্রের গৌরব-গরিমা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে কোন্ বংশের কোন্ রাজা সমাসীন ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। গুপ্ত-সংবতের প্রবর্ত্তক কোনও গুপ্তবংশীয় নৃপতি, ৩২০ খৃষ্টাব্দে লিচ্ছবিদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হন। তৃতীয় শতাব্দীতে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিজাতি তিব্বতীয়দিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহারা তিব্বতীয়দিগেরই অন্যতম সম্প্রদায়ভুক্ত। যাহা হউক, এইরূপ বিবিধ অনুমান ভিন্ন এই সময়ের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের অন্য কোনও উপায় নাই। কুশন ও অন্ধ্র বংশের অবসান-কাল হইতে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত এক শতাব্দীর ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। *

* * *

কুশন-বংশের পরিচয়-চিহ্ন।

কুশনবংশের কনিষ্ক, হবিষ্ক প্রভৃতি রাজগণের যে পরিচয় গ্রন্থ-পত্রে প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের পরিচয়ও ইতিহাসের অঙ্কে দেখিতে পাই। বাগ্‌নিলারের দুই মাইল দূরে, আরা নামক স্থানে, একখানি 'খারোষ্ঠি লিপি' আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খারোষ্ঠি-লিপির দুই প্রকার পাঠ প্রচলিত দেখি। প্রথম প্রকারের পাঠ † এই,—

"(১) মহারাজস রাজতিরাজস দেবপুত্রাস প (?) খাদরশ·
(২) বশিষ্পপুত্রাস কনিস্কস সম্বৎসরে এক চতরি (স)···
(৩) সম ২০, ২০, ১, চেতস মাসস দিব ৪, ১, অত্র দিবসাসী নমিকা·
(৪) ···ন পুষপুরিয় পুমনমবরথি রতথপুত···
(৫) অটমনস সভার্য পুত্রসঅনুগত্যর্থে সভ্য··· ··· ···
(৬) ··· ···রয়ে হিমাঞ্চল। খিপম··· ।"

* এই সময়ে পারস্যের সহিত পঞ্জাবের সম্বন্ধ-সূত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রাদি-দৃষ্টে বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন,—কুশন-বংশের শেষ নৃপতিদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার সহিত সাসানীয় নৃপতিদিগের সম্বন্ধ-সূত্রের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে কনিষ্কের এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দাঁড়াইয়া যায়। ঐতিহাসিক ড্রইন এ মত সমর্থন করেন (*Vide Rev. Num.* 1898)। ভিন্সেট স্মিথ বলেন,—"It is thus clear that in some way or other, during the third century, the Punjab renewed its ancient connection with Persia."—V. A. Smith, *Early History of India* এবং *Catalogues of Coins in I. M.* vol. I; R. D. Banerjea. Notes on Indo-Scythian Coinage, *Journal* and Procedure *of Asiatic Society of Bengal*, 1908.

† এই পাঠ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত। তিনিই প্রথমে এই লিপির বিষয় আলোচনা করেন। তৎকর্ত্তৃক লিপি প্রথমে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। অধ্যাপক এইচ লুডার্স বলেন,—বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে লিপির পাঠ সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনিও লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন নাই। লিপির শেষ ছত্র এখনও অনধিগম্য।

এই খারোষ্ঠি-লিপির যে অন্য প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে পাঠ এই * প্রকার; যথা,—

"(১) মহারাজস রাজাতিরাজাস দেবপুত্রাস (ক) ই (স) রস
(২) ভজেষ্কপুত্রাস কনিষ্কস সম্বৎসরে একাচপার (ই)
(৩) (সযে) সম ২০২০১ জেথস মাসস দি ২০৪১ ই (স) দিবসচ্ছুণানি খা (ণ) এ
(৪) কুপে (দা) সভেরণা পোষাপুরিয়পুত্রাণ মাতরপিতরণ পুর—
(৫) এ নমদ (স স) ভার্যা (স স) পুত্রাস অনুগ্রহর্থে সর্ব্ব··· (প) ণ
(৬) (জা) তিশ হিতে ইমাচল খিয়ম······। ২৯"

এই লিপির ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে নানা তথ্যের উদ্ঘাটন হয়। ক্রমে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ লিপির একটী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি; যথা,—ভজেষ্কের পুত্র মহারাজা রাজাতিরাজ দেবপুত্র কৈসর কনিষ্কের রাজত্বের ৪১ বৎসরে জেঠ (জ্যৈষ্ঠ) মাসের পঞ্চবিংশতি দিবস; ঠিক এই সময়ে পোষপুরিয়পুত্র দশভেরগণের কূপখনন। পুত্র-পরিবার এবং যাবতীয় প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য পিতা-মাতার পূজায় নমদের কূপখননের বিষয়। ইহাদের মঙ্গলের জন্য (?)······।"

এই লিপিতে কয়েকটী বিচার্য্য বিষয় আছে। লিপিতে 'দশভের' এবং 'পোষপুরিয়পুত্র'—দুইটী পদ আছে। লিপিতে কূপ-খননের উল্লেখ দেখিতে পাই। লিপিতে আরও দেখিতে পাই,—পিতা-মাতার পূজার জন্য কূপ-খনন করা হয়। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—'দশভের' শব্দে দশ জন সহোদরের প্রতি লক্ষ্য আছে। তার পর 'পোষপুরিয়পুত্র' পদ। প্রথম-দৃষ্টিতে ঐ পদে 'পোষপুরিয়' নামক কোনও ব্যক্তির 'পুত্র' বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—'পোষপুরিয়' পদে 'পুরুষপুর' বুঝাইতেছে। পুরুষপুর আধুনিক পেশোয়ার। 'পোষপুরিয়পুত্র' অর্থে, সে মতে, 'পুরুষপুরের অধিবাসী' অর্থ পরিগ্রহণ করা হয়।

* *

রাজ্যকাল-সম্বন্ধে আলোচনা।

পালিভাষার গ্রন্থ-পত্রে কুশনগণের রাজকাল-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। লিপির অন্তর্গত অন্যান্য অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, উহার অন্তর্গত

* এই পাঠ জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক এইচ্ লুডার্সের উদ্ভাবিত। অধ্যাপক লুডার্সের এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা বোধগম্য হইবে। এক্ষণে উক্ত পাঠ-পার্থক্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম শব্দের 'বসিস্প পুত্রাস' পদের আলোচনায় অধ্যাপক লুডার্স বলেন,—কনিষ্ক, হবিষ্ক, বশিষ্ক প্রভৃতি নামের মধ্যে 'ষ্ক' অক্ষর সচরাচর দৃষ্ট হয়। জেডা লিপিতে 'কনিস্কস্' নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং 'বসিস্কপুত্রাস' পদের 'স্প' বর্ণের পরিবর্ত্তে 'স্ক' হওয়াই সঙ্গত। তৃতীয় ছত্রে সময়ের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক এইচ লুডার্স, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে এতদ্বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 652)। তক্ষশিলা-লিপিতে 'সম্বৎসরয়ে' পদ আছে। বুলার ও সেনার্ট উক্ত লিপির বিষয়ে একই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের পাঠও 'সম্বৎসরয়ে' (Samvatsaraye)। Epigraphika Indika, 4, 54 Bubler; and Journal Asiatique, ix, Senart),

তারিখাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। * এ পর্য্যন্ত যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে কুশন-রাজত্বের যে তারিখাদি দেখিতে পাই, তাহার আলোচনায় ঐ বংশের রাজগণের রাজ্যকাল-নির্দ্দেশে কোনই আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। তদনুসারে কনিষ্কের রাজ্যকাল ৩—১১, বসিস্কের রাজ্যকাল ২৪—২৮, হবিস্কের রাজ্যকাল ৩৩—৬০ এবং বাসুদেবের রাজ্যকাল ৭৪—৯৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই লিপিতে কনিষ্কের রাজ্যকাল ৪১ অব্দ দেখিতে পাই। ইহাতেই যত কিছু গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে। কনিষ্ক যে ৪১ বর্ষে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, লিপিতে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। লিপির অন্তর্গত 'কনিস্কস সম্বৎসরে একচাপারিসে' বাক্যের অর্থ—'কনিস্কের রাজ্যকালের ৪১ বর্ষে।' ইহার তাৎপর্য্যার্থ—'কনিস্ক-প্রবর্ত্তিত অব্দের ৪১ বৎসরে।' রাজার নামের সহিত বৎসরের এইরূপ সমাবেশে রাজার রাজত্বকালের বিষয়ই সর্ব্বথা সূচিত হয়। অভিজ্ঞগণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

লিপির মধ্যে কনিস্ক বহু উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। লিপির মধ্যে তাঁহার জন্মসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস আছে। কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, কনিষ্ককে বসিস্কের ও হবিস্কের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তদনুসারে বুঝা যায়,—১০ হইতে ২৪ বর্ষের মধ্যে কনিষ্ক ভারতের রাজ্যভার বসিস্ককে প্রদান করেন। বসিস্কের পরবর্ত্তী ভারত-সম্রাট হবিস্ক। † কেবলমাত্র উত্তরভারতেই তাঁহার রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ এ মত সমর্থন করেন না। এদিকে আবার বসিস্কের ও হবিস্কের উপাধিসমূহের আলোচনায় একজন অপরের অধীন ছিলেন বলিয়াও বুঝিতে পারি। ঈশাপুর ও সাঞ্চীর লিপিতে বসিস্কের "মহারাজা রাজাতিরাজ দেবপুত্র সখি" উপাধি দেখি। ৪০ অব্দ পর্য্যন্ত হবিস্কের 'মহারাজ দেবপুত্র' উপাধি তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ কেহ কেহ উহাকে লিপিকারপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

চল্লিশ সম্বতে চাড়গাঁও নামক স্থানে, নাগের প্রতিমূর্ত্তির উপরিভাগে, এক লিপি উৎকীর্ণ হয়। তাহাতে হবিস্ক 'মহারাজা রাজাতিরাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। একান্ন সম্বতে উৎকীর্ণ 'ওয়ারদাকের' লিপিতেও তাঁহার সেইরূপ উপাধিরই পরিচয় পাই। কিন্তু ষাট সম্বতে উৎকীর্ণ মথুরার স্তম্ভগাত্রে অঙ্কিত লিপিতে উক্ত উপাধির কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় দেখি। সেখানে হবিস্ক 'মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র' বলিয়া অভিহিত। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক লুডার্স সিদ্ধান্ত করেন,—'লিপি-বর্ণিত কনিষ্ক এবং শকনৃপতি সুপ্রসিদ্ধ কনিষ্ক এক ব্যক্তি নহেন। লিপির পরিচয়ে—কনিষ্ক ভজেস্কের পুত্র। কনিষ্কের এরূপ পরিচয় অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়, লিপির কনিষ্ককে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধনৃপতি কনিষ্ক হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই লিপিতে ঐরূপ বিশেষণ-সমূহের সমাবেশ করা হইয়াছিল। ভজেস্ক, ভাজেস্ক ও ভজিস্ক একই প্রকারের শব্দ। ‡ লিপিতে এবং মুদ্রা-গাত্রে হবিস্ক নামের যে

* *Vide The Indian Antiquary*, vol. xlii.

† মথুরার সন্নিকটে যে লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত সেই লিপিতেও এবম্বিধ কাল-পরিচয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই।

‡ Gardner *Coins of Greek and Scythic Kings of Bactria and India*.

প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত আকৃতিদ্বয়ে ততটা প্রকারভেদ নাই। এইরূপ আলোচনায় মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—লিপি-বর্ণিত কনিষ্ক রাজচক্রবর্ত্তী কনিষ্কের পুত্র হইতে পারেন কি না? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে লিপির কনিষ্ক রাজচক্রবর্ত্তী কনিষ্কের পৌত্র হইতে পারেন। কারণ, উত্তরভারতে প্রধানতঃ পৌত্রগণের নামের সঙ্গে সঙ্গে পিতামহের নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তে কনিষ্কের বংশ-পরিচয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই; যথা,—১১—২৪ অব্দের মধ্যে কনিষ্কের পর বসিষ্ক রাজ্য প্রাপ্ত হন। ২৮ সম্বতের পর বসিষ্কের লোকান্তরে রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয় কনিষ্ক শক-সাম্রাজ্যের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া বসেন; অবশিষ্ট সমস্ত রাজ্য হবিষ্ক প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় কনিষ্কের রাজ্য ৪১ সম্বৎ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ৫২ সম্বতের পূর্ব্বেই হবিষ্ক উত্তর ভারতের আধিপত্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। কাবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'ওয়ার্দাক' নামক স্থানে যে খারোষ্ঠি-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে রাজাদিগের নামের মধ্যে হবিষ্কের নামেরও উল্লেখ আছে। এই লিপি এক বিতণ্ডামূলক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে। সে বিতণ্ডার মীমাংসা-কল্পে পণ্ডিতগণ অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; এবং বহু চেষ্টার ফলে তাঁহারা এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। লিপির মধ্যে সময়ের উল্লেখে, কনিষ্কের রাজ্যকাল লইয়া আর এক মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। লিপিতে 'কইসরস' পদ দৃষ্ট হয়। তাহাই 'কৈসর' (কাইজার) উপাধির আদিভূত বলিয়া মনে করি। 'কৈসর' উপাধি ভারতের অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায়, কুশনগণের রাজত্ব বহু দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাঁহারা বহু প্রকারের রাজ-উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। * যাহা হউক, পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপি কুশন-গণের রাজত্ব-কালে ৪১ সম্বতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সিদ্ধান্তিত হয়।

* 'কৈসর' (কাইজার) উপাধি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্ত,—কুশনগণের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইলে, তাঁহারা সেই সকল দেশের উপাধিতে আপনাদিগকে ভূষিত করিতেন। তাঁহাদের এক উপাধি 'মহারাজ'; ইহ খাঁটি ভারতীয় উপাধি। তাঁহাদের আর এক উপাধি 'রাজাতিরাজ।' এ উপাধি মধ্য-পারস্যের 'সাওয়ানো সাও' উপাধিরই অনুরূপ। কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রায় সে পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় উপাধি 'দেবপুত্র'—চীনদেশীয় 'টিয়েন-ট্-জ্জে' উপাধির অনুরূপ। উহার অর্থ—Son of heaven—দেবতার পুত্র। এই সকল উপাধির সহিত রোমক উপাধি 'সিজর' সমাবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, সকলের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কুশন নৃপতিগণ বিবিধ উপাধি-ভূষণে আপনাদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। 'মহারাজা', 'রাজাতিরাজ', 'দেবপুত্র', 'কৈসর' প্রভৃতি উপাধিতে বুঝা যায়, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল দিকে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই, মুদ্রাতে কুশন রাজগণ সময় সময় 'সর্ব্বলোকেশ্বর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুদ্রায় 'সর্ব্বলোকেশ্বর' পদের বহুল প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজগণের অনেকেই দিগ্বিজয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেন। তৎসম্বন্ধে 'দশবিহারসূত্র' নামক গ্রন্থের চীনা-ভাষার অনুবাদ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সিলভেন লেভির গ্রন্থে যে ভাবে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা এস্থলে সেই ভাবেই ঐ অংশ উদ্ধার করিলাম; যথা,—

"In the *len-f-con-ti* (Jambudvipa) there are...four sons of heaven (*t'ien—tzen*). In the East there is the son of heaven of the Tsin (the Eastern Tsin 317-420); the

যে মূল সূত্র ধরিয়া এই কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছে, সেই মূল সূত্র তাদৃশ দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কানিংহামের মতে, কুশনদিগের প্রবর্ত্তিত অব্দ এবং ৫৭ মালব বিক্রম সংবৎ অভিন্ন। ডক্টর ফ্লিট এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক ও-ফ্রাঙ্ক এবং লুডার্স ও এই মতেরই পরিপোষক। কিন্তু 'কৈসরস' শব্দ সকল সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় নৃপতি যে 'কৈসর' বা 'সিজর' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা স্বীকার করেন না।

আমরা যদি চীন-পরিব্রাজক হুয়েনসাং-বর্ণিত 'টা-যু-চি-পো-টি-আও-কে' হবিষ্কের উত্তরাধিকারী বাসুদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে কাল-নিরূপণের এই সমস্যার কতকটা নিরসন হইতে পারে। প্রকাশ এই যে,—টা-যু-চি-পো-টি-আও ২২৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে ঐ অব্দ খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তী ১৩০ অথবা ১৩৮ অব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে ওল্ডেনবার্গ যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটীও সংশয়শূন্য নহে। অন্যপক্ষে, অধ্যাপক 'সভানিসের' (Chavanises) মতে, পো-টি-আও-কে এবং বাসুদেবকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। তাহা হইলে, হবিষ্কের পরবর্ত্তী বাসুদেব ভিন্ন আরও এক বাসুদেবের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি, সমস্যা একই রহিয়া যায়।

'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে' মিঃ জে কেনেডি কনিষ্কের কাল-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, ৫০ খৃষ্টাব্দের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে অথবা ১০০ বৎসর পরে (অর্থাৎ আনুমানিক ১২০ খৃষ্টাব্দে) কনিষ্কের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। কনিষ্কের মুদ্রায় উৎকীর্ণ গাথা-সমূহ গ্রীক-ভাষায় লিখিত। অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়, দৈনন্দিন ব্যাপারে গ্রীকভাষার প্রচলন, ইউফ্রেতিস নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগে প্রথম খৃষ্ট-শতাব্দীর শেষভাগেই স্থগিত হইয়া যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্কের রাজ্যকাল কোনমতেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; পরন্তু খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েই কনিষ্কের রাজ্যকাল নিরূপিত হওয়া সঙ্গত। কেনেডির এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদও গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, কনিষ্কের পর হইতেই যে কুশন রাজবংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে থাকে, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। *

population is higly prosperous. In the south there is the son of heaven of the kingdom of *T'ien tch-u* (India); the land produces many celebrated elephants. In the west there is the son of heaven of the Ta-ts'in (the Roman Empire); the country produces gold, silver and precious stones in abundance. In the North-West there is the son of heaven of the Yue-tchi; the land produces many good horses."

চীনাদিগের অনুবাদিত গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশ হইতেও মুদ্রাদিতে উৎকীর্ণ 'সর্ব্বলোকেশ্বর' পদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। *Vide* also *Indian Antiquary*, vol. xlii, p. 136.

* *Vide* Journal of the Royal Asiatic Society and Indian Antiquary, Vol. xlii.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

———— * ————

বৈদেশিক সংশ্রবে পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গ।

[যবনগণ ;—যবনগণের পরিচয়-প্রসঙ্গ,—পাতঞ্জলির মহাভাষ্যের প্রমাণ ;—যবনরাজ মেনান্দার ;—ধর্ম্মোন্নতি-কল্পে যবনের দান ;—যবনগণ কি হিন্দু ছিলেন ;—যবনের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ ;—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শকগণ ;—শকগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পোষক হন ;—শকদিগের হিন্দুভাব ;—শকবংশীয় রুদ্রদমনের হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ ;—আভীরগণ।]

*

যবনগণ।

ভারতে বৈদেশিক সংশ্রবের সূত্রপাত—গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেও বৈদেশিকগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কেহই ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতে প্রয়াস পান নাই। পুরাণাদিতে তৎসম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বিচার-সাপেক্ষ। সমসাময়িক উপাদান—খোদিত লিপি, স্তূপ ও মুদ্রাসমূহ—যে সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, পণ্ডিতগণ তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কেহ সন্দিহান নহেন। সুতরাং সেই সকল প্রামাণ্য উপাদান হইতে যে তথ্য নিষ্কাশিত হয়, তাহার সত্যতা অবিসংবাদিত বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময় হইতেই ভারতে লিপি ক্ষোদিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হই। অশোকের ক্ষোদিত ত্রয়োদশ অনুশাসনলিপিতে পাঁচ জন বৈদেশিক নৃপতির নাম উল্লিখিত আছে। বোধ-সৌকার্য্যার্থ অশোকের প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বোক্ত সেই লিপির কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

> "এসে চ মু (খ) মুতে বিজয়ে দেবানং পিয়স যা ধ্রুম
> বিজয়ো সো চ পুন লধো দেবানং প্রিয়স ইহ চ স (ব্র) সু চ
> অংতেসু অগ্রসু পি যোজনশ (তে) য় যত্র অংতিয়োকো নম
> যোনরজ পরং চ তেন অংতিয়োকেন চতুরে (৪) রজনি তুরময়ে
> নাম অংতিকিনি নম মক নম অলিকসুদরো নম।"

* * *

যবনগণে পরিচয়-প্রসঙ্গ।

লিপিতে যথাক্রমে পাঁচ জন বৈদেশিক নৃপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—অনতিওক, তুরাময়, অন্তিকিনি এবং অলিকসুদর। পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহাদিগকে গ্রীক-নৃপতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এন্টিওকাস সোটর—সিরীয়ার, টলেমি ফিলাডেলফাস—মিশরের, এন্টিগোনাস গোনাটাস—মাকিদনের, আলেকজাণ্ডার—এপিরাসের সিংহাসনে

সমাসীন ছিলেন। লিপিতে এণ্টিওকাস যোনরাজ অর্থাৎ যবন-রাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে,—প্রাচীনকালে 'যবন' বলিতে গ্রীকগণকেই বুঝাইত। আবার অনেকে বলেন,—'আইওনিয়ান' শব্দ হইতে 'যবন' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু 'আইওনিয়ান' শব্দ 'যবন' রূপে উচ্চারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। * যাহা হউক, গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারে গ্রীকগণ, ভারতবর্ষে আগমন করেন সত্য; কিন্তু তখন তাঁহারা ভারতে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর, রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে; কিন্তু পারস্যের পূর্ব্ব-প্রদেশে—হিন্দুকুশ-পর্ব্বতের সন্নিকটে 'বাকৃত্রিয়ানা' প্রদেশে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। মৌর্য্যবংশের অবসানে শুঙ্গ-বংশের অভ্যুদয়ে তাঁহারা এই স্থান হইতেই ভারতে আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন কেবল পাঞ্জাবে নহে; পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব্বে যমুনা নদীর তীর পর্য্যন্ত এবং কাথিয়াবাড়-প্রদেশে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে জনৈক গ্রীকরাজের উল্লেখ দেখিতে পাই; যথা,—"অরুণদ্যবনো মধ্যমিকাম্"। লঙ্ বিভক্তির দৃষ্টান্ত-রূপে ভাষ্যে পতঞ্জলি দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যায় অর্থাৎ এই বিভক্তির ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে তিনি আবার বলিয়াছেন,—"পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তু দর্শনবিষয়ে।" অর্থাৎ,—বর্ণনাকারী যে ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখেন নাই অথচ যাহা দেশবিশ্রুত, এমন কি বর্ণনাকারী হয় তো কালে সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—এমন ঘটনার বিবৃতি-কালে 'লঙ্' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। বৈয়াকরণের এই ব্যাখ্যা ও মন্তব্য হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—যবনগণ যখন সাকেত এবং মাধ্যমিকা অবরোধ করেন, পতঞ্জলি তখন বর্ত্তমান ছিলেন! পণ্ডিতগণ অযোধ্যাকে 'সাকেত' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে, উদয়পুররাজ্যে, চিতোরের উত্তর দিকে, নগরী মাধ্যমিকার অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হয়। † এ সকল ক্ষেত্রে গ্রীকগণই 'যবন' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

* * *

যবনরাজ মেনান্দার।

পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যে যবন-রাজের উল্লেখ আছে, তিনি মেনান্দার। বিভিন্ন জনের উচ্চারণে তিনি কোথাও বা মেনাণ্ডার, কোথাও বা মিনান্দার, কোথাও বা মিলিন্দ প্রভৃতি নামে অভিহিত আছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে প্রকাশ,—এই মেনান্দারই 'ইসামাদের' (যমুনার) তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রবেশ করিয়া 'পাটালিন' (সিন্ধুনদের অন্তর্গত একটী দ্বীপ) এবং 'সারাওষ্টোস' (সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় প্রদেশ) অধিকার করিয়াছিলেন। ‡ 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকারের মন্তব্য-পাঠে বুঝা যায়,—তৎকালে 'বারিগাজা' (ভরুকচ্ছ অর্থাৎ 'ব্রোচ') বন্দরে মিনান্দারের

---

* Vide, Epigraphica Indica, vol. iv. p. 215.

† Smith's Early History of India, p. 173.

‡ স্মিথ প্রণীত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। *Vide* Smith's Early History of India, pp. 187, 189 and 201.

ও এপলোডোটাসের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এমন কি, বর্ত্তমানকালেও যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে এবং কাথিয়াবাড়ে ঐ সকল মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। *

'মিলিন্দপঙ্হ' বৌদ্ধগণের এক প্রধান গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে প্রকাশ,—'মিলিন্দ' যবন ছিলেন; নাগসেন কর্ত্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।' † প্রচলিত মতানুসারে 'মিলিন্দপঙ্হোক্ত' এই মিলিন্দ ও যবনরাজ মেনান্দার অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। মেনাণ্ডারের নামাঙ্কিত মুদ্রাদিতেও তাহার সমর্থন দেখিতে পাই। মুদ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মচক্র অঙ্কিত আছে এবং মেনাণ্ডার সেই মুদ্রায় 'ধার্ম্মিক' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। জনশ্রুতি-মূলে এবং প্রচলিত আখ্যায়িকাদি হইতে প্রতিপন্ন হয়, মেনাণ্ডার বৌদ্ধদিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন;—এত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় সাতটী জনপদের অধিবাসী তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ‡

* * *

ধর্ম্মোন্নতি-কল্পে যবনের দান।

পশ্চিম ভারতের গিরিগুহাভ্যন্তরস্থ লিপি-সমূহে যবনগণের বিবিধ দানের উল্লেখ আছে। প্রধানতঃ বৌদ্ধস্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দির সম্পর্কেই সেই সকল দানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝিতে পারি, কেবল যবনরাজা বলিয়া নহেন, যবনদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মের নামে বহুবিধ দান করিয়া গিয়াছেন। পুনার সন্নিকটে জুন্নার, নাসিক ও কার্লির গিরিগুহা-সমূহে খোদিত লিপিতে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে। § বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের আলোচনা উপলক্ষে সেই সকল লিপির আবশ্যক অংশসমূহ নিম্নে প্রদান করিতেছি; যথা,—

---

* ভি এ স্মিথও এই মতেরই পরিপোষক। ডক্টর ভাণ্ডারকারের মতে পতঞ্জলির সমসাময়িক যবনরাজ, ডেমিট্রিযাস ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। পার্সি গার্ডনারের মতে (*British Museum Catalogue of Greek and Scythic Kings of India*, Introduction) মেনাণ্ডার ১১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তিকালে প্রাদুর্ভূত হন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের সিদ্ধান্তের সহিত এই মতের ঐক্য আছে। সে মতে প্রতিপন্ন হয়, এপলোডোটাসের ও মেনাণ্ডারের মুদ্রা তৎকালে (৮১ খৃষ্টাব্দে) বারিগাজা বা বরোচে প্রচলিত ছিল। তদ্দ্বারা আরও প্রতিপন্ন হয়,—পূর্ব্বোক্ত যবনরাজদ্বয়ের একজন অপরের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, যেখানেই মেনাণ্ডারের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা, সেইখানে এপোলোডোটাসের মুদ্রাও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, পতঞ্জলির গ্রন্থোক্ত যবনরাজের বিষয় আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, যবনরাজা তখন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই; পরন্তু পর পর দুইজন যবন নৃপতি ভিন্ন অপর কেহ স্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয় নাই। *Vide Indian Antiquary*, vol. xl, p. 11

† এই মুদ্রার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; যথা—"On the obverse of his coins is the legend, *Basilous Suthros Menandros*, in Greek language and characters, and on the reverse the legend Maharajasa Taradarsa Menandrasa in the Pali language and the ancient Brahmi characters. One is exact translation of the other."—Smiths' Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, vol. I, and Indian Antiquary, vol. xl.

‡ The Sacred Books of the East, Vols. xxxv and xxxvi.

§ Ariana Antiqua, p. 283 and Sacred Books of the East vol. viii.

(১) "ধেনুকাকাটা যবনস সিহধযান থংভো দান। (২) ধেনুকাকাটা ধংমযবনস।"—কার্লি। (৩) "যবনস ইরিলস গতান দেয়ধম তে পোঢ়িয়া। (৪) যবনস চিটস গতানং ভোজনমটপো দোধম সধে। (৫) যবনস চংদানং দেয়ধন গভদার।"—জুন্নার। (৬) "সিধং ওতরাহস দতাক্ষিতিয়কস যোনকস ধংমদেবপুতস ইন্দ্রাগ্নিদতস ধংমাত্মনা ইমং লেণং।"—নাসিক।

ঐ সকল লিপির এইরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হয়। যথা,—

(১) 'ধেনুকাকাতার সিংহধয্য নামা জনৈক যবনের দান—এই স্তম্ভ; (২) ধেনুকাকাতার ধর্ম্ম-নামা যবনের দান'—কার্লি। (৩) 'গর্ত্তাসের যবন ইরিলার দান; (৪) সংঘের হিতসাধন জন্য গর্ত্তাসের যবন চিত এই ভোজনাগার দান করেন। (৫) যবন চংদ এই দরজা নির্ম্মাণ করিয়া দেন'—জুন্নার। (৬) 'দত্তমিত্রবাণী ধর্ম্মদেবের পুত্র ধর্ম্মপ্রাণ ইন্দ্রাগ্নিদত্ত এই বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।'—নাসিক।

* . *

যবনগণ কি হিন্দু হইয়াছিলেন?

লিপিসমূহের নাম এবং সেই নাম যাঁহাদের, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া, মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—যবনগণ কি হিন্দু হইয়াছিলেন? লিপি-সমূহে উৎকীর্ণ যবন-নামের মধ্যে ইরিলা বৈদেশিক নাম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাদ্ভিন্ন, অন্যান্য নামের সহিত হিন্দু-নামের সৌসাদৃশ্য আছে। পণ্ডিতগণের মতে—কার্লির লিপিমধ্যস্থ ধেনুকাকাতার যবন—হিন্দু বলিয়া প্রতিপাদিত। কারণ, তাঁহারা 'সিংহধয্য' নামের সহিত 'সিংহধৈর্য্য' নামের, 'ধম্ম' নামের সহিত 'ধর্ম্ম' নামের অভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। জুন্নারের ও নাসিকের লিপি-সম্বন্ধেও তাঁহারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জুন্নারের 'চিত' এবং 'চংদ' যথাক্রমে 'চিত্র' ও 'চন্দ্র' বলিয়া অভিহিত হয়। নাসিকের 'ইন্দ্রাগ্নিদত্ত' এবং তাঁহার পিতার 'ধর্ম্মদেব' নাম—হিন্দু-নামের অনুরূপ। মহাভাষ্যের মতে—দত্তামিত্র-নগর সৌবীরের অন্তর্ভুক্ত হয়; সে মতে—গ্রীকরাজ ডেমিত্রিয়াস ঐ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনিই যে দত্তামিত্র; অথবা, দত্তামিত্রই যে বৈদেশিকের নিকট 'ডেমিট্রীয়াস্' হইয়াছেন,—এ বিষয়ে সংশয় আসে।

* . *

যবনের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ।

পশ্চিম-ভারতের গুহালিপি-সমূহে উৎকীর্ণ যবনগণের নামের সহিত হিন্দুনামের যে সাদৃশ্য আছে, তদ্দৃষ্টে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? বৌদ্ধগণের চৈত্য-বিহার ও সঙ্ঘারামে যবনগণের যে বদান্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাতে তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের, পরিপোষক ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। যবনগণ কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহারা হিন্দুর নাম-পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফলতঃ, নামে ও কর্ম্মে তাঁহারা হিন্দুর সহিত এমনি ভাবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছিলেন যে, লিপি-সমূহে 'যবন' শব্দের উল্লেখ মাত্র না থাকিলে, তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়-নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়া পড়িত।

যবনগণ বৌদ্ধধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের কোনই সংশ্রব ছিল না,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রথমতঃ এই ধারণারই বশবর্ত্তী হন। কিন্তু মালব-প্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বেজনগরে আবিষ্কৃত স্তম্ভলিপি-দৃষ্টে তাঁহাদের সে ভ্রমধারণা তিরোহিত হইয়াছে। ঐ লিপিতে গরুড়ধ্বজের বিষয় উল্লিখিত আছে। দেবাদিদেব বাসুদেবের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য 'দিয়ার' পুত্র 'হেলিওডোরা' ঐ গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করেন। রাজা আণ্টালিকিতা (এণ্টিয়ালকিডাস), রাজা ভাগভদ্রকে ঐ গরুড়ধ্বজ উপহার দেন। *

এক্ষণে দেখা যাউক, গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণকারী হেলিওডোরা এবং রাজা আন্তালিকিতা প্রভৃতির কি পরিচয় পাইতে পারি। পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে, হেলিওডোরা যবন অর্থাৎ গ্রীক-দূত বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহারা বলেন,—হেলিওডোরা ও দিয়া এবং গ্রীকদিগের হেলিওডোরাস ও ডিওন অভিন্ন। গ্রীকগণ কর্ত্তৃক এই গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণে কি প্রতিপন্ন হয়? প্রতিপন্ন হয় না কি—যদিও তাঁহারা যবন বা গ্রীক ছিলেন; তথাপি তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই! পূর্ব্বোক্ত লিপিতে যবনরাজ 'ভাগবত' উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

যবনগণের হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ—ভারতের গৌরব-গরিমার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ভারতের প্রভাব—ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য—তখন যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ পরিচয় তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম যে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, হিন্দুগণ যে শ্রেষ্ঠ বরণীয় আসন লাভ করিয়াছিলেন, সুদূর গ্রীক-রাজ্যেও যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছিল, যবনের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ-ব্যাপারে ইতিহাস যে সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। †

বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী শকগণ।

গ্রীকদিগের সঙ্গে সঙ্গে শকজাতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়। যবন বা গ্রীক যেমন বৈদেশিক জাতি; শকগণও তেমনি বিদেশাগত। তার পর গ্রীকগণ বা যবনগণ যেমন ভারতে আসিয়া ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ফেলিয়াছিলেন; শকগণও সেইরূপ ভারতে আসিয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব ভারতেরই অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন।

যে সময়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছি, সে সময়ে শকজাতি পাঞ্জাবে এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্ব-প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যে ও তাঁহাদের গৌরব-গরিমায় ভারতের উত্তর মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ‡

* Vide Arcaeological Survey of West India, vol. iv and Epigrapica Indica, vols. vii and viii.

† Journal of the Royal Asiatic Society for 1909; Journal of the Bombay Asiatic Society, vol. xxiii, p. 104 and Indian Antiquary, vol, xl.

‡ এতৎপ্রসঙ্গে কেহ হয় তো আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—যবনগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; হিন্দুদিগের ধর্ম্মে কর্ম্মে উৎসাহ-দান করিয়া তাঁহারা উচ্চ রাজনীতিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছিলেন; ফলে দেশ

শকদিগের অধিনায়কত্বে তাঁহাদের অধিকৃত দূরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে যাঁহারা শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের উপাধি 'ক্ষত্রপ' বা 'সাত্রাপ' ছিল। সাত্রাপগণ অতি অল্প কাল মধ্যেই শকদিগের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সময়ে ক্ষত্রপদিগের একটী শাখা তক্ষশিলার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের একটী শাখা মথুরায়, একটী শাখা কাথিয়াবাড়ে ও মালোয়া (মালব) প্রদেশে এবং একটী শাখা দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করে। শকরাজগণের অনেকেই যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে স্পালিরাইসেস, আজাস ও মেয়োস এবং স্পালোহোরস ও স্পালগাদামেস আপন আপন মুদ্রায় 'ধ্রমিকা' বা 'ধার্ম্মিকা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'ধার্ম্মিকা' বা 'ধ্রমিকা' পদের বহুল প্রচলন দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত শকনৃপতিগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে তাহা সপ্রমাণ হয়। তাঁহাদের মুদ্রায় চক্র-চিহ্ন বর্ত্তমান। তাহাতে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-চক্রের বিষয় মনে আসে।

মথুরার সিংহদ্বারে উৎকীর্ণ লিপি হইতে সপ্রমাণ হয়—মহাক্ষত্রপ রাজুলার সহধর্ম্মিণী নাদাসীকাস, বুদ্ধদেবের সমাধির উপরিভাগে এক স্তূপ নিস্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধর অবুহোলা, হাধুয়ারা ও হান প্রভৃতির বিবধ বদান্যতার ও দানশীলতার বিষয় ঐ স্তূপগাত্রস্থিত লিপিতে পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। মহাক্ষত্রপের প্রভাব পাঞ্জাবের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত—রাজপুতনার উত্তর-পূর্ব্বে এবং মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তক্ষশীলায় 'কুসলক' নামে আর এক ক্ষত্রপ-বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রপ লিয়াক—এই বংশের অন্যতম। পাঞ্জাবের একখানি তাম্রশাসনে তাঁহার পরিচয় আছে। তাহাতে প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের সমাধির উপরিভাগে তিনি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই স্তূপের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিবিধ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে তাহাও পরিদৃষ্ট হয়।

শকগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পোষক হন।

ক্ষত্রপদিগের আর দুইটী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন। তাঁহাদের এক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কথিয়াবাড় ও মালবে এবং অন্য সম্প্রদায়ের আধিপত্য দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নাসিক, কার্লি এবং জুন্নার গিরিগুহায় শেষোক্ত ক্ষত্রপ-বংশের কতকগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে এই বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রপ-বংশের পরিচয়-মূলক নাসিকের সেই লিপির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"সিদ্ধিং রাজ্ঞঃ ক্ষহরাতস্য ক্ষত্রপস্য নহপানস্য জামাত্রা দীনীকপুত্রেণ উষভদাতেন
ত্রিগোশতসহস্রদেন······দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ষোড়শগ্রামদেন
অনুবর্ষমং ব্রাহ্মণশতসাহস্রীভোজপয়িত্রা প্রভাসে পুণ্যতীর্থে ব্রাহ্মণেভ্যঃ অষ্টভার্য্যাপ্রদেন।"

লিপিতে উষবদাতের দানকাহিনী পরিবর্ণিত। ঋষভদত্ত বা বৃষভদত্ত নামেও তিনি পরিচিত।

তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। আমরা তাহা স্বীকার করি না। ভারতের ধর্ম্মভাব তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিল;—ভারতে আসিয়া তাঁহারা পরম পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নাসিকের আর একটী লিপিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সঙ্ঘমিত্তা বা সঙ্ঘমিত্রা নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃষভদত্ত এবং সঙ্ঘমিত্রা উভয়ই হিন্দুদিগের নামের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। নামে যদিও হিন্দু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নাসিকের তৃতীয় লিপিতে তাঁহাদিগকে স্পষ্টতঃ 'শক' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। * পণ্ডিতগণের এরূপ সিদ্ধান্তের একমাত্র কারণ—পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপিতে বৃষভদত্তের পিতা 'দীনিক' নামে এবং সংঘমিত্রার পিতা 'নহপান' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণের ধারণা,—দীনিক এবং নহপান কেহই হিন্দু ছিলেন না; তাঁহারা ভারতবাসীও নহেন। আবার, নহপান—ক্ষহ্রাৎ বংশসম্ভূত এবং ক্ষত্রপ নামেও অভিহিত। 'ক্ষহ্রাত' অথবা 'নহপান' নাম হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। 'ক্ষত্রপ' শব্দের উৎপত্তিমূলেও কোনও সংস্কৃত প্রভাবের পরিচয় পাই না; অথবা, সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের মতে 'ক্ষত্রপ' পদের উৎপত্তি-মূলে সংস্কৃত-ভাষার প্রভাব-বিষয়েও কোনও পরিচয় বিদ্যমান নাই। ক্ষত্রপ উপাধির মূলে পারস্য-ভাষার প্রভাবও অনেকে অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে, পার্শি-উপাধি 'ক্ষত্রপাবন' পদের সংস্কৃত অপভ্রংশে যে পদ ব্যবহৃত হয়, এংগ্লো-স্যাক্সন ভাষায় তাহাই 'সাত্রাপ' রূপে রূপান্তরিত।

যাহা হউক, যে দৃষ্টিতেই দেখি,—হিন্দু-নামের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন হইলেও, উষবদত্ত নামের বৈদেশিক সংস্রব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপিতে উষবদত্তকে 'ত্রিগোশতসহস্রদ' বলা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ ও দেবতার নামে ষোলখানি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত সোমনাথপত্তনে প্রভাসতীর্থে আট জন ব্রাহ্মণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু প্রতি বৎসর তিনি একশত সহস্র অর্থাৎ লক্ষ ব্রাহ্মণকে চব্যচূষ্যলেহ্যপেয় প্রভৃতি দ্বারা ভোজন করাইতেন;—'অনুবর্ষমং ব্রাহ্মণশতসাহস্রী-

* এই বংশের রাজগণকে স্মিথ ইণ্ডোপার্থীয় বলিয়া মনে করেন। এই বংশের কোনও কোনও রাজার নামের সহিত ইরাণ-দেশীয় নামের সাদৃশ্যই বোধ হয়, তাহার এইরূপ সিদ্ধান্তের মূলীভূত। বৈদেশিক বহু রাজা ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনেকের ইরাণীয় সাদৃশ্য-মূলক নামও ছিল। মোয়াস, আজাস প্রভৃতি সিদীয় নাম। সুতরাং ইণ্ডোপার্থীয় না হইয়া, তাঁহাদের ইণ্ডো-সিদীয় হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। মথুরার সিংহদ্বারের লিপিতে 'সাকস্তানের' উল্লেখ আছে। তদ্দ্বারা ঐ সকল রাজাকে শক-জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোনও কোনও পণ্ডিত এতৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মিষ্টার এফ ডবলিউ টমাস (Epigraphica Indica vol. ix) এবং ডক্টর ভাণ্ডারকার (Indian Antiquary, vol. xl) সে মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে ঐ লিপিতে শকরাজ্যের কথা আছে। সে সময়ে শকরাজ্য বলিতে কেবল আধুনিক সীস্তানকেই বুঝাইত না; পরন্তু ইণ্ডোসিদিয়াও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইত। 'পেরিপ্লাসে' এবং টলেমির গ্রন্থে এই ভাবেই শক-রাজ্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তবে গণ্ডোফেরাস রাজবংশকে পণ্ডিতগণ ইণ্ডোপার্থীয় বলিয়াই অনুমান করেন। ঐ বংশের কাহারও নামের সহিত সিদীয় নামের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভেনোনেস শকবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বংশের রাজগণের তালিকা সম্বন্ধে সকলেই একমত পোষণ করেন। মথুরার লিপিতে সোদাসের রাজ্যকাল ৭২, তক্ষশিলার লিপিতে পতিকের রাজ্যকাল ৭৮, তখৎ-ইবাহি লিপিতে গণ্ডোফেরাসের রাজ্যকাল ১০৩ এবং পাঞ্জতার লিপিতে গুশন (বা কুশন) বংশের রাজ্যকাল ১২৩ অব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকে ঐ কালনির্দ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল তারিখ যে একই অব্দের, পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সেই অব্দ 'বিক্রম অব্দ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু কনিষ্ক এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজ্যকাল শকাব্দেই নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

ভোজপশ্বিত্রা।' এই সকল কারণে উষভদত্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বৈদেশিক এবং শকবংশীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

শকদিগের হিন্দুভাব।

দাক্ষিণাত্যে ক্ষত্রপ-রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যে 'সাতবাহন' বা শালিবাহন-বংশের গোতমীপুত্র সাতকর্ণি দাক্ষিণাত্যে বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র বশিষ্ঠীপুত্র পুলুমাইর রাজত্বকালে ক্ষত্রপ-প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রপ-বংশের সমসাময়িক আর এক ক্ষত্রপ-বংশ কাথিয়াবাড়—মালবে রাজত্ব করিতেন। উজ্জয়িনী নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই বংশের উনিশ জন নৃপতি ২৭০ হইতে ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। চষ্ট—এই ক্ষত্রপ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চষ্টের পিতার নাম ঘমোটিকা (Ghsamotika)। চষ্ট এবং ঘমোটিকা—উভয়ই যে বৈদেশিক নাম, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। চষ্টের পুত্রের নাম জয়দমন, তাঁহার পুত্র রুদ্রদমন। অধ্যাপক র‍্যাপসনের মতে,—'প্লেগডেমস্' নামের অন্তর্গত 'ডেমস' এবং 'দমন' একই ভাবসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। *

* * *

শকবংশীয় রুদ্রদমন হিন্দু হন।

শক-বংশীয় রুদ্রদমন যে হিন্দু হইয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হয়। 'রুদ্র' এবং 'জয়' শব্দ যে হিন্দুনামার্থবোধক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জুনাগড়ের পর্ব্বতগাত্রে যে লিপি দৃষ্ট হয়, তাহাতে রুদ্রদমনের বিষয় উল্লিখিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"শব্দার্থ গান্ধর্ব্ব-ন্যায়াদ্যানাং বিদ্যানাং মহতীনাং পারণ—ধারণ—বিজ্ঞান—প্রয়োগা-বাপ্তবিপুলকীর্ত্তিনা—।" এই লিপিতে প্রতিপন্ন হয়,—রুদ্রদমন কেবল যে হিন্দু ছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি ব্যাকরণে, তর্কশাস্ত্রে এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রেও তাঁহার ব্যুৎপত্তির অবধি ছিল না। কিন্তু তথাপি মূলে তিনি বৈদেশিক।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—বিদেশাগত শকগণ এমনই ভাবে হিন্দুদিগের সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাৎকালিক ভারতীয় হিন্দুরাজগণ তাঁহাদের সহিত বিবাহ-সূত্রে সম্বদ্ধ হইতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মহারাষ্ট্র-দেশের সুপ্রসিদ্ধ সাতবাহন বা শালিবাহন-বংশ এই ক্ষত্রপদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। 'কানহারি' গুহার লিপিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে; যথা,—

"......(বা) সিষ্টীপুত্রস্য শ্রীসাতকর্ণীস্য দেব্যাঃ কাদ্দমকরাজবংশপ্রভবায়া
মহাক্ষত্রপ রু(দ্র) পুত্র্যা......
......ইয় বিশ্বস্তস্য অমাত্যস্য সতেরাকস্য পানীয়ভোজনং দেয়ধর্ম্মঃ (॥) †"

* Vide Epigraphica Indica, Vol. viii.

† Catalogue of Indian Coins, Introduction.

এই লিপিতে 'সতেরাকা' নামক মন্ত্রীর দানের বিষয় উল্লিখিত। তিনি কোনও রাণীর মন্ত্রী ছিলেন। সে রাণীর নাম এখন বিলুপ্ত। কিন্তু তিনি বশিষ্ঠীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির সহধর্ম্মিণী এবং রুদ্রনামা মহাক্ষত্রপের কন্যা বলিয়া অভিহিত। শ্রীসাতকর্ণি—সাতবাহন বংশসম্ভূত ছিলেন। ডক্টর বুলারের মতে, লিপি-উদ্ধৃত রুদ্রই এই রুদ্রদমন রাজা। এই লিপির আলোচনায় সপ্রমাণ হয়,—খগ্‌রাত ক্ষত্রপ-বংশের নির্ম্মূলকারী গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির দ্বিতীয় পুত্র, সাতবাহন-বংশ-সম্ভূত বসিষ্ঠীপুত্র শ্রীসাতকির্ণ মহাক্ষত্রপ রুদ্রমনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নাসিকের একটী গিরিগুহায় বিষ্ণুদত্তের কীর্ত্তিকাহিনী পরিবর্ণিত। তাঁহার বিবিধ দানের মধ্যে পীড়িতদিগের চিকিৎসার জন্য স্থায়ী দানের পরিচয় পাওয়া যায়। নাসিকের গিরিগুহাঙ্কিত সেই লিপিটী প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"......শকাগ্নিবর্ম্মণঃ দুহিত্রা গণপকস্য
রেভিলস্য ভার্য্যায়া গণপকস্য বিশ্ববর্ম্মস্য
মাত্রা শকনিকয়া উপাসিকয়া বিষ্ণুদত্তায়া
... ...
গিলানভেষজার্থং অক্ষয়নীবি প্রযুক্তা॥"

কথিত হয়,—ঈশ্বরসেন নামক জনৈক রাজার রাজত্বকালে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিষ্ণুদত্তা—'উপাসিকা' বলিয়া লিপিতে পরিকীর্ত্তিত। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসিকা ছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনি শকজাতীয় অগ্নিবর্ম্মণের কন্যা। 'সাকানিকা' নামেও তিনি অভিহিত হইতেন। সুতরাং পিতা ও কন্যা উভয়েই যে শকজাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুদত্তের পিতাকে 'শক অগ্নিবর্ম্মণ' বলা হইয়াছে। নাম হইতে তিনি ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কিছুই উপপন্ন হন না। শকের ন্যায় গণপকও একটী জাতীয় সংজ্ঞাবিশেষ। গণপক ভারতীয় কি বৈদেশিক নাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে একটী বিষয় এখানে বিচার করিবার আছে। বিষ্ণুদত্তা শকের কন্যা; বিবাহ হইল তাঁহার গণপকের সহিত। তথাপি তিনি 'শাকানিকা' বলিয়া অভিহিত হন কেন? * ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে এমন কি বর্ত্তমানকালেও রাজপত্নীগণ পিতৃকুলের উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইতেন। এখনও কোনও কোনও রাজপুত-বংশে এ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

আভীরগণ।

শকদিগের সমসময়ে 'আভির' নামক আর এক বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের বিভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিয়া, তাহারা ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশে 'অরউরা' নামে একটী পল্লী পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত-ভাষায় ঐ স্থান 'আভিরাবাটক' নামে উল্লিখিত। আবার ঝান্সীর সন্নিকটে 'আহিরওয়ার' নামে আর এক স্থানের উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন,—'আভির' বা 'আহিরগণ' সেই সকল স্থানে বসতি স্থাপন

* Archaeological Survey of India, Vol. vi, p. 78

করিয়াছিল। সেইজন্যই ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। আভিরগণ এক সময়ে এতই পরাক্রমশালী হইয়াছিল যে, তাহাদের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পুরাণাদিতে প্রকাশ,—অন্ধ্রভৃত্যদিগের পর, আভীরগণ দাক্ষিণাত্য অধিকার করে। নাসিকে প্রাপ্ত লিপি হইতেও এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হয়। 'আভীর' জাতীয় জনৈক রাজার রাজত্বকালে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

আভিরগণ যে বৈদেশিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্ণু-পুরাণে এবং মহাভারতের মূসলপর্ব্বে তদ্বিষয় সপ্রমাণ হয়। সেখানে তাহারা দস্যু এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লিখিত। মহাভারতের যে প্রসঙ্গে আভীরিদিগের নাম দৃষ্ট হয়, তাহা এই,—কৃষ্ণ-বলরাম দেহত্যাগ করিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি তাঁহাদিগের সৎকার করেন। দ্বারকায় তাঁহাদের সমাধি হয়। পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে আভীরগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাঁহাদিগের অর্থাদি এবং যাদবদিগের সুন্দরী রমণী তাহারা হরণ করিয়া লয়। *

যাহা হউক, পরে তাহারা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হয়। যোধপুরের বাইশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'ঘাটিয়ালা' নামক স্থানে একটী লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পতিহার-বংশের রাজকুমার কুক্কুরের নামের সহিত ঐ লিপির সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। ঘাটিয়ালার সেই লিপিতে নিম্নলিখিত দুইটী ছত্র পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"রোহিন্সকূপকগ্রামঃ পূর্ব্বমাসীদনাশ্রয়ঃ।
অসেব্যঃ সাধুলোকানাং আভীরজনদারুণঃ॥"

এই লিপি হইতে বুঝিতে পারি, আভীরদিগের জন্য 'রোহিন্সকূপক' অর্থাৎ 'ঘাটিয়ালা' গ্রাম সজ্জনের বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে সাকানিকা বিষ্ণুদত্তের যে লিপির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে এই বিষয়টী অধিকতর বিশদ হইতে পারে। যথা,—

"সিদ্ধং রাজ্ঞঃ মাঢরীপুত্রস্য শিবদত্তাভীরপুত্রস্য
আভীরস্যেশ্বরসেনস্য সংবৎসরে নবম ৯ গিহ্ম
পথে চৌথে ৪ দিবস ত্রয়োদশ ১৩।"

শিবদত্তের পুত্র মাধারিপুত্র ঈশ্বরসেনের রাজত্বকালে এ লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ঈশ্বরসেন এবং শিবদত্ত উভয়েই 'আভীর' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এখানে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সে বিষয়টী এই—ঈশ্বরসেন এবং তাঁহার বংশধরগণ 'মাধারীপুত্র' নামে

* হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে শকদিগের বিবিধ দানের পরিচয় পাওয়া যায়। নাসিকের দুইটী গুহায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তত্রত্য লিপিতে দেখিতে পাই,—"সিদ্ধং শকস দামচিকস লেথকস বুধিকস বিষ্ণুদত্তপুতস দশপুর বাহবেস লেণ পোঢ়িয়ো চ দো।" বিষ্ণুদত্তের পুত্র ভূধিক বা বৃদ্ধিকের দানের বিষয় এই লিপিদ্বয়ে প্রকটিত। গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত দাসপুর বা মান্দাসরে তাঁহারা বাস করিতেন। তিনি একটী বাসোপযোগী গুহা এবং দুইটী ইঁদারা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। 'শক' বলিয়া লিপিতে উল্লেখ থাকিলেও তাঁহারা হিন্দু বলিয়াই অভিহিত হইতেন। উক্ত গুহায় আর একটী লিপি ঈশ্বরসেন নামক জনৈক রাজার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়। সে লিপিতেও বিবিধ দানের পরিচয় আছে।

পরিচিত হইয়াছেন। তাহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে,—তাৎকালিক নৃপতিগণ আপন আপন নামের সহিত মাতৃ-পরিচয় সন্নিবিষ্ট করিতেন। এ ক্ষেত্রে সেই প্রথারই অনুসরণ দেখিতে পাই। *

কাথিয়াবাড় জেলার গণ্ডা নামক স্থানে, আভীরদিগের আর একটী লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ লিপি ১০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। রুদ্রদমনের পুত্র রুদ্রসিংহের রাজত্বকালের পরিচয়ের আভাষ উহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। সেনাপতি বাহকের পুত্র রুদ্রভূতির বিবিধ দানের পরিচয়ও ঐ লিপিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ—রুদ্রভূতির সেনাপতি রুদ্রভূতির নামে দান করিয়াছিলেন। এখানেও রুদ্রভূতি 'আভীর' বলিয়া পরিচিত। আভীর-জাতীয় হইলেও, তাঁহার নাম হিন্দুর পরিচায়ক।

বর্ত্তমানে 'আহির' বলিয়া যাহারা আখ্যাত হন, প্রাচীনকালে তাহারাই 'আভীর' নামে অভিহিত হইত,—প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। ইহারা ক্রমে পূর্ব্বদিকে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের অধিকাংশ গো-ব্যবসায়ী। কেহ কেহ অন্য ব্যবসায়ও গ্রহণ করিয়াছে। খান্দেশ অঞ্চলে, এখন আমরা যে সোনার, আহির সোনার, স্তার, আহীর স্তার প্রভৃতি দেখিতে পাই, তাহারা পূর্ব্বোক্ত আভীর জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। খান্দেশে, রাজপুতানায় এবং গুজরাটে আভীর ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। ইহাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, ইহাদের স্বতন্ত্র একটী ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। খান্দেশে তাহাদের সেই ভাষার নাম—'আহিরাণী'। মহারাষ্ট্র ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, ইহাদের ভাষার বিশেষত্ব মহারাষ্ট্র ভাষা হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, বৈদেশিক জাতি হইলেও আভীরগণ এখন ভারতের হিন্দু বলিয়াই পরিচিত। ভারতীয় হিন্দুগণের সহিত এখন আর তাহাদের কোনও পার্থক্যের বিষয়ই উপলব্ধ হয় না।

যাহা হউক, শক, আভীর প্রভৃতি জাতির পর কুশনরাজগণ উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই বংশের প্রথম রাজার নাম—'কাজুলা কাদ্‌ফাইসেস'। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রায় তিনি "সহধর্ম্মস্থিত" অর্থাৎ সত্যধর্ম্মান্বিত বলিয়া পরিচিত। ইহাতে বুঝা যায়—তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু প্রধানতঃ তিনি শিবের উপাসনা করিতেন। তাহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'শৈব' বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

কাদফাইসেসের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার এক অংশে, তাঁহার পরিচয়ে 'মহারাজস রাজাধিরাজস

* এইরূপ অভিনবত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন। সে দৃষ্টান্ত রাজপুতদিগের নামকরণাদি সংক্রান্ত। ডক্টর ভাণ্ডারকার এতৎসম্বন্ধে নিম্নরূপ মত প্রকাশ করেন; যথা, "This reminds us of the present Rajput princesses, who are known at their husband chief's homes by the tribal name of their father. Thus the ruling dynasty of Jodhpur is Rathod, but the queen of the present Maharaja is styled Hadiji i.e., the daughter of a Hada, a Subdivision of the Chohans to which belongs the Binodi family from which she has sprung"—Indian Antiquary Vol. xl, pp. 15-16.

সর্ব্বলোগঈশ্বরস মহীশ্বরস উইম-কাথকিশস এতস' উক্তি দেখিতে পাই। * পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—'মহীশ্বরস' পদ সংস্কৃত 'মহেশ্বরস' পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। সুতরাং তিনি যে শৈব ছিলেন, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। 'মহীশ্বরস' পদ 'পৃথিবীপতি' অর্থেও প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং 'মহীশ্বরস' পদকে 'মহেশ্বরস' পদে রূপান্তরিত করিবার কোনই কারণ দেখি না। কিন্তু তিনি যে শিবের উপাসক ছিলেন, মুদ্রার অপর (বিপরীত) দিকের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি দৃষ্টে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেখানে নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। কখনও বা সে মূর্ত্তির সহিত ত্রিশূল এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম রহিয়াছে।

কাডফাইসেসের পর ক্রমে কনিষ্ক, হবিষ্ক এবং বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহারা সকলেই যে একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মুদ্রায় গ্রীক ও ইরাণীয় দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সহিত হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কনিষ্কের মুদ্রায় বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে, একমাত্র কনিষ্কের মুদ্রায়ই বুদ্ধদেবের প্রকৃত মূর্ত্তি প্রথম দেখা যায়। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বলেন,—কনিষ্ক তাঁহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের উক্তির সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু কনিষ্কের পরবর্ত্তী রাজগণের কাহারও মুদ্রায় স্কন্দের, কাহারও মুদ্রায় মহাসেনের, কাহারও মুদ্রায় কুমারের, কাহারও মুদ্রায় বিশাখের এবং কাহারও মুদ্রায় 'ওয়েসো' অর্থাৎ শিবের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। সে সকলই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুসারী। † কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল কুশন-রাজ যে বৈদেশিক, তাহা অবিসম্বাদিত। কাজুলা কাডফাইসেস, ওয়েমা কাডফাইসেস, কনিষ্ক, হবিষ্ক প্রভৃতি নাম—ভারতীয় নাম নহে। মুদ্রাদির প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্তিত হয়,—তাঁহারা তুর্কির পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, আর আকৃতিতে তাঁহারা মঙ্গোলিয়দিগের অনুরূপ ছিলেন। ‡ কিন্তু তাহা হইলেও, বৈদেশিকরূপে ভারতে উপনিবিষ্ট হইলেও, তাঁহারা হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। §

বিদেশাগত জাতিসমূহের অনেকে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ভারতের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষ এক সময়ে যে সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে বরণীয় আসন লাভ করিয়াছিল, আর ভারতের হিন্দুজাতি যে এক সময়ে অশেষ গৌরবে মণ্ডিত ছিল, পূর্ব্বোক্ত বিবিধ আলোচনায়, নিঃসন্দেহে তাহা সপ্রমাণ হয়।

---

* মহাভারত, মুষলপর্ব্ব, সপ্তম অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চম অংশ ৩৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। Archaeological Survey of Western India, Vol. ii এও ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

† Wilson's *Indian Castes*, Vol. ii,

‡ Smith's *Catalogue of the Coins in the Indian Museum*, Calcutta, p. 68.

§ On the coins of his (Kaniksha's) successors occur the figures of 'Skando' (Skanda), 'Mahaseno' (Mahasena), 'Komaro' (Kumara) 'Bizago' (Visakha) and 'Oesho' (Siva)—all from the Brahmanic pantheon."—Indian Antiquary, Vol. xl, p. 17.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভারতে 'হেলেনিক' প্রভাব।

[বৈদেশিক সংশ্রবে ভারতের অবস্থা ;—বৈদেশিকগণই ভারতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছিলেন ;—সমসাময়িক বৈদেশিক নৃপতি ;—উপসংহার।]

* * *

বৈদেশিকের স্বধর্ম্মত্যাগ।

বৈদেশিক-সংশ্রবে ভারতের নানারূপ অবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তবে সে অবস্থা-বিপর্য্যয় সমগ্র ভারতের উপর ক্রিয়াশীল হইয়াছিল বলিয়া মনে করি না। বিশাল বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যন্তরে, স্থানে স্থানে বৈদেশিকগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহাতে ভারতের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। পরন্তু ভারতবর্ষই অনেক বৈদেশিক শক্তিকে আপনার কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ-পরম্পরায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

যে সকল বৈদেশিক ভারতবর্ষে খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়া আছে, তাহাদিগের মধ্যে যবনগণ সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তাই তাঁহাদের সংস্পর্শে ভারতের কি আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল,—অনুসন্ধিৎসুগণের মনে স্বতঃই সেই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যখন একবাক্যে ভারতের নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনের মূলে 'হেলেনিক' বা গ্রীক-প্রভাবের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনে প্রযত্নপর হন, তখন সে কৌতূহল যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভারতের উন্নতির কতটুকু সহায়ক হইয়াছিল এবং ভারতের রাজ্যতন্ত্রের প্রাচীনতম সৌধের শ্রীসৌন্দর্য্যসম্পাদনে 'হেলেনীয়' প্রভাব কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল ? এই সকল সংশয়-প্রশ্নের সমাধানে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ মহাবীর আলেজ-জণ্ডারের ভারত-আক্রমণ-প্রসঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক-শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনে, 'হেলেনিক' প্রভাবে ভারতের বিবিধ বিভিন্নমুখী উন্নতির বিষয়ই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা এবম্বিধ মতের পরিপোষক, তন্মধ্যে হার নিস্ সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহার বিশ্বাস,—আলেকজাণ্ডারের প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধানই ভারতের উন্নতির মূলীভূত ; আর, সেলিউকাস নিকাটরের নিকট পরাভূত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত তাঁহারি বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এবং সেই সূত্রেই গ্রীসের প্রভাব সর্ব্বতোভাবে ভারতে বিস্তৃত হয়,—হেলেনিক আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি বিধি-বিধান ভারতের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া যায়। নিসের এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের এই মত যে কতদূর সমীচীন, সামান্য আলোচনায়ই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের কেহ কেহ নিসের মতের

পরিপোষক। কিন্তু, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় তাঁহাদের এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশন-বংশের রাজ্যাবসান-কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, প্রায় চারি শতাব্দী কাল, বৈদেশিক জাতির সংস্রবে, ভারতের কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—বৈদেশিক প্রভাব ভারতের প্রান্তভাগে মাত্র বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা ভরতের বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় নাই; পরন্তু বৈদেশিকগণই তখন ভারতের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আচার-ব্যবহার তখন তাঁহাদিগকেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

আলেকজাণ্ডার মাত্র দেড় বৎসর কাল ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা যতই দূরগামী হউক না কেন,—প্রতিনিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকায় তিনি স্থায়ী কোনও বিধান যে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন নাই, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্রে বা তাঁহাদিগের সমাজ-তন্ত্রে বৈদেশিক প্রভাবের কোনও স্থায়ী পরিবর্ত্তনের চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। প্রকৃতপক্ষে, আলেকজাণ্ডার ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-সাধনে আদৌ সমর্থ হন নাই। অপিচ, তাঁহার মৃত্যুর পর ৬ৎ বৎসরের মধ্যেই ভারতে মাসিডনীয় শাসন-যন্ত্রের সমুদায় অঙ্গ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। তখন একমাত্র সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী ভূভাগে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ইউডেমাস গ্রীকদিগের শেষ নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু ৩১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পর সে চিহ্নও একেবারে বিলুপ্ত হয়।

আলেকজাণ্ডারের প্রভাবের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ সৌভূতি গ্রীকদিগের অনুকরণে কতকগুলি মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্ভিন্ন স্থাপত্য প্রভৃতির শিল্প-সৌন্দর্য্যে হেলেনিক প্রভাবের কোনও পরিচয়-চিহ্নই বিদ্যমান নাই। সুতরাং তখন পাশ্চাত্য-শিল্পকলা যে এতদ্দেশে প্রবেশ-লাভ করে নাই; তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তক্ষশিলায় 'আইওনিক' স্তম্ভ সমন্বিত যে মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে প্রথম আজেসের (৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক বলিয়া সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু উহার নির্ম্মাণ-কৌশলে গ্রীসদেশীয় শিল্পের কোনও অনুস্মৃতিই পরিলক্ষিত হয় না। স্তম্ভগুলিতে বৈদেশিক আদর্শের অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহাতেও গ্রীসদেশীয় মৌলিকতার কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। ইন্দো-গ্রীক প্রস্তর-মূর্ত্তি-সমূহও আজেসের সমসাময়িক বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু ডেমিত্রিয়াস, ইউক্রেটাইডস অথবা মেনাণ্ডারের সমসাময়িক একটী নিদর্শনও পরিদৃষ্ট হয় না।

এইরূপে আমরা এতৎসম্বন্ধে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কিবা আলেকজাণ্ডার কিবা এণ্টিওকাস দি গ্রেট, কিবা ডেমিত্রিয়াস, কিবা ইউক্রেটাইডস্, কিবা মেনাণ্ডার—কেহই ভারতীয় সনাতন বিধি-বিধানে বৈদেশিক-ভাবের উন্মেষ করিতে সমর্থ হন নাই। রাজ্যলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন; যুদ্ধবিগ্রহেই তাঁহারা সর্ব্বদা লিপ্ত ছিলেন; তাই কোনও স্থায়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা কেহই মনোযোগী হইতে পারেন নাই। পাঞ্জাবে এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল বটে; কিন্তু তাহা হইলেও সে প্রভাব ভারতের অঙ্গে স্থায়ী হয় নাই। তাই গ্রীসের স্থাপত্য, গ্রীসের

কলা-বিদ্যা, গ্রীসের কারু-শিল্প প্রভৃতির কোনও নিদর্শনই ভারতের তাৎকালিক সমাজে বর্ত্তমান নাই। ভারতের সাহিত্যে গ্রীক-সাহিত্যের যে ক্ষীণ ছায়াপাত পরিদৃষ্ট হয়, তাহারও কোনও নিদর্শন গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং বৈদেশিকদিগের প্রভাব যে কোনপ্রকারে ভারতে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অঙ্গে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

* * *

সমসাময়িক বৈদেশিক নৃপতিগণ।

ভারতের বহির্ভাগ হইতে যে সকল জাতি ভারতের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'বাক্‌ত্রিয়' ও 'ইন্দো-গ্রীক' জাতি সবিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই তাঁহারা ভারতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয় নাই। পশ্চিম-ভারতের প্রদেশ-বিশেষ তাঁহাদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু সে আক্রমণের ফল অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তো দূরের কথা;—ভারতের যে প্রদেশ বা অংশ তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, সে অংশও তাঁহাদের প্রভাবে পর্য্যুদস্ত হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের অনুকরণে ভারতের কোনও কোনও অংশে মুদ্রাদির প্রবর্ত্তন হইলেও সে প্রবর্ত্তনার প্রভাব অত্যল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক ভন্ স্যালেট ভারতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সেই সকল বৈদেশিক নৃপতির বিবরণ-সম্বলিত এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই তালিকায় তৎকালীন নৃপতিগণের ক্রমপর্য্যায় নির্দ্দেশ নাই। সেই তালিকার অনুসরণে আমরা এক তালিকা প্রদান করিতেছি। তাহাতে সমস্যামূলক অনেক বিষয় কতকটা বোধগম্য হইবে। তালিকাটী এই,—

রাজার বা রাণীর নাম।	গ্রীসদেশীয় পরিচয়।	মন্তব্য। (পাশ্চত্যমতাবলম্বনে)
১। অগোথোকলেই	থিওটোপস	ইনি সম্ভবতঃ প্রথম ষ্টেটোর মাতা।
২। আগাথোক্লেস	ডিকাইওস	প্যাণ্টালিওনের উত্তরাধিকারী এবং প্রথম ইউথিডেমস বা ডেমিট্রিয়সের সমসাময়িক।
৩। এমিণ্টাস	নিকাটর	হারমেয়সের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী।
৪। এণ্টিয়াল্‌কিডাস	নিকেফোরস —	ইনি তক্ষশিলার অধিপতি। ইউক্রেটাইডসের সমসাময়িক বলিয়া অনেকের অনুমান।
৫। লাওডিকি		ইউক্রেটাইডসের মাতা
৬। লিসিয়াস্	এনিকেটস	এণ্টিয়াল্কিড্‌সের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।
৭। মোনাণ্ডার	ডিকাইওস সোটর	ইউক্রেটাইড্‌সের পরবর্ত্তী; ১৫৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। গার্ডনারের মতে ১১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

রাজার বা রাণীর নাম।	গ্রীসদেশীয়	মন্তব্য। (পাশ্চাত্যমতাবলম্বনে)
৮। নিকিয়াস	সোটর	ইউক্রেটাইড্‌সের পরবর্ত্তী। কেবলমাত্র শতদ্রুর নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার মুদ্রা পরিদৃষ্ট হয়।
৯। এন্টিমেকস—প্রথম	থিওস	কাবুলের ডিওডোটাসের (দ্বিতীয়) পরবর্ত্তী।
১০। এন্টিমেকস—দ্বিতীয়	নিকেফোরস	ইউক্রেটাইড্‌সের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী।
১১। এপোলোডোটাস	সোটর, মেগাস ফিলপেটর	ইউক্রেটাইড্‌সের পুত্র। ভারতের সমগ্র পশ্চিম-সীমান্তের অধিপতি।
১২। এপলোফেন্স	সোটর ডিকেইরস	পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে; প্রথম বা দ্বিতীয় ষ্ট্রেটোর সমসাময়িক।
১৩। আর্সেবিয়স	নিকেফোরস	হেলিওক্লেসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।
১৪। আর্টিমেডোরস	এনিফেটস	প্রথম ইউথাইডেমসের পুত্র।
১৫। প্যাণ্টালিওন		ইউথাইডেমসের বা ডেমিট্রিয়সের সমসাময়িক সম্ভবতঃ আগাথোক্লেসের পূর্ব্ববর্ত্তী; পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ১৯০।
১৬। পিউফেলেয়স	ডিকাইয়স, সোটর	হিফাষ্টেটসের সমসাময়িক।
১৭। ফিলক্সেনস	এনিকেটস	দ্বিতীয় এন্টিওকসের পরবর্ত্তী।
১৮। প্লেটো	এপিফেনস্	১৬৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। সিস্তানের শাসনকর্ত্তা ইউক্রেটাইড্‌সের সমসাময়িক।
১৯। ডেমিট্রিয়াস	এনিফেটস	প্রথম ইউথিডেমসের পুত্র।
২০। ডিওডোটাস—প্রথম	—	২৫০—১৪৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
২১। ডিওডোটাস—দ্বিতীয়	সোটর	প্রথম ডিওডোটাসের পুত্র।
২২। ডিওমেডিস	সোটর	ইউক্রেটাইড্‌সের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন।
২৩। ডাইওনিসিয়াস	সোটর	এপলোডোটাসের পরবর্ত্তী।
২৪। ইপাণ্ডার	নিকেফোরস	ইউক্রেটাইড্‌সের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত।
২৫। পলিকেসনস	এপিফেন্স্ সোটর, সোটর, এপিফেনিস	ইঁহার মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু র‍্যাপসন প্রভৃতি সেই মুদ্রার বিষয়ে সমস্যার কথা তুলেন।
২৬। ষ্ট্রেটো—প্রথম,	ডিকেয়স	হেলিওক্লেসের সমসাময়িক।
২৭। টেলিকস	ইউয়ারগেটিস	
২৮। ইউক্রেটাইড্‌স্	মেগাস	প্রথম মিথ্রেডেটিসের সমসাময়িক। ১৭৫—১৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।

রাজার বা রাণীর নাম।	গ্রীসদেশীয় পরিচয়।	মন্তব্য। (পাশ্চাত্যমতাবলম্বনে)
২৯। ইউথিডেমস—প্রথম	—	দ্বিতীয় ডিওডোটাসের পরবর্ত্তী। ২৩০—২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
৩০। ইউথিডেমস—দ্বিতীয়		ডেমিট্রিয়াসের পুত্র বলিয়া অনেকের অনুমান।
৩১। হেলিওক্লেস	ডিকাইয়স	ইউক্রেটাইডসের পুত্র। বাক্‌ত্রিয়-বংশের শেষ নৃপতি
৩২। ষ্ট্রেটো—দ্বিতীয়	সোটার	প্রথম ষ্ট্রেটোর পৌত্র।
৩৩। থিওফিলস	ডিকাইয়স	লিসিয়াসের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।
৩৪। হারমেরস	সোটার	কাবুলের শেষ ইন্দো-গ্রীক নৃপতি; ১০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।
৩৫। হিফষ্ট্রেটস	সোটর, মেগাস	এপলোডোটাসের পরবর্ত্তী।
৩৬। জেইলস	সোটর ডিকেয়স	পাঞ্জাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত। ডাইওনিসাসের সমসাময়িক।
৩৭। ফেলিওপ		হারমেয়সের রাণী।

উল্লিখিত তালিকার অন্তর্গত নৃপতিগণের বিষয় আলোচনা করিলে, মেনান্দার প্রভৃতির আলেখ্য স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হইলে, স্বতঃই বুঝা যাইবে—কোন্ প্রভাব কত দিকে কি পরিমাণ কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং কি ভাবে তাঁহারা ভারতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছিলেন।

* * *

উপসংহার।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন,—বৈদেশিক সংশ্রবে ভারতের সমাজ-ধর্ম্মে বিবিধ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত অমূলক প্রতিপন্ন হয়। বৈদেশিকগণ ভারতে আগমন করিয়া, ভারতের সমাজ-ধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা দূরের কথা, বরং তাঁহারাই স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের সমাজ দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ভিত্তির বিলোপ-সাধনে, নবধর্ম্মের নূতন সৌধ-নির্ম্মাণে কেহই সমর্থ হন নাই। তাই দেখিতে পাই, ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া কেহ হিন্দু-ধর্ম্ম, কেহ জৈন-ধর্ম্ম, কেহ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। তাই দেখিতে পাই,—ধর্ম্মের নামে দানধ্যান করিয়া বৈদেশিক নৃপতি ভারতীর সমাজ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনে আপনি গৌরবান্বিত হইতেছেন। স্বদেশ-পরিত্যাগে বিদেশে আসিয়া, তাঁহারা বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন; ভারতের অঙ্কে তাই তাঁহাদের স্থান হইয়াছিল। ভারতে বৈদেশিক সংশবের আলোচনায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্বই সপ্রমাণ হয়। তাহার সমাজ-ধর্ম্মের দৃঢ়তার বিষয়ই হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠে। নচেৎ, বৈদেশিক-গণের প্রভাবে, বন্যার প্লাবনে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ভারত কোথায় ভাসিয়া যাইত, কে বলিতে পারে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে সমাজ-ধর্ম্ম।

[ইতিহাসে বিশেষত্ব ;—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার,—সিংহলে বৌদ্ধ-প্রভাব,—সিংহল-জয়ে বিজয় ;—লিপি প্রভৃতির প্রমাণ ;—হুয়েন-সাঙের বর্ণনা,—দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব ;—জৈন-ধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তি ;—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ;—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে বিলোপ-সাধন ;—গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে পরিণতি।]

* * *

ইতিহাসে বিশেষত্ব।

ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব আছে বলিয়াই ভারতের ইতিহাস—পৃথিবীর ইতিহাসে বরণীয় আসন লাভ করিয়া আছে। তাই যখনই সে ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা নয়নপথে পতিত হয়, তখনই তাহাতে ধর্ম্মশক্তির অসদ্ভাব বুঝিতে পারি ;—তাই এই ধর্ম্ম-শক্তির সাময়িক অসদ্ভাব জন্যই ইতিহাসের অভ্যন্তরে তমিস্রার ঘনঘটা দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক ধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পূর্ণ-প্রভাবে ভারতের অসীম গৌরব-গরিমার জ্বলন্ত চিত্র ইতিহাসের অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া আছে। আবার জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌরবময় প্রভাবের দিনে, ভারতের ইতিহাস যে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তাহার বিচিত্র চিত্র পর্ব্বত-গাত্রে, গিরিগুহায়, স্তম্ভ-পৃষ্ঠে ও মুদ্রাদিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অঙ্গে যে কলঙ্ক-কালিমা বিলেপিত হইয়াছে, তাহারও সাক্ষ্য ইতিহাসই প্রদান করিতেছে।

* * *

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও জৈন-ধর্ম্ম যখন গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন, ভারতের সে গৌরব-চিত্র ইতিহাসের অঙ্ক অলঙ্কৃত করিয়া আছে। রাজধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার এত গৌরব গরিমা! কিন্তু যখন ক্রমে সে গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া আসিল, তখনই ইতিহাসের অঙ্কে কালিমা বিলেপিত হইতে লাগিল। অভ্যুত্থান ও অধঃপতনের এ ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়। গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে সে ইতিহাস কতটুকু সহায়তা করিয়াছিল,—ভারতের সেই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কি ভাবে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। ভারতের ধর্ম্মনৈতিক উন্নতিই তাহার রাজনৈতিক উন্নতির মূলীভূত। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল, যখন জৈনধর্ম্মের উন্নত-শির অবনত হইয়াই পড়িল, তখন এক ঐশী শক্তির লীলাই তাৎকালিক

বিচ্ছিন্ন ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। ধর্ম্মশক্তির উপরই যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠাপন্ন, ইতিহাস তখন সেই সাক্ষ্যই প্রদান করিল।

'মহাবংশ'—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রমাণ্য গ্রন্থ। পণ্ডিতগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সেই 'মহাবংশ' গ্রন্থে প্রকাশ,—শাক্য-বংশীয় জনৈক রাজকুমার সিংহলদ্বীপে গমন করেন। আরও প্রকাশ,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের দিনে, তিনি সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। * সেই সময়ে উত্তর-ভারতে পরিবর্ত্তনের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। সহসা সে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হইলেও, কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরিবর্ত্তনের সে প্রবলবেগে ধর্ম্মের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়া, নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শাক্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শাক্যবংশের সকলেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। এমন কি, শাক্যবংশসম্ভূত বিজয় সিংহল-দেশেও সে মতের বহুল-প্রচারে কুণ্ঠিত হন নাই।

* *

সিংহলে বৌদ্ধ-প্রভাব।

সিংহল দ্বীপে প্রথমে যক্ষদিগের বাস ছিল। সিংহল-বিজয়ী বিজয়ের অসংখ্য অনুচরগণ যখন যক্ষগণকে পরাজিত করিয়া দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ অধিকার করিতেছিলেন, যক্ষগণও তখন বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি গ্রহণ করেন। সুতরাং, উত্তরভারতে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার বহু পূর্ব্বে যে সিংহল-দ্বীপের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিকগণের ধারণা,—রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয় নাই। মৌর্য্য-বংশের নৃপতিগণ যেমন প্রচারক-সংঘ সংগঠন করিয়া, দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মৌর্য্যগণের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সেরূপ কোনও ব্যবস্থার নিদর্শন গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। এমন কি, বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তিনিও আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে বিশেষ কোনও আয়োজন করিতে পারেন নাই। তাই দক্ষিণ-ভারতে বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কোনও নিদর্শনই বিদ্যমান দেখি না। ফলতঃ, অশোকের পূর্ব্বে, উত্তর-ভারতে অথবা দাক্ষিণাত্যে বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে কোনও চেষ্টার পরিচয়-চিহ্নই বিদ্যমান নাই।

অশোকের বহু পূর্ব্বে, দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাই। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য রাজ্য এবং সিংহল-দেশ পরস্পর

* বিজয় ও বুদ্ধদেব সমসাময়িক বলিয়া কথিত হন। বিজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডু-বাসুদেব বুদ্ধদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই পূর্ব্বরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাবংশে উল্লিখিত কালাদি নিরূপণে নানা ভ্রমপ্রমাদের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমসাময়িকত্বের সিদ্ধান্ত একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিজয়ের ও বুদ্ধদেবের বিদ্যমান-কালের মধ্যে যে অধিক পার্থক্য নাই, এ অনুমানও অসমীচীন বলিয়া মনে করি না। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল সম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা পরিচ্ছেদান্তরে পরিদৃষ্ট হইবে।

নিকটবর্ত্তী বলিয়া উভয় দেশের মধ্যে গতাগতির বিশেষ সুবিধা ছিল। সিংহল-রাজ্যে মন-কালে বিজয় পাণ্ড্যরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মহাবংশে' একটী আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়। সে আখ্যায়িকাটী এই,—সিংহবাহুর পুত্র বিজয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে, তিনি লঙ্কাদ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। সিংহবাহু গুজরাটের অন্তর্গত 'লালা' পল্লীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মাতা কলিঙ্গদেশীয় রাজকন্যা। পিতা কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বিজয় প্রথমে যক্ষ ও যক্ষিণী পরিবৃত 'তাম্বপন্নি' অথবা লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ করেন। কুবেণী নাম্নী জনৈক যক্ষিণীর সাহায্যে, বিজয় তত্রাত্য রাজা কালসেনকে পরাজিত করিয়া সিংহল অধিকার করিয়া লন। সিংহলবাসীরা তখন শক্তি-মন্ত্রের উপাসনা করিত। বিজয় সিংহল-দ্বীপে কালীমূর্ত্তি ও কালীমন্দির দেখিতে পান। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, বিজয় তাঁহার যক্ষিণী-পত্নীকে বিতারিত করিয়া দক্ষিণ-মাতুরার 'আন্তব' (পাণ্ড্য) রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময় হইতেই সিংহল-দ্বীপের বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন-স্বরূপ পাণ্ড্য-রাজ্যে প্রেরিত হইতে থাকে।'

এই আখ্যায়িকা হইতে চারিটী বিষয় প্রতিপন্ন হয়। প্রথম—বিজয় উত্তর-ভারতের একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন ; দ্বিতীয়—তাৎকালিক অধিবাসীদিগের সহিত তিনি বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং তাহাদিগের নিকট সিংহল-রাজের শক্তিহীনতার সন্ধান পাইয়া, তাঁহাদেরই সাহায্যে, সিংহল-দেশ জয় করেন। পরে পারিপার্শ্বিক রাজগণের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া, বিজয় আপন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ; এমন কি, বার্ষিক কর-প্রদানে এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতেও বিজয় কুণ্ঠিত হন নাই। চতুর্থ—নানা স্থান হইতে অনুচর সংগ্রহ করিয়া বিজয় সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিয়াছিলেন। *

মহাবংশের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে আরও বুঝা যায়,—বিজয়ের অনুচর-বর্গের পরিচর্য্যার জন্য, পাণ্ড্যদেশ হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং সিংহল এক সময়ে যে পাণ্ড্যদেশীয় রমণীগণের এবং শাক্য-বংশীয় পুরুষদিগের দ্বারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই বুঝিতে পারি। বিজয়ের সিংহল-জয়ের পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে আরও বুঝিতে পারি,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও পাণ্ড্যগণ সিংহলে গতিবিধি করিতেন। সে সময় পাণ্ড্যগণ বুদ্ধের ধর্ম্মমত (বৌদ্ধধর্ম্ম) গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় তাঁহারা অবগত ছিলেন, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। 'মহাবংশের' মতে—মুতিশিরের দ্বিতীয় পুত্র তিস্‌স কর্তৃক সিংহলের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিস্‌সের আগ্রহাতিশয্যে, তাৎকালিক প্রসিদ্ধ রাজনীতিক, তিস্‌সের মাতুল মহাঅরিষ্ঠ মৌর্য্য-রাজসভায় গমন করেন এবং তথা হইতে বোধিবৃক্ষের শাখা এবং থেরি (ভগ্নী) সঙ্ঘমিত্রাকে

* বিজয়ের সিংহল-জয়ের আখ্যায়িকা আমরা কয়েকটী গূঢ় বিষয় উপলব্ধি করিতে পারি। আজকাল যাহাকে diplomacy বলে, যে diplomacy প্রভাবে পৃথিবীতে জাতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসী সেই কূট রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ছিল, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতবাসী দেশে বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গে তাহাও বোধগম্য হয়।

আনয়ন করিয়াছিলেন। অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মহিন্দের সিংহল গমনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। * এইরূপে, একদিকে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এবং তিস্‌স যেমন গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে অশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তেমনই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পুরোহিত মহিন্দ ও অরিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার-প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ২৪৭—২৩৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'দেবানামপিয়' তিস্‌সের ভ্রাতা সুরতিস্‌স সিংহলের বহু স্থানে বিহার নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে 'অরিত্ত' পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত 'লঙ্কাবিহার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিংহলদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। সেখান হইতে তাঁহারা চারিদিকে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। † সিংহল-দ্বীপ হইতে প্রচারকগণ যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে তন্মধ্যে পাণ্ড্যদেশই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

* * *

লিপি-প্রভৃতির প্রমাণ।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপযোগী সমসাময়িক কোনও প্রামাণিক উপাদানের অসদ্ভাব-হেতু সে ইতিহাস সঙ্কলনে নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। পর্ব্বতগাত্রে, গিরিগুহায়, শিলা-পৃষ্ঠে, ধাতুফলকে বিশেষ বিশেষ সময়ের যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তত্তৎকালের ইতিহাস-সঙ্কলনে তাহাকেই প্রামাণ্য উপাদন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

* মৌর্য্য-রাজের রাজধানী হইতে মহিন্দ আকাশপথে (through the air) সিংহলে গমন করিয়াছিলেন,—মহাবংশে উল্লিখিত আছে। এই বর্ণনা হইতে একটী বিষয় বোধগম্য হয়। পুষ্পক রথে রামের লঙ্কা হইতে অযোধ্যা গমনের কথা, এবং সীতা হরণ করিয়া পুষ্পক রথে রাবণের লঙ্কায় গমনের বিষয়, সকলেই অবগত আছেন। মহেন্দ্র যে বায়ুপথে সিংহলে গমন করেন, তাহাতেও সেই পুষ্পক রথের কথাই মনে আসে। আজি কালি যেমন 'এরোপ্লেন' প্রভৃতির প্রচলন দেখি; সেই প্রাচীন-কালের ভারতবাসীরাও যে এরোপ্লেন অথবা তদনুরূপ অন্য কোনও আকাশগামী যান ব্যবহার করিতেন, এ বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধ হয়। অপিচ, পাশ্চাত্য-জাতি 'এরোপ্লেন' (বায়ুযান) উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করেন, প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্বের আলোচনায়, ভারতবাসীর বায়ুপথে গমনাগমন প্রসঙ্গে, তাঁহাদের সে স্পর্দ্ধার কোনই কারণ দেখি না। প্রকৃতপক্ষে ভারতই সেই বায়ুযান প্রভৃতি প্রথম উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন, প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্যে সেই প্রাচ্যেরই অনুসৃতি দেখি।

† মহাবংশের যে ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে এতৎসংক্রান্ত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বিষয়টী বিশদ হইবে; যথা,—

"The five principal *theras* who had accompanied Mahindra from Jambudwipa, as well as those of whom Aritta was the principal, and in like manner the thousands of sanctified priests, all natives of Lanka and inclusive of Sangamitta, the twelve *theris* who came from Jambudwipa, and the many thousands of pious priestesses, all natives of Lanka, all these profoundly learned and infinitely wise personages *having spread abroad the light of Vinya and other branches of faith*, in due course of nature at subsequent periods, submitted to the lot of mortality."

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের প্রমাণ-মূলক যুক্তি-পরম্পরা-নির্দ্দেশে আমাদিগকে তাই পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ-সমূহের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইতেছে।

তিন্নেভেলি জেলার 'মরুগালতলাই' পল্লীতে মিষ্টার ছাডউইক প্রথমতঃ এক ব্রাহ্মী-লিপি আবিষ্কার করেন। তার পর মাদুরা জেলার নানা স্থানের প্রস্তর-গাত্রে খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর বিবরণ-সম্বলিত বহু লিপি উৎকীর্ণ হইতে থাকে। তন্মধ্যে, প্রাচীন জৈন-উপনিবেশ নরসিংহম পল্লীর সন্নিকটে 'আনইমালই' পর্ব্বতে একটী এবং নেলুর তালুকের অন্তর্গত 'অরিত্তপত্তি' নামক স্থানে চারিটী লিপি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, 'চাভাড়ি' পল্লীর সন্নিকটে 'তিরুপ্পারাংডুণরাম' নামক স্থানে একটী, 'আলগারমলই' এবং 'আম্মাণমলই' নামক পল্লীদ্বয়ে যথাক্রমে একটী করিয়া স্মৃতি-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতঃপর, অনুসন্ধানের ফলে 'কোণ্ডর-পুলিয়ঙ্গুলাম' নামক স্থানে একটী, মেত্তুপত্তি নামক স্থানে আর একটী, ভাবিচির্ভর-কিলাণাভালু প্রভৃতি পল্লীতে আরও একটী করিয়া স্তম্ভ-লিপি পাওয়া গিয়াছে। * প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত,—এই স্তম্ভগুলি অতি প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতের কোথাও ইহার অপেক্ষা প্রাচীন স্তম্ভ বা প্রাচীন লিপি দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্তম্ভ ও গুহা সমূহের অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বৌদ্ধ-যতিগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগের এবং তাঁহাদের নির্জ্জনপ্রিয়তার ও কর্ম্ম-তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। † চৈনিক-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন ভারতে আগমন করেন, সে সময়েও যে ভারতীয় যতিগণ গিরিগহ্বরে বাস করিতেন, পরিব্রাজকের উক্তিতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। ‡ পরবর্ত্তী বৌদ্ধযতিগণও এই রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

গুহা ও স্তম্ভ সমূহে উৎকীর্ণ লিপির আলোচনায় বুঝা যায়,—অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে, সিংহল হইতে পাণ্ড্য-রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও পাণ্ড্য-রাজ্যে যে বৌদ্ধ-প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে, সিংহল-দ্বীপের উপনিবেশিকগণের সহিত পাণ্ড্যগণের বিবাহ-সম্বন্ধের উল্লেখেই তাহা সপ্রমাণ হয়। কেবলমাত্র পাণ্ড্য রাজ্যে নহে; ক্রমশঃ পাণ্ড্য-রাজ্য হইতে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রদেশেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

* *Vide Annual Reports* of the Assistant Archæological Superintendent for the year 1906-7, 1907-8 and 1908-9. *Vide* also Mr. Venkayya's remarks in the *Annual Reports* on Epigraphy for 190-8.

† *Vide* Ajanta Paintings by Mr. Griffiths, Introduction.

‡ এতৎসম্বন্ধে পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। চৈনিক ভাষার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজী ভাষায় যেরূপ অনুবাদ আছে, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল; যথা,-

"Three *li* before you reach the top of Mount Gridhrakuta there is a cavern in the rocks facing the south in which Budha sat in meditation; thirty paces to the northwest there is another where Ananda was sitting in meditation when the Deva, Mara Pisuna, having assumed the form of a Vulture took his place in front of the cavern and frightened the disciple; going on still to the west they found the cavern called Sritapara, the place where after the *nirvana* of Budha 500 *arhats* collected the Sutras."—Ajanta Paintings by Griffiths, Introduction.

হুয়েন-সাঙের বর্ণনা।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে কঞ্জেভরমে তাঁহার উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজকের বর্ণনায় কঞ্জেভরম তখন দ্রাবিড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে কাঞ্চীর নাম উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং কাঞ্চীর অধিবাসীদিগকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই কাঞ্চীতেই ধর্ম্মপাল জন্ম-গ্রহণ করেন; এই কাঞ্চীতেই অশোকের স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জৈন-ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রভাব; বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম তাদৃশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন না হইলেও তখন একই পর্য্যায়ে অবস্থিত। *

পরিব্রাজক হুয়েন-সাং বহু বিষয়ে প্রধানতঃ জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বর্ণনার প্রামাণ্য সপ্রমাণ হয়; আর সপ্তম শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক চিত্র সে বর্ণনায় প্রত্যক্ষ হয়। কাঞ্চীর সহিত বুদ্ধদেবের যে সম্বন্ধ-সূত্রের বিষয় পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় সম্ভবপর না হইলেও রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে তথায় অসংখ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়।

মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সে সময়ে যে সকল স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহিষমণ্ডল, বনবাসী, অপরান্ত এবং মহারাট্টা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থান দাক্ষিণাত্যেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মহিষমণ্ডল এবং বর্ত্তমান মহীশূর-রাজ্য অভিন্ন বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তামিল-গ্রন্থে মহিষমণ্ডল 'ইরুমাইউর' নামে অভিহিত। বনবাসী 'কাদম্বস'-দিগের রাজধানী। তাহাদের রাজ্য পহ্লবদিগের রাজ্য-সীমান্তে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বৃহৎ-সংহিতায় বরাহমিহির পশ্চিম বিভাগে 'অপরান্তক' এবং দক্ষিণ বিভাগে 'বনবাসী' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, স্থান-নির্দ্দেশে মতভেদ থাকিলেও, পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত কোঙ্কণ-রাজ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহীশূর-রাজ্যের সিদ্দপুরায় অশোকের পার্ব্বত্যলিপি সেই প্রদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কাঞ্চীতে অশোকের নির্ম্মিত স্তূপের কোনও নিদর্শন অধুনা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে, মহিষমণ্ডল এবং বনবাসীতে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের প্রচারকগণ যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রভাব কাঞ্চীতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। †

* * *

দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব।

'মণিমেগলাই' নামক তামিল ভাষার পদ্যে, চোলদিগের প্রাচীন রাজধানী 'কবিরিপুমপট্টম' নগরে একটী সুবৃহৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-মন্দিরের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। ঐ নগর, সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন

---

* Sewell's *Lists of Antiquities*, Vol. I.

† দক্ষিণ আর্কট এবং ত্রিচনোপলি জেলায় ঐরূপ গুহার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি আছে; আর সেই সিঁড়ি দ্বারা গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। কোন্ সময়ে ঐ সকল গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। উহাতে কোনও বৌদ্ধ বা জৈন যতির বাসেরও কোনও নিদর্শন

হইলে চোলগণ কাঞ্চীতে গমন করে। তত্রত্য বৌদ্ধ-মন্দিরের এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের পরিচয়ে সে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কঞ্জেভরমে বৌদ্ধ-চৈত্য-নির্ম্মাণের উল্লেখও সেই তামিল গ্রন্থে দেখিতে পাই। চোলরাজ টোড়ুকালারকিল্লি এবং টুনাইয়িলক্কিল্লি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, 'মনিমেগলাই' গ্রন্থে তাহা প্রকাশ আছে।

পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের বর্ণনায় ধান্যকাকাতা বা অমরাবতীতে, পূর্ব্বশিলা ও অপর-শিলা নামে দুইটী বৌদ্ধ-সংঘারামের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজক যে যে পথে গমন করিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে অসংখ্য মন্দিরের বিদ্যমানতার বিষয় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাই। তখন সেই সকল মন্দিরের কতকগুলি গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন ছিল; কতকগুলি অধঃপতনের অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল। এই সকল মন্দির ব্যতীত পরিব্রাজক 'পোলোমোলোকিলি' নামে আর একটী মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ,—'সো-টো-পো-হো' সেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—'পোলোমোলোকিলি' 'পরমরক্ষিতা' * এবং 'সো-টো-পো-হো' শতবাহন নৃপতি। পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর তাহাতে তাৎকালিক ইতিহাসের এক নূতন তথ্য নির্ণীত হইতে পারে।

শতবাহন বংশের রাজগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অশেষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদেরই যত্নে সুন্দরকারুখচিত অমরাবতী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শতবাহন-বংশের অন্ধ্ররাজগণ, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই সকল জনপদে তাঁহাদের যে মুদ্রাদি প্রাপ্ত হই, তাহাতেই সে পরিচয় দেদীপ্যমান দেখি। † মুদ্রাসমূহের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, দাক্ষিণাত্যের যে সকল জনপদে শতবাহন-বংশীয় নৃপতিদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই জনপদ-সমূহে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ফা-হিয়ানের গ্রন্থ-পত্রেও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের কতক পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন নাই সত্য; কিন্তু অনুসন্ধানে তিনি অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ‡

নাই। তামিল 'দিবারাম' দৃষ্টে বুঝা যায়, দক্ষিণ আর্কটে জৈনধর্ম্মের বহু উপাসক তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। পালঘাট এক সময়ে বৌদ্ধদিগের একটী বর্দ্ধিষ্ণু স্থান বলিয়া উক্ত হইত; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রমাণ গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায় না।

* বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকদিগের মধ্যে রক্ষিতা, মহারক্ষিতা, ধর্ম্মরক্ষিতা নাম পরিদৃষ্ট হয়। পরিব্রাজকের বর্ণনায় একটী বৌদ্ধ-মন্দিরের উল্লেখ আছে। অশোকের প্রেরিত যে সকল প্রচারক মহিষমণ্ডলে এবং অপরান্তকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কাহারও নামে ঐ মন্দিরের নামকরণ হইয়াছিল।

† *Imperial Gazetteer of India*, vol. x. p. 291 and vol. xv p. 357.

‡ রেভারেণ্ড মিষ্টার কোক্‌স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ফা-হিয়ানের গ্রন্থে বর্ণিত এমন জাঁকজমকবিশিষ্ট মন্দির, কোনও এক প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কৌশল এবং সুচারু কারুকার্য্য প্রভৃতির পরিচয়ে বুঝা যায়, মাত্র একজন রাজার রাজত্ব সময়ে সে মন্দির নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর নহে। একই বংশের পর পর কয়েকজন রাজার রাজত্ব সময়ে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

এইরূপে, আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—এক সময়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কি ভাবে কেমন করিয়া সে প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার আলোচনায় দেখিতে পাই,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যরাজ অশোকের এবং সিংহলরাজ তিস্‌সার প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

খৃষ্ট-শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-ভারত হইতে পহ্লব এবং গুপ্ত-বংশীয়গণ দাক্ষিণাত্যে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, নানাভাবে তাহা সপ্রমাণ হয়। পহ্লবদিগের আদিপুরুষ—অশোক-বর্ম্মণ বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকে মৌর্য্যরাজ অশোকের সহিত তাঁহার অভিন্নতা সপ্রমাণের প্রয়াস পান। অন্যদিকে চোলরাজ কিল্লির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নাগরাজ ভড়ইভনের কন্যা পিলিভড়ইকে বিবাহ করেন। চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্যের অনেকেই তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সময়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, 'পৃথিবীর ইতিহাসের' পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ড-সমূহে তাহার বিস্তৃত নিদর্শন প্রদান করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই সময়ে, গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, দেশে-বিদেশে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল,—পুরাতত্ত্বের আলোচনায় তাহা সর্ব্বথা সপ্রমাণ হয়।

* * *

জৈনধর্ম্মের প্রসার।

বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জৈন-ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করি। উভয়ই পরস্পর এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে সম্বদ্ধ; উভয়ই উভয়ের অঙ্গীভূত; উভয়ই একই মহীরুহের দুইটী বিভিন্ন শাখা-বিশেষ। সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী সকলেই এক সাগরের উদ্দেশ্যেই প্রধাবিত হয়। পথ বিভিন্ন হইলেও সকলেরই মূল লক্ষ্য অভিন্ন। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উভয় ধর্ম্মের কর্ম্ম-পদ্ধতি স্বাতন্ত্র্য-ব্যঞ্জক হইলেও উদ্দেশ্য যে এক অভিন্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং কিবা জৈনধর্ম্ম, কিবা বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই সমভাবে ভারতের বিপত্তি-দূরীকরণে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উৎকর্ষসাধনে, সহায়তা করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে পক্ষে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের, তেমনই জৈনধর্ম্মের কার্য্য-কারিতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ে উভয় ধর্ম্মেরই প্রভাব খর্ব্ব হয়। ভারতীয় রাজগণের উত্থান-পতন ধর্ম্মের উত্থান-পতনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাই রাজার ও রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও অধঃপতনের ইতিহাস আলোচনার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপুষ্টি হইতেছিল; অন্য দিকে তেমনই জৈনধর্ম্ম শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল। উভয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিভিন্ন হইলেও উভয়েই একই পথের অনুসরণকারী। *

---

* স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে,—"both these Sects were branches of one stock," ডক্টর হ্যামিল্টন এবং মেজর ডেলামেইনও পূর্ব্বোক্ত মতেরই পরিপোষক। তাঁহারা বলেন,—"Gautama of the Jainas and of the Budhas is the same personage."—*Indian Antiquary* Vol, xi.

তবে অনেকে বলেন,—'উভয় ধর্ম্মই একই ব্যক্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৌতমই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক।' এরূপ সিদ্ধান্তের কারণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। জৈনদিগের যিনি গৌতম ছিলেন, তাঁহার কোনও শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই সিদ্ধান্ত হয়,—গৌতমের শিষ্যগণই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সুধর্ম্মার শিষ্য জৈনদিগের নীতির সহিত পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নীতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু দেবদেবীর উপাসনার অনুমোদন করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সকলেই বেদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের নীতির সাদৃশ্যের বিষয় 'পৃথিবীর ইতিহাসের' পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, অধঃপতনের যুগেও, উভয় ধর্ম্মের কি সৌসাদৃশ্য ও ঐকমত্য ছিল, এবং গুপ্ত-গণের অভ্যুদয়ে সে ধর্ম্ম কতটুকু সহায়তা করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করাই এতৎপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এতৎসম্বন্ধে এক উজ্জ্বল চিত্র প্রকটন করিয়াছেন। * তাহাতে দেখিতে পাই,—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল অভিন্ন। তবে সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র মত পরিপোষণ করেন। তাঁহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও চব্বিশ জন বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন। জৈনগণও আপনাদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয়,—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এক অভিন্ন ব্যক্তি। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। বিশেষ এই যে,-গৌতমবুদ্ধ জৈনমহাবীরের শিষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। সুতরাং বেশ বুঝা যায়,—উভয় ধর্ম্মই একই সময়ে একই অবস্থায় উদ্ভব হইয়াছিল;—কেহ গৌতমবুদ্ধের অনুসরণ করিয়াছিলেন, কেহ মূল-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক অভিন্ন—অধুনাতন পণ্ডিতগণের গবেষণায় তাহা সপ্রমাণ না হইলেও পূর্ব্বাপর সাদৃশ্যাদি দৃষ্টে এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে করিতে পারি না। যাহা হউক,

---

* অধ্যাপক বিল, হুয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই অনুবাদ হইতে হুয়েন-সাঙের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"The Jainas have built a temple of the Gods. The Sectaries, that frequent it, submit themselves to strict austerity; day and night they manifest the most ardent zeal, whithout taking an instant's rest. The law that has been set forth by the founder of their sect has been largely appropriated from the Buddist Books on which it is guided in establishing its preeepts and rules. The more aged of the sectaries bear the name of Bhikshus; the younger they call *Chamis* (sramans). In their observances and religious exercises, they follow almost entirely the rule of the Sramans. The statue of their divine master resembles by a sort of usurption that of *juilai* (the Tathagata); it only differs in costume; its marks of beauty (*Mahapurusha-lakshmana,* are exactly the same."

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত—মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ-ভারতে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন। মহীশূর-রাজ্যের 'শ্রাবণ বেলগোলায়' তাঁহার বসবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যখন দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, সেই সময় তাঁহার ধর্ম্মগুরু ভদ্রবাহু তাঁহার সহিত দক্ষিণ-ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের পুন্নাড়্ জনপদে ভদ্রবাহুর লোকান্তর হয়।

চন্দ্রগুপ্ত যে দক্ষিণ-ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সে প্রমাণের অসদ্ভাব দেখি। তবে, সিদ্ধপুরায় আবিষ্কৃত রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের প্রস্তর-লিপি হইতে তাহার সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হই। মৌর্য্য-বংশের রাজ্য-সীমা যে দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল, উক্ত লিপি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে জৈন-পুরোহিত সিংহনন্দী মহীশূরের অন্য এক জনপদে বসতি স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত—মহীশূরের রাজকুমার সূর্য্য-বংশীয় দাগিদা এবং মাধব, সিংহনন্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই মতানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। *

দক্ষিণ-ভারতের যে সকল নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম অপরিজ্ঞাত। কিন্তু যাঁহারা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কতক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাঞ্চী প্রদেশে পল্লব-বংশের এবং পাণ্ড্য-রাজ্যের কয়েক জন নৃপতি এবং চালুক্য, গাঙ্গ্য ও রাষ্ট্রকূট রাজগণ—সকলেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন-মতাবলম্বীর প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নেও বিরত হন নাই। তাৎকালিক নৃপতিগণের এইরূপ ভিন্ন নীতির অনুসরণই ধর্ম্মের অধঃপতনের মূলীভূত।

বিজয়াদিত্য, দ্বিতীয় পুলিকেশি ও দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের লিপি হইতে বুঝিতে পারি, তাঁহারা জৈনধর্ম্মেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে কতকগুলি গ্রাম জনপদ ও মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পল্লব-রাজ মহেন্দ্রবর্ম্মণ, প্রথমে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজগণেরও জৈনধর্ম্ম-গ্রহণের পরিচয় গ্রন্থ-পত্রে পাওয়া যায়। অমোঘবর্ষ স্বয়ং জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ প্রচারক জিনসেনের শিষ্য ছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্ম্মের প্রভাবের মূলে, এক সমবেত শক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান ছিল, বুঝিতে পারি। সে প্রসঙ্গে কয়েকজন জৈনধর্ম্ম-প্রচারকের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়; যথা,—(১) সামন্তভদ্র—কাঞ্চী-দেশে ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন; (২) অকলঙ্ক—ধর্ম্ম-মীমাংসায় বৌদ্ধগণকে পরাজিত করেন। (৩) বিদ্যানন্দ ও মাণিক্যানন্দ; (৪) প্রভাচন্দ্র; (৫) জিনসেন—রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রথম অমোঘবর্ষের ধর্ম্মগুরু ছিলেন; (৬) গণভদ্র; (৭) মণ্ডনপুরুষ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই জৈনধর্ম্মের শ্রীসম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'জীবকচিন্তামণি' গ্রন্থোক্ত প্রসিদ্ধ জৈনধর্ম্ম প্রচারক অজ্জানন্দীও অল্প প্রসিদ্ধিসম্পন্ন নহেন। মাদুরা-জেলার অন্তর্গত মেলুর, পেরিয়কুলম, পালনি এবং মাদুরা তালুকের বিভিন্ন স্থানে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে বহু বিস্তৃত রাজ্যখণ্ডে অজ্জানন্দীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও

* *Imperial Gazeteer*, Mysore & Coorg, Page 9.

প্রসারের পরিচয় বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন, উত্তর আর্কটে, দক্ষিণ আর্কটে, মাদুরা জেলায়, তিন্নেভেলি জেলায় ও মহীশূর রাজ্যে জৈনধর্ম্মের প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। কথিত হয় অজ্জানন্দীর প্রচেষ্টায় ঐ সকল স্থানে জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পহ্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মণ কুড্ডালোরের জৈনদিগের স্মৃতিস্তম্ভাদি ধ্বংস করিয়া তদুপরি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সে পরিচয়ও ঐ সকল লিপিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে, দক্ষিণ-ভারতেও নৃপতি-বৃন্দের উৎসাহবারিনিষেকে এবং পৃষ্ঠপোষকতায়, কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন ছিল।

* * *

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন।

একদিকে যেমন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম—সকল ধর্ম্মই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। জৈন-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ শ্রী-হীন হইতে থাকে। তামিল এবং সংস্কৃত সাহিত্য সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। একদিকে সামন্তভদ্র এবং অকলঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে প্রচারকদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হ্রাস হইয়া আসিল। সে সময় রাজগণ ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন; সুতরাং তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্পে আর কোনও সহায়তা করিলেন না। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া আসিল; পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় জৈন-ধর্ম্মেরও ক্রমশঃ একই পরিণতি ঘটিল। বিভিন্ন আচার পদ্ধতির এবং বিভিন্ন নীতির অনুবর্ত্তিগণের সংশ্রব-সংসর্গে ক্রমশঃ ধর্ম্মে গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা অবান্তর বিষয়ের সমাবেশে অনাচার অবিচারে সনাতন নীতি কলুষিত হইয়া পড়িল। প্রথমে স্বেচ্ছায় ধর্ম্মানুবর্ত্তিগণ মন্দিরাদিতে ধর্ম্মালোচনার জন্য গমন করিত। তখন, দীক্ষা-গ্রহণের পর, মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশাদি শ্রবণ ধর্ম্মগ্রহণের একটী প্রধান অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাহাতে অনাস্থা আসিয়া পড়িল। ক্রমে মন্দিরে লোকসমাগম কমিয়া আসিল; সুতরাং তখন নানা অবৈধ উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হইয়া পড়িল। রাজকর্ম্মচারিগণের সহায়তায় নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এইরূপে ধর্ম্মে প্রকৃত শ্রদ্ধা উৎপাদন করা অপেক্ষা, মন্দিরে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিই সকলের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ ধর্ম্মে গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্রমে অত্যাচারের ভীষণ নিষ্পেষণ অসহ্য হইয়া উঠিল। জনসাধারণ শক্তিশালী কোনও ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে বৈষম্যে সাম্য স্থাপন জন্য আবার যেন ভগবানের আসন টলিল। এই সময় অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানাসব্বানন্দ, ত্রিরুণাভুক্করসু (অপ্পর) এবং সুন্দর প্রভৃতি শৈবধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকগণ ধর্ম্মমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে, ধর্ম্মের গ্লানি-বিদূরণে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক নম্মলচর, মধুরাকবি এবং তিরুমংঘাই প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইল।

শৈবধর্ম্মের আর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন—মাণিক্যাবসাগর। জৈনধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে তাঁহার প্রভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। শেষ নিদর্শন—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

* * *

গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের পরিণতি।

যেমন দক্ষিণ-ভারতে তেমনি উত্তর-ভারতে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের একই পরিণতি সংঘটিত হইল। যে অবস্থায় যে ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের ধ্বংস সাধিত হইল, সে ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে ভাবে উত্তর-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয়, এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয়, চীন, জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে প্রবেশলাভ করে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থেরই পঞ্চম খণ্ডে বিশেষ ভাবে ও অন্যান্য খণ্ডে বিক্ষিপ্ত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। *

মৌর্য্য-নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম কিরূপ গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল, সে ইতিহাস পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মৌর্য্য-বংশের অবসানে কুশন-বংশের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের একটু প্রকারভেদ হইয়া পড়ে। কনিষ্কের রাজত্ব-কালে প্রায় পঞ্চশতাধিক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর এক 'কৌন্সিলের' বা 'সংঘের' অধিবেশন হয়। তাহাতে ধর্ম্ম-গ্রন্থের ত্রিবিধ টীকা সঙ্কলিত হইয়া যায়। সেই টীকা 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত। এই সঙ্ঘাধিবেশনে কনিষ্ক একটু ভ্রান্ত-পথের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব-রবি অচিরে অস্তমিত হইয়া যায়।

কনিষ্কের পূর্ব্বে পাটলিপুত্র-নগরে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের এক সঙ্ঘ আহ্বান করেন। তাহাতে বিরোধীয় বিষয়-সমূহের মীমাংসা হইয়াছিল। কনিষ্ক যদি সেরূপ কোনও ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে মূল-ধর্ম্মে বৈষম্য উপস্থিত হইত না। কিন্তু কনিষ্ক ভিন্ন-পথ অবলম্বন করায়, তাঁহার সঙ্ঘাধিবেশনের ফলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহণ করিল। ফলে, ক্রমশঃ সঙ্ঘ-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। † পরিশেষে শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের (পুষ্পমিত্রের) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের পতনের পথ আর একটু প্রশস্ত হইয়া আসিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নীতির অস্বাভাবিক কঠোরতা পুষ্পমিত্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। 'অহিংসা' নীতির অনুসরণে প্রাণি-হত্যার স্রোত বন্ধ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে সে স্রোত পুনঃপ্রবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিশেষে বলিদানের আবশ্যক হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অহিংসা-নীতির অনুসরণে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সে অনুষ্ঠানাদি এতদিন একরূপ বন্ধ ছিল। পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে সে বলিদান সম্পন্ন হইতে লাগিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্বয়ং পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের সূত্রপাত করিলেন।

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

† R. C. Dutt, *Civilisation in Ancient India.*

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থকারগণের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সপ্রমাণ হয়,—পুষ্যমিত্র কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তনেই পরিতৃপ্ত হন নাই। প্রকাশ—তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া বৌদ্ধদিগকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধগণের মন্দিরাদি দগ্ধীভূত হয়, মগধ হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত ভূভাগে বৌদ্ধ-যতিগণ রাজাদেশে নির্য্যাতিত ও নিহত হন। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। *

কিন্তু পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণের উৎপীড়নই বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের একমাত্র কারণ নহে। ভিন্ন-ধর্ম্মের পরিপোষক নৃপতি-বিশেষের রাজত্বকালে অত্যাচার-উৎপীড়নাদি হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের নীতি-সমূহের আস্বাভাবিক কঠোরতা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইলে, সহস্র ঝড়ঝঞ্ঝাতেও সহসা ধর্ম্মসৌধের সে ভিত্তি টলাইতে পারিত না। তাই, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উচ্ছেদের কারণ অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়।

গুপ্ত-বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য। কিন্তু ধর্ম্মে সমদর্শন নীতির অনুসরণে গুপ্তরাজগণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সমাদরেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। সাম্যভাব-সংরক্ষণের প্রয়াস পাইলেও তিনি স্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই কামনা করেন। তাই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণের অভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। গুপ্ত-রাজগণের রাজত্ব-কালে সংস্কৃত-ভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণ 'গোঁড়া' হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে, অশনে বসনে, বাক্যে ও কার্য্যে— হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিতেন। কিবা রাজানীতি-ক্ষেত্রে, কিবা ব্যবহার-বিষয়ে, কিবা বিষয়-কর্ম্মে—সর্ব্বত্রই তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুশাসনে পরিচালিত হইতেন। তাই উৎসাহ-বারিনিষেকের এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম একই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে যে ভাবে যে অবস্থায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, উত্তর-ভারতেও সেই ভাবে সেই অবস্থায়ই তাহাদের শেষ-চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ধর্ম্মবিপ্লবের এই দুর্দ্দিনে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয় হয়। বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা।

---

* তারানাথের মতে পুষ্পমিত্র (পুষ্যমিত্র) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলেন,—পুষ্যমিত্র প্রথমে পৌরোহিত্য করিতেন। (*Vide Divyavadana* in Burnouf's *Introduction*). অধ্যাপক রিজ ডেভিডস্ পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপীড়নাদি স্বীকার করেন না। (Journal, Pali Text Soc. 1896) কিন্তু হগসন, সিওয়েল এবং ওয়াটার্স সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের গ্রন্থে (Beal's *Records*) শশাঙ্কের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। মিহিরকুলের অত্যাচারও সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন,—প্রাচীন কালে তিব্বত ও খোটান ভারতের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ ছিল। রাজা লাংডরম্ (Langdarma) কর্ত্তৃক ৮৪০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয় তিব্বতীয় ইতিবৃত্তে সন্নিবদ্ধ আছে। (Rockhill, Life of Buddha, pp. 226, 243); খোটানের ইতিবৃত্তেও ঐরূপ অত্যাচার-অবিচারের আভাস পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জৈনধর্ম্মের ঐরূপ দুরবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হই। (Elliot, *Coins of Southern India*) গুজরাটের শৈবরাজ অজয়দেব, তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে, অতি নৃশংসের ন্যায়, জৈনদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে জৈনধর্ম্মের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিহত হন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-কাল-গণনায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ-প্রসঙ্গ।

[লিপির প্রামাণ্য ;—নির্ব্বাণ-বিষয়ে সমস্যা ;—পাশ্চাত্য-মতের আলোচনা ;—ফ্লিটের অভিমত, —তাঁহাদের ত্রিবিধ যুক্তি ;—কোলব্রুকের সিদ্ধান্ত ;—আলোচনায় প্রকৃত তথ্য-নির্ণয় ;—মৌর্য্যরাজগণের কাল-প্রসঙ্গে বিতণ্ডা ;—সামঞ্জস্য-সাধনে প্রয়াস ;—মহাবংশের মত ;—বিরুদ্ধ-মতের সমন্বয়-সাধন ;—অধ্যাপক কার্ণের অভিমত ;—উপসংহার।]

* . *

লিপির প্রামাণ্য।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি-পরিপুষ্টির কোনও পরিচয় বিদ্যমান নাই। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ও নির্ব্বাণ সম্পর্কীয় ইতিবৃত্তও অধিকাংশ-স্থলে বিবিধ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। সেই প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে পণ্ডিতগণ তাই লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন। পুরাবৃত্তের আলোচনায় তাহাই প্রধান অবলম্বনরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

'পৃথিবীর ইতিহাসের' বিশেষ বিশেষ সময়ের তথ্য-সংগ্রহে আমরাও তাই অনেক স্থলে তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণে বাধ্য হইয়াছি। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পূর্ব্বে অন্য কোনও ভারতীয় নৃপতির প্রবর্ত্তিত লিপির পরিচয় গ্রন্থপত্রে উল্লেখ নাই। মুদ্রা প্রভৃতির প্রমাণও অশোকের পরবর্ত্তী রাজগণের প্রবর্ত্তনা বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। অশোকের লিপি-সমূহে তাৎকালিক ইতিহাসের উপাদানভূত অনেক তথ্যের সন্ধান পাই। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা সেই লিপিসমূহ হইতে বিতণ্ডা-মূলক কয়েকটী সমস্যার নিরসন-পক্ষে প্রয়াস পাইতেছি।

* . *

নির্ব্বাণ বিষয়ে সমস্যা।

একটী প্রধান সমস্যার অবতারণা হয়—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল লইয়া। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল সম্বন্ধে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। সে আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পরবর্ত্তী অংশে তাহা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি। প্রথম-দৃষ্টিতে বিষয়টী অবান্তর বলিয়া উপলব্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু গুপ্ত-রাজগণের কাল-গণনা-প্রসঙ্গে ইহার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তাহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এতৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

সিংহল ও ব্রহ্মদেশের পালি-গ্রন্থে ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই গ্রন্থদ্বয়েই আবার চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণের কাল, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ১৬২ বৎসর পরে এবং অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ২১৮

বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পালিগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের যে রাজ্যপ্রাপ্তি-কালের উল্লেখ দেখি। তাহাতে এক সমস্যার অবতারণা হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত নৃপতিদ্বয়ের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল ঐরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট না হইত, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বোক্ত গণনা অনেকেই প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন।

স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের মতে চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিউকাস নিকাটরের মিত্ররাজ সান্দ্রাকোটাস অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। অশোকের পরিচয় তাঁহার লিপিতেই প্রকাশিত আছে। অশোক তাঁহার লিপিতে সমসাময়িক পাঁচ জন গ্রীক-নৃপতির নাম প্রকাশ করিয়াছেন।* সে হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল ৩১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজ্যাভিষেকের চারি বৎসর পরে অশোক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাহা হইলে ২৬৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু যদি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মানিয়া লওয়া যায়; আর যদি পূর্ব্বোক্ত পালি-গ্রন্থের হিসাবে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ১৬২ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের এবং ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হয়; তাহা হইলে, চন্দ্রগুপ্তের এবং অশোকের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল যথাক্রমে ৩৮২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ এবং ৩৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। সে হিসাবে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল প্রায় অশোকের ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থির হয়। আর অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল, সিরীয়ার রাজা দ্বিতীয় এন্টিওকাসের ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে এবং এপিরাসের রাজা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রায় ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে পিছাইয়া পড়ে। সুতরাং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল-গণনায় এবং চন্দ্রগুপ্ত-আশোকাদির রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল-গণনায় প্রায় ৬৬ বৎসরের ইতর-বিশেষ হইয়া পড়ে।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের পর হইতে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত পর পর বৌদ্ধধর্ম্মের বহু উপদেষ্টা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর্য্যায়ে ক্রমভঙ্গের কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত হই না। তাৎকালিক ও সমসাময়িক সিংহল নৃপতিগণের রাজ্যকালের ক্রমভঙ্গেরও কোনও পরিচয় বিদ্যমান নাই। সুতরাং তাৎকালিক ঐতিহাসিক উপাদান-সমূহের আলোচনায়, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হওয়াই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

এখানে একটী সমস্যা-মূলক প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে সমস্যা—পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত গণনা অনুসারে সিংহল-রাজ বিজয়ের রাজ্য-প্রাপ্তিকালও প্রায় ৬৬ বৎসর পিছাইয়া পাড়ে; আর, তাহা হইলে, সিংহল-দেশের কাল-গণনা পদ্ধতি সকলই

---

* "পৃথিবীর ইতিহাস", সপ্তম খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ঐ সপ্তম খণ্ডে অশোকের লিপিসমূহের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ লিপিতে সমসাময়িক পাঁচ জন যবনরাজের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এস্থলে সেই লিপির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, —"যত্র অংতিয়োকো নাম যোনরাজ পরং চ তেন অংতিয়োকেন চতুর রজনী তুরময়ে নম অংতিকিনি নম মক নাম অলীকসুদর নম' ইত্যাদি। লিপিতে সিরীয়রাজ এন্টিওকাস থিয়স, মিশরের অধিপতি টলেমি ফিলাডেলফাস, মাসিডনাধিপতি এন্টিগোনাস গোনাটাস অথবা দ্বিতীয় এন্টিগোনাস, এপিরাসের অধিপতি আলেকজাণ্ডার এবং সাইরিণাধিপতি মেগাসের নাম দৃষ্ট হয়।

উল্টাইয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহারা সিংহল-দেশীয় কাল-গণনা-পদ্ধতিতে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁহাদের মতে, সিংহলদেশীয় কালগণনা-পদ্ধতি ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ। সে গণনায় প্রায় ৬৬ বৎসরের তারতম্য রহিয়াছে।

সিংহলদেশীয় ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—'বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের ১৭৬ হইতে ৩৩৮ বৎসরের মধ্যে সিংহল-দেশে মুতাশিয় এবং তাঁহার নয় পুত্র প্রায় ১৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, দুই পুরুষের কয়েক জন মাত্র নৃপতির রাজত্ব-কাল এত অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার বলেন,—দুই পুরুষের এক শত বৎসরের অধিককালব্যাপী রাজত্বের দৃষ্টান্ত তাঁহারা অবগত নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন।

কানিংহাম বলেন,—৯৬৮০ বৎসরের অধিককাল রাজত্বের পরিচয় তিনি কোনও বংশেই প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যতদূর আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহার মর্ম্ম এই,—ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরি এবং প্রথম এডওয়ার্ড উভয়ের রাজ্যকাল ৯১ বৎসর। ফরাসীদেশের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই উভয়ে ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ভারতের দুই জন চালুক্যরাজ ১০২ বৎসর, বিকানীরের দুই রাজা ১০০ বৎসর, কাশ্মীরের দুই রাজা ৮৬ বৎসর, হিন্দুরের দুই রাজা ৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গড় হিসাবে প্রতি দুই জন করিয়া রাজার ৯৭ বৎসর রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ গণনা-পদ্ধতির প্রয়োগে সিংহল দেশীয় কাল-গণনায় প্রায় ৬৫ বৎসরের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শিত হইতে পারে। তাই কানিংহাম মুতাসিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তিকাল, বুদ্ধদেবের জন্মের পরবর্ত্তী ১৭৬—৪৭৮=৩০২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করেন। এ হিসাবে, মুতাসিয়ার দ্বিতীয় পুত্র 'দেবেনিপিয় তিস্‌স' রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সমসাময়িক প্রতিপন্ন হন। সিংহলদেশীয় পুরাবৃত্তের সহিতও তাহাতে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়।

* * *

পাশ্চাত্য-মতের আলোচনা।

যাহা হউক, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবিধ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী সহজবোধ্য হইতে পারে।

চীনদেশীয় গ্রন্থপত্রে এবং অন্যান্য বিবরণে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল বিবিধরূপে নিরূপিত হয়। তাহার কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা-মূলক, কতক বা কিংবদন্তীর অনুসারী। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর ফ্লিটের মতে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল ৪৮২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। * এক্ষণে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনেকেই বুদ্ধের নির্ব্বাণ ৪৯০ হইতে ৪৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করিতেছেন। সিংহলদেশীয় গ্রন্থপত্রে উল্লিখিত পৌরাণিক কালের প্রতি তাঁহারা কেহই আস্থা স্থাপন করেন না।

---

* Vide Journal of the Royal Asiatic Society, 1906, p. 667.

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল যে ভাবে ৪৮৭—৪৮৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা ত্রিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন; যথা,—(১) ৪৮৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনদেশের ক্যাণ্টন নগরে যে সকল বিন্দুচিহ্নযুক্ত পুঁথিপত্র সংগৃহীত ছিল, তাহাতে ঐ অব্দ পর্য্যন্ত ৯৭৫টী বিন্দু পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল ৯৭৫—৪৮৯ = ৪৮৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।* (২) বসুবন্ধুর জীবনী-প্রণেতা পরমার্থের মতে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে (৪১৩ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধপ্রচারক বৃষগণ এবং বিন্ধ্যবাস (বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে) বিদ্যমান ছিলেন। সে হিসাবে (৪৮৭ + ৪১৩ = ৯০০) ৪৮৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ-কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (৩) খোটানের একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়,—ধর্ম্মাশোক, বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। ঐ আখ্যায়িকায় অশোক চীনসম্রাট সি-হোয়াং-টির সমসাময়িক প্রতিপন্ন হইয়াছেন। কথিত হয়,—চীনসম্রাট সি-হোয়াংটিই চীনদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ২৪৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ২২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি একছত্র সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হন; এবং ২১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।† কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় এ গণনাও ভ্রমপূর্ণ সপ্রমাণ হয়। যাহা হউক, আমরা নিম্নে যথাক্রমে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

* * *

কোলব্রুকের সিদ্ধান্ত।

জৈনদিগের মতে, তাঁহাদের তীর্থঙ্করের প্রধান শিষ্য মহাবীর 'গোতমস্বামী' বলিয়া অভিহিত হইতেন। 'গোতম ইন্দ্রভূতি' নামেও ঐ জৈন-গ্রন্থপত্রে তাঁহার পরিচয় দেখিতে পাই।‡ জৈনদিগের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই মহাবীরের প্রধান শিষ্য গোতমস্বামীকে গৌতম বুদ্ধের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কেবল ডক্টর হ্যামিণ্টন ও মেজর ডেলামেন নহেন; প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোলব্রুকও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।§

যে কারণে কোলব্রুক সে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি; যথা,—কল্পসূত্রে এবং জৈনদিগের অন্যান্য গ্রন্থে মহাবীরের প্রথম ও প্রধান শিষ্য 'ইন্দ্রভূতি' নামে পরিচিত। কিন্তু লিপি-সমূহে তিনি 'গোতমস্বামী' নামে উল্লিখিত হন। মহাবীরের আর যে দশজন শিষ্য ছিলেন, গ্রন্থপত্রে এবং লিপিতে

---

* সুপণ্ডিত টাকাকুসুর মন্তব্য দ্রষ্টব্য। Vide, Takakusu in *Journal of the Royal* Asiatic Society, 1905, page 5.

† Saratchandra Das, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, part I, 1886; Tchang, *Synchronismes Chinois* and Rockhill, *Life of Budha*.

‡ *Vide* Ward's *Hindus*, vol. II; Colebrooke's *Essays*, II—279; and Stevenson's *Kalpasutra*, p 92.

§ Vide, Colebrooke, Essays, Vol. II, p 276 and *Indian Atiquary*, vol. XL.

তাঁহাদের নামের অসামঞ্জস্য নাই। সুতরাং গৌতম এবং ইন্দ্রভূতি অভিন্ন বলা যাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধদিগের গৌতম অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। তাহাতে উভয় ধর্ম্মের মূল যে এক অভিন্ন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়।

'জৈনদিগের মতে, মহাবীরের এগার জন শিষ্যের মধ্যে মাত্র এক জনের শিষ্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাম সুধর্ম্মস্বামী। সুতরাং একমাত্র সুধর্ম্মস্বামীর শিষ্যগণই জৈনধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বুঝিতে পারি। মহাবীর বা ইন্দ্রভূতির সাত জন শিষ্যের মধ্যে একজন জীবিত ছিলেন। জৈন-সম্প্রদায়ে ইন্দ্রভূতির কোনও শিষ্য ছিল না। ইহাতে অনুমান হয়,—তিনি জৈন-সম্প্রদায়ের কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নাই। গৌতমের শিষ্যগণ—বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত। বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের নীতি-সমূহ প্রায়শঃ অভিন্ন। উভয় ধর্ম্মেই হিন্দুদিগের বহু দেবদেবীর উপাসনার প্রথা বর্ত্তমান; উভয়েই বেদের বিরোধী; উভয় ধর্ম্মেই যতিগণ ভগবানের উচ্চ আসনে সমারূঢ়।'

* * *

আলোচনায় প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়।

এক্ষণে যদি কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লই,—মহাবীরের প্রধান শিষ্য গোতমস্বামী এবং গৌতমবুদ্ধ যদি অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করি; বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল-গণনায় সামান্য ইতরবিশেষ হইলেও একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি—একটা সঠিক কালের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। সে কাল-গণনায় তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সে বিষয় তিনটী এই,—(১) জৈনদিগের প্রদর্শিত প্রচলিত প্রমাণ-পরম্পরা হইতে বুঝা যায়,—জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন; (২) গৌতম বুদ্ধ যদি মহাবীরেরই শিষ্য হন, তাহা হইলে বুদ্ধগয়ায় (উরুবিল্ব) বোধিবৃক্ষমূলে সমাধি-প্রাপ্তির পূর্ব্বে অল্পকালের জন্য তিনি মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; (৩) যুবরাজ সিদ্ধার্থ, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল—উনত্রিশ বৎসর। ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর হয়। তাহা হইলে, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৪৭৮+৫১=৫২৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, গৌতমবুদ্ধ মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সপ্রমাণ হইতে পারে। মহাবীর ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে লোকান্তরগমন করেন। এ হিসাবে, গৌতম মাত্র দুই বৎসর কাল মহাবীরের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এইরূপ গণনায়, ৫২৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের ৩১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের জন্মকাল এবং ৪৯ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিচার্য্য বিষয় আছে। গয়ার সন্নিকটে প্রাপ্ত সংস্কৃত-ভাষায় উৎকীর্ণ একটী লিপিতে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে একটী উক্তি দৃষ্ট হয়। তাহাতে বুঝিতে পারি,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১৮১৩ বৎসরে, বুধবারে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদে, ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিতে মাসের ও দিনের উল্লেখ আছে মাত্র। সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিতে গেলে প্রশ্ন উঠে—উত্তর-ভারতীয় বৌদ্ধগণ কোন্ গণনা-পদ্ধতি

অবলম্বনে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বোক্ত কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন? সে ক্ষেত্রে তাঁহারা সিংহল-দেশীয় কালগণনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন?—কি, তাঁহাদের নিজস্ব কোনও গণনা-পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল? কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সিদ্ধান্তের নিদর্শন কোথাও প্রাপ্ত হই নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গণনা-পদ্ধতি অনুসারে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ স্বীকার করিলে, ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে (৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ—১৮১৩ বৎসর) লিপির কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। সে বৎসরে প্রথম কার্ত্তিক বদি, ২৭ অক্টোবর রবিবারে পড়িয়া যায়। তাহাতে লিপির উক্তির সহিত যথেষ্ট অসামঞ্জস্য দাঁড়ায়। পূর্ব্বে যে ৬৬ বৎসরের ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে সেই ভ্রম সংশোধিত হইলে অর্থাৎ সেই ৬৬ বৎসর যোগ দিলে, লিপির কাল ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; ঐ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর—বুধবার এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সকল অসামঞ্জস্য ও সংশয় মিটিয়া যায়।

* * *

মৌর্য্যরাজগণের কাল-প্রসঙ্গে বিতর্ক।

প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি-কালের বিচারেও বুদ্ধের নির্ব্বাণ-কাল প্রায় সঠিকরূপে নিরূপিত হইতে পারে। ডক্টর বুলারের মতে, ৩২১ হইতে ৩১০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ও সিংহলদেশের পালিগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি, বুদ্ধের নির্ব্বাণের ১৬২ বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সে হিসাবে, বুদ্ধের পরলোকগমনের কাল ৩২১ + ১৬২ = ৪৮৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ এবং ৩১০ + ১৬২ = ৪৭২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সময়ের মধ্যে মাত্র তিনটী বিষয়ে, গয়ার সংস্কৃত লিপির উক্তির মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সে বিষয়-তিনটী—৩১৯, ৩১৬ এবং ৩০৯—পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ। এই তিন পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রথম কার্ত্তিক বদি বুধবার পড়ে। শেষোক্ত অব্দ স্বীকার করিলে, অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি ২৫৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এবং তৎকর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ২৫৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যবনরাজগণের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের ইতিবৃত্ত আলোচনায় পূর্ব্বোক্ত গণনা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

২৫৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এপিরাসের রাজা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এবং ২৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মেগাস লোকান্তর গমন করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে অশোক তাঁহাদের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার যদি ৩০৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির কাল মানিয়া লই, তাহা হইলে লিপি-বর্ণিত অশোকের রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বর্ষ যথাক্রমে ২৪২ ও ২৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কারণ, অশোকের সমসাময়িক যবন-রাজ এণ্টিওকাস থিয়স ২৪৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই পরলোকগমন করেন বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষ ২৪৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। স্থূলতঃ, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।

* * *

সামঞ্জস্য-সাধনে প্রয়াস।

এক্ষণে দেখা যাউক, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি ৩১৬ বা ৩১৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইলে, সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে কিনা। ঐ দুই অব্দের মধ্যে দুই বৎসরের ব্যবধান দাঁড়ায়। উহাদের যে কোনও একটী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল ধরিয়া লইলে, অশোকের রাজত্বকালের পরিমাণ নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে ; যথা,—

অশোকের সিংহাসনাধিরোহণ	২৬৭	অথবা	২৬৪	পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।
„ রাজ্যাভিষেক	২৬৩	„	২৬০	„ „ (প্রথম বৎসর)।
„ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা	২৬০	„	২৫৭	„ „
„ রাজত্বের দশম বর্ষ	২৫৪	„	২৫১	„ „
„ রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষ	২৫২	„	২৪৯	„ „

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত এইরূপ কাল-নির্দ্দেশ অসমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনেকেই ৩১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্তের কয়েকটী কারণ আছে; তন্মধ্যে প্রধান একটীর উল্লেখ করিতেছি ; যথা,—

তাঁহাদের মতে,—পুরাণোক্ত 'কাণ্বায়ন' বা 'কাণ্ববংশ' উত্তর-ভারতের 'ইণ্ডো-সিদীয়' বা 'তুরস্ক' জাতি। তাঁহারা এই কাণ্ব-বংশের রাজ্যকাল ৩৪৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৪৫ বৎসর স্থির করেন। কাহারও কাহারও মতে আবার কণ্ব-বংশের রাজ্যকাল মাত্র ৪৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, কাণ্বদিগের রাজ্যকাল ৭৯ খৃষ্টাব্দেরও পরে পিছাইয়া পড়ে। সে হিসাবে, বলিতে হয়,—কাণ্বগণ ৬৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। শুঙ্গ-বংশের রাজ্যকাল ১১২ বৎসর এবং মৌর্য্যবংশের রাজ্য-কাল ১৩৭ বৎসর পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত ৬৭ + ১১২ = ১৭৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে শুঙ্গ-বংশের এবং ১৭৯ + ১৩৭ = ৩১৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। বলা বাহুল্য, মৌর্য্য-বংশের অবসানে, ভারতে শুঙ্গ-বংশের এবং তাহার পর কাণ্ব-বংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয় কালেও তাঁহাদের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়।

* * *

মহাবংশের মত।

যাহা হউক, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক যে ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও মতান্তর নাই। 'মহাবংশে' তাঁহার রাজত্ব-কাল ৩৭ বৎসর উক্ত হইয়াছে। সে উক্তিতে একটু অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে বুঝিতে পারি,—'মহাবংশে' অশোকের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতেই তাঁহার রাজ্যকাল গণনা করা হইয়াছে। এ সিদ্ধান্তে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

---

* কাহারও মতে শুঙ্গদিগের রাজ্যকাল ৩৪৫ বৎসর হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা বলেন, একই বংশের এতাধিক কাল সিংহাসনে অবস্থিতির প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

'মহাবংশে' দেখিতে পাই,—মহিন্দ বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ধর্ম্মাধক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবনী-সংক্রান্ত ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ-পত্রে আবার ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহিন্দের ধর্ম্মাধ্যক্ষ-পদ-প্রাপ্তির উল্লেখ রহিয়াছে। আর তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—অশোক নয় বৎসর কাল উজ্জয়িনী শাসন করিয়াছিলেন। তাহাতে পূর্ব্ব-প্রদত্ত কালপরিমাণের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ২৭৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রের জন্মকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাতে আরও বুঝিতে পারি,—অশোকের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে মহিন্দ, পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; আর বার বৎসর পৌরোহিত্যের পর মহিন্দ সিংহলে গমন করেন। সে ঘটনা—অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরের, এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২৩৬ বৎসর পরের ঘটনা। বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক, এবং নির্ব্বাণের ২৩৬ বৎসরে তাঁহার রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

এরূপ গণনায়ও প্রতিপন্ন হয়,—মহাবংশের কাল-গণনা অশোকের রাজ্যাভিষেক হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—রাজ্য-প্রাপ্তির চারি বৎসর পরে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপে অশোকের রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনার যেরূপ কাল-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল; যথা,—

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।	প্রধান ঘটনা।	বৌদ্ধাব্দ।	বর্ষ।
৪৭৮	বুদ্ধদেব বা শাক্যমুনির নির্ব্বাণ ...	১	
৩১৬	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, ২৪ বৎসর ...	১৬৩	
২৯২	বিন্দুসার, ২৮ বৎসর ...	১৮৭	
২৭৭	,, অশোক—উজ্জয়িনীর শাসন-কর্ত্তা	২০৩	
২৭৬	,, মহিন্দের জন্ম ...	২০৪	
২৬৪	অশোক—ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ—চারি বৎসর	২১৫	
২৬০	—রাজ্যাভিষেক	২১৯	
২৫৭	—বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষা ...	২২২	
২৫৬	—এন্টিওকাসের সহিত সন্ধি ...	২২৩	
২৫৫	—মহিন্দের পৌরোহিত্যে বরণ ...	২২৪	৬
২৫১	—পর্ব্বত-গাত্রে অঙ্কিত লিপির প্রথম কাল ...	২২৮	১০
২৪৯	— ,, ,, ,, দ্বিতীয় কাল ...	২৩০	১২
২৪৮	—পার্থিয়ায় আর্সাকিদিগের বিদ্রোহ ...	২৩১	১৩
২৪৬	—বাক্ত্রিয়ায় ডিওডোটাসের বিদ্রোহ ...	২৩৩	১৫
২৪৪	—মোগালিপুত্রের অধিনায়কত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্ঘ	২৩৫	১৭
২৪৩	—মহিন্দের সিংহল-যাত্রা ...	২৩৬	১৯
২৪২	—বরাবর গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ...	২৩৭	
২৩৪	—স্তম্ভ-লিপি ...	২৪৫	২৭

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ।	প্রধান ঘটনা।	বৌদ্ধাব্দ।	[illegible]
২৩১	—রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্তার পরলোকগমন	২৪৮	৩০
২২৮	—দ্বিতীয় রাজ্ঞী গ্রহণ	২৫১	৩৩
২২৬	—তৎকর্ত্তৃক বেধি-বৃক্ষ-ধ্বংসের চেষ্টা	২৫৩	৩৫
২২৫	—অশোকের সন্ন্যাস-গ্রহণ	২৫৪	৩৬
২২৪	—রূপনাথ ও সাসারামের লিপি	২৫৫	৩৭
২২৩	—অশোকের লোকান্তর	২৫৬	৩৮
২১৫	—দশরথের গুহালিপি, নাগার্জ্জুনী	২৬৪	...

বিরুদ্ধ-মতের সামঞ্জস্য-সাধন।

পূর্ব্ববর্ত্তী কাল-গণনায় আমরা সিংহল-দেশীয় বৌদ্ধদিগের গণনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। এক্ষণে দেখা যাউক, বুদ্ধের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কাল-নিরূপণে উত্তর-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধদিগের গণনা-পদ্ধতিতে যে অনৈক্য রহিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে কি না।

সিংহলদেশীয় কালনির্দ্দেশে কানিংহাম ৬৬ বৎসরের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—তাহার সংশোধনেই সকল সমস্যার নিরসন হইতে পারে। যে ভাবে তিনি আপনার মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় এস্থলে প্রদান করিতেছি।

কানিংহাম বলেন,—উত্তর-ভারতীয় বৌদ্ধগণের 'অশোক অবদান' গ্রন্থে বুদ্ধদেবের একটী ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় উল্লিখিত আছে। সে ভবিষ্যদ্বাণী—তাঁহার নির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে, পাটলিপুত্র-নগরে 'অশোক' নামে এক রাজা হইবেন। তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন-সমূহ রাখিয়া যাইবেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাংও এই ১০০ বৎসরের বিষয়ই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

এদিকে আবার 'অবদানশতক' নামক আর একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থে অশোকের সিংহাসনাধিরোহণের কাল—বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২০০ বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকের মতে, এ গণনাও অভ্রান্ত নহে।

যাহা হউক, তিব্বতীয় ও মঙ্গোলীয় গণনা-পদ্ধতির অনুসরণে ঐ ১০০ বৎসরের সহিত আর ১০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনেকটা মিল হইতে পারে। তাহাতে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ১১০ বৎসর পরে গিয়া দাঁড়ায়। এ হিসাবে, অবদানশতকের মতে, অশোকের কাল ২১০ বৌদ্ধাব্দে স্থিরীকৃত হয়। দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের কাল-গণনায় নির্দ্দিষ্ট অশোকের রাজ্যকাল ২১৪ বৌদ্ধাব্দের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়ে।

'অবদানশতকে' ২০০ বৌদ্ধাব্দে অশোকের সময়-নিরূপণ যে একেবারে ভ্রমপূর্ণ নহে, উত্তর-দেশীয় গণনা-পদ্ধতির আলোচনাও তাহা সপ্রমাণ হয়।

---

* *Vide*, Burnouf, Introduction a' l' Historic da Budhism Indien' and Julien's Hwen Thsang, II, 170.

পরিব্রাজক হুয়েন-সাং কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল প্রসঙ্গে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ৪০০ বৎসর পরে কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তির বিষয় পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তিব্বতদেশীয় গ্রন্থপত্রে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির ও কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তির মধ্যে ৪০০ বৎসরের অধিক কাল-ব্যবধান স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধগণ সকলেই নির্ব্বাণের ও কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে প্রায় ৪০০ বৎসরের ব্যবধানের বিষয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কনিষ্কের রাজত্বকালে ম্যানিক্যলায় যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা হইতে মিষ্টার কোর্ট যে সকল রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়াছিলেন, সেই মুদ্রার তারিখ হইতে কনিষ্কের বিদ্যমান কাল অনেকটা সঠিকরূপে নির্ণীত হইতে পারে। মার্কাস এণ্টনিয়াসের মুদ্রাও তন্মধ্যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মুদ্রার তারিখ ৪৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যায় না। তবে তাহাতে বৈদেশিক-দিগের সহিত ভারতের সংশ্রব-সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়।

সুতরাং এ হিসাবে এই সময় হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০০ বৎসরের কিছু বেশী সময় ধরিয়া লইলে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে গিয়া দাঁড়ায়।

* * *

অধ্যাপক কার্ণের অভিমত।

যদি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে, পরস্পর-বিরোধী বিপরীত মতদ্বয়ের সমাধান আবশ্যক হয়। তাহাতে বলিতে পারি,—খৃষ্টশতাব্দীর বহু পূর্ব্বে অশোকের সময়-নির্দ্দেশে ১০০ এক শত বৎসর ব্যবধান স্থিরীকৃত হওয়ায় সে সমস্যার সমাধান একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

তার পর বুদ্ধঘোষ অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যখন দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের গণনা-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত সমস্যা নিরসন জন্য, তাঁহারা দুই জন অশোকের অস্তিত্বের কল্পনা করিয়া লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম অশোক, নির্ব্বাণের ঠিক ১০০ বৎসর পরে এবং আর একজন অশোক নির্ব্বাণের প্রায় ২০০ বৎসর পরে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক কার্ণের মত আলোচনায় আর এক সমস্যায় উপনীত হইতে হয়। তাঁহার মতে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাল—৩৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ প্রতিপন্ন হয়। * কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—অশোকের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল ২৬৩ (দুই শত তেষট্টি) পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ না ধরিয়া ২৭০ (দুই শত সত্তর) পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ধরিয়া লইয়া এবং বুদ্ধের লোকান্তরের ও অশোকের রাজপ্রাপ্তির ব্যবধান-কাল এক শত ১০০ বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া, অধ্যাপক কার্ণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

এইরূপে অধ্যাপক কার্ণ, বুদ্ধের লোকান্তর ৩৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ ধরিয়া লইয়া, বলিয়াছেন যে,—'তাঁহার এই নির্দ্দেশ মহাবীরের লোকান্তরের অর্থাৎ ৩৮৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের এত নিকটবর্ত্তী যে, এইরূপ সামঞ্জস্য আকস্মিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।' তিনি ঐ অব্দের সহিত

* See Dr. Muir's summary of Dr. Kern's dissertations "on the era of Budha and the Asoka Inscriptions" in the *Indian Antiquary*, 1874.

আর ৮ বৎসর যোগ দিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এবং অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে ১১৮ বৎসরের ব্যবধান স্থির করিয়াছেন। এইরূপে, তাঁহার মতে, সিংহলদেশীয় গ্রন্থ-পত্রের সিদ্ধান্ত (২১৮ বৎসর) অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যাহা হউক, কার্ণের এই অভিমত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কারণ, এ মত মান্য করিতে হইলে গয়ার লিপির প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে; 'অবদানশতকের' উল্লিখিত বুদ্ধের ও অশোকের মধ্যবর্ত্তী ২০০ বৎসরের ব্যবধানের প্রমাণও তিষ্ঠিতে পারে না।

সুতরাং বিবিধ আলোচনায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি-কাল ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দেই স্থিরীকৃত হয়। এইরূপ কাল-গণনায় উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধগণের এবং দক্ষিণ-ভারতীয় বৌদ্ধগণের গণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় এবং কালগণনার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদ্ধতি পরস্পর অভিন্ন প্রতিপন্ন হইয়া যায়। স্থির হয়,—ভগবান গৌতম বুদ্ধ ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ 'মহাবংশে' প্রদত্ত সময়ের ৬৬ বৎসর পরে নির্ব্বাণ লাভ করেন; এবং তাঁহার নির্ব্বাণের এবং অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যবধান-কাল—২১৪ বৎসর মাত্র। সাসারামের ও রূপনাথের লিপিতে রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি ৪১ বৎসর মাত্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন সপ্রমাণ হয়।

* * *

উপসংহার।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণাদির কাল সম্বন্ধে অন্যান্য গবেষণা এই গ্রন্থেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে যে নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে, এবং গুপ্ত-কালের সহিত নির্ব্বাণ-কালের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, এস্থলে তাহার আভাষ মাত্র প্রদান করা হইল। তবে, যেখানে যে গবেষণাই পরিদৃষ্ট হউক না কেন, কালাদি সম্বন্ধে যতই বিতণ্ডার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হউক না কেন, সিদ্ধান্ত যে একই প্রকার রহিয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ-কাল গণনায় প্রধানতঃ জেনারেল কানিংহামের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করিতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা এতদ্বিষয়ে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। এখনও তাঁহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই,—এখনও তাঁহাদের বিতণ্ডার অবধি নাই। তাঁহাদের আলোচনা-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে মতান্তরের এবং বিরোধ-বিতণ্ডার বিষয় উপলব্ধ হয়।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণের গবেষণা যাহাই হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় আমরা সে বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-কাল ৪৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সে হিসাবে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় গণনা-পদ্ধতির সহিত এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় কাল-নির্ণয়-পদ্ধতির সহিত বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাহাতে গুপ্ত-কাল-গণনার পথও সুগম হইয়া আসে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে আমরা তদ্বিষয় প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-প্রসঙ্গে অন্ধ্রগণ।

[পূর্ব্বাভাস ;—প্রাচীনত্ব-বিষয় অথর্ব্বণাচার্য্যের অভিমত ;—অথর্ব্বণাচার্য্যের মতের যৌক্তিকতা বিচার ;—শাস্ত্র-প্রমাণ ;—অন্ধ্রগণের পরিচয় ;—লিপির প্রমাণ ;—অন্ধ্র ও দক্ষিণাপথ ;—অন্ধ্র-প্রসঙ্গে পৈথান ও কলিয়েনা ;—অন্ধ্র ও শক ;—টলেমির মতে বাদবিতণ্ডা ;—মুদ্রাদির প্রমাণ ;—সাহিত্যে নিদর্শন ;—মন্তব্য ;—সমসাময়িক নৃপতিগণের পরিচয়।]

* * *

পূর্ব্বাভাস।

মগধে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, যাঁহারা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ধ্র-বংশীয় রাজগণ অল্প-প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন নহেন। চন্দ্রগুপ্ত যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখনও অন্ধ্রগণ আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে বিরাজ করিতেছিলেন।

ভারতে, মগধের সিংহাসনে, অন্ধ্রগণের বৈচিত্র্য-পূর্ণ সে ইতিবৃত্ত যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে যে এতৎপ্রসঙ্গে অন্ধ্রগণের বিষয় পুনরুল্লিখিত হইতেছে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই অন্ধ্রগণকে 'দ্রাবিড়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা আরও বলেন,—গোদাবরী ও কৃষ্ণা-নদীর ব-দ্বীপে অধুনা যে তেলেগু-ভাষাভাষী জাতি পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারাই অন্ধ্রগণের শেষ পরিচয়-চিহ্ন।'

ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই মতের প্রধান পরিপোষক। আমরাও অনেক স্থলে এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছি বটে ; * কিন্তু পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে অন্ধ্রদিগের উৎপত্তি ও বিস্তৃত সম্বন্ধে যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে তাহা যে ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের উদ্দেশ্যে এতৎ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

* * *

প্রাচীনত্ব বিষয়ে অথর্ব্বণাচার্য্যের অভিমত।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কাহারও কাহারও মতে,—অথর্ব্বণাচার্য্যের 'ত্রিলিঙ্গানুশাসন' গ্রন্থের উক্তি হইতে ভিন্সেণ্ট স্মিথ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। † বোধসৌকার্য্যার্থ

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসের" সপ্তম খণ্ড, ৩৭৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠা এবং *Indian Antiquary*, Vol. XLII., প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† মিষ্টার ক্যাম্বেল-প্রণীত 'তেলেগু ব্যাকরণে' অথর্ব্বণাচার্য্যের ত্রিলিঙ্গানুশাসনের উল্লেখ আছে। সেখানে ঐ গ্রন্থের নাম—'অথর্ব্বণব্যাকরণম্।'

ক্যাম্বেল প্রণীত 'তেলেগু ব্যাকরণে' উদ্ধৃত, 'অন্ধ্র' জাতি বিষয়ক অথর্ব্বণাচার্য্যের 'ত্রিলিঙ্গানু-শাসনের' উক্তির সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

'কলিযুগে স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে অন্ধ্রদিগের দেবতা হরি—নিশুম্ভ-বিঘাতক বিষ্ণু—সম্রাট সুচন্দ্রের পুত্ররূপে 'কাকুলামে' জন্মগ্রহণ করেন। যাবতীয় দেবতা ও মনুষ্য তাঁহার পূজা করিতে থাকে। তিনি একটী বিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দারা শ্রীশৈল, ভীমেশ্বরম্ এবং কালেশ্বরম্ প্রভৃতি এক স্থত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীরে সুবৃহৎ তিনটী সিংহদ্বার ছিল। প্রতি সিংহদ্বারে ত্রিশূলডমরুধারী অসংখ্য-দেবগণপরিবৃত তিনটী ত্রিলোচন শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর উক্ত মূর্ত্তিত্রয় সেখানে লিঙ্গরূপে বিরাজিত। দেবতাগণের সাহায্য লাভ করিয়া অন্ধ্র-বিষ্ণু নিশুম্ভ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিন যুগ যুদ্ধ চলে। পরিশেষে, নিশুম্ভ নিহত হইলে গোদাবরী-তীরে বিষ্ণুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই হইতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত রাজ্য 'ত্রিলিঙ্গম্' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

'গোদাবরী তীরে সে সময়ে অন্ধ্র-বিষ্ণুর যে সকল অনুচর বাস করিতেন, তাঁহারা 'তৎসম' ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কালের আবর্ত্তনে, অশিক্ষিতদিগের পক্ষে 'তৎসম' ভাষায় বাক্যালোপ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনে এবং স্থলবিশেষে অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশের বিলোপ-সাধনে আদি-ভাষা রূপান্তরিত হইয়া এক নূতন ভাষার উদ্ভব হয়। সে ভাষার নাম হয়—'তদ্ভাবম্'। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল পদ, অন্ধ্র-বিষ্ণুর বহু পূর্ব্বে স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল, সে ভাষা তখন 'অৎস' নামে অভিহিত হইতে থাকে। * অধ্যাপক ক্যাম্বেলের মতে, অন্ধ্র-বিষ্ণু এখনও পর্য্যন্ত শ্রীকাকুলামে 'ঈশ্বর' বলিয়া সম্পূজিত হইতেছেন।

* * *

অথর্ব্বণাচার্য্যের উক্তির যৌক্তিকতা বিচার।

এক্ষণে, অথর্ব্বণাচার্য্যের উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। অন্ধ্র-বংশের ইতিহাসে 'সুচন্দ্র' নামা কোনও নৃপতির উল্লেখ দেখি না। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অথর্ব্বণাচার্য্যের উক্তি কতদূর গ্রহণীয়, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। পুরাণ-মতে অন্ধ্রগণের প্রথম নৃপতি—শিমুক। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার সিন্ধুক, শিশুক, শিপ্রক প্রভৃতি নামান্তর পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সুচন্দ্র নাম কোথাও দেখিতে পাই না।

অথর্ব্বণাচার্য্যের গ্রন্থে, 'সুচন্দ্র' নামের পরিপোষক, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সোমচন্দ্র বা হেম-চন্দ্র, কণ্ব, পুষ্পদন্ত, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি বহু নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহাদেরও কোনও পরিচয়-চিহ্ন গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাই না। উক্ত গ্রন্থে 'অথর্ব্বণোশ্চিকোপনিষৎ' হইতে যে সকল অংশ পরি-গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হয়, উপনিষদে তাহা দৃষ্ট হয় না। তাই সিদ্ধান্ত হয়,—উপনিষৎ হইতে অথর্ব্বণাচার্য্য যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তৎসমুদায় তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। উপনিষদে তেলেগু-ভাষার প্রাধান্য প্রদর্শনে তিনি উৎসুক হন।

* অন্ধ্রকৌমুদী গ্রন্থেও এতদুল্লেখ দৃষ্ট হয়। অথর্ব্বণাচার্য্যের 'ত্রিলিঙ্গানুশাসনম্' গ্রন্থ মান্দ্রাজের ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

তাহারই ফলে, অথর্ব্বণাচার্য্যের উপনিষৎ রচিত হয়। গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। গ্রন্থের কারিকা মাত্র এক্ষণে প্রচলিত। ঐ কারিকায় মহাকবি দণ্ডী প্রণীত 'কাব্যাদর্শের' বহু শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। অথর্ব্বণাচার্য্য কিন্তু তাহা গ্রন্থের কোথাও স্বীকার করেন নাই।

অথর্ব্বণাচার্য্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'বাল্মীকি-সূত্রের' কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল সূত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে ত্রিবিক্রম কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণে অথর্ব্বণাচার্য্যের প্রাচীনত্ব কোনক্রমেই সপ্রমাণ হয় না। অথর্ব্বণাচার্য্য বলেন,—'অন্ধ্র-বিষ্ণু গোদাবরী নদীর তীরে বাস করিতেন।' অথর্ব্বণাচার্য্যের এতদুক্তি হইতে প্রতীত হয়,—রাজমহেন্দ্রী তেলেগুদিগের রাজধানী মধ্যে গণ্য হইবার বহু পরে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। আর, সেই সময় তাঁহার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

* * *

শাস্ত্র-প্রমাণ।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' অন্ধ্রগণের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—'অন্ধ্রগণের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও অন্যান্য দস্যুজাতি আর্য্যভূমির সন্নিকটে বাস করিতেন। তখন সেখানে তাঁহারা বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া পরিচিত। পিতা কর্ত্তৃক তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিমত—তখন আর্য্যগণ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাই পূর্ব্বোক্ত জাতি-সমূহ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে বসতি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

বিন্ধ্য-প্রান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশের শবর জাতির উল্লেখ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কবি বাণের 'কাদম্বরী' গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অন্ধ্র পুলিন্দ প্রভৃতি অধীনস্থ রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত আছে; যথা,—"বিশবজ্রি যোন কংবোযেষু নভকে ন (ভি) তিন ভোজ পিতিনকেষু অংধ্র পুলি (দে) সু সবত্র দেবানং পিঅস ধ্রমনুশস্তি অনুবটংতি।" অন্ধ্র প্রভৃতি জাতি-সমূহ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, উদ্ধৃত লিপি হইতে তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। অধিকন্তু লিপিতে যে সকল জাতির সাহচর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে অন্ধ্রগণ তখনও মধ্য ভারত পরিত্যাগ করে নাই, অপিচ বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিকটে তাঁহারা উপনিবিষ্ট ছিলেন, উদ্ধৃত লিপি হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে (একত্রিংশৎ অধ্যায়ে) পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, ওড্র, কেরল এবং অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের এবং রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে, অন্ধ্র, পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণের নাম পরিদৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে —বহু-শতাব্দী-প্রচলিত পরম্পরাগত গাথা ও উপাখ্যান—রামায়ণ ও মহাভারতাদির পূর্ব্বোক্ত উক্তির ভিত্তিস্থানীয়। তাঁহারা আরও বলেন,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যখন ঐ সকল জাতির অভ্যুদয় ঘটে, তখনই পূর্ব্বোক্ত রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ-সমূহ রচিত হইয়াছিল; আর তখনই তাহাতে ঐ সকল জাতির নাম সন্নিবিষ্ট হয়। নচেৎ, গ্রন্থাদিতে যে ভাবে জাতিসমূহের উল্লেখ আছে, তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।

যাহা হউক, আমরা এ সিদ্ধান্ত আদৌ অনুমোদন করি না। রামায়ণ-মহাভারতাদি

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াই আমরা (হিন্দুগণ) বিশ্বাস করি। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এ সিদ্ধান্ত আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু ঐ সকল জাতি যে অতি প্রাচীন, তাহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

* * *

অন্ধ্রগণের পরিচয়।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের লোকান্তরের অব্যবহিত পরে অন্ধ্রগণ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইতে থাকেন। তাঁহাদের প্রথম রাজা শিমুক সাতবাহন খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২২০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 'নানাঘাটের' গুহাগাত্রে শিমুকের এবং তৎপরবর্ত্তী রাজা শ্রীসাতকর্ণির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীসাতকর্ণির পরবর্ত্তী রাজা কৃষ্ণের, সহায়ক নামক একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি নাসিকের গিরি-গাত্রে একটী গুহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অনেকে তাই মনে করেন, নাসিকেই শ্রীসাতকর্ণির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইহার পর, অন্ধ্রগণের ঐতিহাসিক পরিচয়, 'হাতিগুম্ফ' (হস্তিগুম্ফ) গুহায়, কলিঙ্গের রাজা খারবেলের উৎকীর্ণ লিপিতে, প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে খারবেল বলিতেছেন,—তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (১৬৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) রাজা সাতকার্ণি, মগধ আক্রমণ-কালে বহুসংখ্যক অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিকের দ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কলিঙ্গের জৈন-নৃপতি খারবেলের উদয়গিরি ও হস্তিগুম্ফ লিপি-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। লিপির কাল-সম্বন্ধেও নানারূপ বিতণ্ডা দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে,—ঐ লিপি মৌর্য্যাব্দের ১৬৫ বৎসরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার অপ্রামাণ্য সপ্রমাণ করেন।

'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থে অধ্যাপক লুডার্স পূর্ব্বোক্ত লিপির এক প্রামাণ্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে খারবেলের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে, খারবেলের অপর নাম—মহামেঘবাহন। তিনি কলিঙ্গের 'চেৎ'-বংশের বংশ-তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। নয় বৎসর কাল 'যুবরাজ' পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি সাতকর্ণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে তিনি এক দীর্ঘিকার পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন। কথিত হয়, ঐ সরোবর, রাজা নন্দের সময় হইতে ১০৩ বৎসর কাল ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া ছিল। সেই বৎসরই তিনি মগধের তাৎকালিক নৃপতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজ্য-লাভের দ্বাদশ বৎসরে খারবেল গঙ্গানদীর মধ্য দিয়া হস্তি-চালনা করেন; মগধ-রাজ্য তাঁহার পদানত হয়। ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কতকগুলি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

খারবেলের লিপিতে রাজা নন্দের উল্লেখ আছে। তাহাতে খারবেলের বিদ্যমানতার কাল-পরিচয়ে কতকটা যথার্থ তথ্য নির্ণীত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, নন্দবংশের শেষ নৃপতি ৩২২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ১০৩ বৎসর বাদ দিলে, খারবেলের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ ২১৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। সে হিসাবে ২২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ খারবেলের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল স্থিরীকৃত হয়।

অন্ধ্রবংশীয় যে নৃপতির বিষয় লিপিতে উল্লিখিত আছে, তিনি পুরাণোক্ত তৃতীয় সাতকর্ণি। নানাঘাটের প্রতিমূর্ত্তিতে ক্ষোদিত বিবরণ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। সেই লিপিতে খারবেলের এবং প্রথম সাতকর্ণির বিদ্যমান-কালের একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। তাহাতে বুঝিতে পারি,—কণ্ব-বংশের শেষ নৃপতির পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধ্র-বংশের রাজত্বের সূত্রপাত আরম্ভ হয় নাই; পরন্তু কণ্ব-বংশের প্রতিষ্ঠা পরবর্ত্তিকালের ঘটনা।

নানাঘাটের লিপির কাল-পরিচয়ের সহিত প্রথম সাতকর্ণির বিদম্যান-কালের বেশ একটু মিল আছে। শিমুক এবং কৃষ্ণের রাজত্বকাল সম্বন্ধেও নানাঘাট লিপিতে একই পরিচয় পাওয়া যায়। মগধের যে রাজাকে খারবেল পরাজিত করেন, পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—তিনি সম্ভবতঃ শালিশুক;—২১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে তিনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মৎস্য-পুরাণের মতে, খাবরেলের লিপিতে উল্লিখিত সেই সাতকর্ণি অন্ধ্ররাজগণের পঞ্চম-স্থানীয়। অন্ধ্ররাজ্য—কলিঙ্গ-রাজ্যের পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

* * *

লিপির প্রমাণ।

তার পর, গুহাঙ্কিত লিপি-সমূহের প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। 'চালিসগাঁও' (চল্লিশগাঁও) সন্নিকটে পিতালকোড়ার গুহালিপিতে 'পৈথান' বা 'প্রতিষ্ঠানের' রাজার নাম দেখিতে পাই। তখন পশ্চিম ভারতেই অন্ধ্রগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে অন্ধ্রগণের সপ্তদশ নৃপতি হালের পরিচয়ে অন্ধ্রপ্রভাবের আভাষ পাই। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, রাজা হাল ৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত হয়, রাণীর প্রীতির জন্য হালের রাজত্বকালে, গুণাধ্যায় কর্ত্তৃক পৈশাচী ভাষার 'বৃহৎকথা' গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, উক্ত 'বৃহৎকথাই' ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরীর' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরের' মূলীভূত।

গুণাধ্যায়ের 'বৃহৎকথা' হইতে সিদ্ধান্ত হয়,—হালের মহিষী উত্তর-ভারতের কোনও রাজার কন্যা ছিলেন। রাজা হালও মহারাষ্ট্র-ভাষায় 'সপ্তশতি' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অন্ধ্রগণের লিপি এবং হালের 'সপ্তশতী' হইতে অনুমান হয়,—অন্ধ্রগণ মহারাষ্ট্র-ভাষার অনুরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। অধুনা 'অন্ধ্র' বলিতে তেলেগুর প্রতিই লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। সেই জন্য ঐতিহাসিকগণের অনেকেই অন্ধ্রগণকে তেলেগু-ভাষাভাষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

স্যার ওয়াল্টার ইলিয়ট এই মতের প্রধান পরিপোষক। তিনি কলিঙ্গের সহিত টলেমি-বর্ণিত 'টিগ্লিপ্টন', ত্রিকলিঙ্গম্, ত্রিলিঙ্গম্, তেলুগু এবং অন্ধ্র প্রভৃতি জাতিকে একই জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে কলিঙ্গের অন্ধ্র-জাতিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার এক মিশ্র-ঔপনিবেশিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। ইলিয়টের মতে ঐ মিশ্রজাতি প্রথমতঃ চিল্কাহ্রদের সন্নিকটে বসতি স্থাপন করে; তার পর, ক্রমশঃ তাহারা গোদাবরী ও কৃষ্ণার উপত্যকায় এবং তৎপরে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। *

* Elliot's *History of India.*

যাহা হউক, অন্ধ্রগণ যদি সত্যসত্যই তেলেগু-ভাষাভাষী তেলেগু-জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহা হইলে তেলেগু ভাষা ও সাহিত্য, অন্ধ্রগণের প্রতিষ্ঠার দিনে খৃষ্ট-পূর্ব্ব-শতাব্দীতেই উন্নতি-পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, ভারতীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, তেলেগু-ভাষাভাষী নৃপতিদিগের রাজত্বকালে, তেলেগু-ভাষার বিস্তৃতির পরিচয়ই প্রাপ্ত হই? সুতরাং প্রতিপন্ন হয়, অন্ধ্রগণ তেলেগু-ভাষা-সৃষ্টির বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে বর্ত্তমান ছিলেন।

তার পর, প্লিনির গ্রন্থে অন্ধ্রগণের উল্লেখ আছে। সেখানে অন্ধ্রদিগের বলবীর্য্যের ও শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। * এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র অন্ধ্রগণের প্রসার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অন্ধ্ররাজগণের লিপি হইতে প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে বুঝিতে পারি,—মধ্য-ভারতে, পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্তে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকে সাঞ্চী পর্য্যন্ত অন্ধ্রগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

* * *

অন্ধ্র ও দক্ষিণাপথ।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে অন্ধ্রগণের সহিত দক্ষিণাপথের সম্বন্ধ বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের সেই বর্ণনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—বারিগাজা (বরোচ) পার হইয়াই তৎসংলগ্ন সমুদ্রতীর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই অংশ 'দচিনা-বাদেশ' বা 'দেচানোস' নামে পরিচিত। তথাকার অধিবাসীদিগের ভাষায় 'দক্ষিণ দিক' ঐ নামে পরিচিত। সমুদ্রতীর হইতে ভূভাগের দিকে অগ্রসর হইলে বহু মরুপ্রদেশ দৃষ্ট হয়। ঐ অংশ ক্ষুদ্র-বৃহৎ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন। সর্ব্ববিধ বন্য পশু—চিতাবাঘ, ব্যাঘ্র, হস্তী, প্রচুর সর্প, নেকড়ে বাঘ এবং বনমানুষ—ঐ ভূভাগে বহুলপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বহুজনপূর্ণ নগরজনপদও বিদ্যমান আছে।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের এই বর্ণনায়, কয়েকটী বিশেষ বিচার্য্য বিষয় আছে। 'দচিনাবাদেশ' বা 'দেচানোস' শব্দই তাহার মূলীভূত। অনেকের সিদ্ধান্ত—পেরিপ্লাস গ্রন্থোক্ত 'দচিনাবাদেস' এবং দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য পদে একই দেশের প্রতি লক্ষ্য আসে। দক্ষিণাপথ যে অতি প্রাচীন দেশ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে 'দক্ষিণাপদ' পদের উল্লেখ আছে। সেখানে দক্ষিণাপদ 'নির্ব্বাসন স্থান' বলিয়া অভিহিত। তখনও সেখানে আর্য্যদিগের গতিবিধি আরম্ভ হয় নাই। সেইজন্যই বোধ হয়, প্রাচীনকালে দক্ষিণাপথ বর্ত্তমান যুগের 'আন্দামান' মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

* Pliny—*Hist. Naturalis*, Vol. vi. p 224. প্লিনি বলিতেছেন—"The Andhra territory, stronger (than other territories of India) included thirty walled towns, besides numerous villages and the army consisted of 1,00,000 infantry, 2000 cavalry and 1,000 elephants."

যাহা হউক, 'দক্ষিণপথ' পদের পরবর্ত্তী উল্লেখ 'বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে' পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে দক্ষিণাপথ ও সৌরাষ্ট্র একসূত্রে গ্রথিত। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (একত্রিংশৎ অধ্যায়, ১৭শ শ্লোক) দেখিতে পাই,—পুলিন্দ ও পাণ্ড্যদিগকে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাপথে গমন করিতেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'দক্ষিণাপথ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত,—পূর্ব্বোক্ত উক্তি-সমূহে 'দক্ষিণাপথ' বলিতে অন্ধ্র-রাজ্যের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু তাঁহাদের সে সিদ্ধান্ত প্রমাদ-পরিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ-সমূহে দক্ষিণাপথের স্পষ্ট উল্লেখ আছে; কিন্তু পাশ্চাত্যমতে পুরাণের কাল-পরিচয় নির্ণীত না হওয়ায়, তাঁহারা পুরাণের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না।

'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' অন্ধ্র-রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেখানে 'ভ্রমরাত্মিকার' পশ্চিমে, জগন্নাথ-ক্ষেত্রের উত্তরদিকে, অন্ধ্ররাজ্যের অবস্থিতির পরিচয় আছে। সেখানে অন্ধ্র রাজ্যের পার্শ্বে সৌরাষ্ট্রের অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রের কাল সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায়, পণ্ডিতগণ তন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত উক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না।

*

অন্ধ্র-প্রসঙ্গে পৈথান ও কলিয়েনা।

দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ দুই নগরের মধ্যে 'পৈথানের' নাম 'পেরিপ্লাসে' দৃষ্ট হয়। 'পেরিপ্লাস'-গ্রন্থোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ,—'পৈথান' ভিন্ন আর যে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর আছে, তাহার নাম—'কলিয়েনা।' পূর্ব্ববর্ত্তী সারাগানাসদিগের রাজ্যকালে উহা একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সান্দানেসের অধিকারে আসার পর হইতেই বাণিজ্যের প্রসার খর্ব্ব হইয়া আসে; ক্রমশঃ, বন্দরটী শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

এক্ষণে, কলিয়েনা, সারাগানাস এবং সান্দানেস প্রভৃতির পরিচয় আমরা বর্ত্তমানে কি পাইতে পারি, তাহা দেখা যাউক। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত,—'কলিয়েনা' আধুনিক কল্যাণ, সারাগানাস—অন্ধ্ররাজ সাতকর্ণি বা সাতকানি এবং সান্দানেস—সুন্দর।

মৎস্যপুরাণের মতে সুন্দর অন্ধ্রগণের বংশলতায় বিংশতি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মৎস্যপুরাণোক্ত এই 'সুন্দরই' যদি 'সান্দানেস' হন, তাহা হইলে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'পুলিন্দসেনকেই' সারাগানাস বলিতে হইবে। পুলিন্দসেনের অপর নাম—পুরিন্দ্রসেন। ইতিহাসে অন্ধ্রগণের ও পুলিন্দদিগের সংশ্রবের সহিত ইঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইঁহারই রাজত্বকালে, মনে হয়, সুন্দর বিশাল-রাজ্যের কোনও এক অংশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন! 'কল্যাণ' তখন সেই রাজ্যাংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* * *

অন্ধ্র ও শক।

এই সময়ে খহরাত-সম্প্রদায়ভুক্ত শক-সাত্রাপগণ গুজরাটে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহারা তখন উত্তর-সীমান্তবর্ত্তী অন্ধ্ররাজ্য-সমূহ অধিকার করিয়া বসেন। ভূমক ও নাহাপান সে সময়ে তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—শকাব্দ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, নাহাপান কর্ত্তৃক শকদিগের প্রভাব

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকদিগের এই অনুমান সত্য হইলে, 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থোক্ত বারিগাজা ও তৎসন্নিকটস্থ দেশের শাসনকর্ত্তা 'নম্বেনাস' এবং 'নাহাপান' অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতে পারেন। 'নম্বেনাস' এবং 'নাহাপান' উভয়ের অভিন্নত্ব বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, শকগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি-কালে কল্যাণ-বন্দর যে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অন্ধ্রাজ-প্রেরিত শাসনকর্ত্তা যে তাহার যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, পরবর্ত্তিকালে শক ও অন্ধ্রদিগের বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে, পশ্চিম-রাজ্যের অধিকার নষ্ট হওয়ায় অন্ধ্রগণ পূর্ব্বদিকে বিতাড়িত হন। ১২৬ খৃষ্টাব্দে শক ও অন্ধ্রগণের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। তখন দ্বিতীয় বিলিভয়কুড় অন্ধ্রদিগের নেতা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিয়া রাখি। অন্ধ্ররাজগণ আপন আপন নামের সহিত মাতৃনাম সংযোজিত করিতেন। প্রথম বিলিভয়কুড় হইতেই এইরূপ লক্ষণাযুক্ত নামোপাধি-প্রচলনের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতেই তাঁহাদের নামের সহিত 'বসিষ্ঠীপুত্র', 'মাধারিপুত্র', 'গোতমীপুত্র' প্রভৃতি সংযোজিত হইতে থাকে।

বেদের মধ্যে কৌশিকীপুত্র, কৌৎসীপুত্র, অলম্বীপুত্র, বৈয়াগ্রহপদীপুত্র প্রভৃতি নাম দেখিতে পাই। এইরূপ সাদৃশ্য-দৃষ্টে অনুমান হয়,—এই সময় হইতে অন্ধ্রগ ব্রাহ্মণ্য-রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। স্যর ওয়াল্টার ইলিয়ট তাহাতে সিদ্ধান্ত করেন,—'লক্ষণা-সম্বলিত রাজোপাধিধারী রাজগণের মধ্যে দ্বিতীয় বিলিভয়কুড় বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়া 'গোতমীপুত্র সাতকর্ণি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের নামের সঙ্গে মাতার নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখই স্যর ওয়াল্টারের এতৎ-সিদ্ধান্তের মূলীভূত।

নাসিকের গুহালিপিতে দেখিতে পাই,—দ্বিতীয় বিলিভয়কুড় শকদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেও, দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব পর্য্যন্ত, শকগণ উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল, সে পরিচয় পাওয়া যায়। ৪০৯ খৃষ্টাব্দে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য শক-বংশের নির্ম্মূল সাধন করেন। তাহার পূর্ব্বে, ১৫০ খৃষ্টাব্দে শকদিগের সাত্রাপ রুদ্রদমন, তাঁহার জামাতা ও দ্বিতীয় বিলিভয়কুড়ের পুত্র পুলমায়ীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু জামাতা-বধের ভয়ে রুদ্র-দমনকে সে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

প্রথম পুলমায়ী 'সাতকর্ণি' নাম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১১নং কান্হেরি লিপিতে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। লুডার্স, ভিসেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি সেই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পুলমায়ী (সাতকর্ণি) মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদমনের কন্যা বিবাহ করেন। ১২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুলমায়ি দুই বার রুদ্রদমনের নিকট পরাজিত হন। পুরাণের মতে তিনি গৌতমীপুত্রের পুত্র। এ হিসাবে শক ও অন্ধ্রগণ সমসাময়িক বলিয়াই প্রতিপন্ন হন।

* * *

টলেমির গ্রন্থে পরিচয়।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থে অন্ধ্রগণের পরিচয় আছে। সেখানে অন্ধ্রগণ 'দ্রাবিড়' নামে অভিহিত। ঐতিহাসিকগণের মতে টলেমির গ্রন্থ ১৫১ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে তাঁহারা টলেমির ভূগোল গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং নানা বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধার থাকেন।

টলেমির গ্রন্থে 'লারিকি' লাট বা গুজরাটের উপকূলের সঙ্গে সঙ্গে 'আরিয়াকি' উপকূলের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—'আরিয়েক সাদিনন' এবং 'আরিয়েক এন্ড্রোন পিরেটন।' এই দুইটী স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বিবিধ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। 'এরিয়েক (আরিয়েক) এনড্রোন পিরেটন' (এন্ড্রোন) বাক্যের ব্যাখ্যা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে নানা বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। অধিকাংশের মতে, ঐ বাক্যে 'পৈরাৎ' বা দস্যুদিগের অধিকৃত 'আরিয়েক' বুঝায়। কিন্তু স্যর জেমস ক্যাম্বেলের সিদ্ধান্ত-ক্রমে ঐ বাক্যে অন্ধ্র-ভৃত্যদিগের অধিগত 'আরিয়েক' বুঝাইয়া থাকে।

টলেমির ভূগোল-গ্রন্থে লারিক, আরিয়েক এবং দমিরিক প্রভৃতির অবস্থান ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতগণ উহাকে একবাক্যে 'লাড়িক' বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। লাটগণ ঐ দেশে বসতি করিত। দ্রমিদ বা দ্রাবিড়গণের বাসভূমি দ্রমিক (Dramitaka)—টলেমির গ্রন্থোক্ত 'দমিরিক'। কিন্তু আরিয়েকের স্থাননির্দ্দেশে অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—'আরিয়ক' (আর্য্যক বা অর্য্যকে)—'অরকের' অপভ্রংশ। 'অরক' শব্দে স্বামী—অধিপতি বুঝায়।

পুলমায়ীর খোদিত লিপিতে 'মহা ঐরক' (Maha Airake) এবং 'মহা অর্য্যক' (Mahar Aryak) প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত—ঐ বংশের শ্রীযজ্ঞ 'মহা অর্য্যক' বা 'মহা ঐরক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এতদ্বিষয়ে গবেষণার অন্ত নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা' (Epigraphika Indikia) গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে সে বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

প্লিনির গ্রন্থে 'সিরো পোলেমেইওর' রাজধানী বৈথানের এবং 'বেলিওকুরেসের' রাজধানী হিপ্পোকুড়ার উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ 'বৈথানের' সহিত 'পৈথানের' এবং 'হিপ্পোকুড়ার' সহিত 'কোল্‌হাপুরের' অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁহাদের মতে পৈথান—শ্রীপুলোমায়ি বা পুলোমাভির এবং কোল্‌হাপুর দ্বিতীয় বিলিভয়কুড়ের রাজধানী ছিল। তখন তাঁহার পুত্র যুবরাজ পুলোমায়ি বৈথানের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নাসিকের গুহামন্দিরে, পুলোমায়ীর সমসাময়িক একটী লিপিতে, 'ধানাকাতা সমনেহি' বাক্য দৃষ্ট হয়। তাদ্দ্বারা ধানাকাতার 'সমন' (শ্রমণ) দিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। 'ধানাকাতা' লইয়াও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতণ্ডার সূত্রপাত হইয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার পূর্ব্বোক্ত পাঠ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, মূল লিপির পাঠ 'ধনকতা-সামিনেহি' (Dhankata-Saminehi) অথবা 'ধনকত সামিয়েহি' (Dhanakata Samiyehi) হওয়াই সঙ্গত।

ফরাসী-দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেনার্ট আবার বলেন,—'ধনকাতক' নাম অনুমানসিদ্ধ ও প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু অমরাবতীর নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায়,

তাহাতে 'ধনকাতা' বলিতে চতুর্থ শতাব্দীর 'ধান্নকাতকা'—ধনকাদা, হুয়েন-সাং বর্ণিত 'টো-না-কিয়ে-সে-কিয়া' (To-na-kie-tse-kia), লিপিতে উল্লিখিত 'ধানয়াভাতিপুর' এবং আধুনিক 'ধরণীকোটার' প্রতি লক্ষ্য পড়ে। পণ্ডিতদিগের এইরূপ বিতণ্ডার ফলে, 'অমরাবতী' ও 'ধনকতক' আজি পর্য্যন্ত প্রহেলিকার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে, অপর একটী ক্ষোদিত লিপির প্রমাণে, সেনার্টের অনুমানে একেবারে অনাস্থা প্রদর্শন করা যায় না। সেই লিপিতে 'বেনাকত' নাম আছে। সেনার্ট-বলেন,—উহারই অপভ্রংশে 'ধনকত' নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অন্ধ্‌রাজ কৃষ্ণের রাজত্বকালে, অমরাবতীর নিকটবর্ত্তী 'ধনকতক' অন্ধ্‌গণের রাজধানী ছিল। ডক্টর ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্তের ইহাই মূলীভূত। বার্জ্জেসও এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। অধিকন্তু পুনঃপুনঃ রাজধানী স্থানান্তর জন্য তিনি অন্ধ্‌রাজগণের প্রতি দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিব্বতীয় গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের প্রসঙ্গে অনেক তথ্যের সন্ধান পাই। সে মতে, ২০০ খৃষ্টাব্দে নাগার্জ্জুন ধানাকাতার চতুষ্পার্শ্ব রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দেন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ,—নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক সো-টো-ফো-হান্-না (So-to-pho-han na) বংশসম্ভূত ছিলেন। হুয়েন-সাং তাঁহাকে 'সো-তো-ফো-লো' (So to phe-lo) নামে অভিহিত করেন। চৈনিক পরিব্রাজকদিগের 'সো-তো-ফো-হান্-না' ও 'সো-তো-ফো-লো' এবং শাতকর্ণি বা শতবাহন একই বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের প্রকৃত নাম—শ্রীপুলমাভি বা শ্রীযজ্ঞ।

অমরাবতীতে কতকগুলি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মাত্র একজন অন্ধ্‌-নৃপতির উল্লেখ আছে। সেখানে 'বসিষ্টিপুত সসামি শ্রীপুলামভিস সবচ্ছব'—এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অমরাবতী যে অন্ধ্‌গণের রাজধানী ছিল না,—এই লিপি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। কারণ, অমরাবতী যদি তাঁহাদের রাজধানী হইত, তাহা হইলে অন্ধ্‌রাজগণের ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি অমরাবতীতে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু সে সকল ঐতিহাসিক পরিচয় অমরাবতীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। *

* . *

মুদ্রাদির প্রমাণ।

মুদ্রাদির প্রমাণ হইতেও আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা অনুভূত হইবে। অন্ধ্‌দিগের মুদ্রাদি প্রাকৃত ভাষায় ক্ষোদিত। অন্ধ্‌দিগের মুদ্রা-সমূহের মধ্যে শ্রীশতের (৬৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) এবং 'প্রথম বিলিভয়কুরের' (৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮ খৃষ্টাব্দ) মুদ্রাই প্রাচীনতম।

---

* কৃষ্ণা-জেলায় আর একটী লিপি পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্‌রাজগণের অঙ্কিত লিপি-সমূহের মধ্যে উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। সেই লিপিতে "রাণো গোতমীপুত্তস অরক শ্রী যজ্ঞ সাতকর্ণিস" (rano Gotamipu asa arka Sir ; Yono Satkarniss)। অমরাবতীর 'রণ শিবনক সদ' (Rana Sivamaka Sada) এবং জগ্‌গজ্জপেতার 'রণ মাধারিপুত ইখাকুণাম শ্রী বীরপুরীসদত' (Rana Madhari-puta Ikhakuiam Sri Virapurisadata) এতদুভয় উক্তির সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপর নহে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণের গবেষণা এখানে একেবারে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।

প্রথমোক্ত মুদ্রায় উজ্জয়িনী-প্রচলিত মুদ্রাদিতে অঙ্কিত চিহ্ন—'ক্রস ও বল' এবং শেষোক্ত মুদ্রায় 'তীর ও ধনুক' অঙ্কিত আছে। উভয়বিধ মুদ্রাই কোল্হাপুরে পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী অন্ধ্রগণ যখন পশ্চিমদিক হইতে শকগণ কর্ত্তৃক এবং দক্ষিণদিক হইতে পহ্লবগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন, তখন গোদাবরী ও কৃষ্ণার অন্তর্গত ভূভাগের কতকাংশ মাত্র তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত থাকে। তাৎকালিক অন্ধ্র-নৃপতি পুলমাচী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদি গোদাবরী ও কৃষ্ণার অন্তর্গত ভূভাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রা-দৃষ্টে বুঝা যায়,—দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৩৮ খৃষ্টাব্দ—২২৯ খৃষ্টাব্দ) ঐ সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

মুদ্রার আলোচনায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—'ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ঐ সকল মুদ্রা দক্ষিণ-ভাগে প্রচলিত মুদ্রাসমূহের সহিত সংগ্রথিত হইলেও, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তাৎকাল প্রচলিত মুদ্রার সহিত উহাদের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত দক্ষিণ-ভারতের মুদ্রাদির সহিত উহাদের কোনই সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় না।' তাই মনে হয়,—মুদ্রাদির বিভিন্নতা-হেতুই ঐতিহাসিকগণ অন্ধ্রদিগকে ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত জাতি-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বোপকূলে অন্ধ্রদিগের আদিবাসের কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না; পরন্তু, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দক্ষিণভাগেই যে অন্ধ্রদিগের আদিবাস ছিল এবং তাঁহারা যে অন্য কোনও স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন নাই, মুদ্রা ও লিপি প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী অন্ধ্র-রাজ্য শকদিগের অধিকারভুক্ত হয়। উজ্জয়িনী তখন শকদিগের রাজধানী। পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত অন্ধ্র-রাজ্য পহ্লবগণ অধিকার করে। তখন শিবস্কন্দবর্ম্ম পহ্লবগণের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কাঞ্চীভরমে তাঁহার রাজধানী ছিল। তখন পহ্লব-বিজিত অন্ধ্ররাজ্যের নাম হইয়াছিল—'অন্ধ্রপথ।' * খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পহ্লবরাজ শিবস্কন্দবর্ম্মের রাজত্বকালে 'ধনাকাদা' বা অমরাবতীর লিপিবর্ণিত 'ধান্যকাদা' পহ্লবদিগের রাজধানী ছিল। রাজধানী রূপে 'ধানাকাদার' উল্লেখ ইতিহাসে এই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বে 'ধানাকাদা' রাজধানীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

* * *

সাহিত্যে নিদর্শন।

৩৪০ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্ত ভেঙ্গীর (এলোরের আট মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান পেড্ডাভেদী) তাৎকালিক পহ্লব শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করেন। ভেঙ্গী—পহ্লবদিগের অধিকৃত অন্ধ্রমণ্ডলেরই অংশবিশেষ ছিল। 'অন্ধ্র-নগর' নামেও উহা অভিহিত হইত।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর অন্ধ্ররাজ্যের বা অন্ধ্রজাতির কোনও পরিচয় চিহ্নই পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—এই সময় হইতে অন্ধ্রজাতির অস্তিত্ব

* *Vide—Archaeological Survey of India*, 1906-7, p. 228.

চিরতরে বিলুপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—যদি অন্ধ্রজাতির শেষ-স্মৃতি-চিহ্ন তখনও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সে স্মৃতির উল্লেখ সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে অথবা 'রঘুবংশে' পরিদৃষ্ট হইত। রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণন-কালে কালিদাস নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্ধ্র-নাম দেশবাচক হইয়া পড়ে। তাই আমরা চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'অন্ধ্র-রাজ্যের' উল্লেখ দেখিতে পাই। চীনা-ভাষায় সে দেশের নাম হইয়াছিল—'অন-ট-লো' (An-ta-lo)। পরিব্রাজকের ভাষায় উহার রাজধানীর নাম—'পিং-কি-লো' (Ping-Ki-lo)। অনেকে মনে করেন,—কুব্জ-বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্তৃক ভেঙ্গীতে চালুক্য-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে পরিব্রাজক এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

* * *

মন্তব্য।

যাহা হউক, এইরূপ আলোচনায় অন্ধ্রগণ সম্বন্ধে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি; যথা,—অন্ধ্রগন বিন্ধ্যাচলের পার্ব্বত্য-দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের কথিত ভাষার নাম ছিল—প্রাকৃত। কাহারও মতে অন্ধ্রগণ 'তেলেগু' ভাষা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে না।

যাহা হউক, পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রথমতঃ অন্ধ্রদিগের প্রসার বিস্তৃত হইতে থাকে। যখন পশ্চিম দিকে তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হয়, তখন তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন। সেখানে তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশ 'অন্ধ্রমণ্ডলম্' নামে অভিহিত হইয়াছিল। পহ্লব ও চালুক্য বংশদ্বয়ের রাজত্বকালেও 'অন্ধ্রমণ্ডল' নাম একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 'অন্ধ্র' বলিতে প্রথমে জাতি বুঝাইত; তার পর 'অন্ধ্র' নামে রাজবংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই 'অন্ধ্র' ভাষা-বোধক শব্দ-মধ্যে পরিগণিত হয়।

ভারতের অন্ধ্র-রাজগণের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক খহর্ত্তা ও শকসাত্রাপদিগের একটী তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি; তাহাতে সমসাময়িক নৃপতিগণের কাল-প্রসঙ্গে অন্ধ্ররাজগণের কালের আভাষ পাওয়া যাইবে।

অন্ধ্ররাজগণ (পুরাণোক্ত) পার্জিটারের অনুসরণে রাজা	রাজত্ব-কাল বৎসর	সিংহাসন লাভ খৃষ্টাব্দ।	খহরাট—সাত্রাপ।	রাজ্যপ্রাপ্তিকাল খৃষ্টাব্দ।	শক-সাত্রাপগণ	রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল।
১৯ পুরিকসেন	২১	৫৯	ভূমক—সাত্রাপ	৭০(?) বা ৫০(?)	চষ্ন (ইঁহার পিতার নাম—ঘমোটিকা। প্রথমে ক্ষত্রপ, পরে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। ইঁহাকে 'রাজা' ও বলা হইত)।	৮০
২০ সুন্দরসাতকর্ণি	১	৮০	(ভূমকের সহিত নাহাপানের সম্বন্ধ-পরিচয় অনিশ্চিত) কেবল মাত্র মুদ্রায়ই ভূমকের পরিচয় আছে। তাঁহার কোনও লিপি পাওয়া যায় নাই।)			
২১ চকোরসাতকর্ণি	ছয় মাস	৮১				

অন্ধ্র রাজগণ (পুরাণোক্ত) পার্জিটারের অনুসরণে

	রাজা	রাজত্ব-কাল বৎসর	সিংহাসন আরোহণ খৃষ্টাব্দ
২২	শিবস্বাতী	২৮	৮১
২৩	গৌতমীপুত্র	২১	১০৯
২৪	পুলোমাভি (২য়-গৌতমীপুত্রের পুত্র)	২৮	১৩৫
২৪ক	সাতকর্ণি (বায়ু-পুরাণোক্ত)	২৯	—
২৫	শিবশ্রী পুলো-মাভি (তৃতীয়)	৭	১৬৩
২৬	শিবস্কন্দ সাত-কর্ণি	৩	১৭০
২৭	যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি	২৯	১৭৩
২৮	বিজয়		২০২
২৯	চণ্ডশ্রী (চন্দ্র সাতকর্ণি)	১০	২০৮
৩০	পুলোমাভি (৪র্থ)		২১৮

[পুরিকসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টাদশ জন নৃপতির বিশেষ কোনও বিবরণ জানা যায় নাই। পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই তালিকায় তাঁহাদের পুনরুল্লেখ হইল না। এই বংশের ৩০ জন নৃপতি ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত আছে।]

খহরাট্ সাত্রাপ।	আনুমানিক কাল খৃষ্টাব্দ
নাহাপান্—সাত্রাপ	৯০
দক্ষমিত্রা—কন্যা। (নাসিকের শাসন-কর্ত্তা ঋষভদত্ত বা উষবদত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সম্ভবতঃ ১২০ খৃষ্টাব্দে নাহাপান পরলোক গমন করেন। অন্ধ্র-রাজ গৌতমী পুত্র তাঁহার বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। ১২৬ খৃষ্টাব্দে, রাজ্য-লাভের অষ্টাদশ বর্ষের পর গৌতমী পুত্র ক্ষত্রপদিগের নির্ম্মূল-সাধন করেন। খহ্রাট্দিগের যে সকল লিপি দৃষ্ট হয়, পণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত—ঐ সকল লিপি ৪১-৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।)	

শক-সাত্রাপগণ।	আনুমানিক কাল
জয়দমন (চষ্টের পুত্র—সাত্রাপ)	[illegible]
রুদ্রদমন—প্রথম। (জয়দমনের পুত্র—ইনি মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। অন্ধ্ররাজ পুলোমাভি ইঁহার নিকট দুই বার পরাজিত হন। ১৩০ ও ১৫০ খৃষ্টাব্দ।)	১২৮
দামজাদশ্রী—ক্ষত্রপ পরে মহাক্ষত্রপ হন। ইনি প্রথম রুদ্রদমনের পুত্র।	১৫৫
জীবদমন—মহাক্ষত্রপ। (দমজদশ্রীর পুত্র)	[illegible]
রুদ্রসিংহ—প্রথম (প্রথম রুদ্রদমনের পুত্র। ইনি ক্ষত্রপ ও পরে মহাক্ষত্রপ হন।)	[illegible]
রুদ্রসেন—প্রথম। (রুদ্রসিংহের পুত্র। ক্ষত্রপ, পরে মহা-ক্ষত্রপ হন।)	[illegible]
সঙ্ঘদমন—প্রথম। (রুদ্রসেনের পুত্র—মহাক্ষত্রপ হন)।	২২২
দামসেন—প্রথম (রুদ্রসেনের পুত্র—মহাক্ষত্রপ হন।	২২৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—— ০ ——

গুপ্ত-প্রাধান্যের প্রাক্কালে ভারতের বাণিজ্য।

[প্রতিষ্ঠার চরম-চিত্র ;—বাণিজ্য-সূত্রে সর্ব্বত্র গতিবিধি ;—অর্ণবপোতের কথা—মৌর্য্য-প্রাধান্যে উন্নতির পরিচয় ;—কবি ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা ;—কুশন ও অন্ধ্র রাজত্বে বাণিজ্যোন্নতির পরিচয় ;—উত্তর ভারতের টাকশাল ;—মিশরে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ ;—রোমে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।]

*

প্রতিষ্ঠার চরম-চিত্র।

ভারতে বৈদেশিক সংশ্রব—ভারতের ইতিহাসের ভিত্তিভূমি বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন। সে পক্ষে তাঁহারা আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমন-প্রসঙ্গকেই ইতিহাসের মেরুদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য-বিভবের আলোচনায় প্রধানতঃ তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্রেরই আশ্রয় লইতে হয়। তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্রে বৈদেশিক-সম্বন্ধ-সংশ্রবের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গৌরব-বিভবের যে নিদর্শন প্রাপ্ত হই, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-প্রসঙ্গেও সেই একই আলেখ্য প্রত্যক্ষ করি।

ভারতীয় বণিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন; ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র সংবাহিত হইত ;—যেমন শাস্ত্র-গ্রন্থে, তেমনই পাশ্চাত্য-জাতির ইতিহাসে—সর্ব্বত্রই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। সে ইতিহাসে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, সে চিত্র-দর্শনে কাহার হৃদয় না শ্লাঘায় পূর্ণ হয়! স্বদেশের স্বজাতির সে গৌরব-গরিমার পরিচয়ে কে না গৌরব অনুভব করেন? সে-দিনের সে উন্নতির—সে প্রতিষ্ঠার চরম-চিত্র লক্ষ্য করিয়া স্বদেশ-প্রাণ কাহার হৃদয় না গর্ব্বে উন্নত হইয়া উঠে!

* *

পূর্ব্বাভাষ।

বাণিজ্য-সূত্রে সর্ব্বত্র গতিবিধি।

পাশ্চাত্যের সভ্যতা তুলনায় সে-দিনের মাত্র। সেই সে-দিনের সভ্যতার ইতিহাসেই বা ভারতীয় সভ্যতার কি চিত্র প্রত্যক্ষ করি? কোন্ দেশে না ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? কোন্ দেশ না তখন ভারতের সর্ব্বতোমুখী প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া ছিল? কোন্ দেশ—কোন্ জাতি না তাহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া শিক্ষা-দীক্ষার অনির্ব্বচনীয় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল?

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল জনপদ সভ্য-সমুন্নত বলিয়া পরিচয় পাই, তাহার সর্ব্বত্রই ভারতের প্রভাব, ভারতের জ্ঞান-গরিমা দেদীপ্যমান্। চীন, মিশর, বাবিলন, ফিনিসীয়া, গ্রীস,

রোম প্রভৃতি—পৃথিবীর ইতিহাসে যাহারা সভ্য সমুন্নত জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন ; সেই সভ্য-দেশেও ভারতের প্রভাবের—ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের যথেষ্ট নিদর্শন আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে! এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্য-সূত্রে ভারতের গতিবিধি ছিল,—'পৃথিবীর ইতিহাসের' আলোচনায় আমরা পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি। * বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে আমরা গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের প্রয়াস পাইতেছি।

* * *

অর্ণবপোতের কথা।

আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক বাণিজ্য-প্রভাবের পরিচয় চন্দ্রগুপ্তাদির প্রসঙ্গে পরিবর্ণিত হইয়াছে। ৩২৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। তখন নৌ-বাহিনীর, অর্ণবযানের প্রাচুর্য্যের অবধি ছিল না। ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তখন আলেকজেণ্ডারের সৈন্যদল অর্ণবপোতের সাহায্যে সিন্ধুনদ পার হইয়াছিল। সিন্ধু-নদের 'হাইডাসপাস' (Hydespas) নামক অন্যতম শাখা পার হইবার সময় আলেকজাণ্ডারের সৈন্যগণ অসংখ্য নৌবাহিনীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সিন্ধু-নদের মোহানায় এবং পারস্য উপসাগরে গতিবিধি সময়ে আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাস অসংখ্য অর্ণবপোতের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় শিল্পিগণের নির্ম্মিত, ভারতীয় নাবিকগণের পরিচালিত, সেই সকল পোতে তাঁহার আট সহস্র সৈন্য, কয়েক সহস্র অশ্ব এবং বহুতর রসদাদি সংবাহিত হইয়াছিল। এরিয়ান, কার্টিয়াস, ডিওডোরাস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এতদ্বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বা আট শত, কেহ বা এক সহস্র ভারতীয় পোতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

* * *

মৌর্য্য-প্রাধান্যে উৎকর্ষ।

মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের রাজত্বকালে, ভারতের বাণিজ্য উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল। চাণক্যের 'অর্থ-শাস্ত্রে' এবং অশোকের লিপি-প্রভৃতিতে তাহার অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান।

মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালে গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস কিছুকাল ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তৎকালে মৌর্য্যগণের পোতনির্ম্মাণালয়ে সমুদ্রগামী অর্ণবপোত ও যুদ্ধতরণী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত ; আর পোত-নির্ম্মাণ-জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও শিল্পি-কারিকর প্রভৃতি নিযুক্ত ছিল। পণ্যব্যবসায়ী বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পোতাধ্যক্ষের নিকট হইতে ভাড়া লইতেন। ষ্ট্রাবোর ইতিবৃত্তেও বণিকগণকে পোত ভাড়া দেওয়ার বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, মহামতি চাণক্য বৈদেশিকগণের যে সুচারু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,

---

* 'পৃথিবীর ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ১৬ ও ৪৬৪ পৃষ্ঠা ; দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; তৃতীয় খণ্ড, ১৬৮—৪১০ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তাহাতে বৈদেশিক-রাজ্যে ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রবের ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন, বহুসংখ্যক বিদেশী বাণিজ্য-সূত্রে মৌর্য্য-রাজধানীতে গতিবিধি করিতেন; বৈদেশিক-দিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তাৎকালিক বিধি-ব্যবস্থা আদর্শ-স্থানীয় ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যগণ বৈদেশিকের সহিত নানা সূত্রে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন;—কার্য্য-সূত্রে বৈদেশিকগণ সর্ব্বদা মৌর্য্য-রাজধানীতে উপস্থিত থাকিতেন। * বৈদেশিক বাণিজ্য তখন এত উন্নতি লাভ করিয়া ছিল যে, আমদানি-শুল্কে রাজকোষে বহু অর্থ সমাগম হইত।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে, সিরিয়া, মিশর, সাইরিণ, মাসিডোনিয়া, এপিরাস প্রভৃতি গ্রীক-অধিকৃত জনপদের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন, একদিকে বাণিজ্যের এবং অন্যদিকে ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতের এ প্রতিষ্ঠার মূল—তাহার সুবিন্যস্ত অর্ণবপোত এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র গতিবিধির সুযোগ-সুবিধা। সিংহলে অশোকের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার আলোচনায় পণ্ডিতগণ সমুদ্রগামী নৌবহরের এবং সুশিক্ষিত যোদ্ধৃবৃন্দের অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন।

* * *

ক্ষেমেন্দ্রের সাক্ষ্য।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, কাশ্মীর দেশের কবি ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মৌর্য্যাধিকারে সমুদ্রপথে কেমনভাবে তখন বাণিজ্য চলিত, তাহার একটী চিত্র সেই গ্রন্থে প্রকটিত আছে। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। 'নাগ' নামক জলদস্যু কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বাণিকগণ তাঁহার নিকট অভিযোগ করিতেছেন।

বণিকগণের এই অভিযোগের পর রাজচক্রবর্ত্তী অশোক সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-বিষয়ক এক ঘোষণা প্রচার করেন। তাম্রফলকে তাহা উৎকীর্ণ হয়। লুণ্ঠনকারী 'নাগ'-দস্যুগণ প্রথমে সে ঘোষণায় নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ভিক্ষুগণের অশেষ চেষ্টায় নাগদস্যুগণ অশোকের বশ্যতা স্বীকার করে এবং বণিকগণের হৃতসম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং তাহার অনুসরণে ভিক্ষুক-গণ কর্তৃক দস্যুতা-নিবারণ—এতদুভয় প্রসঙ্গ 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থে নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়;—

"রাজা শ্রীমানশোকোঽভূৎ পুরে পাটলিপুত্রকে।
তং কদাচিৎ সমাসীনং বণিজো দ্বীপগামিনঃ।
সর্ব্বস্বনাশশোকার্ত্তাঃ সনিশ্বাসাঃ ব্যজিজ্ঞপুঃ॥
অস্মাকং তু প্রবহণং ভংক্ত্বা রত্নধনং হৃতম্।
কেবলং ভাগ্যদৌর্ব্বল্যান্নাগৈঃ সাগরবাসিভিঃ।
বয়মত্র জীবমেস্তপেক্ষা তু তে বিভো।
সমুদ্রযাত্রাবিচ্ছেদাৎ কোশশেষবিধায়িনী॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা রাজা সংক্রান্ততদ্ব্যথঃ।
সমুদ্রান্তর্গতান্ নাগান্ বিচিন্ত্য স্তিমিতোঽভবৎ॥

* V. A. Smith, *The Early History of India*, p. 127.

ত্বং দৃষ্ট্বা নিষ্প্রতিকারকোপব্যাকুলমানসম্।
ইন্দ্রো নামা ব্রবীদ্ ভিক্ষুঃ ষড়ভিজ্ঞঃ স্থিতোঽন্তিকে॥
নাগানাং রত্নচৌরাণাং ত্বৎপ্রতাপাগ্নিসূচকঃ।
তাম্রপট্টার্পিতো লেখঃ প্রেষ্যতাং পৃথিবীপতে॥
ইতি ভিক্ষুবচঃ শ্রুত্বা লেখং রাজা বিসৃষ্টবান্।
ক্ষিপ্তমেব তমম্বুধৌ নাগাস্তীরে প্রচিক্ষিপুঃ॥
অথ রাজ্ঞা পুনর্লেখে প্রহিতে নাগপুঙ্গবাঃ।
স্কন্ধার্পিতাখিলবণিগ্রত্নভারাঃ সমাযযুঃ॥
তদশেষং নরপতির্বিস্তীর্য্য বণিজাং ধনং।
বিসৃজ্য নাগানভবজ্জিনশাসনসাদরঃ॥”

কবি ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থে মৌর্য্য-বংশের রাজত্বকালে ভারতের বাণিজ্য-সংক্রান্ত কি উজ্জ্বল চিত্রই প্রকটিত রহিয়াছে! বণিকগণ রাজচক্রবর্ত্তী অশোককে বুঝাইতেছেন,—‘সম্রাট যদি কোনও প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বণিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে, বৈদেশিক বাণিজ্য-লোপে, সম্রাটের রাজস্ব-পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

অধুনা আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি স্বদেশীয়-বিদেশীয় বাণিজ্যে যেমন রাজকোষের আয় পরিমাণ বৃদ্ধি করে; সে সময়েও বাণিজ্যাদি-জনিত আয়ে রাজকোষে বহু অর্থের সমাগম হইত, বুঝিতে পারি। রাজা ধর্ম্মপ্রাণ। অর্ত্তের আর্ত্তিবিমোচন—রাজধর্ম্ম তাই রাজধর্ম্ম পরিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী অশোক আর্ত্তের আর্ত্তি নিবারণ করিয়াছিলেন;—দস্যু-দমনে বণিকগণের ভীতি-নিবারণে বাণিজ্য-প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

* *

কুশন ও অন্ধ্র রাজত্বে বাণিজ্যোন্নতির পরিচয়।

যেমন মৌর্য্য-বংশের অভ্যুদয়ে, তেমনি অন্ধ্র ও কুশন বংশের প্রতিষ্ঠায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হই। ২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের দক্ষিণাংশে অন্ধ্ররাজগণ এবং উত্তরাংশে কুশন বা শকগণ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তখন রোমের ও গ্রীসের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ভারতে রোমীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়। তখন রোমের সহিত অন্ধ্রবংশের নৃপতিগণের সম্বন্ধ-সূত্র প্রতিষ্ঠিত। তার পর অন্ধ্রগণ কর্ত্তৃক উত্তর-ভারত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন রোম-সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ভারতজাত রেশম, মশলা, বহুমূল্য প্রস্তরাদি এবং রং প্রভৃতি রোম-সাম্রাজ্যে রপ্তানি হইতে লাগিল। আর তদ্বিনিময়ে রোমের স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আনীত হইল।

দক্ষিণ ভারতে রোমের বহুবিধ মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতেই রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধের পরিচয় পাই। উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে ঐ সকল মুদ্রার প্রাচুর্য্য ও বাহুল্য অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাদিতে ‘রোমক’ ও

তামিল গ্রন্থে 'যবন' প্রভৃতি শব্দের এবং মুচিরি ও পুকর প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের বন্দরাদির উল্লেখে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের প্রতিষ্ঠার অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সংস্কৃত, পালি ও তামিল গ্রন্থাদি ব্যতীত রোমের সহিত ভারতের জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য-সংক্রান্ত আর আর যে সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে প্লিনির ইতিহাস, টলেমির ভূগোল এবং 'পেরিপ্লাস' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাই,—গ্রীসে এবং রোমে এবং ভারতের বহির্ভাগে অন্যান্য দেশে ভারতের বাণিজ্য-নীতিও অনুসৃত হইয়াছিল।

অন্ধ্র-গণের রাজত্বকালে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ মিঃ আর সিওয়েল তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারে সিওয়েল প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বলিয়াছেন,—'অন্ধ্র রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য চলিত। একদিকে পশ্চিম এসিয়ায়, গ্রীসে, রোমে, মিশরে, অন্যদিকে চীনে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন ভূভাগে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন দাক্ষিণাত্য হইতে রোমনগরে দূতগণ গতিবিধি করিতেন; সিরীয়ার যুদ্ধে ভারতীয় হস্তীর সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছিল। রোম-সাম্রাজ্য হইতে বিবিধ মশলা ভারতে আমদানি হইত। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও এতদুক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়।

* * *

মুদ্রাদির সাক্ষ্য

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে রোমের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল মুদ্রায় রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যের প্রমাণ বিদ্যমান। ৬৮ খৃষ্টাব্দে একদল ইহুদী রোমকদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। দাক্ষিণাত্যের মালবার উপকূলে তাঁহাদের বসতি স্থাপিত হয়। ডক্টর ভাণ্ডারকারের 'দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে' অন্ধ্র-রাজত্বে ভারতের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের বিভিন্নমুখী উন্নতির পরিচয় পাই।

কুশন বা শকদিগের রাজত্বকালে পাশ্চাত্য-দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' জনৈক অভিজ্ঞ লেখক তাৎকালিক ভারতীয় বাণিজ্যের যে পরিচয় প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়,—তখন রোমদেশীয় সুবর্ণ-মুদ্রাদির সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় শিল্পকলাও ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তখন, রেশম, মণিমাণিক্য ও মসলাদির বিনিময়ে ভারতীয় রাজগণের ধনভাণ্ডার মণিমাণিক্যে পূর্ণ হইয়াছিল।*

* Vide, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1903. অভিজ্ঞ লেখক নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—"When the whole of the civilised world, excepting India and China, passed under the sway of the Cæsars, and the Empire of Kaniksha marched, or almost marched, with that of Hadrian, the ancient isolation of India was infringed upon, and Roman arts and ideas travelled with the stream of Roman gold, which flowed into the treasuries of the Rajas in payment for silks, gems and spices of the Orient."

প্রাচীন ভারতের টাকশাল।

রোমের সহিত উত্তর-ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও উত্তর ভারতে রোমদেশীয় মুদ্রা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে সে মুদ্রার প্রাচুর্য্য অত্যন্ত অধিক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাই উত্তর-ভারতে 'টাকশালের' বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—উত্তর-ভারতে সে সময়ে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই টাকশালে রোমের মুদ্রা গলাইয়া নূতন নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত।

প্রথম কাডফাইসেস প্রথমতঃ তাম্র-মুদ্রা প্রচলন করেন। তার পর, কাবুল অধিকার করিয়া তিনি রোমসম্রাট অগাষ্টাস বা টাইবেরিয়াসের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু রোমীয় স্বর্ণমুদ্রা যখন প্রচুর পরিমাণে ভারতে আসিতে লাগিল তখন দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেস সেই সকল মুদ্রা গলাইয়া নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় কাডফাইসেসের সেই স্বর্ণমুদ্রা 'ঔরি' নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণ ভারতে তখন রোমীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল। সেখানে কোনও নৃপতিই আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনে প্রয়াস পান নাই। তাঁহারা সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা রোম হইতে আমদানি করিয়া আপন আপন রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। *

যাহা হউক, রোম-সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের এই সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে, ভারতে যে বৈদেশিক শিল্পকলার উদ্ভব হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'গান্ধার শিল্প' (Gandhara School of Art) নামে অভিহিত করেন। আগাষ্টাস ও এণ্টোনিনের সময়, ১০০—[illegible] খৃষ্ট পূ., যেরূপ শিল্প-কলার উদ্ভব হইয়াছিল, রোমের সংশ্রবে উদ্ভূত ভারতের শিল্পকলা তাহারই অনুরূপ।

যাহা হউক, অন্ধ্রগণের এবং শকগণের রাজত্বকালে বিদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; আর তাহার ফলে তখন ভারতে নূতন নূতন বাণিজ্য-বন্দরের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল;—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

* *

বাইবেলে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

পাশ্চাত্যের সহিত, বিশেষতঃ রোমের সহিত, ভারতের বাণিজ্য-প্রসারের প্রকৃষ্ট পরিচয়— তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রা-সমূহ। সে সময়ে দক্ষিণ-ভারতের 'তামিলাকান' বা তামিল দেশেই

* "কানিংহাম-প্রণীত Coins of Med. India (p. 16) গ্রন্থে এই সকল মুদ্রার ওজন ও বিশুদ্ধতার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভন স্যালেট বলেন,—মুদ্রায় অঙ্কিত প্রথম কাডফাইসেসের মস্তকের সহিত অগাষ্টাসের মস্তকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদির ওজন একইরূপ। কেহ কেহ আবার ইহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন—'কাডফাইসেসের যে একটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ওজন ৫৬॥ গ্রেণ। কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—এই মুদ্রার ওজন এবং রোমানদিগের রৌপ্যমুদ্রা 'ডিনারিয়াসের' ওজন একই। এই সকল বিষয়ের আলোচনা নিম্নোলিখিত গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হইবে; যথা,—

(1) Thurston, Coin Catalogue. No. 2 of Madras Museum, (2) Sewell, Roman Coins found in India—*Journal of the Asiatic Society*, 1994 প্রভৃতি।

বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। মৌদ্রিক ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে। সলোমনের রাজত্বকালে তামিল-দেশ পণ্যাদি সরবরাহ করিত, বাইবেলে তামিল-ভাষার শব্দাদি দৃষ্টে তাহা সিদ্ধান্তিত হয়।

* * *

বাণিজ্যের কেন্দ্র।

উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের 'কৈম্বাটুর' এবং 'মাদুরা' জেলায় রোমের মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল;—পূর্ব্বে তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। উত্তর-ভারতে রোমীয় মুদ্রা পরিদৃষ্ট না হইলেও, উত্তর-ভারতের বাণিজ্য-প্রসারও অল্প ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সকল ভারতীয় পণ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ দক্ষিণ-ভারতের উৎপন্নজাত বটে; কিন্তু উত্তর-ভারতের বাণিজ্য-পথ তাদৃশ সুগম ছিল না বলিয়া তত্রত্য পণ্য-সম্ভার দক্ষিণ-ভারতের পথে রপ্তানি হইত। এদিকে আবার কুশন বা শক নৃপতিগণ রোমের মুদ্রা গলাইয়া তাহাদের নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াও উত্তর-ভারতে রোমীয় মুদ্রার অসদ্ভাব হইয়াছিল।

যাহা হউক, পণ্ডিতগণ দক্ষিণ-ভারতের অন্ধ্রগণের মুদ্রায় এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। তাহা হইতে ভারতের—বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের অসাধারণ প্রসারের বিষয় উপলব্ধি হয়। সে বিশেষত্ব—অন্ধ্রদিগের অধিকাংশ মুদ্রায় পাল-সমন্বিত দুইখানি জাহাজের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন। আকৃতি দেখিয়া তাহাদের দীর্ঘায়তনের বিষয় অনুমিত হয়। অন্ধ্ররাজ যজ্ঞশ্রীর প্রবর্ত্তিত বহু মুদ্রার মধ্যে এইরূপ সমুদ্রগামী জাহাজের প্রতিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—তাহাতে স্থলপথে ও জলপথে যজ্ঞশ্রীর অসাধারণ প্রতিপত্তির বিষয় সপ্রমাণ হইয়া থাকে।*

* * *

মিশরের সহিত বাণিজ্য।

রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের সময় হইতেই ভারতে পাশ্চাত্য-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। রোমের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেও পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল। সে সময় কেবল মিশর-দেশেই ভারতের পণ্য-সম্ভার প্রেরিত হইত। মিশরের তাৎকালিক অধিপতি টলেমি ফিলাডেলফাসের সহিত (২৮৫—২৪৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল।† মিশরাধিপতি টলেমি 'আলেকজান্দ্রিয়া' নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্ত্তী-কালে এই আলেকজান্দ্রিয়াই প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, মিশরের সমুদ্রোপকূলস্থিত

---

* ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যজ্ঞশ্রীর প্রভুত্ব-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুদ্রাদির বিষয় উত্থাপন করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,- "Soma bearing the figure of a ship probably should be referred to this reign, and suggest the inference that Jagna-Sri's power was not confined to land." - Vide *The Early History of India*, p. 211.

† অশোকের দ্বিতীয় গিরিলিপিতে এবং ত্রয়োদশ লিপিতে যে সকল বৈদেশিক নৃপতিগণের নাম পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইবে।

'বার্ণিসিয়া' এবং 'মিওস হরমসের' সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন আরব ও পারস্যের সমুদ্রোপকূল দিয়া বাণিজ্য-পোত-সমূহ ভারতে উপস্থিত হইত। সেই সূত্রে ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, 'মিওস হরমস' হইতে প্রায় ১২০ খানি পণ্যবাহী পোত ভারত অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়াছিলেন।

জলপথ ব্যতীত স্থলপথেও বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত বটে; কিন্তু সে পথ অতি দুর্গম ছিল। তখন স্থলপথে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের তিনটী পথ ছিল; প্রথম পথে এসিয়া অতিক্রম করিয়া 'অক্সাস' হইতে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরে যাওয়া যাইত। দ্বিতীয় পথে পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া মাইনরে; এবং তৃতীয় পথে দামাস্কস ও পালমিরার মধ্য দিয়া পারস্য উপসাগর ও ইউফ্রেতিসের পথে লেভান্ত পর্য্যন্ত পৌছান যাইত। কিন্তু এই সকল পথে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাওয়া ভিন্ন গমনাগমন নিরাপদ ছিল না। তখন পার্থিয়দিগের বিবাদ-বিসম্বাদে ঐ সকল বাণিজ্য-পথ বিশেষ সঙ্কট-সমাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং একমাত্র সমুদ্র-পথ ভিন্ন অন্য-পথে বাণিজ্য একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল।

ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভারতীয় পণ্য-সম্ভার আরবের পণ্য-বীথিকায় এবং আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে সংবাহিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের এই বাণিজ্যের মূল—মিশর-দেশীয় গ্রীকগণ। মিশরে টলেমিবংশীয় নৃপতিগণ তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। তাঁহাদিগের রাজত্বকালে ভারতীয় বাণিজ্য মিশরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি, বাণিজ্য-প্রসারের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদের গ্রীকভাষায় ভারতীয় পণ্যের কতকগুলি প্রতিশব্দ স্থানলাভ করিয়াছিল; যথা,—

বাংলা নাম	…	গ্রীক-নাম	…	তামিল নাম।
চাউল	…	ওরিজা	…	অরিসি
আর্দ্রক	…	জিঞ্জিবার	…	ইঞ্চিভার
দারুচিনি	…	কারপিওন	…	করভ

এই নামকরণে বুঝা যায়,—গ্রীক-সওদাগরগণ পণ্যদ্রব্যের সহিত পণ্য-দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে আবার এতদ্দেশীয় 'যবন' শব্দ গ্রীক-ভাষার 'ইএওনেস" (Iaones) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। তৎকালে ভারতের বহির্ভাগস্থিত জাতিসমূহ, বিশেষতঃ গ্রীকগণ, ভারতবাসী কর্ত্তৃক 'যবন' নামে অভিহিত হইতেন। প্রাচীন তামিল-সাহিত্যেও ঐ 'যবন' শব্দ দৃষ্ট হয়; সেখানে গ্রীক ও রোমান উভয় জাতি 'যবন' নামে অভিহিত।

'যবনগণ' জাহাজে করিয়া মদ্য * লইয়া আসিতেন,—কবি নিক্কারারের উক্তিতে তাহা পরিব্যক্ত আছে। তামিল ভাষার কবিগণ 'যবন' বলিতে সে সময় মিশরদেশীয় গ্রীক-

* স্বর্গীয় মিঃ পিলে তামিল-ভাষায় একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"The poet, Nikkarar, addresses the Pandyan prince Nan-Maran in the following words:—'O Mara, whose sword is ever victorious, spend thou thy days in peace and joy, drinking daily out of golden cups, presented by thy

গণকেই লক্ষ্য করিতেন,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন একমাত্র গ্রীক সওদাগরগণ মদ্য, তাম্র, কাংস্য, সীসক, কাচ প্রভৃতি ভারতে আমদানি করিতেন এবং ভারত হইতে লঙ্ক, শুপারি, হস্তিদন্ত, মণিমুক্তা এবং মস্‌লিন প্রভৃতি স্বদেশে লইয়া যাইতেন। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের পরিচয়ে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। * সে সময় গ্রীক ভিন্ন অন্য কোনও বৈদেশিক জাতি ভারতের সংশ্রবে আগমন করেন নাই; গ্রীক ভিন্ন অন্য কোনও জাতি ভারতে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং 'যবন' শব্দে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইত, বুঝা যায়।

* • *

বন্দরের পরিচয়।

তখন 'মুজিরিস' ও 'বাকার' বন্দর-দ্বয় দক্ষিণ-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। তখন মিশর হইতে ভারতে আসিতে প্রায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইত। ভারতে আসিয়া বণিকগণ মালবার উপকূলে তিন মাস অবস্থিতি করিতেন; ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা 'মুজিরিস' পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। মিশর হইতে তাঁহারা জুলাই মাসে বহির্গত হইতেন, আর ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন।

ভারতের উপকূলস্থ যে সকল বন্দরে তৎকালে মিশরের বাণিজ্য পোত-সমূহ আগমন করিত,—যেখানে তাহাদের পণ্যসম্ভার বিক্রীত হইত, মুদ্রাদির আলোচনায়, সেই সকল বন্দরের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

কালকটের অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশে সংপ্রতি কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত হয়, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সমাগত জনৈক পণ্যব্যবসায়ী বণিক অশ্বত্থমূলে ঐ সকল মুদ্রা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ,—তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুদ্রাগুলি উত্তোলন করিয়া লইবেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথেই তাহার লোকান্তর ঘটে। তাই মুদ্রা সেইখানেই রহিয়া যায়।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও মিশরের ও ভারতের বাণিজ্য-সংক্রান্ত যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর এবং বণিক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে মিশর হইতে ভারতে ও আরবে বাণিজ্যের বিষয় পরিবর্ণিত।

জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালেও মিশরীয় বাণিজ্য সিংহল ও সকোত্রার পথে চলিতেছিল। কিন্তু তখন সে বাণিজ্যের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন—আরবগণ। 'পেরিপ্লাসের' মতে, তখন 'মুজা' বন্দর আরবদেশীয় পোতপরিচালকগণে এবং বণিকসমূহে পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, মিশরে টলেমিগণের প্রাধান্য-সময়ে, মিশরীয় গ্রীকগণই যে প্রধানতঃ বাণিজ্য পরিচালন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিশরের ও ভারতের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন-স্বরূপ 'অক্সিরিয়াস' নগরে এক স্মৃতি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'পেপিরাস' বৃক্ষপত্রে লিখিত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সেই প্রহসনে

handmaids, the cool and fragrant wine brought by the *Yavans* in their good ships." ওয়েবারের 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' গ্রন্থেও 'যবন' শব্দে গ্রীকদিগকে লক্ষ্য করিবার বিষয় উল্লিখিত আছে।

* *The Tamils Eighteen Hundred Years Ago*, Ch. III.

'চেরিটিয়ন' নাম্নী গ্রীক রমণীর এক আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে প্রকাশ,—তিনি কেনারির উপকূলে পোতমগ্নে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলেন। তত্রত্য নৃপতি এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ যে ভাষায় তখন রমণীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, ডক্টর হালসের (Dr. Hultzsch) মতে, সে ভাষা—কেনারি ভাষা।

ট্রেজানের রাজত্বকালে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতীয় বণিকগণ 'আলেকজান্দ্রিয়া' বন্দরে গতিবিধি করিতেন, ডিওক্রিষ্টস তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

* * *

প্লিনির গ্রন্থে বাণিজ্য-পথের পরিচয়।

প্লিনির গ্রন্থে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এবং বাণিজ্য-পথের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহাতে বুঝিতে পারি,—মিশর হইতে ভারতে যাইতে বণিকগণ 'ওসেলিসে' অবতরণ করিতেন। 'হিপেলাস' বায়ু অনুকূলভাবে প্রবাহিত হইলে, মাত্র চল্লিশ দিনে ভারতের 'মুজিরিস' বন্দরে পৌঁছান যাইত।

তখন জলদস্যুদিগের বিষম উপদ্রব ছিল। সুতরাং এই বন্দরে কেহ অবতরণ করিত না। মুজিরিস বন্দরে উৎকৃষ্ট পণ্যসম্ভারও মিলিত না। পণ্য বোঝাই করিবার স্থানও তীরদেশ হইতে অনেক দূরে ছিল। তাই মাল বোঝাই দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার আবশ্যক হইত। তখন 'কৈলো রোট্রাস' ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন।

'নেলেইণ্ডি করেস' জাতি যে অঞ্চলে বাস করিত, সেখানে আর একটী বন্দর ছিল। সেই বন্দরে গমনাগমন অধিকতর সুবিধাজনক। পল্লীর রাজা পাণ্ড্যেন বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে অবস্থান করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল—'মদেইরা' (মাদুরা)। 'মিশরীয়' 'টাইবাস' মাসে বণিকগণ ভারত হইতে স্বদেশে যাত্রা করিয়া সেই বৎসরেই আবার ফিরিতে পারিতেন। 'টাইবাস' মাস—ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ হয়।

* * *

বিবিধ।

গ্রীসদেশীয় ভৌগোলিক টলেমি প্রায় চারি শত বৎসর আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—উজ্জয়িনী 'টিয়াষ্টেনিস'-এর রাজধানী ছিল। সেখানে হিপকোড়ায় বেলিওকোরস রাজত্ব করিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন,—চষ্ঠন ও টিয়াষ্টেনিস একই ব্যক্তি। আর, বেলিওকোরস, তাঁহাদের মতে গৌতমীপুত্র। তিনি ১২৬ খৃষ্টাব্দে খহ্‌রাটাদিগের রাজ্য অধিকার করেন। এ সময়েও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল।

টলেমির ভূগোল-গ্রন্থ রচনার কাল-নির্দ্দেশ সুকঠিন। ১৬১ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। সে ক্ষেত্রে ভূগোল গ্রন্থ ১৩০ খৃষ্টাব্দের রচনা ধরিয়া লইলেও চষ্ঠন অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হন না। সে ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। হিপকোড়া—নাসিকেরই নামান্তর বলিয়া পরিগৃহীত হয়। যাহা হউক, আলেজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে টলেমি ভারতীয় বাণিজ্যের নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার গ্রন্থে বাণিজ্যের বিবিধ তথ্য অবগত হইতে পারি।

নবম পরিচ্ছেদ।

রোমে ভারতের বাণিজ্য।

[রোমে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ ;—বাণিজ্যে ভারত কর্তৃক অর্থ-শোষণের দৃষ্টান্ত ;—রোমে ভারতীয় দূত ; – রোমে ভারতীয় পণ্য ;—হীরকাদি পণ্য-সম্ভার ;—স্বর্ণমূল্যে রেশম-বিক্রয় ;—ভারতের বাণিজ্য-পোত ;—ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশ ;—বাণিজ্যের অবনতি ;—ভারতের সৈনিক-বিভাগে যবন-সৈন্য ;—ভারতে যবনের ধর্ম্ম-মন্দির।]

* * *

রোমে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

ভারত যখন মিশরের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময়েই রোম-সম্রাট অগাষ্টাস, আলেকজাণ্ডারের পরিত্যক্ত-সম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশের সংস্কার সাধন করিয়া, একসূত্রে আবদ্ধ করিতেছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার সময় হইতেই ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য সম্বন্ধ ক্রমশঃ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তাঁহার সময় হইতে নিরোর রাজ্যকাল পর্য্যন্ত সে বাণিজ্য-প্রসার উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হয়। তখন সিরিয়ার অধঃপতন সাধিত হইয়াছে, মিশরও তখন (৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে) রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটিয়ামের যুদ্ধের পর গৃহবিবাদের শেষ-চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অগাষ্টাস তখন আপনার সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণে মনোযোগী হইয়াছেন। অগাষ্টাসের সুব্যবস্থায় তখন জলদস্যুর উৎপীড়ন নিবৃত্ত হওয়ায় বাণিজ্য-পথ বিস্তৃত প্রশস্ত ও নিরাপদ হইয়াছে ;—বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* * *

বাণিজ্যে অর্থ-শোষণ।

রোমসাম্রাজ্যের এই সমৃদ্ধির দিনে ভারতে কুশন বা শকগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। এক দিকে ভারতে শকগণ, অন্য দিকে সমৃদ্ধ রোমানগণ—প্রাচ্যের ও পশ্চাত্যের বাণিজ্য-প্রসার বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন।

রোমের সেই সমৃদ্ধির দিনে, ভারতীয় বিলাস-দ্রব্যের অত্যধিক কাট্‌তি হইয়াছিল। তাহাতে রোমের দুরদর্শী ব্যক্তিগণ বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা অনুযোগ করিয়াছিলেন,—'এমন এক বৎসরও যায় না, যে বৎসর ভারত কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা শোষণ না করে। আর সেই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শতগুণ মূল্যে শিল্পজাত বিলাস-দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধদ্রব্য ক্রয়ে রোমের ধনকুবেরগণ কত অর্থই অনর্থক ভারতের উদর-পূরণে ব্যয় করিতেছেন।' বলা বাহুল্য, প্লিনি নিজেই এই অনুযোগ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক মমসেনও বাণিজ্যে অর্থশোষণের একটু আভাস প্রদান করিয়াছেন। রোম-সাম্রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর কোন্ দেশে কত অর্থ প্রেরিত হইত, তৎপ্রসঙ্গে তিনি

বলিয়াছেন,—এক কোটী পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে আরব ষাট লক্ষ পাউণ্ড এবং ভারত চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে বিলাস-দ্রব্য প্রদান করিত। *

রোম-সাম্রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ডের ভারতীয় পণ্য ক্রয় করা হইত,—ঐতিহাসিকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের এই অর্থ-সমৃদ্ধির পরিচয় এখন কল্পনা বলিয়া মনে হয়। কি অবস্থায় কি ভাবে ভারতের সে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়াছে, মিলের ইতিহাসে তাহার বিবৃতি দেখি। "পৃথিবীর ইতিহাসের" চতুর্থ খণ্ডে তাহার বিশদ আলোচনা প্রদান করিয়াছি।

* * *

রোমে ভারতীয় দূত।

অগাষ্টাসের সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় হইতেই রোমের রাজ-দরবারে ভারতীয় দূতের গতিবিধি আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবোর মতে,—২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা পণ্ডিয়ান, অগাষ্টাসের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূতগণের মধ্যে একমাত্র 'এপিডাফ্নি' জীবিত ছিলেন। ভারতীয় নৃপতি কর্ত্তৃক গ্রীক-ভাষায় লিখিত একখানি পত্র, 'এণ্টিওক' সহরে 'নিকোলাস দামাসেনাস' সেই দূতের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো বলেন,—ভারত-প্রেরিত সেই দূতগণের মধ্যে বারিগাজার একজন জারমেনোখেগাস্ (শমনাচার্য্য)—বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন।

হোরেসের 'ওডেসি' গ্রন্থে এই দূত-সংঘের পরিচয় আছে। তদ্ব্যতীত ফ্লোরাস, ডিওন কেসিয়াস, অরোসিয়াস এবং সুইটোনিয়াস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও দূত-প্রেরণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইউসিবিয়সের 'ক্যানন ক্রনিকনের' অনুবাদে হিক্রনিমাসও এই দৌত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সে মতে কাল-সম্বন্ধে মতান্তর (২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ) থাকিলেও ঘটনা বর্ণনে কোনই ইতর-বিশেষ হয় নাই।

ট্রেজানের রাজত্বকালে ভারতীয় দৌত্যের উল্লেখ কেসিয়াসের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ৪১ ও ১৩৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে সিংহল হইতে ক্লডিয়াসের নিকট এবং এণ্টানিয়াস পায়াসের দরবারে ভারতীয় দূতের উপস্থিতির পরিচয় পাই। কনষ্টাণ্টাইন-দি-গ্রেটের নিকট ভারতীয় নৃপতি-উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট জুলিয়ানের দরবারে ভারতীয় দূত আগমন করিয়াছিল,—ইউসেবিয়াস ও মার্সেলিনাস সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। †

---

* ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক রোমের অর্থ শোষণ প্রসঙ্গে প্লিনির উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (Pliny, Historia Naturalis.) রোম সাম্রাজ্য হইতে কোন্ দেশ কত অর্থ শোষণ করিত, সে আভাসে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। মমসেনের সেই মন্তব্য; যথা, "£1,000,000 of which £600,000 went to Arabia and £400,000 to India"—See Mommsen's *Provinces of the Roman Empire.* Vol II pp. 299 300. "পৃথিবীর ইতিহাস" চতুর্থ খণ্ডের ৬৯ ৭০ পৃষ্ঠায় মিলের উক্তি এবং ভারতের বাণিজ্য হানির প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† এতৎপ্রসঙ্গের আলোচনা নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়; যথা, (1) Strabo, xv. (2) Florus, *Epitome of Roman History*; (3) Dion Cassius, *History of Rome*; (4) Orosius, *History of Roman Empire*; (5) Eusebius *De Vita Constant.*

পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের এই সম্বন্ধ-সূত্রের কয়েকটী কারণ প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে রাজনৈতিক কারণই প্রধান এবং মূলীভূত। তখন পার্থিয়ান ও সাসানিয়ান দিগের উপদ্রব হইতে বাণিজ্য-পথ রক্ষা-কল্পে রোমসম্রাটগণ কুশন অর্থাৎ শকদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। মার্ক এণ্টনি হইতে জাষ্টিনিয়ান পর্য্যন্ত (৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এই সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। রোমান জেনারেল করবুলো যে ৬০ খৃষ্টাব্দে হির্কে-নিয়ার দূতগণের রক্ষক-রূপে ভারতে আগমন করেন, সে সেই প্রীতি-সম্বন্ধেরই নিদর্শন। *

অতঃপর হিপ্পালাস কর্ত্তৃক ভারতীয় ঋতু-সমূহের নিয়মানুবর্ত্তিতার বিষয় আবিষ্কৃত হইলে, পাশ্চাত্যের বাণিজ্য-প্রসার আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৪৭-খৃষ্টাব্দে হিপ্পালাস নামক জনৈক নাবিক, ভারতীয় জলবায়ুর এই বিশেষত্ব উপলব্ধি করেন। তখন হইতে বরাবর মালবার উপকূলে 'মুজিরিস' (মুইরিকোলু) বন্দরে বাণিজ্য-তরণী আসিতে থাকে। সেই সময় হইতে আর আরবের পথে পণ্যসম্ভার প্রেরণের আবশ্যক হয় নাই; সুতরাং আরবগণ কর্ত্তৃক পণ্য-লুণ্ঠনের কোনও আশঙ্কাও তখন আর কিছুই ছিল না।

* *

রোমে ভারতীয় পণ্য।

পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য-ব্যাপারে প্রধানতঃ যে সকল দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানি হইত, তন্মধ্যে (১) মশলা ও গন্ধদ্রব্য, (২) মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি এবং (৩) রেশম, মসলিন ও তুলা সর্ব্বপ্রধান। নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে—ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রোমে প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি-দ্রব্য ব্যয়িত হইত। কথিত হয়, সিলার সমাধি-শয্যার উপরিভাগে ২১০ বোঝা মসলা ও গন্ধদ্রব্য স্থাপিত হইয়াছিল। পত্নী পপ্পোয়ার অন্ত্যেষ্টিতে রোমসম্রাট নিরো পূর্ণ এক বৎসরের উৎপন্নজাত, 'কাসিয়া' নামক সুগন্ধ-মসলা ও দারুচিনি দগ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতের পণ্য-সম্ভার তখন আরবের পথে রোমে পৌঁছিত। আরবগণ ভারতবাসীর নিকট হইতে গন্ধাদি ক্রয় করিয়া রোমে বিক্রয় করিত।

ঐতিহাসিক প্লিনির গ্রন্থে ভারতীয় লঙ্কার ও আদার উল্লেখ আছে। তখন ভারত হইতে লঙ্কা ও আদা প্রচুর পরিমাণে রোমে রপ্তানি হইত। প্লিনি বলেন,—রোমকগণ লঙ্কা ও আদা এতই ভালবাসিতেন যে, তাঁহারা ঐ দুই দ্রব্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওজনে ক্রয় করিতেন।

রোমের ভারতীয় বাণিজ্য কারাকাল্লার সময় হইতে হ্রাস হইয়া আসে। তার পর বাইজা-ণ্টাইন রাজগণের সময় বাণিজ্যের প্রসার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। মুদ্রাদির অবস্থিতির বিষয় আলো-

---

* Vide Rawlinson's *Pathra.* 271. রোমকদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধের পরিচয়-সূত্র সম্বন্ধে 'বম্বে গেজেটিয়ারে' নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—"From the time of Mark Antony to the time of Justinian, i.e. from 30 B C. to A. D. 550 their political importance as allies against the Parthians and the Sassanians and their commercial importance as controllers of one of the main trade-routes between the East and the West made the friendship of the Kushans or the Sakas who held the Indus Valley and Bactria, a matter of the highest importance to Rome."—*Bombay Gazetteer*, Vol. I. Part I, p. 490.

চনায় প্রতিপন্ন হয়,—সে সময়ে লঙ্কার এবং মশলার বহুল প্রচলন ছিল। কথিত হয়,—৪০৮ খৃষ্টাব্দে এলেরিক যখন রোমকে বৈদেশিক উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন, সে সময়ে তিনি কর-স্বরূপ তাঁহার অংশে তিন সহস্র পাউণ্ড মূল্যের লঙ্কা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

সে সময়ে একমাত্র মালবারের উপকূলেই প্রচুর পরিমাণে লঙ্কা উৎপন্ন হইত। তখন যে যে বন্দর হইতে লঙ্কা রপ্তানি হইত, 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তাৎকালিক লঙ্কা-রপ্তানিকারী বন্দর-সমূহের মধ্যে মুজিরিস, টিণ্ডিস, নেলকিন্দা এবং বেকার সর্ব্বপ্রধান। যে সকল জাহাজে লঙ্কাদি রপ্তানি হইত, তাহার আকৃতি-আয়তনও অনেক বড় ছিল। †

ঐতিহাসিক মমসেনের গ্রন্থেও ভারতীয় বাণিজ্য প্রসারের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। মমসেন ভারতজাত পণ্যের, বিশেষতঃ লঙ্কার ও আদার, বহুল রপ্তানির এবং তাহার মহার্ঘ্যতায় উল্লেখে সোণার ওজনে লঙ্কার ওজনের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ‡

* *

হীরকাদি পণ্য-সম্ভার।

মসলাদি ভিন্ন, রোম-সাম্রাজ্যে ভারতজাত বহুমূল্য প্রস্তরাদি (হীরক প্রভৃতি), মণি-মুক্তা এবং ধাতব পদার্থেরও প্রচুর কাট্‌তি ছিল। প্রস্তরাদির মধ্যে রোমানগণের নিকট পান্না অধিক-তর আদরের সামগ্রী ছিল। কৈম্বাটুর জেলার 'পদিউর' পান্নার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। পদিউর ভিন্ন অন্য কোথাও ঐ ধাতু (পান্না) পাওয়া যাইত না। সালেমের অন্তর্গত ভানিয়াম্বাদি নামক স্থানে সামান্য পরিমাণে পান্না পাওয়া যাইত। কথিত হয়, সেখানে একটি খনি ছিল। বিভিন্ন সময়ের রোমীয় মুদ্রা ঐ সকল স্থানে সচরাচর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

তখন ভারতে তিনটী পান্নার খনির পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের একটী পুন্নাটে, একটী পদিউরে বা পাত্তিয়ালিতে এবং অপরটী ভানিয়াম্বাদিতে অবস্থিত ছিল। মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাবেরী নদীর শাখা কাব্বেনীর তীরবর্ত্তী কিত্তুরের সন্নিকটে পুন্নাটের এবং কৈম্বাটুর সহরের ২০ মাইল পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে পদিউর বা পত্তিয়ালীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই খনি হইতে পান্না উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সালেম জেলায় কোলার স্বর্ণখনির অনতিদূরে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভানিয়াম্বাদি অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত খনি-সমূহের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে প্রাচীন রোমদেশীয় মুদ্রার বাহুল্য-দর্শনে অনেকে অনুমান করেন,—তখন মণিমাণিক্যের ব্যবসায় বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। রোমীয়গণ পান্নাকে 'কোরাণ্ডাম' বলিয়া অভিহিত করিতেন, সেই কোরাণ্ডাম ধাতু সালেম ও কৈম্বাটুরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ইউরোপে ঐ ধাতুর এবং তাহার 'কোরাণ্ডাম' নামের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় রত্নাদি যে প্রাচীনকালে ইউরোপীয়গণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন, এতদ্দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়।

* Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire.

† McCrindle's Ancient India. p. 121.

‡ 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। Periplus of the Erythræan Sea, Chapter Lvii.

বাণিজ্যে অবনতি।

রোম-সম্রাট নীরোর পরলোকগমনের পর কারাকালার অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। আর সে সময়ে, নীরোর মৃত্যুর পর, বিলাস-দ্রব্যের অর্থাৎ সুগন্ধ-দ্রব্য, মশলা, পিপ্পল প্রভৃতির ব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়। তখন, কেবলমাত্র নিত্য-ব্যবহার্য্য আবশ্যক-দ্রব্যের অর্থাৎ সূতার ও সূত্র-বস্ত্রাদির বাণিজ্য চলিতে থাকে।

ভেস্পেসিয়ানের রাজত্ব-কালে রোমের সামাজিক প্রথার বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মেরিভেলের বর্ণনায় প্রকাশ,—'তখন প্লেবিয়ান ও প্রভিন্সিয়ালদিগের আচার-নিয়ম এবং সরল জীবনযাপন, উচ্চ শ্রেণীর বিলাস-ব্যসনের অন্তরায় হইয়া পড়ে। সেইজন্যও ভারতীয় বাণিজ্যের কতকটা অবনতি সাধিত হয়।

কারাকালার রাজত্ব-কালে, ২১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও গৃহ-বিবাদে রোম-সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন রোমকদিগের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। তাই ভারতে তাৎকালিক রোমক-মুদ্রার অপ্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

পরে বাইজান্টাইন নৃপতিগণের রাজত্বকালে ভারতীয় বাণিজ্য আর একবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন বহুমূল্য প্রস্তরাদি, কার্পাস-বস্ত্র এবং মসলিন প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সমাদৃত না হইলেও পিপ্পল ও সুগন্ধ-দ্রব্য দক্ষিণ ভারত হইতে পূর্ব্ব পশ্চিমে সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত।

এই সময়ে ভারতে দুই প্রকার মুদ্রা দেখিতে পাই। দক্ষিণ ভারতের মাদুরা জেলায়ই তাহার সংখ্যা অধিক। উভয়ই তাম্র-মুদ্রা। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে,—একটী অপরটী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। বৃহদাকারের তাম্র-মুদ্রাগুলি রোম হইতে আনীত; আর ক্ষুদ্রাকৃতির মুদ্রা রোমীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতেই প্রস্তুত হইত। সুতরাং বুঝা যায়, তখন ভারতের টাকশাল প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছে।

* * *

ভারতের সৈনিক-বিভাগে যবন-সৈন্য।

মুদ্রার এই বিশেষত্ব দৃষ্টে পণ্ডিতগণ স্থির করেন,—যখন রোম-সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-বিভাগের প্রতিনিধিগণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ-ভারতের উপকূল-প্রদেশে বাণিজ্য-বন্দর-সমূহে বসবাস আরম্ভ করেন।

সেই সূত্রে বহু সংখ্যক যবন বা রোমক সৈন্য ভারতীয় হিন্দু নৃপতিগণের সৈনিক দলে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তামিল-ভাষার গ্রন্থ-সমূহে সেই সকল সৈনিকের কার্য্য-দক্ষতার বিবিধ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান দেখি। যবন-সৈন্য তামিল রাজগণের শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইতেন, যবন-দেশের বাণিজ্য-পোত-সমূহ 'মুজিরিস্' বন্দরে ভারতীয় পণ্য গ্রহণ করিত—এবম্বিধ উক্তিও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

মিষ্টার কনকভাই পিলে তাঁহার '১৮০০ বৎসর পূর্ব্বের তামিল গ্রন্থে' বৈদেশিক সৈন্যের নিয়োগ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাই,—'পাণ্ড্য এবং তামিল রাজগণের সৈনিক বিভাগে রোমক সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; পাণ্ড্য-রাজ 'আয্যপ্পদইকদন্থ-নেদুনজ চেলিয়ানের' রাজত্ব-কালে রোমীয় সৈন্যগণ মাদুরার রাজ-

প্রাসাদের সিংহদ্বারে প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী ছিল ;—এইরূপ নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত ম্লেচ্ছ সৈনিক কর্ত্তৃক দুর্গ-রক্ষা, অন্তঃপুর-রক্ষা প্রভৃতির বিবরণও তামিল গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। *

'চিলাপত্তিকরম' নামক তামিল-গ্রন্থে পাণ্ড্যরাজ চেলিয়ানের সৈন্যদলে যবন-সৈন্যের উল্লেখ দেখি। 'মুল্লাইপাড্ডু' নামক আর একখানি তামিল কাব্য-গ্রন্থে তাৎকালিক তামিল নৃপতির শিবিরের বর্ণনা দেখিতে পাই। কিরূপে লৌহ-শৃঙ্খলে শিবির পরিবেষ্টিত ছিল, বস্ত্রের দ্বারা কি ভাবে শৃঙ্খল-সহযোগে শিবির নির্ম্মিত হইয়াছিল, আর সেই শিবির রক্ষার জন্য কি ভাবে যবন (ম্লেচ্ছ) সৈন্য নিযুক্ত হইত—সে গ্রন্থে সে পরিচয় বিদ্যমান। †

পূর্ব্বোক্ত তামিল কাব্যে তাহার নিম্নরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়,—শিবিরের প্রতিদিকে চৌটী করিয়া কেম্বিসের প্রাচীর। লৌহ-শৃঙ্খলে তাহা আবদ্ধ ছিল। বলশালী যবনগণ সেই শিবির রক্ষা করিত। তাহাদের কর্কশ-দৃষ্টিতে মনে ভীতির সঞ্চার হইত। তাহাদের লম্বা এবং ঢিলা পরিচ্ছদাদি, কোমর-বন্ধের দ্বারা কোমরে দৃঢ় আবদ্ধ থাকিত। তাহারা সর্ব্বদা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সারারাত্রি সুসজ্জিত ম্লেচ্ছ-সৈন্য শিবিরের চারিদিকে ঘুরিয়া প্রহরার কার্য্য করিত। তাহারা রাজ-অন্তঃপুরেও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ‡

* * *

ভারতে যবনের ধর্ম্ম-মন্দির।

রোমের সহিত ভারতের সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনের আর এক নিদর্শন—মুজিরিস বন্দরের ধর্ম্ম-মন্দির। কথিত হয়, ঐ মন্দির রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। যবন এবং অন্যান্য বৈদেশিক সৈন্য সে মন্দির রক্ষা করিত।

মুজিরিস ব্যতীত আরও কয়েকটী বাণিজ্য-বন্দরের পরিচয় ঐতিহাসিকগণ প্রদান করেন। সেই সকল বন্দরেও বৈদেশিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবেরী নদীর উত্তর-শাখার মোহানায় বৈদেশিক উপনিবেশ 'কর্বিরিপড্ডিনম্' বা পুকার তৎকালে সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। কিন্তু তত্রত্য সহর ও পোতাধিষ্ঠানের চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন আর বিদ্যমান নাই। সেখানেও মন্দিরের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়।

তামিল কবি যবনগণের মদ্য, তাহাদের আলো ও আলবালের যে বর্ণনা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, নীলগিরি অঞ্চলে প্রাপ্ত মিশ্র-ধাতু-নির্ম্মিত তৈজসাদি হইতে তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের বর্ণনায়ও এই সকল ধাতুপাত্রের পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে। §

যাহা হউক, ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদেশিকগণ পরবর্ত্তিকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

* *Encyclopaedia Brittannica*, Vol. XI, p 459. Tod's *Western India*. p. 221.

† *Early History of India* by V. A. Smith, p. 444.

‡ Mullaipaddu, II. 59—66 and in Mr. Pillai's. *The Tamils Eighteen Hundred years ago*, Ch. III.

§ *The Early History of India*, p. 444.

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহিত্যে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

[বেদাদিতে বাণিজ্যের কথা ;—প্রাচীন-সাহিত্যে 'রোমক'-প্রসঙ্গ ;—পালি-গ্রন্থে 'রোমক' পরিচয় ;—বাণিজ্য-প্রসঙ্গে খাবেরিজ বন্দর ;—ভারতের আলোক-গৃহ, জেটি প্রভৃতি ;—ভারতে বৈদেশিক শিল্পী ;—উপসংহার।]

* * *

বেদাদিতে বাণিজ্যের কথা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য প্রভাব বিস্তৃত ছিল,—যেমন মৌদ্রিক প্রমাণ হইতে তেমনি বিভিন্ন দেশের প্রাচীন গ্রন্থ-পত্র হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়।

বেদে যখন বাণিজ্য-প্রসঙ্গ দেখি, সমুদ্র-যাত্রার বর্ণনা পাঠ করি, তখন দূর অতীতকালে ভারতের বাণিজ্য প্রভাব উপলব্ধ হয়। বেদ—পৃথিবীর আদি। সুতরাং আদিকাল হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, বুঝিতে পারি।

পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্যের ও বণিকগণের যে পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের অন্ততঃ পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ প্রাপ্ত হই। যাহা হউক, সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির পুরাতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে নিদর্শন প্রাপ্ত হই, তাহা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি।

* * *

প্রাচীন-সাহিত্যে 'রোমক'-প্রসঙ্গ।

সংস্কৃত-ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন; পালি-ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; তামিল-ভাষার প্রাচীন কাব্য-সমূহের অভ্যন্তর অনুসন্ধান করুন; দেখিবেন—সেখানেও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে; দেখিবেন—সেখানেও কেমন ভাবে সে কালে ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের পরিচয় প্রকটিত রহিয়াছে।

সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যে 'রোমক' শব্দের উল্লেখ বহুত্র দৃষ্ট হয়। পৈতামহ-সিদ্ধান্ত, বাসিষ্ঠ্য-সিদ্ধান্ত, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, পৌলিস-সিদ্ধান্ত ও রোমক-সিদ্ধান্ত—প্রভৃতি জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত গ্রন্থে 'রোমক' পদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। 'রোমক-সিদ্ধান্ত' নামকরণ রোমকদিগের নামের অনুসারেই হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থে রোম কখনও 'মহাপুরী' রূপে, কখনও বা 'পত্তন' রূপে কখনও বা 'বিষয়' রূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

"যমকোটীপুরীলঙ্কা রোমকাঃ সিদ্ধিদাঃ ক্রমাৎ।"—বাসিষ্ঠ্য-সিদ্ধান্ত।

"পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।"—সূর্য্য-সিদ্ধান্ত।

বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' এবং 'বৃহৎ-সংহিতা' গ্রন্থেও 'রোমক' পদের উল্লেখ দেখিতে

পাই। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকার' মতে, লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয়, রোমকে তখন অর্দ্ধ-রাত্রি, এবং 'বৃহৎ সংহিতার' মতে রোমকগণ চন্দ্রের প্রভাবে বসতি করেন,—এইরূপ উক্তি দেখি; যথা,—

"উদয়ো যো লঙ্কায়াং…রোমকবিষয়েঽর্দ্ধরাত্রঃ সঃ।"—পঞ্চসিদ্ধান্ত।

"গিরিসলিলদুর্গকোশলভরুকচ্ছসমুদ্ররোমকতুখারাঃ।"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

* * *

পালি-গ্রন্থে 'রোমক' পরিচয়।

পালি-ভাষার 'পিটক' গ্রন্থেও রোমক পদের উল্লেখ আছে। সেখানে রোমক—'রোমক-জাতক' নামে অভিহিত। বৌদ্ধভিক্ষু ও রোমক পুরোহিতের পার্থক্য সেস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে, ভারতীয় বন্দর-সমূহের পরিচয়ে, বৈদেশিক বাণিজ্যের এক সুন্দর চিত্র প্রকটিত। বন্দরাদির আয়তন ও সমৃদ্ধির চিত্র তামিল-গ্রন্থসমূহে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা হইতে সমগ্র 'তামিলিকামে' আন্তর্জ্জাতীয় জীবনের এক জীবন্ত আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

'মুচিরি' বন্দর সমুদ্রের তীরে, পেরিয়ার নদীর মোহানায়, অবস্থিত ছিল,—'এরুক্কাড্ডুর তারান্ কান্নানার-আকাম' তামিল-কাব্যে সে পরিচয় বিদ্যমান। কবি লিখিয়াছেন,—'মুচিরি উন্নতিশীল নগর। সেখানে যবনগণের সুদৃশ্য অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত। সেই অর্ণবপোতে তাহারা সুবর্ণ আনয়ন করে এবং সুবর্ণের বিনিময়ে লঙ্কা-মরিচ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। অর্ণবপোতের গতিবিধি-সূত্রে চেরল-রাজ্যের পেরিয়ার-বক্ষ শ্বেত উর্ম্মিমালায় তরঙ্গায়িত থাকিত। বাণিজ্যে তত্রত্য অধিবাসী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল।' *

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদোক্ত ধাতু পাত্রাদির আলোচনায় ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলিয়াছেন,—"The poems tell the importation of Yavana wines, lamps, and vases, and their testimony is confirmed by the discovery in the Nilgiri megathilie tombs of numerous bronze vessels similar to those known to have been produced in Europe during the early centuries of the Christian era, and by the statements of Periplus." 'কাভেরীপত্তনম' বন্দর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়,—মিঃ এস. কে, আয়েঙ্গারের ইহাই অভিমত। মুজিরিস বন্দরে অগাষ্টাসের মন্দির সম্বন্ধে বিস্তৃত-বিবরণ 'কেম্ব্রিজ এণ্টিকোয়ারিয়ান সোসাইটিস কমিউনিকেশনস' (Cambridge Antiquarian Society's Communications, Vol. V) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের একখানি মানচিত্রে মন্দিরের ক্ষীণ রেখা দৃষ্টে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "The temple of Augustus at Muzíris is indicated on the map by a rough sketch of a building marked 'temple Augusti' inserted besides Muziris. The identification of Muziris with Cranganore is well established." পেরিপ্লস গ্রন্থে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত আছে। যে যে দ্রব্য ভারতে আমদানি রপ্তানি হইত, তাহাও সেখানে দৃষ্ট হয়। রোমীয় বাণিজ্যপোতের আয়তন প্রভৃতির পরিচয়ও সেখানেই প্রাপ্ত হই। 'পেরিপ্লাস' বলেন,—"Ships which frequent these ports are of a large size, on account of the great amount and bulkiness of the pepper and malabathrum of which their lading consists."—*The Tamils Eighteen Hundred Years Ago.* pp. 16, 25, 31, 36, 38 etc.

'ওয়ারাণার পুরম' কাব্য-রচয়িতা 'মুচিরি' সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাও ভারতের বাণিজ্যোন্নতির অল্প পরিচায়ক নহে। সে গ্রন্থে দেখিতে পাই,—মুচিরি বন্দরে ধান্যের বিনিময়ে মৎস্য পাওয়া যাইত। বিক্রেয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্ণবপোত হইতে সুবর্ণ মিলিত। পণ্যের বিনিময়ে যে সুবর্ণ পাওয়া যাইত, মুচিরি বন্দরে তাহা বজরায় করিয়া নামান হইত। এই বন্দর বণিকগণের কলকল্লোলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। রাজা কুড্ডবন, বৈদেশিক আগন্তুকদিগকে দুষ্প্রাপ্য পার্ব্বতীয় ও সামুদ্রিক সামগ্রী—বহুমূল্য প্রস্তর এবং মণি-মাণিক্য প্রভৃতি—উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

* * *

বাণিজ্য-প্রসঙ্গে খাবেরিজ বন্দর।

প্রাচীন তামিল কাব্যে আর একটী বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বন্দর—'কবিরি পড্ডিনাম।' ঐ বন্দর 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে 'কামারা' এবং টলেমির গ্রন্থে 'খাবেরিজ' নামে পরিচিত। গ্রন্থান্তরে আবার উহা 'পুকার' নামেও অভিহিত হইতে দেখি। কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া উহার নাম—'কবিরিপড্ডিনাম' হয়;—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।*

কথিত হয়,—ঐ বন্দরের শ্রীসমৃদ্ধির দিনে কাবেরী অধিকতর প্রশস্ত ও গভীর ছিল। পালভরে পরিচালিত অর্ণবপোত-সমূহ তখন ঐ বন্দরে অনায়াসে গতিবিধি করিতে পারিত। কবিরি পড্ডিনাম তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশের নাম হইয়াছিল—'মারুভারপাক্কাম'। সে সময় এই বন্দর বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। নানা দেশ হইতে বণিকগণ তখন বন্দরে গতিবিধি করিতেন। বিবিধ পণ্যসম্ভারে বন্দর শোভিত ছিল।

'খাবেরিজ' বন্দরে বৈদেশিক বণিকগণের উপনিবেশ ছিল। বিভিন্ন-ভাষাভাষী বণিকগণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, এই বন্দরে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কত বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যবসায়ীই তখন এ বন্দরে বসবাস করিতেন! কেহ বা সুগন্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিত; কেহ বা

* 'খাবেরিজ' ভিন্ন ভারতের 'মুজিরিস' প্রভৃতি অন্যান্য বন্দরের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। খাবেরিজ বন্দর এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল,—এই সময়ে এই বন্দরই বাণিজ্যের কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বন্দরের এই সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মমসেন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"In the Flavian period, in which the monsoon voyages had already become regular, the whole west coast of India was opened up to the Roman merchants as far down as the coast of Malabar, the home of the highly esteemed and dear priced pepper for the sake of which they visited the ports of Musiris (probably Mangalura) and Nelcyndra (in Indian doubtless *Nilkantha* from one of the surnames of the God Siva, probably the modern Nileswara). Somewhat farther to the South at Kavanor, numerous Roman gold coins of the Julio-Claudian epoch have been found, formerly exchanged against the spices destined for the Roman kitchen."—Mommsen, *Provinces of the Roman Empire*, Vol. II, p. 301.

ফুল ও ধূপ-ধূনা বিক্রয় করিত; কেহ বা রেশম, পশম ও তুলার দ্রব্যে কারুকার্য্য করিত; কেহ বা চন্দন, চুনী, পান্না ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদির ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল; কেহ বা খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিত। ফলতঃ, চিত্রকর, সূত্রধর, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কারুকার—সে বন্দরে কোনও শ্রেণীর লোকেরই অভাব ছিল না।

'কবিরিপড্ডিনাম' বন্দরের বিপণীতে বিদেশাগত যে সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইত, 'পড্ডিনাপালাই' তামিল গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। সে মতে, দূর সমুদ্র বাহিয়া বণিকগণ অশ্বাদি আনয়ন করিতেন; পোতপূর্ণ পিপ্পল, উত্তরদিকের পার্ব্বত্যদেশের স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি, পশ্চিম-দেশের চন্দন, দক্ষিণ-সাগরের মুক্তা এবং পূর্ব্ব-সাগরের প্রবাল 'কবিরিপড্ডিনামের' বিপনীতে বিক্রীত হইত। 'ইলাম' বা লঙ্কা দ্বীপ হইতে এবং 'কালাকাম' বা ব্রহ্মদেশ হইতে এই বন্দরে সর্ব্বদা পণ্য-দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইত। *

* * *

ভারতে বৈদেশিক শিল্পী।

'কবিরিপড্ডিনাম' নগরে চোল-রাজগণের যে অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, রাজধানীর সেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ জন্য মগধ হইতে শিল্পিগণ এবং মারাদাম হইতে মণিগণ আগমন করিয়াছিলেন। অবন্তী হইত কর্ম্মকার এবং যবন-দেশ (গ্রীস) হইতে সূত্রধরগণ আসিয়াছিলেন। প্রকাশ—তামিল-দেশের সুনিপুণ কারিকরগণের সাহায্যে এবং বৈদেশিক শিল্পীর সহায়তায় রাজধানীর সেই অট্টালিকা-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ফলতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যে এক সময়ে চোল-রাজ্যের বন্দর-সমূহ গৌরবের উচ্চ চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যে করোমণ্ডল উপকূল বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল;—ভারতের বন্দর ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকায় পরিশোভিত হইয়াছিল,—ইতিহাস সে সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তখন ভারতীয় অর্ণবপোত-সমূহ ভারত-মহাসাগরের সর্ব্বত্র, মালয়-দ্বীপপুঞ্জে এবং ইউরোপ মিশর প্রভৃতি জনপদে গতিবিধি করিত। বিদেশ-জাত পণ্যসম্ভার ভারতের বিপণীতে এবং ভারতের পণ্যসম্ভার বিদেশের বিপণীতে সমাদৃত হইয়াছিল। ভারতের বাণিজ্যোন্নতির সে সুবর্ণযুগ আজ কল্পনার সামগ্রী!—অতীতের অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত—প্রমাণ-সাপেক্ষ।

* *

ভারতের জেটি ও আলোক গৃহ প্রভৃতি।

বন্দরের পার্শ্বে উপকূলভাগে অর্ণবপোত-বন্ধনের উপযোগী উন্নত-ক্ষেত্র বা 'প্লাটফরম' প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পণ্যাদি উত্তোলন-অবতরণের জন্য 'ক্রেণের' ন্যায় কলের ব্যবস্থা ছিল। সমুদ্রোপকূলে, বন্দরে, পণ্য-দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য মালগুদাম প্রস্তুত হইয়াছিল।

---

* R. Sewell, *J. A. R. S*, 1904; Ptolemy, Geography Bk. VII, Ch. I. in *Indian Antiquary*, xlii.; Mr Walhouse, *Aquamarian Gems, Ancient and Modern*, In Indian Antiquary, vol. V.; Rice, *Mysore and Coorg from the Inscriptions in the Indian Antiquary* XII. Balfour, Cyclopaedia. প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'কবিরিপড়িনাম্' বন্দরে 'কাষ্টম' অর্থাৎ বাণিজ্য-শুল্ক সংগৃহীত হইত। শুল্ক সংগৃহীত হইলে সওদাগরগণ মালের 'ছার' প্রাপ্ত হইতেন। বাণিজ্য-শুল্ক সংগৃহীত হইবার পর, চোল-রাজগণের রাজকীয় নিদর্শন ব্যাঘ্রমূর্ত্তিঅঙ্কিত মোহর দ্বারা পণ্য-দ্রব্য চিহ্নিত হইত। মোহরাঙ্কিত দ্রব্য তখন রাজকীয় ভাণ্ডার বা গুদাম হইতে বণিকগণ আপনাপন বিপণীতে এবং গুদামে লাইয়া যাইতে পারিতেন; অথবা সেখান হইতেই বিক্রয় করিতেন।

এই বাণিজ্য-ব্যাপারে একটী বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাই। সে তথ্য—চোল-রাজ্যে, বন্দর-সমূহে সমুদ্র-বক্ষে আলোক-গৃহের (Light house) বিদ্যমানতা। গভীর রাত্রে সেই আলোক-দৃষ্টে সাগরগামী পোতসমূহ গতিবিধি করিত। 'রেরুম পদ-আরূপ পদাই' নামক তামিল-কাব্যে, করোমণ্ডল উপকূলের সন্নিকটে, এইরূপ আলোক-গৃহের বিদ্যমানতার বিষয়ে বর্ণনা আছে। কবি বলিতেছেন,—ইষ্টক-নির্ম্মিত সুদৃঢ় অত্যুচ্চ আলোক-গৃহ-সমূহ নিশাকালে উজ্জ্বল আলোক বিকরণ করিয়া সমুদ্র-গর্ভস্থিত অর্ণবপোত-সমূহকে বন্দরের পথ প্রদর্শন করিত।

ফলতঃ, সভ্য-সমুন্নত দেশে পোতাধিষ্ঠান প্রভৃতির জন্য যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন, ভারতে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না।

সমুদ্রতীরে 'প্লাটফরম' বা উন্নত অবরোহণ-ক্ষেত্র—আধুনিক 'জেঠির' (jetty) কথা স্মৃতিপথে আনয়ন করে। সাগরগামী অর্ণবপোত অধুনা যেমন বন্দরে 'জেঠিতে' নঙ্গর করিয়া থাকে, পোতাধিষ্ঠানে বা 'ডকে' লইয়া গিয়া জাহাজগুলি যেমন মেরামত করা হয়, অতি প্রাচীন কালে ভারতেও সে ব্যবস্থা ছিল,—পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। এ সকল নৌ-বিভাগে ভারতের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন বলিতে পারি। সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার ইহা এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ সন্দেহ নাই।

যাঁহারা 'অসভ্য বর্ব্বর' বলিয়া ভারতবাসীকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় স্মরণ করিলে, তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। ভারতের সেই সমৃদ্ধির দিনে সভ্যতা-গর্ব্বিত পাশ্চাত্য দেশ বর্ব্বরতার অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত,—ইতিহাস সে সাক্ষ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

সমুদ্র-গর্ভে আলোক-গৃহ প্রভৃতি সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। ভারত কত কাল পূর্ব্বে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সভ্যজাতির সভ্যতার ইতিহাসেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত! অধুনা সভ্য-সমাজের যাহা আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হয়, সে সকলই প্রাচীন ভারতেরই অনুস্মৃতি বলিয়া মনে করি।

ফলতঃ, ভারতই পাশ্চাত্যের সকল আদর্শের মূলীভূত। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য-নীতি, দণ্ডনীতি—সর্ব্ববিধ নীতি বিষয়েই পাশ্চাত্য, প্রাচ্যের—প্রধানতঃ ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে;—ভারতকেই গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্যের আধুনিক বাণিজ্য পদ্ধতিতেও ভারতের অনুসরণ, সর্ব্ববিষয়েই উপলব্ধ হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যে বাণিজ্য-প্রসঙ্গ।

[আগাথারকাইডিসের মন্তব্য ;—প্লিনির কথা,—'পেরিপ্লাস' ও টলেমি ;—পেরিপ্লাসের বর্ণনা ;—ভারতীয় বাণিজ্য-বন্দর ;—বাণিজ্য-পথ ;—টলেমির ভূগোল-গ্রন্থে বাণিজ্য পরিচয় ;—কসমাসের সাক্ষ্য ;—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

* * *

আগাথারকাইডিস ও প্লিনি।

যেমন প্রাচ্যের সাহিত্যে, তেমনি পাশ্চাত্যের ইতিহাসে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত রহিয়াছে। ১৭৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আগাথারকাইডিস পৃথিবী-বিখ্যাত 'আলেকজান্দ্রিয়ান লাইব্রেরীর' সভাপতি ছিলেন। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, ডায়ডোরস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ, আগাথারকাইডিসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আগাথারকাইডিসের উক্তিতে সপ্রমাণ হয়,—তখন সিন্ধুনদ হইতে এবং পাটল হইতে বাণিজ্য-পোত সমূহ ইউরোপে গতিবিধি করিত।

তখন 'সেরিয়া', এসিয়া ও ইউরোপের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। আগাথারকাইডিস তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে তখন ভারতের 'একচেটিয়া' অধিকার। তাই তখন 'সেরিয়া' বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৃহদাকার ভারতীয় বাণিজ্যপোত-সমূহ তখন পণ্য-সম্ভার বহন করিয়া আলেকজান্দ্রিরা বন্দরে উপনীত হইত। আগাথারকাইডিস তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক প্লিনির বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনায় তিনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহার গ্রন্থে কয়েকটী ভারতীয় বন্দরের উল্লেখ আছে। 'তাপ্রোবেণ' বন্দরের পরিচয় তাঁহারই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'তাপ্রোবেণ'—প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, লঙ্কাদ্বীপেরই নামান্তর। বৈদেশিক বাণিজ্য তখন 'তাপ্রোবেণ' বন্দরে প্রবলভাবে চলিতেছিল,—সে পরিচয় প্লিনির গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

* * *

'টলেমি' ও 'পেরিপ্লাস'।

টলেমির 'ভূগোলে' এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ এবং তাহার পর টলেমির 'ভূগোল' রচিত হইয়াছিল,—সপ্রমাণ হয়।. 'পেরিপ্লাস'—সামুদ্রিক পথপ্রদর্শক গ্রন্থবিশেষ। উহাতে বহুদর্শী জনৈক নাবিকের লোহিতসাগরের, পারস্য উপসাগরের এবং মালবার ও কর-

মোগুল উপকূলের অভিজ্ঞতার বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে। কথিত হয়, সেই নাবিক বহুকাল 'বারিগাজায়' (বরোচে) অবস্থান করিয়াছিলেন।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে টলেমির ভূগোল এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণ্য এবং পাশ্চাত্য-জাতির নিকট আদরণীয়। সুতরাং ঐ দুই গ্রন্থে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে পরিচয় দেখিতে পাই, পরবর্ত্তী অংশে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

* * *

'পেরিপ্লাসে' বন্দরের পরিচয়।

'পেরিপ্লাসের' মতে, 'বরোচ' পশ্চিম ভারতের একটী সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। সেখান হইতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে, বিভিন্ন স্থানে বৈদেশিক পণ্য-সমূহ সংবাহিত হইত। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে 'পৈথান' ও 'টগর' নামক আর দুইটী বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সে মতে 'পৈথান'—বারিগাজার দক্ষিণে অবস্থিত। 'বারিগাজা' হইতে 'পৈথান' পৌছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিত। 'টগরের' অবস্থান তখন 'পৈথানের' পশ্চিম দিকে নির্দ্দিষ্ট হইত। 'পৈথান' হইতে 'টগরে' পৌছিতে দশ দিন লাগিত।

পৈথান বা পিথান—অধুনা নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত 'ধাড়ুর' নামক স্থানে চিহ্নিত হয়। ঐ দুই বন্দর হইতে বহু পরিমাণ মণি-মাণিক্য, মসলিন, তুলা ও বিবিধ পণ্য 'বরোচ' বন্দরে সংবাহিত হইয়া বিদেশে—ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশে রপ্তানি হইত।

'পেরিপ্লাসে' আর আর যে সকল সমুদ্রতীরস্থ বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'সৌপ্পার', কল্লিয়েনা, সেমুল্লা, মাণ্ডাগোড়া, পালাই, পাতামাই, মেলিজেইগড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সৌপ্পার—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেসিন বন্দরের সন্নিকটে 'সুপার' নামক স্থানে চিহ্নিত হয়।

'পেরিপ্লাসে' বর্ণিত 'কল্লিয়েনা' বর্ত্তমান 'কল্যাণ' সহর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কল্যাণ-সহর এক সময়ে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল। কেনাড়ির এবং জুন্নারের গহ্বরাভ্যন্তরে খোদিত লিপিতে যাহাদের দানের বিষয় উল্লিখিত, তাঁহারা কল্যাণের অধিবাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। 'সেমুল্লা' বন্দরকে কেহ বা 'চেম্বর', কেহ বা 'মৌল' বলিয়া অনুমান করেন। মাণ্ডাগোড়া—বর্ত্তমান মান্দাদ। 'পালইপাতামাই' বন্দর কাহারও কাহারও মতে 'মহাদেবের' নিকটবর্ত্তী 'পাল'-বন্দর বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। 'মেলিজেইগড়' অধুনা 'জয়গড়' নামে পরিচিত।

উত্তর ভূভাগের এই সকল বন্দর ব্যতীত, দক্ষিণ ভূভাগে তিনটী প্রধান বন্দরের উল্লেখ 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। সেই তিনটী বন্দরের নাম—'টিণ্ডিস্, মুজিরিস, নিলকিণ্ডা।' এই বন্দরত্রয় হইতে পিপ্পল, মশলা, মুক্তা, গজদন্ত, সূক্ষ্ম মসৃণ, রেশম এবং হীরক, পান্না, চুনি প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরাদি বিদেশে রপ্তানি হইত।

এতদ্ভিন্ন হিন্দু-বণিকগণের বাণিজ্য-পোত-সমূহ পূর্ব্ব-আফ্রিকায়, আরবের ও পারস্যের বন্দরসমূহে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত;—সকোত্রা-দ্বীপের উত্তর উপকূলে হিন্দুবণিকগণ উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিলেন,—'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে এ সকলেরও উল্লেখ আছে।

প্রকৃতপক্ষে 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ রচনা-কালে বারিগাজার বণিকগণ আরব হইতে গঁদ ও সুগন্ধ

দ্রব্য, আফ্রিকার উপকূল হইতে স্বর্ণ এবং মালবার ও লঙ্কা হইতে পিপ্পল এবং দারুচিনি সংগ্রহ করিতেন। এই সূত্রে ভারত-মহাসাগরের সর্ব্বত্র তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থই সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মালবার ও করোমণ্ডল উপকূল হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত বিদেশে যাত্রা করিত, সে সকলই ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মালবার-উপকূলে 'লিমিরিক' বন্দরে বাণিজ্যপোতের অধিষ্ঠান ছিল। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্ত্তিকালে মার্কোপোলো প্রমুখ পরিব্রাজকগণ চীনদেশে যে শ্রেণীর বাণিজ্য-পোত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লিখিত পোতের বর্ণনার সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যে সকল অর্ণব-পোতে বণিকগণ গতিবিধি করিতেন, তাহাদের কোনটী মকরাকৃতি, কোনটী ময়ূরাকৃতি, আবার কতকগুলি বা জীব-জন্তুর আকৃতির অনুকরণে সংগঠিত। এতদ্ভিন্ন, আরও বিবিধ আকৃতির পোতের পরিচয় গ্রন্থপত্রে প্রাপ্ত হই।

সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উপযোগী পোতাদি গমনাগমনের পথের বিষয়ও 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তখন ভারতীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত পণ্যসম্ভারবাহী অর্ণবপোতসমূহ 'মিয়স হরমোস' বা 'বেরেণিকা' হইতে যাত্রা করিয়া লোহিত-সাগরের পথে প্রথমে 'মোথার' কুড়ি মাইল দক্ষিণে 'মৌজা' নামক স্থানে পৌছিত। তার পর, সেখান হইতে 'ওকেলিসে' আসিত। পরে আরব-সাগরের উপকূল ধরিয়া 'ইউডেইমন' (বর্ত্তমান এডেন) বন্দরে এবং আরব অতিক্রম করিয়া 'কেন' বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইত।

'কেন' হইতে ভারত-প্রবেশের কয়েকটী পথ ছিল। কোনও কোনও পোত সেখান হইতে সিন্ধু-নদে প্রবেশ করিয়া 'বারিগাজায়' আসিত; আবার কোনও কোনও পোত বরাবর মালবার উপকূলে 'লিমিরিক' বন্দরে পৌছিত। এরোমেটা (গার্দাফুই অন্তরীপ) হইতে লিমিরিক বন্দরে গমনাগমনের আরও একটী পথ ছিল।

বর্ষাকালেই সাধারণতঃ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইত। হিপ্পালাসের অনুসরণে, বণিকগণ সাধারণতঃ জুলাই মাসে মিশর হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিতেন।

* * *

টলেমির চিত্র।

টলেমির ভূগোল-গ্রন্থে যে সকল বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বন্দর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা,—(১) সৈরাষ্ট—বর্ত্তমান সুরাট; (২) মনোগ্লোসন—গুজরাটের অন্তর্গত মনগ্রোল বন্দর; (৩) আরিয়াক—মহারাষ্ট্র দেশ; (৪) সৌপার, (৫) মুজিরিস, (৬) বাকারাই; (৭) মৈসলিয়া—বর্ত্তমান মসলিপত্তন; (৮) কৌনাগড়—কেনারক বন্দর এবং (৯—১০) পাটল ও বাকেরাই প্রভৃতি।

পাটলের অবস্থান—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিন্ধু-প্রদেশে নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাটল বন্দর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত ছিল,—গ্রীস-সম্রাট আগাথার-কাইডিস সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

* * *

কসমাসের সাক্ষ্য।

প্লিনি, টলেমি এবং পেরিপ্লাস প্রভৃতির পর, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসঙ্গ 'কসমাস ইণ্ডিকোপ্লিউষ্টেসের' 'ক্রিষ্টিয়ান টপোগ্রাফি' গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে কসমাস যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তাহার আভাস প্রদাদ করিতেছি।

কসমাস রোম-দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন। রোম-সম্রাট দ্বিতীয় জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে আফ্রিকার 'ইথিওপিয়া' প্রদেশে, 'আডুল' বন্দরে গমন করেন। তখন ঐ বন্দর 'আকসুমের' রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। বন্দরের সমৃদ্ধির অবধি ছিল না। প্রকাশ,—৫৬০ খৃষ্টাব্দে কসমাস আডুল বন্দরে গমন করিয়াছিলেন।

কসমাসের গ্রন্থে সে সময়ের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বসতি-স্থানের উল্লেখ ছিল। কসমাস যে সকল বাণিজ্য-বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বাণিজ্য-বন্দরগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। কসমাস সর্ব্বপ্রথম মালা বা মালবার বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বন্দর তখন লঙ্কা-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মালা ভিন্ন আরও পাঁচটী বন্দরে লঙ্কা রপ্তানি হইত। সে পাঁচটী বন্দর,—পুড্ডোপাটনা, নালোপাটনা, সালোপাটনা, মাঙ্গারুথ, পটি। এই পাঁচটী এবং আরও কয়েকটী বন্দর ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঐ বন্দর ভিন্ন 'সুরাট' বন্দর এবং 'কল্লিয়েন' বা কল্যাণ বন্দর ও সিবর প্রভৃতিও তখন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিল। কোনও কোনও মতে বোম্বাই বন্দরই কল্যাণ নামে অভিহিত হইত।

দেবল-রাজ্য ও 'সুবহেট' হইতে কসমাস লঙ্কাদ্বীপে বাণিজ্য-পোত যাইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কা দ্বীপকে 'সেরেণ-দ্বীপ' বলিতেন। তখন সেরেণ-দ্বীপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। তখন লঙ্কা-দ্বীপ হইতে এক দিকে চীনদেশে এবং অন্য দিকে লোহিত-সাগরে ও পারস্য উপসাগরে পণ্যবাহী অর্ণবপোত-সমূহ গতিবিধি করিত।

তখন চীনের সহিতও ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল। সে বিষয় কসমাস ভিন্ন পাশ্চাত্য-দেশের কোনও গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই।

কসমাসের পর, মার্কো পোলো। তাঁহার অভিমত পণ্ডিতগণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। মার্কোপোলোর গ্রন্থ ফরাসী-ভাষায় লিখিত। নানা ভাষায় ঐ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থেও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে বুঝা যায়, যেমন বহির্ব্বাণিজ্যে, তেমনই অন্তর্ব্বাণিজ্যে ভারত কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনপদে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপন—সে কেবল ভারতের প্রতিষ্ঠা-গৌরবেরই পরিচায়ক। ফলতঃ, যে ভাবে যে দিক দিয়াই দেখি, সর্ব্বত্রই ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান।

* * *

উপসংহারে বক্তব্য।

প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের এই বাণিজ্য-ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে ২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, অগাষ্টাস সিজারের দরবারে ভারতীয়

দূতের অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের দরবারে 'রাজা পাণ্ডিয়ন' কর্তৃক সেই দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তখন ভারতে পাণ্ড্য-রাজগণের প্রাধান্য। কিন্তু পাণ্ড্য-বংশীয় কোন্ রাজা সে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন নাই।

মৌর্য্য-নৃপতিগণের রাজত্বকালে বৈদেশিক জাতির পদার্পণ ভারতে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময়ে বৈদেশিকগণই ভারত-সম্রাটের দরবারে দূত প্রেরণ করিতেন। কিন্তু ভারত হইতে বৈদেশিক রাজ-দরবারে দূতের গতিবিধির কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই। ভারতের নৃপতিগণ তখন বৈদেশিক প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না; তাই দূত-প্রেরণে সৌহার্দ্দ্য-স্থাপনের কোনও আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। পক্ষান্তরে বৈদেশিক রাজগণ ভারত-সম্রাটের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত প্রীতি-সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন;—তাই মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির দরবারে বৈদেশিক দূতের অবস্থানের পরিচয় পাই। পরে সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে। তাই বৈদেশিক নৃপতির সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ভারতীয় নৃপতির প্রয়াস দেখিতে পাই।

পাণ্ড্যরাজ ইউরোপীয় জাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপনের উপযোগিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার দূত রোম-দরবারের উপস্থিত হইয়াছিল। 'জরামেনো-খেগাস' নামক একজন ভারতীয় দূতের রোমনগরে অবস্থিতির বিষয় ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কথিত হয়,—রাজা পোরাস সেই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশ—জরামেনো-খেগাস এথেন্স-নগরে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এথেন্স সহরেই তাঁহার সমাধি হয়। সেই কবরের গাত্রে দূতের পরিচয়-সূচক কয়েকটী কথা লিখিতে ছিল,—যোগী খেগাজ বা খেগাস এই কবরে কবরিত আছেন। ভারতবর্ষের অন্তর্গত বারুগাজা সহর হইতে খেগাস এখানে আগমন করিয়াছিলেন। স্বদেশের আচার-পদ্ধতি পালন করিয়া তিনি অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।' *

ভারত হইতে অগাষ্টাসের নিকট দূত প্রেরণের বিষয় ডিয়ন কেসিয়াস, ফ্লোরাস এবং অরেলিয়াস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা পোরাস রোম সম্রাটের নিকট যে সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী ব্যাঘ্র ছিল। ডিয়ন কেসিয়াস বলেন,—তাহার পূর্ব্বে রোমবাসীরা আর কখনও ব্যাঘ্র দেখেন নাই। সুতরাং ভারত হইতে আগত ব্যাঘ্র-দর্শনে তাঁহারা বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। †

সম্রাট আগাষ্টাসের সময় রোম-সাম্রাজ্য হইতে বহু লোক ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ

* খেগাসের সমাধির উপরিভাগে যে স্মারক লিপি দৃষ্ট হয়, তাহা এই,—"Here rests Khegus or Khegan the Jogue, an Indian from Barugaza (or Bhroach), who rendered himself immortal according to the custom of his country."—Dr. Vincent's *Commerce of the Ancients* Vol. I.

† Dion Cassius, *History of Rome* IX. p. 73. Florus, *Epitome of Roman History*. iv. 12; Orosius, *History*, vi. 12.

করেন। তখন ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে মালবার ও করোমণ্ডল উপকূলে, রোমীয়গণের কতকগুলি উপনিবেশও স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে রোমের সহিত ভারতের বন্ধুত্ব-বন্ধন এতই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, 'মুজিরি' বন্দরে আগাষ্টাসের নামে একটী মন্দির পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক বণিকগণ সেই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১১৬ খৃষ্টাব্দে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্ত্তী 'মেসোপোটেমিয়া' রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাতে রোম-সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমা ইউয়েচি রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় ছয় শত মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়ে। পরবর্ত্তিকালে হাড্রিয়ান পূর্ব্ব সীমার বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও রোম-সায়াজ্যের সমৃদ্ধির বিষয় সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইত। তখনও রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল।

রোমদেশীয় ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস পম্ফেলির উক্তিতে প্রকাশ,—মহাবীর কনষ্টাণ্টাইনের দরবারে ভারতীয় দূত বিবিধ উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিল। আবার জুলিয়ানের রাজত্বকালেও ভারতীয় দূত রোমে গমন করিয়াছিল (৩৬১ খৃঃ) এবং রোমের দূত ভারতে উপস্থিত হইয়াছিল,—ঐতিহাসিক এমিএনাস মার্সেলিনাস তাহা সপ্রমাণ করেন।

* * *

বিরুদ্ধ মতের আলোচনা।

ডিয়ন কেসিয়াসের গ্রন্থে প্রকাশ,—রোম-সম্রাট ট্রেজানের রাজত্বকালেও বহু বার ভারতবর্ষ হইতে রোমে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। কেসিয়াসের গ্রন্থে যে দূতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ৯৯ খৃষ্টাব্দের পর সেই দূত রোমে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের সিদ্ধান্তে ঐ দূত শক-নৃপতি কনিষ্ক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত প্রাচীন-ভারতের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে এতদুক্তি দৃষ্ট হয়। তাহাতে, ভিন্সেণ্ট স্মিথের এই উক্তিতে, এখানে একটী সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন,—'ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জয় করিয়া রোম-সম্রাট ট্রেজান স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তৎকালিক শক-নৃপতি দ্বিতীয় কাডফাইসেস তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে দ্বিতীয় কাডফাইসেস কর্ত্তৃক রোমে দূত প্রেরিত হইয়াছিল।'

পুরাবৃত্তে প্রতিপন্ন হয়,—দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেসের লোকান্তরের পর কনিষ্ক সিংহাসন লাভ করেন। ৫৫-৭৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেসের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হন। এদিকে পশ্চিম ভারত বিজয়ের পর ৯৯ খৃষ্টাব্দে ট্রেজানের রোমে প্রত্যাবর্ত্তন সাব্যস্ত হয়। এ হিসাবে দ্বিতীয় কাডফাইসেসের পরলোকগমনের পর ট্রেজান ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে আগমন করেন, বুঝিতে পারি। সুতরাং ঐতিহাসিকের পরস্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য কিরূপে সংসাধিত হয়? ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে কোনই কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই।

কনিষ্কের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল সম্বন্ধে (৭৮ খৃষ্টাব্দে) কোনও মতান্তর নাই। প্রাচীন ভরেতের নৃপতিগণের রাজ্যকাল-গণনায় মতান্তর থাকিলেও, কনিষ্কের রাজ্যকাল (৭৮ খৃষ্টাব্দ) নির্দ্দেশে প্রায়ই মতান্তর দেখি না। এ হিসাবে কনিষ্ককেই রোমসম্রাট ট্রেজানের সমসাময়িক

বলিতে হয়। আর কনিষ্কের দরবার হইতেই রোম-সম্রাট ট্রেজানের দরবারে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। *

যাহা হউক, ঐতিহাসিক তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাহার সংশোধন করিয়াছিলেন,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। কোসিয়াসও রোমসম্রাটের দরবারে ভারতীয় দূতের উপস্থিতি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ট্রেজান যখন তাইগ্রিস নদীর মোহানায় উপস্থিত হন, তখন তিনি ভারতীয় অর্ণবপোত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তখন সেই পোত ভারতের অভিমুখে গমন করিতেছিল। ট্রেজান ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালেও ভারতের বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

ভারতের সহিত রোমের এই সখ্যতার দ্বিবিধ কারণ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। পার্থিয়ান-গণ এবং সাসানীয়গণ রোম-সাম্রাজ্যের চিরশত্রু। রোম সম্রাট বুঝিয়াছিলেন,—ঐ দুই প্রবল শক্তিকে দমন করিতে না পারিলে, রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর নহে। অপিচ, প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংরক্ষণও একরূপ অসম্ভব। তাই ভারতের সহিত রোমের বন্ধুত্ব-বন্ধন আবশ্যক হইয়াছিল।

সিন্ধু-নদের উপত্যকা-প্রদেশ এবং বাক্ত্রিয়া রাজ্য তখন কুশন বা শক বংশের অধিকারভুক্ত। সুতরাং কুশন বা শক নৃপতিগণের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া রোমীয়গণ বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জাতি কূটরাজনীতিবিশারদ। 'যা শত্রু পরে পরে'—এই নীতি অবলম্বনে আপনাকে নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যেই রোমের এই সখ্যতা-বন্ধনের আগ্রহ। স্বার্থ-সাধনই এই সখ্যতার মূলীভূত।

যাহা হউক, পার্থিয়ান ও সাসানীয়দিগকে দমনে রাখিয়া বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যেই মার্ক এণ্টনির সময় হইতে জাষ্টিনিয়ানের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত (৩০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজকীয় দূতগণের গতিবিধি-সূত্রে রোম-সাম্রাজ্য ভারতের সখ্যতা-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। রোমীয় সেনাপতি কোরবুলো ৬০ খৃষ্টাব্দে 'হির্কানিয়া' প্রদেশের রাজদূতকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। সেখান হইতে শক-নৃপতিগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজদূত হির্কানিয়ায় পৌঁছিবার সুবিধা পাইয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—'পেরিপ্লাস' প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাদান দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল রোম-সম্রাজ্যের সহিত ভারতের এই ঘনিষ্ট সখ্যতা-বন্ধন। বহুকাল এইরূপ সখ্যতা-বন্ধনের ফলে ভারতের এই এক সুবিধা হইয়াছিল যে,—কুশন রাজগণ এবং পোশোয়ারের সীমান্তের অন্যান্য নৃপতিগণ মুদ্রাঙ্কন বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলেই ভারতে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল।

আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। সভ্যতার আদি-ক্ষেত্র—ভারত কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে শিষ্যত্ব স্বীকার করে নাই। মুদ্রাঙ্কন ভারতেরই উদ্ভাবিত।

---

* Mc.Crindle's *Ancient India*, (190.) p. 213 এবং V. A. Smith, *Early* History of India, 2nd & 3rd Editions.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্যে ভারতের বাণিজ্য।

[চীনে বাণিজ্য ;—চীনে ভারতের উপনিবেশ ;—চীনে ভারতের টাকশাল ;—'কুঙ্' উপঢৌকন ;—ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ সূত্র ;—ভারত কর্ত্তৃক চীন বিজয় ;—দূতের গতিবিধি-সূত্রে বাণিজ্যের প্রসার ;—বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে বাণিজ্যের সুবিধা,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ;—পঞ্চাগ্নির কথা,—চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ;—বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্য নিরূপণে 'রাজকীয় কমিশন' ;—বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ; —চীনে অষ্টবসু পূজা ; —চীনে ভারতীয় ইক্ষু ও চিনি ;—চীনে ভারতীয় মুক্তাশুক্তি প্রভৃতি ;—হেনা ও প্রবালাদি রত্ন ;—বিবিধ তথ্য।]

* * *

চীনে বাণিজ্য।

কেবল ইউরোপে নহে ;—চীনেও ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অশেষ নিদর্শন গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হয়। চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ কত কাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে চীন-সাম্রাজ্য ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজিও চীনের আচার-ব্যবহার ধর্ম্ম-নীতিতে ভারতের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান দেখি।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীতে চীনে যে সকল পণ্য-দ্রব্য সংবাহিত হইত, সেই পণ্য-দ্রব্যের সংজ্ঞার মধ্যে দ্রাবিড়-দেশীয় নামের উল্লেখ আছে। তখন দ্রাবিড়-রাজ্য হইতে সমুদ্র-পথে চীনে বাণিজ্য চলিতেছিল, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাহা বুঝিতে পারি। *

* * *

চীনে ভারতের উপনিবেশ।

স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে চীনে ভারতবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—কিবা সংস্কৃত-সাহিত্যে কিবা চীনের পুরাবৃত্তে—সর্ব্বত্র তাহার সন্ধান পাই। ভারতের বণিকগণ চীন-দেশ হইতে রেশম, কর্পূর, ইস্পাত, সিন্দূর প্রভৃতি পণ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেন,—সার হেনরি ইউলের গ্রন্থে সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। †

খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে চীন-সাম্রাজ্যে ভারতের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্ট-জন্মের সহস্রাধিক

---

* Terrian de Lacouperle, *Western Origin of the Early Chinese Civilization*,

† Sir Henry Yule, *Cathay and the Way Thither.*

বৎসর পূর্ব্বে, কতকগুলি ভারতবাসী 'শেনসি' অতিক্রম করিয়া চীনের পূর্ব্ব-সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে চীনে তাঁহারা একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাজ্যের নাম 'শিন' (T'sin) অর্থাৎ চীন। * চীন-সাম্রাজ্যের প্রাচীনত্বের আলোচনায় ভিনিসীয় পণ্ডিত মার্কো পোলো এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এ সিদ্ধান্ত না মানিলেও ভারতের উপনিবেশ চীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মতদ্বৈধ নাই।

* * *

চীনে ভারতের টাকশাল।

চীন-দেশের গ্রন্থ-পত্র আলোড়ন করিয়া অধ্যাপক লাকুপিরি প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—৬৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'কিয়াও-চাউ' উপসাগরে ভারতীয় বণিকগণের একটী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে উপনিবেশের নাম হইয়াছিল,—'লংগ' (Lang-ga) বা 'লং-ইয়' (Lang-ya)।

ঐ উপনিবেশের একটী পল্লীতে তাঁহাদের রাজধানী ও টাকশাল ছিল। সে পল্লীর নাম ছিল—'শি-মিয়ে' (T'si-mieh) বা 'শি-মো' (T'si-moh) সেখানে বণিকগণ স্বয়ং মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। চীন দেশে সে সময়ে সেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সেই সময় হইতে চীনারা ভারতীয় বণিকগণের অনুকরণে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ করে।

বণিকদিগের মুদ্রাযন্ত্র দেখিয়া চীন-দেশের যুবরাজ আপন রাজ্য-মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ৫৭৫ হইতে ৫৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রকারে চীন-দেশে, ভারতের অনুকরণে, মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তখন, ঔপনিবেশিক বণিকগণের সহিত পারিপার্শ্বিক চীন সম্রাটদিগের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেই সদ্ভাবের ফলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৭০ —৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে) ঔপনিবেশিকগণের এবং চীন-সাম্রাজ্যের যুক্ত-নামে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়, আর সেই মুদ্রা চীন-সাম্রাজ্যের নানা স্থানে চলিতে থাকে।

ইহার পর কিছুকাল (৪৭২-৪৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে) বণিকগণ স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ করেন। পরিশেষে উপনিবেশে তাঁহাদের প্রভাব লোপ পাইয়া আসিলে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার প্রচলন সে সকল স্থানে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

* * *

উপনিবেশ-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য।

যে ভাবে যে অবস্থায় ভারতের বণিকগণ চীনে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অধ্যাপক লাকুপিরি তাহার এক জীবন্ত চিত্র প্রকটন করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই,—ভারত-মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়া ভারতের বণিকগণ চীনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

৬৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীনের 'কিউ' প্রদেশের অধিবাসিগণ তাঁহাদের বাণিজ্যের অন্তরায় ঘটায়। সাণ্টুং প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভূভাগ তখন 'কিউ' নামে অভিহিত হইত। 'কিউ'-প্রদেশের বিদ্রোহাচরণে হিন্দু-বণিকগণ আরও উত্তরে সরিয়া যান। 'কিয়াও-চু' (Kiao-Tchau) উপসাগরের তীরে 'লং-গ' (Long-ga) নামে তাঁহাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার

* ইহাই বর্ত্তমান চীন-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত বলিয়া মনে হয়। ভারতের হিন্দুগণই চীন-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এতদুক্তিতে তাহা বুঝা যায়।

পর 'সি-মি' (Tsi-mih) এবং 'সি-মো' (Tsi-moh) উপনিবেশ-দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা। সেখানে হিন্দুদিগের বাণিজ্যের বন্দর এবং মুদ্রাঙ্কনের 'টাকশাল' প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হিন্দুদিগের অনুসরণে আরব-সাগরের বিদেশী বণিকগণও ঐ সকল স্থানে উপনিবিষ্ট হন। কিন্তু হিন্দুগণই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। হিন্দু-নাবিকগণের মধ্যে 'কোতলু' (গোরো) প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। তিনি যখন চীনে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ভারতীয় গাভী আনীত হইয়াছিল। 'লু'-রাজ্যের যুবরাজ 'কোৎলু'কে এবং সেই গাভীকে মহাসমাদরে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। কোৎলুর চীনে আগমন উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা হয়। কথিত হয়,—৬৩১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে চীনের সহিত ভারতের হিন্দু-বণিকদিগের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। তখন হইতে চীন-দেশে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চীনে হিন্দুর মুদ্রার অনুকরণে 'সি' (Tsi) রাজ্যের যুবরাজ 'হোয়ান' (Hwan), মন্ত্রী 'কোয়াং-উ-র' (Kwang-wu) সহায়তায় মুদ্রা-প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী কালে, ভারতের ও চীনের মুদ্রা এক হইয়া যায়। চীনের ও ভারতের সম্রাটদ্বয়ের নাম-সহযোগে মুদ্রা চলিতে থাকে। ৫৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'সি' (T'si) রাজ্যের সংস্কার-সাধনে হিন্দুগণ তাহাকে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন করিয়া তুলেন।

৩৮০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীনের 'সু' (Ts'u), 'সি' (Ts'i) এবং 'ইয়ে' (Yueh) প্রদেশ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে চীনের হিন্দু উপনিবেশিকগণ 'লং-গ' (Long-ga) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সেই সময় 'লং-গ' প্রদেশের হিন্দু উপনিবেশ বিবাদের ফলে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়। ২২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'টিন-সি-হোয়াং-টি' (Tsin-Shi-Hwang-Ti) সেই নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বটে ; কিন্তু হিন্দু বণিকগণ আর সে বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। *

* * *

'কুঙ্' উপঢৌকনে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠা।

চীনাভাষার গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই,—সে সময় উপঢৌকানাদির বিনিময়ে বাণিজ্য চলিতেছিল। তখন চীনের বশ্যতা স্বীকার না করিলে, চীন কাহারও সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইত না। চীনের এ এক কুসংস্কার ছিল।

করপ্রদানে যে দেশ চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিত, চীনে সেই দেশেরই বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইত। অবশ্য চীন-সম্রাট সে উপঢৌকন বা কর যথাযথ প্রত্যর্পণ করিতেন। এমন কি, অনেক সময় দূতগণের বা বণিকগণের প্রদত্ত উপঢৌকন বা করের অতিরিক্তও প্রদান করিতেন।

প্রথমে ভারতবর্ষ, আরব ও পারস্যের সহিত এই ভাবে চীনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাপিত হয়। প্রকাশ,—সে সময় চীনাগণ ভারতবর্ষকে 'টিয়েনচু' বা 'টিয়েন-চু' নামে অভিহিত করিতেন। ভারতবর্ষের 'সিন্-তু' নামও চীনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। †

---

* Lacouperie—*Western Origin of the Early Chinese Civilization*, p. 89. Sec. 103 p 118.

† Dr. Bretschneidu, *Medieoval Researches*,

চীন-সম্রাটের প্রীতির জন্য তখন যে উপঢৌকন প্রেরিত হইত, চীনা-ভাষায় তাহা 'কুঙ' (Kung) নামে অভিহিত হইয়াছিল। চীনাভাষায় 'কুঙ' শব্দের অর্থ—সম্রাটের সম্মানসূচক উপঢৌকন বা 'নজর'। কিন্তু 'কুঙ' শব্দের প্রকৃত অর্থ—বিনিময় বা আদান-প্রদান।

'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' ডক্টর হার্থ 'কুঙ' শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে 'কুঙ' শব্দের 'বিনিময়' বা 'আদান প্রদান' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ডক্টর হার্থ বলিয়াছেন,—'কুঙ' শব্দে প্রকৃতপক্ষে বিনিময় বা আদান প্রদান বুঝাইত। বণিকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়া স্বদেশীয় পণ্য-সম্ভার সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিতেন। তাহাতে সম্রাটের সম্মান বৃদ্ধি পাইত। বণিকগণ ভারত হইতে আগমন করিয়া ভারত সম্রাটের আদেশে চীন সম্রাটকে সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিতেছেন,—বণিকগণ এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। চীন-সম্রাট তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া, উপঢৌকন দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার দেশের দ্রব্য-সামগ্রী উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতেন।

চীনদেশের রাজকীয় দলিল পত্রে এই উপহার বিনিময়ের বিবরণ পাওয়া যায়। যে পরিমাণ দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য প্রদান করা হইত, দলীলে তাহার নির্ঘণ্ট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইতে 'কুঙ' বলিতে বিনিময়-বাণিজ্যই বুঝিতে পারা যায়। *

খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'কুঙ' উপঢৌকন প্রদানে ভারতীয় বণিকগণ চীনের সহিত বাণিজ্য করিতেন,—ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। চীন-সম্রাট হোতির (হোটির) রাজত্বকালে, ৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, এবং চীনসম্রাট হিয়াস্তির (হিয়ান্টির) রাজত্বকালে, ১৫৮-১৫৯ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় বণিকগণ চীনে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন;—'কুঙ' উপঢৌকন প্রদান করিয়া চীনে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন,—গ্রন্থ-পত্রে তাহার বিবিধ প্রমাণ দেখিতে পাই।

'কুঙ্' উপঢৌকন গ্রহণের জন্য চীন সম্রাটের তিন জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। বিদেশীয় বণিকগণের তত্ত্বাবধানের এবং বাণিজ্য-সৌকর্য্যের ভার সেই কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। কেবল ভারতীয় বণিকগণ নহেন; লঙ্কা-দ্বীপের বণিকগণও চীনে বাণিজ্য-উপলক্ষে এইরূপ সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় বণিকগণ যে ভাবে চীনদেশে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন—প্রকারান্তরে তাঁহাদের সেই প্রথারই অনুসরণ বর্ত্তমান কালের আন্তর্জাগতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে দেখিতে পাই।

---

* ডক্টর হার্থ এই 'কুঙ্' সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম; যথা,—"Foreign trade had for long time been covered by the name, inseparable from the early foreign enterprise of Chinese Courts, of 'tribute.' The word 'tribute', in Chinese, *Kung*, was nothing but a substitute for what might as well have been called 'exchange of produce' or 'trade', the trade with foreign nations being a monopoly of the court."—Dr. F. Hirth, Ph. D., in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, for 1896.

ভারতের সহিত সম্বন্ধ-সূত্র।

'কুঙ' উপঢৌকন প্রদান উপলক্ষে এবং রাজদূতগণের গতিবিধিসূত্রে, চীনে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আভাষ পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে প্রদত্ত হইয়াছে। সে সময়ে যেমন ভারতীয় দূতের চীনে গতিবিধি ছিল, তেমনি চীনদেশের রাজদূতও ভারতে আগমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই যে ভারতে দূতগণের গতিবিধি ছিল, চীনদেশের রাজকীয় বিবরণীতে সে পরিচয় প্রাপ্ত হই।

দূতগণের গতিবিধি-সূত্রেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা। কি সূত্রে কি ভাবে চীন-দেশের ও ভারতের মধ্যে এই সম্বন্ধ-সূত্র প্রতিষ্ঠা হয়, এস্থলে তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। ১২৫-১১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, 'ইয়েচি' (শক) জাতি যখন অক্সাস নদীর উত্তরে 'সক্‌ডিয়ানায়' বসতি করিতেছিল, সেই সময় চীন-সেনাপতি 'চং-কিয়েন' প্রমুখ দূতগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করেন। তখন ঐ প্রদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইত সেই হইতে চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

এক শত বৎসরের অধিককাল শকদিগের সহিত চীনের বন্ধুত্ব বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে। তার পর ৮ খৃষ্টাব্দে উভয় জাতির রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ২৩ খৃষ্টাব্দে, 'হান'-বংশের অবসানে, পশ্চিম দিকে চীনের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

* * *

ভারত-কর্ত্তৃক চীন-বিজয়।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, ৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, চীনের সেনাপতি 'পান-চাও' দেশ-বিজয়ে বহির্গত হন। তাঁহার বিজয়ী সৈন্য রোম-সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। কাসগড়, কচ্ছ ও খোটান প্রভৃতি বিজিত হওয়ায়, চীনের বাণিজ্য-প্রসার স্থলপথে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

চীন-সৈন্যের বিজয়লাভে কুশন বা শকগণ আতঙ্কিত হন। ঐতিহাসিকগণের মতে তখন কনিষ্ক রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চীনরাজের বশ্যতা-স্বীকারে অসম্মত হন। অধিকন্তু ৯০ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক চীনের রাজকন্যার পাণি-গ্রহণের প্রস্তাব করেন। সেনাপতি পান-চাও, কনিষ্কের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ প্রস্তাব চীন-সম্রাটের অপমানজনক মনে করেন এবং কনিষ্ক-প্রেরিত দূতকে বন্দী করিয়া চীনে পাঠাইয়া দেন।

কনিষ্ক এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। বিপুল বাহিনী সজ্জিত হইল। সেনাপতি সি-র অধীনে প্রায় সত্তর হাজার পদাতিক চীন আক্রমণে অগ্রসর হইল। তখন চীনে যাইতে হইলে 'তুংলিং' পর্ব্বতমালা পার হইতে হইত। উহার অপর নাম— 'তাগদুম্বাস পামির।' ঐ পর্ব্বতে চৌদ্দ হাজার ফিট উচ্চে একটী পার্ব্বত্য-পথ ছিল। সে পথের নাম—'টাস্‌কুরঘান পাশ।' 'টাস্‌কুরঘান' অতিক্রম-কালে পথশ্রান্তে এবং অত্যধিক শৈত্যে, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, কনিষ্কের অধিকাংশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশিষ্ট সৈন্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সমতল-ক্ষেত্রে পৌঁছিবামাত্র চীনাদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কনিষ্কের চীনজয়েচ্ছা এবং চীন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে

বিসর্জ্জিত হয়। ফলে, কনিষ্ক চীন-রাজের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন; এবং সেই সময় হইতে চীন রাজদরবারে রাজকর প্রদান করিতে লাগিলেন। চীন-দেশের রাজকীয় দলীলাদিতে কনিষ্কের প্রদত্ত রাজকর লইয়া চীনে দূতপ্রেরণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। *

যাহা হউক, কনিষ্ক অধিক দিন চীনের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। তিব্বতের উত্তরে এবং পামিরের পূর্ব্বে, কাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান এবং চৈনিক তুর্কিস্থান তখন চীনের অধিকারে ছিল। কনিষ্ক ঐ সকল রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে স্বরাজ্যে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া কনিষ্ক পুনরায় চীনজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তখন চীন-সেনাপতি 'পান-চাও' পরলোকগমন করিয়াছেন।

কনিষ্ক যখন বুঝিলেন,—ভারতে তাঁহার প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই; আর যখন বুঝিলেন,—তাঁহার সৈন্যগণ তাগতুস্বাস পামিরের পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রমে সম্পূর্ণ সমর্থ; তখনই তিনি চীনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ৯০-খৃষ্টাব্দে প্রথম উদ্যমে যদিও তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই। এ উদ্যমে তিনি চীন-দরবারে রাজকর প্রদানে অব্যাহতি পান; অপিচ, চীন-সম্রাট তাঁহাকে প্রতিভূ-প্রদানে বাধ্য হন।

চীনের পূর্ব্ব-সীমানার 'জে-চুয়েন' নগর হইতে প্রায় কুড়ি জন দূত প্রতিভূ-স্বরূপ কনিষ্কের দরবারে রাজকর প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। দূতগণের অনেকেই রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থায় কনিষ্ক তাঁহাদের প্রত্যেকের পদমর্য্যাদার অনুরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত ঋতু ভেদে তাঁহাদের বিবিধ বাসস্থানের পরিচয় গ্রন্থপত্রে পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে বাসের জন্য কপিশা-পর্ব্বতের অন্তর্গত সা-লো-কা নামক বৌদ্ধমন্দির, বর্ষাকালে বাসের জন্য গান্ধারের এবং শীতকালে বাসের জন্য পাঞ্জাবের পূর্ব্ব-সীমানায় চীনাভুক্তি নামক বৌদ্ধমন্দির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। † কপিশায় যাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন, কথিত হয়,

* Prof Douglas, China in Story of Nations Series, ডগলাসের মতে চীন সেনাপতি 'পান চাও' খোটান অতিক্রম করিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। "In A. D. 90 Kaniksha boldly asserted his equality by demanding a Chinese Princess in marriage. General *Pan-Chao*, who considered the proposal an affront to his master, arrested the envoy and sent him home,......Kaniksha, equipped a formidable force of 70,000 cavalry under the command of his Viceroy Si,......The army was totally defeated. Kaniksha was compelled to pay tribute to China......"—Vincent A. Smith. *The Early History of India*, 3rd Ed. P. 253 254.

† কপিশাকে বর্ত্তমান কাফেরিস্থান বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'সা-লো-কা' বৌদ্ধবিহার আর 'কাসগড় বিহার', উভয়ই অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। সা-লো-কা—কপিশা পর্ব্বতেরই উপরিভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। চীনাভুক্তির স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন। কথিত হয়, চীনাভুক্তিতে অবস্থানকালে চীনদেশীয় প্রতিভূগণ ভারতে 'পেয়ার' ও 'পিচ' ফল প্রচলন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবাসী ঐ ফলের বিষয় জানিত না। প্রতিভূগণের বাসস্থান সম্বন্ধে অধ্যাপক লাকুপিরির সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। তাঁহার সেই অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

তাঁহারা বহু অর্থ অর্জ্জন করেন। ফলতঃ, কনিষ্কের রাজত্বকালে চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল,—তৎসংক্রান্ত বিবিধ প্রমাণ গ্রন্থ-পত্রে দেখিতে পাই।

* * *

দূতের গতিবিধি-সূত্রে বাণিজ্যের প্রসার।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে দূতগণের গতিবিধি-সূত্রে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চীন-দেশীয় গ্রন্থপত্রে সে নিদর্শন বিদ্যমান দেখি। চীনের 'লি-য়াং' বংশের ইতিহাসে প্রকাশ,—'হান' বংশের রাজা সুয়ানের রাজত্বকালে, ৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ভারতের রাজদূতগণ চীনসম্রাটের জন্য উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। সেই রাজদূতগণ আনাম উপকূলস্থিত জিনানের পথে চীনে উপস্থিত হন।

'ইণ্ডো-চায়না' সংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্তের মধ্যে লিয়াং-বংশের ইতিবৃত্ত-বর্ণন উপলক্ষে মিষ্টার গ্রেণভেল্ট এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারি,—আনাম উপকূলে তখন হিন্দু-দিগের উপনিবেশ ছিল। 'জেণ্টু' বা 'টিয়েন-চু' বলিতে তখন ভারতবর্ষকেই বুঝাইত। ৭৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জেণ্টু হইতে 'নিটনামের পথে' চীনে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তার পর, ৮৯ খৃষ্টাব্দে একবার এবং ১৫৯ খৃষ্টাব্দে আর একবার নিটনাম ও ক্যাণ্টনের পথে চীনে ভারতীয় দূত আগমন করে। পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত,—'ক্যাণ্টন' বন্দরে ভারতীয় বণিকগণের এই প্রথম পদার্পণ। *

৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীনে বাণিজ্য উপলক্ষে দক্ষিণ-ভারতের কলিঙ্গ-জাতীয় বণিকগণ যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সৌরাষ্ট্র-মণ্ডলের রাজা—মহাচীন, চীন ও ভোট রাজ্যে বাণিজ্য-তরণী প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তাহার প্রমাণ চীন-দেশীয় গ্রন্থপত্রেই বর্ত্তমান দেখি।

সৌরাষ্ট্র দেশের এক বণিকের নাম—যাদব। তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। চীনে ও মহাচীনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি পণ্যবাহী পোত প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে আঠার-খানি পোত বার বৎসর পরে বহুমূল্য সুবর্ণাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। পণ্ডিতগণ

"Under the reign of Kaniksha, about twenty men having come from *East China*, or *Sze-tchuen*, to pay homage, he assigned to t em three convents as residences during their sojourn according to the three seasons. In Kapisa the convent was called Sha-lo-kia (which Beal understands as *Serika*.) Their winter residence was called *Tohinapati*, near the Sutlej They introduced the peach and the pear, hitherto unknown in India, and which were called from them *Tchinam* and *Tchina-adyaputra*"—*Western Origin of the Early Chinese Civilization*, p. 367-368. Cf. Beal, *Budhist Literature*, 3.

* পার্থিয়া হইতে একজন বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক ১৪৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরের পথে চীনে উপস্থিত হন। তিনি ১৭০ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে বৌদ্ধপ্রচারকগণের নিকট গমন করেন। কথিত হয়, ক্যাণ্টনের অধিবাসিগণ তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। S. Beal, *Budhist Literature*; 7; Bunya Nasjio, *Tripitaka* 381. এবং The Western Origin of the Early Chinese Civilization; p. 247 248.

সিদ্ধান্ত করেন,—যাদব খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। যাদবের পিতৃ—রাজা বিক্রমার্কের সমসাময়িক ছিলেন। ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে যাদবের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয়। সুতরাং যাদব কর্ত্তৃক বাণিজ্য-পোত-প্রেরণ পূর্ব্বোক্ত সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। *

যাহা হউক, ভারতেরও চীন-রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান অধিক হইলেও দূতগণের প্রতিনিধি সূত্রে এবং বণিজ্য-ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে বাণিজ্যের সুবিধা।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা। সেই সময় হইতে চীনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েকবার চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বটে; কিন্তু রাজকীয় সহায়তার অভাবে সে চেষ্টা তখন ফলবতী হয় নাই।

প্রকাশ,—প্রথম দুই বার বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী যোগী সমভিব্যাহারে চীনে গমন করেন। কিন্তু তখন চীনদেশে তাঁহাদের আগমনের কোনও নিদর্শনই বিদ্যমান নাই। চীনের উত্তর-পূর্ব্বাংশে বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল। কথিত হয়, ৬৭ খৃষ্টাব্দে সেই উপলক্ষে 'শিলা' (শিল) নামক বৌদ্ধধর্ম্মযাজক চীনে গমন করেন। 'বৌদ্ধশ্রমণ' বলিয়া তাঁহার কোনও পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার নিকট বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ছিল,—গ্রন্থ-পত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে।

তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা এই,—ইয়েনের রাজা টচাও এর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে, ৩৪৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, 'টাও' এর ধর্ম্ম প্রচার-কল্পে 'সে লো' নামক এক ব্যক্তি চীনে আগমন করেন। তিনি বলেন,—তখন তাঁহার বয়স ১৩০০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি 'সেন-টু' বা ভারতের অন্তর্গত 'মকুতু' বা মগধ হইতে আসিয়াছিলেন। ইত্যাদি। † কিন্তু 'সে লো' বা শীলা (শীল) যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই

তাঁহার পর ইয়েন-দেশে যথাক্রমে সুং-উ-কি, টচেং-পোকিয়াও, টচুং-সাং এবং শমণ টজে-কাও চীনদেশে সমাগত হন। কথিত হয়,—টজে-কাও এবং টসিন-সি—হোয়াং-টি-র সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই 'টাও'র প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থানে বসতি-স্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে ঐতিহাসিক সজেমা-টসিন, টা-ও-র ধর্ম্মমতে অনুপ্রাণিত হন।

ঐতিহাসিকের মতে, পূর্ব্বোক্ত শ্রমণগণ ঋষি-প্রদর্শিত পথের অনুসারী এবং তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আত্মা অবিনশ্বর; দেহ ধ্বংসশীল। শরীর ধ্বংস হইলে আত্মা ভগবানে সংন্যস্ত হইবেন এবং পুনরাগমন করিয়া দেবতার পূজায় মনোনিবেশ করিবেন,—টজে-কাও প্রচারিত এই মত সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করে নাই সত্য; কিন্তু উহার ভিত্তিভূমি যে বৌদ্ধ-নীতির উপদেশ-সমূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* 'শক্রপ্রস্থ' মাহাত্ম্যম্ মহাকাব্যে চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্যের বিষয় উল্লিখিত আছে।

† Eitel, Sanskrit Chinese Dictionary, P. 127a., Herbert J. Allen Similarity between Buddhism and Early Taoism.

যাহা হউক, চীনদেশে সজেমা-ট্‌সিনকেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম পৃষ্ঠপোষক বলা যায়। ২১৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সি-হোয়াং-টির সহিত পু-হাই বন্দরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরবর্ত্তি-কালে হোনানের উত্তরে ট্‌চাও পর্ব্বতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কয়েক বৎসর পরে ২১৫ খৃষ্টাব্দে, চীনের তাৎকালিক সম্রাট আর একজন শ্রমণকে আনয়নের জন্য ভারতে দূত প্রেরণ করেন। সেই সময় 'ইয়েন' বন্দরের কু-সেঙ্ নামক জনৈক ব্যক্তি 'কাও-দে' নামক শ্রমণকে চীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্ব্বিদ লোয়াণ্টা, সম্রাট হান-ওয়া-টির নিকট শ্রমণদিগের এবং ঐন্দ্রজালিক ন্‌গান-কি-সেংএর বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। সম্রাটের নিকট তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায়,—তখন চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের কোনও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অপিচ, ২১৯-২১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের যে চেষ্টা চলিয়াছিল, সে সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল।

২২১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। চীনের পশ্চিম সীমান্তের লিন্‌টাও সহরে দীর্ঘকায় দ্বাদশ জন আগন্তুক আগমন করেন। তাঁহারা তুর্কি-পরিচ্ছদ পরিহিত 'টেক' বলিয়াই তৎকালে চীনাগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহাদের অদ্ভুত আকৃতি-দৃষ্টে তাৎকালিক চীন-সম্রাট তাঁহাদের পিত্তলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই প্রতিমূর্ত্তির এক একটীর ওজন ছিল—১৫০০ কিলো।

সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের কিনা, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধপ্রচারকগণও তৎসম্বন্ধে কোনও দাবী-দাওয়া করেন নাই।* কিন্তু অন্যত্র তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের সম্বন্ধে যে উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাহা এই,—সম্রাট সি-হোয়াং-টি, পারলৌকিক তত্ত্বে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। পারলৌকিক বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সাম্রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া তিনি পারলৌকিক রহস্যের সন্ধান লইতেন।

তখন 'ইউয়ান-কিউ' (স্‌জেট্‌ চুয়েন—Szetcheun) অঞ্চলে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল। লি নৌকায় আরোহণ করিয়া, কৃষ্ণ নদীর মধ্য দিয়া, তাঁহারা 'য়ুং' (Yung) বা পু (Pu) প্রদেশে পৌছিতে পারিতেন। য়ুং বা পু—কানুসের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কথিত হয়,—এই স্থানেই লিন-টাও বিদ্যমান ছিল।

ইউয়ান-কিউ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সহিত, সম্রাট সি-হোয়াং-টি, সময় সময় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—সে প্রসঙ্গে প্রধান স্থান অধিকার করিত। প্রসঙ্গক্রমে সম্রাটকে তাঁহারা বুঝাইতেন,—কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য নব্বই হাজার লি গভীর জলে মগ্ন ছিল। তখন দিবা রাত্রি প্রত্যেকের পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

তাঁহারা সম্রাটকে এক প্রকার প্রস্তর উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সেই প্রস্তরের একটী আশ্চর্য্য গুণ ছিল;—অন্ধকার গৃহে রাখিয়া দিলে, প্রস্তরের আলোকে ঘর আলোকিত হইত। চীন-সম্রাট আলোর পরিবর্ত্তে সেই প্রস্তর ব্যবহার করিতেন। প্রস্তরের আরও একটী গুণ

---

* Herbert J. Allen, The Academy.

ছিল ;—প্রস্তর ভগ্ন হইলে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত। পাশ্চাত্য-ভাষায় ঐ প্রস্তর 'পাইরাইট নামে অভিহিত। অনেকের মতে চীনদেশে 'পাইরাইটের' এই প্রথম প্রবর্ত্তন *

* * *

চীনে পঞ্চাগ্নির উপাসনা।

চীনে অগ্নির উৎপাদক এই প্রস্তরের প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের ধারণা অন্যরূপ দেখি পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তাঁহাদের মতে সমুদ্র-পথে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে, হিন্দুগণের চীনে গতিবিধি-সূত্রে চীনারা 'অগ্নির' উপযোগিতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে তৎপূর্ব্বে চীনাগণ 'অগ্নি' কাহাকে বলে—তাহা জানিত না।

অগ্নি সম্বন্ধে তাঁহাদের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তখন তাহারা পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নির উপাসনা করিত বটে; কিন্তু অগ্নির প্রয়োগ বা ব্যবহার তাহারা জানিত না।

চীনাগণ যে পঞ্চাগ্নির উপাসনা করিত, গ্রন্থ-পত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হই। 'সুন-উ' প্রণীত 'পিং-ফা' (Ping-fah) অর্থাৎ যুদ্ধকৌশল (Art of war) গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। 'সুন্-উ'—'টুর্নস' প্রদেশের সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে চীন পঞ্চবিধ অগ্নির নিম্নরূপ নাম-পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

(১) 'হো-জেন' (Ho-jen)—মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থিত অগ্নি; (২) 'হো-টাস' (Ho-tsih)—সঞ্চিত অগ্নি; (৩) 'হো-টুচি' (Ho-tchi)—ইতস্ততঃ-গমনকারী অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ; (৪) 'হো-কু' (Ho-ku)—গার্হপত্যাগ্নি; এবং (৫) 'হো-সুই' (Ho-sui)—কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নি।

বেদে ত্রিবিধ অগ্নির আভাস পাই। সে ত্রিবিধ অগ্নি—নির্ম্মথ্য, ঔষধীয় ও বৈদ্যুৎ। এতদ্ভিন্ন গার্হপত্যাদি অগ্নিরও উল্লেখ বেদে পরিদৃষ্ট হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অগ্নির গার্হপত্যাদি নামকরণ হইয়া থাকে। নচেৎ, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অগ্নিই প্রধান-স্থানীয়।

'আবেস্তা' গ্রন্থেও পাঁচটী অগ্নির পরিচয় পাই। চীনের ও আবেস্তার পঞ্চাগ্নির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। চীনের ও আবেস্তার পঞ্চাগ্নির মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, সুন-উ মাজ্দীয় মতের বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন।

সূর্য্যের রশ্মি হইতে কাচ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে একমাত্র ভারতবাসীই জানিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ঐরূপে অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথা ভারতবাসী কর্তৃক চীনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। 'সো-চুয়েনের (Tso-tchuen) বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—৬১৭ বা ৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনারা ঐরূপভাবে অগ্নি উৎপাদনে অভ্যস্ত হয় নাই। কনফিউসিয়াসের সময়েও চীনারা তাহা অবগত ছিল না। চীনা-ভাষার চৌলি (Tchou-li) গ্রন্থে 'ফু' (Fu) নামক এক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ কনফিউকিয়াসের আবির্ভাবের পরবর্ত্তিকালে ঐ যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। তবে 'লংগ' (Lang-ga) দেশের সমুদ্রবিহারী বণিকগণ কর্তৃক

* Lacouperle, *Western Origin of the Early Chinelse Clvilization,*

যে ঐ যন্ত্র ও অগ্নি উৎপাদন প্রণালী চীন-দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা 'মৌ-লি' গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন 'লি-কি' গ্রন্থ সম্পাদিত হয়, কিন-সুই (Kin-Sui) অর্থাৎ ধাতুনির্ম্মিত অগ্নি উৎপাদক যন্ত্র, তখন চীনের প্রতি গৃহে ব্যবহৃত হইতেছিল। সে যন্ত্র তখন কটিবন্ধে আবদ্ধ থাকিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদীগণ চীনে গমন করেন। তাঁহারা পাথরের সহিত ইস্পাৎ-ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন করিবার প্রণালী অবগত ছিলেন। ইহুদীগণের আগমনের পূর্ব্বে চীনে অগ্নি-পূর্ণ যন্ত্র (fire drill) রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহুদীগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'চুম্‌কীপাথর' ও ইস্পাত ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতেও এ প্রথা স্মরণাতীতকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

আবেস্তার বর্ণিত পঞ্চাগ্নির সহিত চীনাদিগের পঞ্চাগ্নির যে সাদৃশ্যের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে সেই সাদৃশ্য প্রদর্শনে প্রয়াস পাইতেছি; যথা,—(১) আবেস্তার 'বহু ফ্রিয়ান' (Vohu-fryana)—মানুষের ও পশ্বাদির দেহে বিদ্যমান। উহাকে প্রাণিগণের পরমবন্ধু বলা হইয়াছে। চীনাদের হো-জেন (Ho-jen) নামক অগ্নিও তদ্রূপ মানবদেহস্থিত অগ্নিকে বুঝাইতেছে। (২) আবেস্তার 'স্পেনিস্তা' (Spenishta) নামক অগ্নি, আর চীনাদের 'হোসি' (Ho-tsih) সমপর্য্যায়ভুক্ত। (৩) আবেস্তার 'ভজিস্প্‌তা' (Vazispta) অথবা বৈদ্যুতাগ্নি এবং চীনাদিগের 'হো-চি' (Ho-tche) অভিন্ন। (৪) আবেস্তার 'বেরেযিসাভন' (Berezisavanh) অর্থাৎ পার্থিব অগ্নি এবং চীনাদের 'হোকু' (Ho-ku) উভয়ই এক। (৫) আবেস্তার 'উরভযিষ্ট' (Urvazishta) অর্থাৎ ঘর্ষণজনিত উৎপন্ন বৃক্ষাগ্নি, চীনাদিগের 'হো সুই' (Ho-sui) অর্থাৎ কাষ্ঠস্থিত অগ্নি অভিন্নতাসূচক। *

ফলতঃ, চীনাগণ হিন্দু ছিলেন, অগ্নির উপাসনা করিতেন,—পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে প্রবেশলাভ করিলে, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি।

* • *

চিনের হিন্দু অধিবাসী।

চীন-সম্রাটের সহিত যাঁহারা ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 'ইউয়ানকিউ' অঞ্চলের সেই অধিবাসিগণ হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কেবল হিন্দু নহেন;—তাঁহারা ব্রাহ্মণ। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং তাহার পরবর্ত্তিকালে সুজেট্-চুয়েনের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে আগমন করিয়া, তাঁহারা মিন-পর্ব্বতের উপরিভাগে গৃহ-নির্ম্মাণে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

---

* Max Muller, *Physical Religion*, 1891. C. de Harlez, *Introduction to Zend Avesta*; *Zend Avesta Yasna* XVII, এবং James Darmesteter, *Le Zend Avesta*, Vol. I, pp. 149-150.

২০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, ব্রাহ্মণ্য-নীতির অনুসারী হিন্দুগণের প্রভাব, চীনের উত্তর সীমানায়—হিউংনাস জাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়। ২১৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সতের জন সঙ্গী লইয়া শ্রমণ 'লি-কং' ভারতবর্ষ হইতে চীনের লো-হিয়াং প্রদেশে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারাও চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন নাই। সাণ্টং ও টুচিহ্লির শ্রমণগণের ন্যায় তাঁহাদেরও কোনও পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণা এখানে পর্য্যুদস্ত।

* * *

চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

হান-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সি-হোয়াং নির্ম্মিত রাজনৈতিক সৌধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হান-বংশের সম্রাট মিং-টির রাজত্বকালেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; আর সেই হইতে চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এই সময় সম্রাটের পৃষ্ঠ-পোষকতায় চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। হান-রাজ মিং-টির রাজত্বকালে, ৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি-সমূহ চীনে সংবাহিত হয়।

চীন-সম্রাটের ভ্রাতা, 'ট্সু' প্রদেশের যুবরাজ, বৌদ্ধধর্ম্মের (হোয়াং-লাও বা টাও ধর্ম্মের) নীতি-সমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সম্রাট মিং-টি স্বপ্নে এক বিমানবিহারী স্বর্ণমূর্ত্তি দর্শন করেন। স্বপ্নদর্শনে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়েন। তাঁহার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য পণ্ডিতগণের প্রতি আদেশ হয়। পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় অবগত ছিলেন। সুতরাং সম্রাটকে তাঁহারা বুঝাইলেন,—স্বপ্নে তিনি যে বিমানবিহারী স্বর্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, সে মূর্ত্তি—বুদ্ধদেবের।

* * *

বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যনিরূপণে রাজকীয় কমিশন।

স্বপ্নদর্শনের ফলে, ৬৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ভারতে এক 'রাজকীয় কমিশন' প্রেরিত হয়। ৬৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে সেই কমিশন চীনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। তখন শক-নৃপতি কনিষ্ক ভারতের সিংহাসনে সমারূঢ়। তিন বৎসর পরে কমিশন চীনে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ভারত হইতে দুই জন শ্রমণ সেই কমিশনের সহিত চীনে গমন করেন।

চীনা-ভাষায় ঐ দুই শ্রমণ কা-সিয়াপ-ম-তং' (অর্থাৎ কশ্যপ মাতঙ্গ) এবং 'গপালন' (অর্থাৎ গোভরণ) নামে পরিচিত। * লান্-টাই' এর অভ্যন্তরে লো-ইয়াং নামক স্থানে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থান হইতেই শ্রমণদ্বয় দ্বিচত্বারিংশৎ-নিয়ম-সম্বলিত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিছুকাল এই ভাবে অবস্থানের পর পূর্ব্বোক্ত শ্রমণদ্বয়ের এবং অপরাপর শ্রমণের জন্য চীন-সম্রাট স্বতন্ত্র বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

এই উপলক্ষে রাজধানীর সন্নিকটে পশ্চিম দিকে 'পে-মা-সে' অর্থাৎ 'শ্বেতাশ্ব-বিহার' প্রস্তুত হয়। ৭১ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিহারের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। কশ্যপ মাতঙ্গ

* অধুনা চীনাভাষায় কশ্যপ মাতঙ্গ 'কিয়া-ইয়ে-মো তং' (Kia-yeh-mo-tang) রূপে লিখিত হয়। চীনাদিগের গ্রন্থের চু-ফা-লান্ (Tchu fa-lan) পাশ্চাত্য মতে 'ধর্ম্মরক্ষা', 'ধর্ম্মানন্দ' 'গোভরণ'। J. Eitel. *Sanskrit Chinese Dictionary*, S v.

এবং গোভরণ সেই বিহারেই লোকান্তর গমন করেন। * চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

* * *

বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্যের এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে। তৎপূর্ব্বে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পারসিকগণের সহিত ভারতীয় বণিকগণ একযোগে চীনের সহিত বাণিজ্য করিতেছিলেন। কিন্তু এই সময় লোহিত-সাগরের 'টাট্সিন' বণিকগণ, চীনের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করেন। বণিকগণ এত দিন চীন-সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা সমুদ্রের উপকূলে, চীন সম্রাজ্যের সীমানার বহির্ভাগে, বন্দর স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেছিলেন।

চীনের বহির্ভাগে বন্দর স্থাপন করিয়া বাণিজ্যের কয়েকটী উদ্দেশ্য ছিল। চীনের মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেকাংশে স্বাধীনতার হ্রাস হয়, অপিচ পণ্য-দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইবারও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং স্বাধীনভাবে থাকিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরাপদে বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যেই বণিকগণ চীন সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগে থাকিয়া চীনে বাণিজ্য করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। রাজকর, বাণিজ্য-শুল্ক প্রভৃতি বর্দ্ধিত হারে প্রদান করিবার সম্ভাবনাও চীনের বহির্ভাগে অতি অল্পই ছিল।

* * *

বিভিন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্র।

অতঃপর চীনে গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হইল। সেই সূত্রে যখন 'টুসি' জনপদের চীনাগণ ক্রমশঃ রাজধানী এবং সমুদ্রতীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, সময় হিন্দু-বণিকগণ সেই লং-ইএ এবং টুসি-মো পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নিং-পোর সন্নিকটে কুএই-কি অভিমুখে এবং মিন নদীর মোহনায় কুট্চৌর সন্নিকটে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

তার পর, ২০১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, হান-বংশের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চীনের অন্তর্ব্বিপ্লবে, উভয় বাণিজ্য-কেন্দ্রই পরিত্যক্ত হয়। তখন তাঁহারা আনামের উপকূলে এবং হাইনানের দক্ষিণ পশ্চিমে বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন; হিন্দুবণিকগণ 'পাথোই' হইতে 'হেন-সাং' কেন্দ্রে বাণিজ্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু 'টাট্সিন' বণিকগণের অভ্যুদয়ে চীনের উপকূলে প্রায় সর্ব্বত্রই বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে 'নানউয়ের' দক্ষিণ উপকূলে সুপ্রসিদ্ধ 'কাটিগড়' বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। হোয়াং-টুচির হিন্দু নাবিকগণ পরস্য উপসাগরের এবং লঙ্কাদ্বীপের মুক্তা-শুক্তির বিষয় অবগত ছিলেন; এই সময় তাঁহারা 'হাইনানের' পশ্চিম উপকূলে মুক্তার আকর আবিষ্কার করেন। তদবধি চু-ইয়াই উপকূলে মুক্তা-শুক্তি উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়।

১১১ খৃষ্টাব্দে চীন-সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাম্বোডিয়া অন্তরীপের পশ্চিমে শ্যাম

---

* "The *Peh Ma Se* or white horse monastery west of the Capital, was built for them, and finished in A. D. 71, and they died there long afterwards."

উপসাগরের পূর্ব্বে 'ট্চাম' নামক স্থানে বণিকগণ বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। টলেমির গ্রন্থে 'জরাই' নামে, চীনাভাষায় 'ট্চুপো' নামে এবং আরবদিগের নিকট 'সান্‌ফ্' নামে ঐ বন্দর পরিচিত। ওমানের নাবিকগণ হিন্দুবণিক কুন-টিয়েন সমভিব্যাহারে এই বন্দরে অবতরণ করেন।

'কম্বোজ-রাজ্য' হিন্দুদিগেরই প্রতিষ্ঠিত। চীনাভাষার 'ফুনাম' বা 'ফে্াম্' নামে পরিচিত এই কম্বোজ-রাজ্য ক্রমে 'ট্চম' বন্দর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কম্বোজ-রাজ্য প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরবর্ত্তিকালে যখন আলেকজাণ্ডারের বাণিজ্য-প্রতিনিধি মেইয়স টিটিয়েনাস কাটিগড়ে উপস্থিত হন, তখন তিনি চীনদেশে হিন্দুর নামে পরিচিত বন্দর-সমূহ-দর্শনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

* * *

চীনে অষ্টবসু পূজা।

৩৯০-৩৮৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'টিয়েন' বংশের প্রতিষ্ঠাতা টসি রাজ্যের অধিপতি 'ট্াই-কুং' হিন্দু বণিকগণের অনুসরণে আপনার সাম্রাজ্যে 'পা-সেন' দেবতার পূজার প্রবর্ত্তনা করেন। 'পা-সেন' (Pah-Shen)—হিন্দুগণের অষ্টবসুর নামান্তর। তাঁহার রাজ্যের সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী অংশে বৈদেশিক হিন্দু-জাতির সংখ্যা অধিক ছিল। সুতরাং তিনি হিন্দুদিগের অনুসরণে হিন্দুজাতির রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

হিন্দুদিগের অনুসরণে চীনাগণ অষ্টবসুর পূজা-পদ্ধতি যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও মতান্তর নাই। চীনা-ভাষায় বসু—'সেন' (shen) নামে অভিহিত। হিন্দুদিগের অষ্টবসু চীনাদিগের নিকট যে সকল নামে পরিচিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; যথা,—

হিন্দু-নাম	চীনাভাষার নাম
(১) ধ্রুব (আকাশ—স্বর্গাধিপতি)	টিয়েন-চু (Tien-Tchu)
(২) ধব (পৃথিবীপতি)	টি-চু (Ti-Tchu)
(৩) ধনু (সমর-দেবতা)	পিং-চু (Ping-Tchu)
(৪) প্রত্যুষ (উষাদেবতা)	ইয়াং-চু (Yang-Tchu)
(৫) প্রভাস (সন্ধ্যাদেবতা)	ইন-চু (Yin-Tchu)
(৬) সোম (সোম-দেবতা)	ইউএ-চু (Yue-Tchu)
(৭) অনল (অগ্নিদেবতা বা সূর্য্যদেবতা)	জে-চু (Jeh-Tchu)
(৮) অনিল (বায়ুদেবতা বা ঋতুদেবতা) ...	জে-সি (Sze-she)

কেবলমাত্র চীনের সি-প্রদেশে এই সকল দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। 'সাণ্টুং' উপত্যকার উত্তরাংশেও অষ্টবসুর পূজা-প্রথা প্রচলনের দৃষ্টান্ত গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ, হিন্দু-ধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবই যে বিদেশে—সুদূর চীন-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে—প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

* * *

চীনাগণ হিন্দু ছিলেন।

ফলতঃ, হিন্দুজাতির সংস্পর্শে আসিয়া চীনাগণ হিন্দুদিগের সৃষ্টি-তত্ত্ব ও সৃষ্টি-বিজ্ঞান-বিষয়ক ধ্যান-ধারণা, তাঁহাদের প্রলয়-তত্ত্ব ও অবতার-তত্ত্ব প্রভৃতির অনুসরণ করিয়াছিল। হিন্দুর আদি-ধর্ম্ম-শাস্ত্র ঋগ্বেদে যে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অনুকরণে চীনাগণও আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের অধিপতি তেত্রিশ দেবতার কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। কূর্ম্ম অবতার, সুমেরু পর্ব্বত ও সোমের ধারণায়—হিন্দুদিগের অনুসরণ প্রতিপন্ন হয়।

৪০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'টাও' ধর্ম্মাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ 'লিয়ে-জে' (Liteh-tze) 'সাধু' এ সমাবিষ্ট বিদেশাগত হিন্দুদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদোক্ত 'সোম'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায়, সোমলতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঋষিগণ সেই সোম লতা হইতে প্রস্তুত মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস পান করিতেন,—তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু চীনাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিত। সোমলতা—চীনাভাষায় 'জে-মাই' (Tze-mai) নামে অভিহিত হইত। চীনাদিগের মতে সোমরস অমরত্ব লাভ হয়। 'সিয়েন' (Sien) বা ঋষিগণ সেই সোম পান করিতেন।

সম্রাট ওয়েই-র পরবর্ত্তী সিউয়েনের রাজত্বকালে পরমযোগী 'সৌ-হিয়েন' হিন্দুদিগের 'ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোম' পঞ্চভূত-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তিনি হিন্দুদিগের অনুসরণে পঞ্চভূতের সমবায়ে জগৎ-সৃষ্টির বিষয় চীনদেশে প্রচার করিতে থাকেন। চীনে যখন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়েই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক 'সে লো' চীনদেশে গমন করেন। কথিত হয়, সে সময় তিনি বহু অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া চীনদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিলেন। *

* * *

চিনে ভারতীয় ইক্ষু ও চিনি।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দু-বণিকগণ লং উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যের পথ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহারা মালাক্কা প্রণালীর সমুদ্র-পথ পরিত্যাগ করিয়া, সুমাত্রা ও যব-দ্বীপের পথে চীনে গতিবিধি আরম্ভ করেন।

সে সময় যে সকল পণ্য চীনদেশের দক্ষিণ উপকূলে বিক্রীত হইত, তাহার অধিকাংশই ভারতের সামগ্রী। সে সময় চিনি ও মিছরি একমাত্র ভারতের ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইত। ভারতীয় বণিকগণ সেই চিনি, মিছরি ও ইক্ষু, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে লইয়া যান।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 'ন্গৌ-লো' (Ngu-lo)—চীন-সাম্রাজ্যের অধিগত হয়। ন্গৌ-লো—বর্ত্তমান 'টংকিং' এবং আনামের কিয়দংশ লইয়া সংগঠিত। ন্গৌ-লো—চীন-সম্রাজ্যের

---

* সে-লো, চীন-সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়া যে সকল অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মিঃ হারবার্ট এলেনের গ্রন্থে এবং 'সি-ই-কি' (shih-y-ki) গ্রন্থে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয়। Mr. Herbert J. Allen প্রণীত Similarity between Budhism and Early, Taolsm,

অধিকারভুক্ত হইলে ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্য অনেকাংশে সুগম হইয়া আসে। তখন ইক্ষু প্রভৃতি চীনে রপ্তানি করিবার সুবিধা হয়।

'মান-হাই—হিং' নামক চীনা-গ্রন্থের উপাখ্যানে ইক্ষু ও শর্করা চীনদেশে প্রচলন সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। তাহাতে বুঝা যায়, তালের চিনি অপেক্ষা ইক্ষু চিনি, চীন-দেশে পরবর্ত্তিকালের প্রবর্ত্তনা। 'পুসে-সিন' বা ঋষিগণ যেমন সোম পান করিতেন, তেমনি ইক্ষুরসও তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল।

৩১৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে 'লি-সাও' গ্রন্থে কু-ইউয়েনের উক্তিতেও চি-সিয়াং (Tche-t-siang) বা সুস্বাদু বৃক্ষের উল্লেখ আছে। উহা সু-রাজ্যে প্রবর্ত্তিত একপ্রকার চিনি-বিশেষ। কিন্তু ভারত কর্ত্তৃক চীন-সাম্রাজ্যে চিনি-প্রবর্ত্তনার পূর্ব্বে চীনদেশে চিনির বিষয় কেহ অবগত ছিলেন না। কথিত হয়, সানটুং-এর হিন্দু-শ্রমণদিগের আহারের জন্য কতকগুলি মধু চীনাগণ প্রদান করিয়াছিলেন। ২০১-২৯৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে মিন্-ইউএ-র রাজা উ-চু, হান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাও-সুর নিকট দুই 'হু' (huh) অর্থাৎ দুই সের পরিমাণ 'সেক-মি' (shek-mih) অর্থাৎ চিনি পাঠাইয়াছিলেন।

১০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পশ্চিমদিকের মধ্য-পথ দিয়া চীনে চিনি আমদানি হয়। এই সময়েই কুনসুর পশ্চিমে 'উণ্টু' (wuntu) প্রদেশে সেক-ই (shek-y) বা ইক্ষুদণ্ডের প্রবর্ত্তনা।

চীনে ভারতীয় মুক্তাশুক্তি প্রভৃতি।

ভারত মহাসাগর মুক্তা-শুক্তির আকর। তখন পারস্য-উপসাগরেও মুক্তা-শুক্তি পাওয়া যাইত। ভারতীয় বণিকগণ সেই মুক্তা শুক্তি চীনদেশে লইয়া যাইতেন। ১৮৭-১৭০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চু-চুং নামক জনৈক বণিক কোয়েই-কি বন্দরে মুক্তার ও শুক্তির বাণিজ্য করিতেছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় চীনে তিন ইঞ্চি দীর্ঘ মুক্তা—পাঁচ শত এবং চারি ইঞ্চি দীর্ঘ মুক্তা—সাত শত 'কিন' স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হইত। বহু পূর্ব্ব হইতেই কোয়েই-কি নগরে মুক্তাদির বাণিজ্য চলিতেছিল। এই সময়ে সেই বন্দরে বহুশত তিন ইঞ্চি দীর্ঘ মুক্তা সংগৃহীত হইয়াছিল।

অতঃপর চীনের 'নান-ইয়ে' রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যাণ্টন' বন্দর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তখন ক্যাণ্টনে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। ১৯৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চাও-টো-র চীনরাজদূত লু-কিয়া, ঐ বন্দরে 'ইয়ে-সি-মিং' অর্থাৎ পারস্যজাত 'জেসমিন' বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিলেন। 'ইয়ে-সি-মিন' এবং 'মো-ত্রি' নামক সদ্‌গন্ধযুক্ত বৃক্ষ, পশ্চিম দেশীয় বণিকগণ চীনে আনয়ন করিয়াছেন—চীনরাজদূত সম্রাটের নিকট সংবাদ দেন।

১৭৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নান-ইউ-এ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা চীনসম্রাটের নিকট যে সকল উপঢৌকন প্রেরণ করেন, তাহার অধিকাংশই ভারতজাত সামগ্রী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই উপহার-সামগ্রীর একটী তালিকা চীন-দেশের রাজকীয় দলিলাদির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। সেই তালিকা হইতে বুঝা যায়,—চীন-সম্রাট নিম্নলিখিত সামগ্রী উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যথা,—দুইটী 'পি' অর্থাৎ দুইটী গোলাকার পদবীজ্ঞাপক চিহ্ন, দুইটী শুভ্রবর্ণের রত্ন, এক সহস্র

মাছরাঙ্গা পক্ষী, দশটী গণ্ডারের শৃঙ্গ, পাঁচ শত বিভিন্ন বর্ণের কৌড়ি, কতকগুলি কেসিয়া মূল, চল্লিশ জোড়া জীবন্ত মাছরাঙ্গা, দুই জোড়া ময়ূর। * কথিত হয়, ইহার পূর্ব্বে কখনও চীনদেশে ময়ূরের আমদানি হয় নাই, অথবা চীনদেশের অধিবাসীরা ময়ূর দেখে নাই। দক্ষিণ ভারতের সুগন্ধ মশলা, মণি-মুক্তা প্রভৃতির ব্যবসায় এ সময়ে বিশেষভাবে চলিয়াছিল,—পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

* * *

প্রবালাদি রত্ন।

চীনদেশে প্রবাল ও হেনার প্রবর্ত্তনা পরিবর্ত্তিকালের ঘটনা। ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রবালের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ প্রবাল - বৈদেশিক বাণিজ্যের একটী প্রধান পণ্য মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ১৩৮ খৃষ্টাব্দে নান-ইউ-এ-র অধিপতি ট্চাও টো (Tchao-to)—'সাংলিন' বিলাসোদ্যান প্রস্তুত করেন। উদ্যান-মধ্যস্থিত ট্সি-ট্সাও দীর্ঘিকার জন্য হানরাজ উ-টীর নিকট 'সান্-হু' প্রবাল চাহিয়া পাঠান। উ-টি তাঁহাকে ৫৬২ ভার প্রবাল প্রদান করেন।

সেই প্রবালের দ্বারা একটী গুঁড়ি এবং তিনটী ডাল বিশিষ্ট বার হস্ত দীর্ঘ এক বৃক্ষ প্রস্তুত করা হয়। প্রবালগুলি রক্তাভ বলিয়া অনেকে ভূমধ্য-সাগরকে উহার উৎপত্তি-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিতগণ আরও সিদ্ধান্ত করেন,—লোহিত সাগর হইতে ঐ রক্তাভ প্রবাল ভারতের বাণিজ্য-বন্দরে প্রেরিত হইত; সেখান হইতে ভারতীয় বণিকগণ চীনদেশে লইয়া যাইতেন।

চীনে প্রবালের বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকগণই মূলীভূত—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পরবর্ত্তিকালে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোহিত-সাগরের উপকূল ভাগ হইতে পাশ্চাত্য বণিকগণ যে চীনে গমন করেন, এই প্রবালের ব্যবসায়ই তাহার পথপ্রদর্শক। নচেৎ, পাশ্চাত্য-দেশীয় বণিকগণের এ সন্ধান পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

তার পর চীন-দেশে হেনা বা 'চি-কিয়া-হুয়া'—ভারতের বণিকগণই লইয়া আসেন। তাঁহারা নান-হাই নগরে 'হেনা' বৃক্ষ রোপণ করেন। † ১১১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের রাজকীয় উদ্যানে বহু তরুলতা রোপিত হইয়াছিল। ভারতীয় বণিকগণ তৎসমুদায় সরবরাহ করিয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়।

'নান্-ইউএ' (Nan-Yueh) অধিকার করিয়া চীন-সম্রাট 'হান্ উ-টি', রাজধানীতে 'ফু-টি' নামক বিলাস উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। বিজিত প্রদেশ হইতে রাজকীয় বিলাসোদ্যানের জন্য তিনি বহু তরুগুল্ম আনয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে ত্রয়োদশবিধ তরুগুল্ম ছিল,

* T. W. Rhys David's translation of *Jataka Bawern*; La Couplrie's *Western Origin of the Early Chinese Civilisation*, p. 234; F. Hirth প্রণীত China and Roman Orient গ্রন্থও এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

† Candolle, *Origin of Cultivated Plants*, p. 138; *Henaeo in China* by Cantoniensiz, W. F. Mayers viz. কেহ কেহ বলেন ১১১ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীনদেশে হেনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে চাও-টো প্রবালের সহিত হেনার কোন না কোনও নমুনা প্রেরণ করিতে পারিতেন।

তাহা ভারতজাত বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়। 'চাং পু' এবং 'কান্সিয়াস' নামে ভারতের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শান্-কিয়াং এবং লিউ-কিউ-জি—ভারতের কোনও প্রদেশ-বিশেষে উৎপন্ন বলিয়া সপ্রমাণ হয়। *

যাহা হউক, এই সময়েই চীনদেশে, হৈনান্-দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে, সর্ব্ব প্রথম মুক্তার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে হোয়াং-চি বণিকগণ চীন-সম্রাটকে নানাবিধ উজ্জ্বল মুক্তা, বিবিধ রঙিণ কাচ, সুদর্শন প্রস্তর, গোলাকার মুক্তা প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন। সেই সকল বিবিধ বর্ণের কাচ ও অন্যান্য সামগ্রী দেখিয়া সম্রাট উ-টি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎসমুদায় সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের বন্দরে চীন-সম্রাট বিশেষ এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে সেই হোয়াং-চি বণিকগণ চীন সম্রাটের নিকট কতকগুলি গণ্ডার উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তিকালে চীনে উপনিবিষ্ট বণিকগণের বাণিজ্য ব্যাপারে বিশেষ কোনও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। চীনদেশের 'কুনাম-তু-সু-চুয়াং' নামক প্রাচীন গ্রন্থে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাতে ৫৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের পর হইতে কাম্বোডিয়াই ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল-মধ্যে পরিগণিত হয়।

'কুন্তিন' নামক জনৈক হিন্দু বণিক কর্তৃক কাম্বোডিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ বন্দর হইতেই চীনদেশে বাণিজ্য চলিয়াছিল বুঝিতে পারি। পরিশেষে হিন্দু বণিকগণের এই উপনিবেশও যে প্রাধান্য হারাইয়াছিল,—তদ্বিষয় পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। তখন যে ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় সে দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। খৃষ্ট-পরবর্ত্তী ১৪৩-১৫৮ অব্দে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের রাজত্বকালে টিয়েনটিসের হিন্দুগণ সমুদ্রপথে চীনে উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিল, গ্রন্থ-পত্রে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

ভারতের হিন্দু বণিকগণ চীনদেশে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। চীনে তখন কোনও লিপি বা লিখনপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। ভারতের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের নিকট হইতে এই সময় চীনারা লিখন-প্রণালী শিক্ষা করে। চীনদেশে লিখন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনা—ভারতবাসীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তির নিদর্শন।

* * *

* চীন-সম্রাটের বিলাসোদ্যানে যে সকল তরুগুল্ম প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা চীনের রাজকীয় গ্রন্থপত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সেই তালিকার কতকাংশ প্রদান করিতেছি; যথা,

"*Tchang-pu* or sweet flag, Acorus calamus ;—*Shan kiang* or Indian shot, Canna indica ; *Kau-tsiao* or Banana tree ;—Lim Kin or Quisqualis indica ;—*Kwei*, or Cinnamon Cassia ;—*Mih hiang* or Aglla wood ; Tchi Kiah hwa, or Tinger nail flower, Henna ;—*Lung-yen*, or Naphelium longan ; Li tchi, or Nophelium Litchi ; Pin-lang, or Aroca Catechu ;—Kan lan or canarium ;—Tsl-n sing-tze or thousand years ;—and the Kan-yu, or sweet orange tree." —Terrien de Lacouperie, Western Origin of the Early Chinese Civilization, p. 246.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বহির্ব্বাণিজ্যে সমৃদ্ধির পরিচয়।

[স্থলপথে বাণিজ্য ;—বণিকগণের মিলন-মন্দির ;—ভারতের বহির্ভাগে হিন্দু-উপনিবেশ,—বিভিন্ন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন ;—যবদ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ ;—জার্ম্মাণীতে হিন্দুর উপনিবেশ ;—সর্ব্বত্র ভারতের প্রতিষ্ঠা।]

* * *

স্থলপথে বাণিজ্য।

যেমন জলপথে, তেমনি স্থলপথে, এসিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে, ভারতের বাণিজ্য-প্রসারের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। চীন-দেশেও যে স্থলপথে তখন বাণিজ্য চলিত, কনিষ্কের চীন-অভিযান হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। তখন, চীনের সহিত বাণিজ্য ব্যপদেশে তুর্কিস্থানের পূর্ব্বে, ইয়ার-খন্দ, তাসখন্দ, খাসগড়, খোটান, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে, ভারতের বাণিজ্য প্রবলভাবে চলিয়াছিল। পরিব্রাজক ভেন হেডিন এবং স্যর এম এ ষ্টিন সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

* * *

বণিকগণের মিলন-মন্দির।

সে সময়ে চীনের পথে, 'গোবি' মরুভূমির সন্নিকটে, বিভিন্ন-দেশাগত বণিকগণের একটী 'মিলন-স্থান' ছিল। টলেমি ও টেসিয়াসের গ্রন্থে বণিকগণের সেই মিলন-স্থান—'তথ্‌তে সুলেমান' নামে অভিহিত। 'তথ্‌তে সুলেমান' অর্থাৎ প্রস্তরভবন – বণিকগণের মিলন স্থান।

বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রা করিয়া হিন্দু-বণিকগণ প্রথমে সেই মিলন-মন্দিরে সমবেত হইতেন ; তার পর সেখান হইতে তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিভিন্ন দিগ্দেশে গমন করিতেন। চীনদেশে স্থলপথে যাইতে হইলেও তাঁহারা সেই 'প্রস্তর-ভবন' মিলন-স্থানে সমবেত হইতেন। মধ্য-এসিয়ায় ও এসিয়ার উত্তর-সীমানায় গমন পক্ষেও ঐ মিলন-স্থানই প্রশস্ত ছিল।

'গোবি' মরুভূমি—টলেমির গ্রন্থে 'ইদেস্ত' অর্থাৎ 'স্বর্ণরেণুময় মরুভূমি' নামে অভিহিত। 'ইদেস্ত' পার হইয়া স্থলপথে চীনে এবং এসিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত স্থানসমূহে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বণিকগণের প্রায় তিন চারি বৎসর অতিবাহিত হইত। মিলন-স্থান প্রস্তর-ভবনে এক বা দুই সহস্র বণিক একত্র মিলিত হইলে বণিকগণ 'ইদেস্ত' পার হইতেন।

ইদেস্ত পার হইয়া চীনদেশে যাইতে হইলে কোন পথে কোন্ কোন্ রাজ্যের মধ্য দিয়া বণিকগণকে গতিবিধি করিতে হইত, অধ্যাপক হীরেণের গ্রন্থে তাহার নিদর্শন আছে। পথ নির্দ্দেশ-ব্যপদেশে হীরেণ বলিয়াছেন,—'বণিকগণ উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া উত্তর অক্ষ-রেখার ৪১০ ডিগ্রীর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে প্রথমে মিলিত হইতেন। তাঁহাদিগকে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে হইত। 'হোসান' বা 'ঔস' নামক ভীষণ অরণ্যানী

সঙ্কুল প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বণিকগণ সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কাসগড়ে যাইতেন এবং তথা হইতে 'গোবি' মরুভূমির প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত হইতেন। এ পথে তাঁহাদিগকে 'খোটান' ও 'অক্সু' প্রভৃতির মধ্য দিয়া গতিবিধি করিতে হইত।

এই সকল প্রাচীন সহর হইতে কোশাটের মধ্য দিয়া 'সো-যৌ' পর্য্যন্ত একটী পথ ছিল। বণিকগণ সে পথেও গমনাগমন করিতেন। 'সৌ-যৌ' চীন-সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগে [illegible] নগর। সো-যৌ হইতে বণিকগণ চীনে বাণিজ্য করিতেন। সমরকন্দ ও কাসগড় প্রভৃতি স্থানে ভারতের বাণিজ্যের বিষয়—মাসিডনীয় বণিক 'মেয়স বা টিটিএনাসের বর্ণনা হইতেই সপ্রমাণ হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'মেয়স' ঐ সকল স্থানে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গতিবিধি করিতেন।

* * *

ভারতের বহির্ভাগে হিন্দুর উপনিবেশ।

কি ভাবে খোটানে ভারতীয় সভ্যতার এবং ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, ষ্টীনের গ্রন্থে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। কচ্ছ-রাজ্যে যেরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র 'কচ্ছ' ভাষায় অনুবাদিত হইয়া যে ভাবে রুশিয়ায় ও জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—সিলভেন লেভির গ্রন্থে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দেখিতে পাই। *

ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম, কাম্বোডিয়া, শ্যাম-রাজ্য, এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতের বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সে সকল রাজ্যে ভারতীয় হিন্দু বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছিলেন,—তদ্বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উত্তর ভারতের বণিকগণ দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র-পথে পূর্ব্বোক্ত স্থান-সমূহে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন।

উপনিবেশে যে সকল প্রসিদ্ধ নগরের উল্লেখ দেখি, তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত নামের অনুসারী। গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূভাগ-সমূহে ঐ সকল নামের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তে, উপনিবেশ-সমূহে হিন্দু-নামের সাদৃশ্যে, উত্তরভারতীয় হিন্দুগণের উপনিবেশ-স্থাপনের বিষয়ই মনে আসে।

মালয়-দ্বীপ-পুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্যের অস্তিত্ব মিঃ জন ক্রফোর্ড সপ্রমাণ করেন। মালয়-দ্বীপ—লবঙ্গ এবং জায়ফলের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে, এক মালয়-দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যাইত না। পেরিপ্লাস গ্রন্থে ঐ দুই দ্রব্যের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তখন সে তত্ত্ব কেহ অবগত ছিলেন না, অথবা তখনও মালয়-দ্বীপে ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্য আরম্ভ হয় নাই।

১৮০ খৃষ্টাব্দে, মার্কাস অরেলিয়াসের রাজত্ব-কালে, সর্ব্বপ্রথম লবঙ্গ ও জায়ফল আলেক-জান্দ্রিয়া বন্দরে রপ্তানি হয়। তবে বিদেশে রপ্তানির বহু পূর্ব্বে হইতেই যে ভারতীয় বণিকগণ

---

* Sir M. A. Stien, *The Sandburied Ruins of Khotan* and M. Sylvau Levi, *Hindu Civilization in Central Asia*.

লবঙ্গ ও জায়ফলের উৎপত্তি-স্থান—মালয়দ্বীপে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মালাক্কায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাঁহাদের মালয়-দ্বীপে গমনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে; ভারতীয় বণিকগণ মালয়-দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মালয়-দ্বীপের সহিত ভারতের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। এই সময়েই ভারতীয় বণিকগণ চীনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমন করেন। সেখানে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

* * *

যবদ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ।

যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দুদিগের প্রভাব বহু পূর্ব্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপে হিন্দুগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গ হইতে হিন্দুগণ সর্ব্বপ্রথম যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। *

মার্সডেন এবং স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের উক্তিতে প্রকাশ,—'মাদাগাস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপ্রান্তে প্রায় ২০০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তখন সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—সংস্কৃত-ভাষার অনুসরণেই সে দ্বীপের প্রচলিত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।' †

যবদ্বীপের পূর্ব্ব-ভাগে তখন 'আজবেষ্টোস' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। 'টুং-কাং-টো' প্রণীত চীনাদিগের 'সে-ই-কিং' (Shea-y-king) গ্রন্থের মতে—'জেমাসিনের' অন্তর্গত 'হা-লিন'—হালিয়াং বা হোলিং হইতে চীনদেশে আজবেষ্টোস আমদানী হইত। তৎকালে 'যবদ্বীপ' চীনা-ভাষায় ঐ সকল নামে পরিচিত ছিল।

যবদ্বীপে ভারতীয়গণের উপনিবেশ-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র যবদ্বীপে হিন্দু-প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফা-হিয়ান যে সময় যবদ্বীপে পদার্পণ করেন, তখন সমগ্র যবদ্বীপ হিন্দু অধিবাসীতে পূর্ণ ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে যাত্রা করিয়া, হিন্দু-বণিকগণ প্রথমে সিংহলে গমন করিতেন; তার পর সিংহল হইতে তাঁহারা যবদ্বীপে যাইতেন। পরিশেষে যবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা চীনে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের এই বাণিজ্য-ব্যপারে ব্রাহ্মণগণের নির্দ্দেশ ক্রমে বাণিজ্য-পোত-সমূহ পরিচালিত হইত। যবদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাবই অক্ষুণ্ণ ছিল। তার পর কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম, কখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ‡

* * *

বিভিন্ন-স্থানে হিন্দু উপনিবেশ।

প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে এবং যবদ্বীপে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার বিস্তৃত হয়। তখন ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত 'কালাকান' বন্দর হইতে দক্ষিণ-ভারতে কাবেরী নদীর মোহানায়

* J. Crawford, *Descriptive Dictionary of the Indian Islands* and W. P. Groeneveldt, *Notes on the Malay Archipelago and Malacca.*

† Sir William Jones, *Asiatic Researches*, Vol. IV.

‡ M. Sundaram Pillay, *Tamils 1800 years ago* and Sir A. P. Phayre, *History of Burma.*

'কবিরপড্ডিনম' বন্দরে বিনিময় বাণিজ্য চলিত। এই বাণিজ্যের ফলে, হিন্দু বণিকগণ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত 'পেগু'-বন্দরে আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সপ্রমাণ হয়। *

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে দেখিতে পাই,—বাণিজ্য-ব্যপদেশে সকোত্রা দ্বীপে হিন্দু বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল সকোত্রায় নহে, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে—আরব ও পারস্যের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর-সমূহে উপনিবেশ-স্থাপনে জাঞ্জিবারের হিন্দু উপনিবেশ হইতে হিন্দুগণ বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন,—'পেরিপ্লাসে' তাহার বিস্তৃতি বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

* * *

জর্ম্মণীতে ভারতের উপনিবেশ।

কর্ণেলিয়াস নেপোস, জর্ম্মণীতেও ভারতের বাণিজ্যের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। প্রকাশ—বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমনকালে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে বিতাড়িত হইয়া, ভারতীয় নাবিকগণ জার্ম্মাণ রাজ্যের উপকূলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। সুয়েভির অধিপতি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মেটেলাম সেলারের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভারতীয় হিন্দুগণ সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। †

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে সপ্রমাণ হয়,—ভারতীয় বণিকগণ ইউরোপের উত্তর-সাগরেও বাণিজ্য-ব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বণিকগণের পণ্য-দ্রব্য বিক্রীত ও সমাদৃত হইত। ‡

---

* *Journal of the Asiatic Society*, No. IX, p 136—138.

† Mc.Crindle, *Ancient India*, p. 110.

‡ ভারতীয় যে সকল পোত বিদেশে পাশ্চাত্যে পণ্য-সম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত, সেই সকল পোতের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে ডক্টর ভিন্সেণ্ট নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—"The different sorts of vessels constructed in these ports are correspondent to modern accounts; the monoxyla are still in use; not canoes, as they are improperly rendered; but with their foundation, formed of a single timber, hollowed, and then raised with biers of planking till they will contain 100 to 150 men. Vessels of their sort are employed in the intercourse between the two coasts, but the *colondisphonta*, built for the trade to Malacca, perhaps to China, were exceedingly large and stout, resembling probably those described by Marco Polo and Nicolo di Conti. Varthema likewise mentions vessels of this sort at Tarnasari (Masulipatam) that were of 1000 tons burthen designed for this very trade to Malacca. The other vessels employed on the coast of Malabar, as Trapagga and Kotumba, it is not necessary to describe; they have still in the Eastern Oceen germs, trankeas, dows, grabs, gallvats, praams, junks, Champans etc." *Commerce of the Ancients*, Vol II.

বাণিজ্য-পোতের পূর্ব্বোক্তরূপ নাম-মাত্র উল্লেখে তাহাদের আকৃতির পরিচয় কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না। চীনাভাষায় ভারতের একশ্রেণীর পোত 'জঙ্ক' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ওয়াসেকের বর্ণনায় প্রকাশ,—'জঙ্কগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন এক একটা পক্ষ-সংযুক্ত বৃহৎ পর্ব্বত, সমুদ্রের উপর বায়ুভরে ভাসিয়া চলিয়াছে।' এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার পোতের পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ণনা হইতে তাহাদের আকৃতির বিষয় ধারণা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ব্বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা

[পাটলিপুত্র—বাণিজ্য-কেন্দ্র ;—বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ ;—দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-পথ ;—বাণিজ্য-বিষয়ক বিবিধ তথ্য ;—ভারতে খাদ্য-শস্যের রপ্তানি বন্ধ ;—ভারতের যৌথ ব্যবসায় ;—মুদ্রা-প্রবর্ত্তনায় টাকশাল স্থাপন ও ওজন-পরিমাণ নির্দ্ধারণ ;—ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় বাণিজ্য ;—ভারতের ব্যাঙ্ক প্রভৃতি।]

* *

পাটলিপুত্র—বাণিজ্য-কেন্দ্র।

বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশে যেমন ভারতের প্রতিষ্ঠার অশেষ পরিচয় পাই; তেমনি অন্তর্ব্বাণিজ্যে স্বদেশেও তাহার কৃতিত্বের অশেষ নিদর্শন বিদ্যমান। পাটলিপুত্র তখন অন্তর্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থল। পাটলিপুত্র হইতে সিন্ধুর উপত্যকা প্রদেশে এবং কাবুলে গমনাগমন জন্য দুইটী প্রধান রাজ-পথের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। ঐতিহাসিক প্লিনির গ্রন্থে ভারতে অন্তর্ব্বাণিজ্যের রাজপথ-সমূহের পরিচয় পাই।

চীনে গমনাগমনের যে পথ ছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। তদ্ভিন্ন, চীন হইতে ভারতে আসিবার এবং ভারত হইতে চীনে যাইবার আরও কয়েকটী পথ ছিল। সে পরিচয় 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে তিব্বত অতিক্রম করিয়া সিকিমের পথে গমনাগমন অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল। তাহাতে সময়ও কম লাগিত।

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, এডেন বন্দর হইতে মিশরে এবং মিশর হইতে এডেন বন্দরে পণ্য সরবরাহ হইত। তাহা হইলেও, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিচালনে যে পথের পরিচয় পাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত পথ-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে সেলিউকাসের ভারত আগমন পর্য্যন্ত সময়ের সম্পূর্ণ পরিচয়, তাঁহাদের অভিযানের ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হই। তাহাতে বুঝিতে পারি—তখন পাটলিপুত্র রাজধানী হইতে কাবুল ও সিন্ধুনদের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমনাগমনের এক রাজপথ বিদ্যমান ছিল। প্লিনি প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে সে পথের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

* * *

বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ।

ঐতিহাসিক প্লিনির গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্যের কয়েকটী পথ নির্দ্দেশ করেন। ভারতের অন্তর্ব্বাণিজ্য কি ভাবে পরিচালিত হইত, এবং সে বাণিজ্য কিরূপ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল, সে পরিচয়ে তাহা বেশ উপলব্ধ হইতে পারে। অনেক স্থলে দূরত্ব পরিমাণ-নির্দ্ধারণে ইতর-বিশেষ থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পরিমাণ ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য

বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন। * যাহা হউক, আমরা নিয়ে সেই সকল পথের পরিচয় যথাযথ প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি; যথা,—

চারিকর হইতে কাবুলের (কাবুল সীমান্ত পর্য্যন্ত) দূরত্ব···৪০ মাইল।

কাবুল হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কান্দাহারের সীমান্ত পর্য্যন্ত দূরত্ব···৩১৩ মাইল।

কাবুল হইতে দক্ষিণে সিন্ধু-নদের বদ্বীপ পর্য্যন্ত দূরত্ব···৭২৫ মাইল।

কাবুল হইতে দক্ষিণ-সীমান্তে দক্ষিণ কাথিয়াবার পর্য্যন্ত দূরত্ব···১০০০ মাইল।

কাবুল হইতে জেলালাবাদ পর্য্যন্ত দূরত্ব···১০১ মাইল।

জেলালাবাদ হইতে পেশোয়ারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দূরত্ব···৭৯ মাইল।

পূর্ব্বোক্ত রাজপথ-সমূহের দূরত্ব-পরিমাণের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও শাসন-সৌকর্য্যার্থ এবং বাণিজ্য-পরিচালনায় সে রাজপথ-সমূহ সে সময় বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ রাজপথ-সমূহে গমনাগমন জন্য স্থানে স্থানে আড্ডা বা ঘাঁটি ছিল। কোন পথে কোথায় কোন আড্ডা বা বিশ্রাম-স্থান ছিল, নিম্নোক্ত পরিচয়ে তাহা উপলব্ধি হইবে। যথা,—

চার্ষাদ্দা (পুষ্কলাবতী) হইতে সা-ডেরির (তক্ষশীলার) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত···৮০ মাইল।

সা-ডেরি হইতে ঝেলামের, 'শতদ্রুর' দক্ষিণ-পূর্ব্বে নিকাকা পর্য্যন্ত···৭ মাইল।

ঝেলাম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত···৫৫ মাইল।

শিয়ালকোট হইতে বিপাশা (হাইপাসিস) পর্য্যন্ত···৬৫ মাইল।

বিপাশা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী রূপার পর্য্যন্ত···৮৫ মাইল।

শতদ্রু হইতে যমুনা-তীরবর্ত্তী কর্ণাল পর্য্যন্ত···১০০ মাইল।

উত্তরদিকের এই রাজপথের সংলগ্ন দ্বিতীয় আর একটী রাজপথের পরিচয়ও গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় রাজপথটী ঠিক কেন্দ্রস্থানের মধ্য দিয়া প্রথম রাজপথের সহিত কৌশাম্বী নগরে সম্মিলিত হইয়াছে। সেই রাজপথের যে পরিচয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থপত্রে পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিতেছি; যথা,—

সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ হইতে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত···৫০০ মাইল।

বরোচ হইতে উত্তর-পূর্ব্বে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত দূরত্ব···২০০ মাইল।

উজ্জয়িনী হইতে পূর্ব্বে বেসনগরের (বিদিশা) পর্য্যন্ত···১২০ মাইল।

বেসনগর বা বিদিশা হইতে উত্তর-পূর্ব্বে ভারহুত পর্য্যন্ত···১৮৫ মাইল।

ভারহুত হইতে উত্তর-পূর্ব্বে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত দূরত্ব···৮০ মাইল।

কৌশাম্বী হইতে কাশী পর্য্যন্ত দূরত্ব···১০০ মাইল।

কাশী হইতে পাটনা পর্য্যন্ত দূরত্ব···১৩৫ মাইল।

* বাণিজ্য-সম্বন্ধে রাজকীয় পথাদির বিষয় আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—*Cambridge History of India*, Vol. I, *Alexander under the Caucasus, Alexandria among the Arachosians, Imperial Gazetteer.*

দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-পথ।

তামিল-সাহিত্যে দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-পথের বিবরণ দেখিতে পাই। তদনুসারে দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য-পথ-সমূহের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল; যথা,—

'কাঞ্চী হইতে তিরুক্কোইখুরের পথে ত্রিচিনোপলী পর্য্যন্ত। ত্রিচিনোপলি হইতে কোডুম্বাইএর মধ্য দিয়া নেডুনগুলাম পর্য্যন্ত রাজপথ শেষোক্ত স্থানে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। কথিত হয়, এক সময়ে এই পথই সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল।'

'মাদুরা হইতে ভৈগাই নদীর তীরদেশ দিয়া পলনিস পর্য্যন্ত আর এক রাজপথ; পলনিস হইতে এই পথ পর্ব্বতের উপর দিয়া, উর্দ্ধে ও নিম্নে আঁকাবাঁকা হইয়া চলিয়াছে। তার পর পেরিয়ার নদীর তীরদেশ দিয়া মোহানাস্থিত 'ভঞ্জি' সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভঞ্জি হইতে সে পথ বর্ত্তমান কারুর পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে তিরুক্কোইলুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।' এই রাজ-পথও বাণিজ্য-সম্পর্কে বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন।

এতদ্ভিন্ন মহাবংশে মহারাষ্ট্র এবং মালবের মধ্য দিয়া আর এক রাজপথের পরিচয় পাওয়া যায়। পেরিপ্লাস গ্রন্থে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য-পথের উল্লেখ আছে। সেই সকল পথের আলোচনায় বুঝিতে পারি,—সিন্ধু-নদের মোহানার উত্তরদিকে, সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া, পণ্যদ্রব্যাদি 'মিন্নাগড়ে' সংবাহিত হইত। মিন্নাগড় হইতে সে পণ্য-সম্ভার 'বারিগাজা' ও 'বারবেরিকামে' প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। আর এক পথে কাবুল হইতে উজ্জয়িনীতে এবং উজ্জয়িনী হইতে বারিগাজায় পণ্য-সমূহ সংবাহিত হইত।

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের পণ্যসম্ভার 'পৈথান' ও 'টাগারায়' আনীত হইত। সেখান হইতে বারিগাজা পর্য্যন্ত সেই সকল পণ্য সংবাহিত হইত।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো এবং প্লুটার্ক প্রভৃতিও বিদেশ-গমনোপযোগী রাজপথাদির অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পথে দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তর প্রোথিত ছিল; পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছিল; স্থানে স্থানে পান্থশালা ও কূপাদি বর্ত্তমান ছিল,—এ সকল বিবরণও তাঁহাদের গ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ, সে অতীত কালে ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বহির্ভাগে সর্ব্বত্রই এইরূপ রাজপথাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধ্যাপক হীরেণও তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ফলতঃ, যেমন স্বদেশে তেমনি বিদেশে বাণিজ্য-প্রসার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত তখন গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল;—ভারত পাশ্চাত্য-বাণিজ্যের আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল।

* *

বাণিজ্য-বিষয়ক বিবিধ তথ্য।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের আলোচনায়, তাহার সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠায় কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? বাণিজ্য-প্রসঙ্গে ভারতের রাজনীতির, অর্থনীতির ও সমাজনীতির আলোচনায় কি শিক্ষাই বা লাভ করি?

প্রকৃতির অলৌকিক-বিধানে ভারত বিমান-বিচুম্বী পর্ব্বত-প্রাচীর এবং উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সাগরবেষ্টনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, ভারতের সে স্বাতন্ত্র্য তখন ভঙ্গ

হইয়াছিল;—প্রাকৃতিক অবস্থানে জগতের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য হইয়াও, প্রতি নগর-জনপদে ভারত নৈকট্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। ইতিহাসের চিত্রপটে সে আলেখ্য উজ্জল হইয়া আছে।

তখন দুর্ভেদ্য গিরিবক্ষ, বিদীর্ণ হইয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল; তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র তালে তালে নৃত্য করিয়া ভারতের অর্ণবযান-সমূহ নাচাইয়া চলিয়াছিল;—তাহার উগ্র মূর্ত্তি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। তখন একদিকে যেমন ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্ত উড্ডীন হইয়াছিল; অন্যদিক তেমনি তাহার ধন-সমৃদ্ধির অবধি ছিল না।

* *
*

ভারতে খাদ্য-শস্যের রপ্তানি বন্ধ।

এখন দুর্ভিক্ষ-মহামারী ভারতের নিত্য-সহচর। কিন্তু সেকালে ভারতে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। পুরাতত্ত্বে প্রকাশ,—তখন ভারতবাসী 'দুর্ভিক্ষ' নামটা পর্য্যন্ত জানিত না।

ভারতের সে সমৃদ্ধির মূলে অক অভিনব নীতির ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান ছিল। সে নীতি—ভারত হইতে তখন খাদ্য-শস্যের এবং পরিধেয় বস্ত্রের রপ্তানি হইত না! যদিও কেহ কখনও সে নীতির লঙ্ঘনে প্রলোভিত হইত; রাজকীয় বিধানে, তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ—স্থলবিশেষে তাহারও অধিক—খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতি গৃহে সংরক্ষণ করিতে হইত।

তখন ভারত বিলাস-সামগ্রীর বিনিময়ে আহার্য্য বা বস্ত্র কদাচ প্রদান করে নাই। তখন স্বদেশীয়তায় ভারতবাসী অনুপ্রাণিত ছিল; 'স্বধর্ম্মে' মতিমান থাকিয়া স্বদেশের স্বজাতির উন্নতি-কল্পে ভারতবাসী তখন উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল;—'সংরক্ষণ-নীতি' অবলম্বনে দেশের সামগ্রী দেশে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল! তাই ভারত তখন সমৃদ্ধির উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল।

ভারতের এই আদর্শ-নীতির পরিচয়—'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। সেখানে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের বিবরণ দেখিতে পাই। গ্রন্থকার সেখানে এই অভিনব তত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে গ্রন্থকার খাদ্য-শস্য বা পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাই তাঁহার সিদ্ধান্ত—ভারত তখন ঐ সকল সামগ্রী বিদেশে প্রেরণ করিত না। 'আত্ম-রক্ষার' মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারত সে-কালে দুর্ভিক্ষ—মহামারীর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয় নাই।

কিন্তু একবার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! এখন ভারত তুচ্ছ অর্থের লোভে আপনার মুখের গ্রাস পরকে তুলিয়া দিয়া পরমুখাপেক্ষী প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান! এখন কোথায় তাহার সে সমৃদ্ধি!—কোথায় তাহার সে গৌরব-গরিমা! ভারতের এই সনাতন নীতি ভারতবাসী যদি অনুসরণ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়, সুদিন ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা। ভারত তাহার সনাতন নীতি-সূত্র হারাইয়াছে—স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া বিপথগামী হইয়াছে,—তাই তাহার এই অধঃপতন!

ফলতঃ, ভারতের এই রাজনীতি—খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ—ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক জ্ঞানের এবং দুরদর্শিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। আজি যে পাশ্চাত্য-দেশে 'প্রটেকশন' বা সংরক্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তনা দেখি, তাহাতে ভারতের সেই সনাতন নীতিরই অনুসরণ প্রত্যক্ষ করি। তাই মনে হয়,—ভারতই সকল দেশের সকল জাতির—সকল উন্নতির সকল

প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। ভারত পথ-প্রদর্শক। অন্য দেশ—অন্য জাতি তাহার অনুসরণ-কারী;—সকলেই ভারতের—ভারতবাসীর শিষ্যস্থানীয়। *

* *

ভারতের যৌথ-কারবার।

'বাণিক-সঙ্ঘ' সংগঠনে যৌথ-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনাও ভারতের উন্নতির অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করি। রাজকীয় নিয়মে, সঙ্ঘবদ্ধ বণিকগণের বিধানে এবং সংরক্ষণ নীতির অনুসরণে, তখন ভারতের কোনই অভাব ছিল না।

রাজা—বণিকসঙ্ঘের প্রবর্ত্তিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরেণে, নূতন বিধি-বিধান প্রবর্ত্তনায় সাহসী হইতেন না। সঙ্ঘের যিনি নেতৃস্থানীয়, রাজা তাঁহাকে অশেষ সম্মান করিতেন। তখন সঙ্ঘবদ্ধ বণিকগণের একতা এবং প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। তাই রাজা সময় সময় উৎকোচ দ্বারা অথবা বিবাদ-সংঘটনে বণিকসঙ্ঘের একতা ভঞ্জনে স্বমত প্রবর্ত্তনার প্রয়াস পাইতেন। †

ফলতঃ, বাণিজ্য-ব্যাপারে পৃথিবীর সকল দেশে, এমন কি—আমেরিকার সুদূর মেক্সিকো প্রদেশে পর্য্যন্ত, ভারতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সভ্য সমুন্নত দেশের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার যাহা কিছু নিদর্শন, ভারতে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না।

প্রাচীন ভারতের বণিকসঙ্ঘের আলোচনায় 'লিমিটেড কোম্পানীর' এবং 'চেম্বার অব কমার্স' প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সে সঙ্ঘ বা সে সমবায়—পূর্ব্বোক্ত 'লিমিটেড কোম্পানীর' এবং 'চেম্বার অব কমার্স' প্রভৃতির অনুরূপ বলিয়া মনে করি।

* * *

মুদ্রা-প্রবর্ত্তনে টাকশাল-স্থাপন ও ওজন পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

সভ্যদেশের সভ্যতার এক প্রধান নিদর্শন—মুদ্রাদির প্রবর্ত্তনা। বাণিজ্যের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তিতে ভারতে মুদ্রাযন্ত্র (টাকশাল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—সামান্য আলোচনায় তাহা প্রতীত হয়। বহির্ব্বাণিজ্যে ও অন্তর্ব্বাণিজ্যে মুদ্রাদির প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী অনুভব করিয়াছিলেন। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহারা বিনিময়-মূল্যের একটা ধারা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিলেন।

মনু প্রভৃতির উক্তিতে 'কার্ষাপণ' নামক তাম্র-মুদ্রার পরিচয় প্রাপ্ত হই। 'বৌদ্ধজাতক'

* ভারতীয় বণিকগণ এবং ভারতের অধিবাসিবৃন্দ তৎকালে যে সনাতন নীতির অনুসরণে আত্মরক্ষা করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থেই তাহার সাক্ষ্য বিদ্যমান। মেজর কিথ, এতৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা 'এসিয়াটিক কোয়াটারলি রিভিউ' হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম; যথা,—

"The old prosperity of India was based on the sound principle which is that after clothing and feeding your own people, then of your surplus abundance give to the stranger. ......"Renowned arts, industrial fabrics and exports were not multiplied on the reprehensible practice of depleting the country of its food-stuffs." – Major J. B. Keith in the *Asiatic quarterly Review*, July, 1910.

† Hopkins *India, Old and New*, p. 169.

গ্রন্থে ঐ কার্ষাপণে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বুঝাইত। শতমান, ধরণ, পুরণ প্রভৃতি বিভিন্ন মুদ্রার নাম-পরিচয় স্মৃতি-পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হই। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতেই যে ভারতে মুদ্রাদির প্রচলন ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজত্ব-কালে, মুদ্রাদি প্রবর্ত্তনার বিষয় 'অর্থশাস্ত্রে' দেখিতে পাই। সেই সময় হইতে রোমানদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সংশ্রবের সূত্রপাত হয়। তখন হইতে ভারতে রোমের স্বর্ণমুদ্রার প্রচুর আমদানি হইতে থাকে। সে সময়ে উত্তর ভারতের শক-নৃপতিগণ সেই সকল মুদ্রা গলাইয়া আপনার নামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে, রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে, তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

এই উপলক্ষে প্রথম কাডফাইসেস যে মুদ্রা প্রস্তুত করেন, তাহার একদিকে অগাষ্টাসের এবং টাইবেরিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেসের রাজত্বকালে এই প্রথার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনি আপনার রাজ্যে মুদ্রাঙ্কনের যন্ত্র অর্থাৎ 'টাকশাল' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই 'টাকশালে' সিজার প্রবর্ত্তিত 'অরি' (ঔরি) মুদ্রার অনুকরণে (সমান-ওজনবিশিষ্ট) মুদ্রা প্রস্তুত হইত। অনেকে বলেন,—'অরি' মুদ্রার প্রবর্ত্তনা প্রাচ্যে এই প্রথম। পরবর্ত্তিকালে কনিষ্ক, হবিষ্ক এবং বাসুদেবও এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রোমীয় মুদ্রার তখন কোনই পরিবর্ত্তন সাধন হয় নাই। 'ওজ্জেনেতে' (উজ্জয়িনী) এই সময় বাক্‌ত্রিয়ার রাজা মেনাণ্ডারের এবং এপলোডোটাসের মুদ্রা প্রচলিত হয়। * অগাষ্টাস হইতে নীরোর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রায় আশী বৎসর কাল (৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রোমে যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ-ভারতে সেই সময়ের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রচলিত রোমের মুদ্রার ন্যায় কোনও মুদ্রা, দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় নাই। †

পেরিপ্লাসে এক প্রকার বিনিময় বাণিজ্যের পরিচয় পাই। তাহার নাম—'মৌনবিনিময়' (Silent Barter)। বণিকগণ আপনাপন পণ্য-দ্রব্য এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিতেন; ক্রেতা সেই সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার বিনিময়ে সেই মূল্যের অন্য দ্রব্য রাখিয়া আসিতেন। ইহারই নাম—'সাইলেণ্ট বার্টার।' থিস বা চীন সীমান্তে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সিংহলের বেদ্দসগণ আজিও এই প্রথারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

'মিলিন্দপহ্ন' গ্রন্থে ঋণ-পত্রের উল্লেখ আছে। তাহাতে বুঝা যায়,—তখন ঋণদান ও ঋণ

---

* Dr. Vincent's *Commerce of the Ancients* and Periplus of the *Erythrean Sea*, Vol. II.

† মিষ্টার সিউয়েলের গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। দক্ষিণভারতে যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ-সম্বন্ধে সিউয়েল লিখিয়াছেন, "612 gold coins and 1187 silver, besides hoards discovered which are severally discovered as follows: of gold coins a quantity amounting to five cooly loads; and of silver coins (1) 'a great many in a plate', (2) 'about 500 in an earthen pot', (3) 'a find of 163', (4) 'some', (5) 'some thousands'. also (6) of metal not stated; 'a potfull.' These coins are the product of fifty five separate discoveries, mostly in the Coimbatore and Madura districts."—Sewell,—*Roman Coins* in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, for 1904.

গ্রহণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। সেখানে 'দেউলিয়া' বিধির উল্লেখ দেখি। তদনুসারে, দেউলিয়া তাঁহার আয়ের ও ঋণের তালিকা দাখিল করিতেন। সাধারণ্যে সে তালিকা প্রচারিত হইত। পরে বিচারে তিনি দেউলিয়া সাব্যস্ত হইতেন।

* *

ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় বাণিজ্য।

প্রাচীন ভারতের যৌথ-বাণিজ্যবিধি এতৎপ্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন যেমন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় বৈদেশিক বাণিজ্যে আদান-প্রদান চলে; ব্যাঙ্ক যেমন চালান রাখিয়া টাকা ধার দেয় এবং আপন গুদামে মাল তুলিয়া তাহা হইতে টাকা আদায় করে অর্থাৎ মাল বন্ধক বা জামিন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া মূল্যের অনুপাতে অর্থ সরবরাহ করে;—তখনকার বৈদেশিক বাণিজ্যেও সেই ভাবেই অর্থ সরবরাহ হইত। অপিচ বণিক সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তিতায় বৈদেশিক বাণিজ্য সংবাহিত হইত, 'পোরিপ্লাসেই' তাহা দেখিতে পাই।

* * *

ভারতের 'ব্যাঙ্ক'।

নাসিকের দ্বাদশ সংখ্যক গুহালিপিতে একটী বণিক-সমবায়ের পরিচয় পাই। সম্রাট নাহাপানের জামাতা উষবদত্ত বৌদ্ধসংঘের নামে এই গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গুহার ও ভিক্ষুদিগের ভরণপোষণের জন্য তিনি তিন সহস্র কার্ষাপণ দান করেন।

লিপির বর্ণনায় প্রকাশ—উক্ত তিন সহস্র কার্ষাপণের মধ্যে দুই সহস্র কার্ষাপণ তিনি গোবর্দ্ধনের বণিক সঙ্ঘের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। সঙ্ঘ সেই গচ্ছিত অর্থে শতকরা মাসিক 'এক প্রতিক' হিসাবে সুদ দিতেন। সেই সুদের টাকা হইতে ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদাদি সরবরাহ হইত। অবশিষ্ট এক সহস্র কার্ষাপণ, তন্তুবায় সমবায়ে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তন্তুবায় সমবায় ঐ সহস্র কার্ষাপণে শতকরা মাসিক তিন-চতুর্থাংশ 'প্রতিক' সুদ দিতেন। ভিক্ষুগণের অন্যান্য খরচা সেই সুদ হইতে নির্ব্বাহিত হইত। *

নাসিকের পঞ্চদশ সংখ্যক গুহা লিপিতে আর এক চিত্র প্রকটিত। লিপিতে প্রকাশ,—ত্রিরশ্মি-পর্ব্বতের গুহায় যে সকল ভিক্ষু অবস্থান করেন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থার জন্য স্থায়ী ভাবে গোবর্দ্ধনের 'কুলরিক (কুম্ভকার) সমবায়ে' অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়।

'কুলরিক' সমবায়ে এক সহস্র এবং 'ওদয়ন্ত্রিক' সমবায়ে দুই সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত (আমানত) ছিল। এইরূপ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণের এবং অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য অর্থাদি গচ্ছিত রাখার বহু নিদর্শন দেখিতে পাই।

কেবল অর্থাদি দান নহে; ভূমি দান, রাজস্ব দান প্রভৃতির নানা দৃষ্টান্তও গুহালিপি-সমূহে উল্লিখিত আছে। এই বিধি-ব্যবস্থা যে শ্রেষ্ঠ রাজনীতির এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। †

* *Epigraphica India* Vol. VIII. p. 82.

† Beihler-Burgess, *Archaeological Survey of Western India*, Vol. IV.

প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ—আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পরিচালন ব্যবস্থায় অনুসৃত দেখি। 'ব্যাঙ্ক' যেমন গচ্ছিত বা আমানত টাকার নির্দ্দিষ্ট হারে স্বদ প্রদান করে ; বণিক সমবায়ের বা তন্তুবায়ের স্বদ প্রদান—তাহারই আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া মনে করি।

স্থায়ী আমানতে (Fixed Deposit) উচ্চ হারে আর অস্থায়ী আমানতে (Current Deposit) অল্প হারে স্বদ প্রদান—প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ বিধান—ব্যাঙ্ক পরিচালনে অধুনা কোথায় না অনুসৃত হয় ? অর্থনৈতিক পারদর্শিতার এ এক পূর্ণ পরাকাষ্ঠা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে পাশ্চাত্যে ভারতের অনুসরণ—সর্ব্ব বিষয়েই প্রত্যক্ষ করি।

এ সময়ে ভারতের জাতীয় ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির অশেষ নিদর্শন বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য-দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের অর্থাগম, চীনের এবং অন্যান্য দেশের বাণিজ্যে আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি সেই জাতীয় অর্থ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির পরিচায়ক। *

ফলতঃ, মৌর্য্য, অন্ধ্র ও শক প্রভৃতি বিভিন্ন বংশের রাজত্বকালে ভারতের বিবিধ বিষয়ক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ভারতের বন্দর, † ভারতের বণিক-সমবায়, ভারতের বিনিময়-বাণিজ্য, ভারতের ব্যাঙ্ক প্রভৃতি—ভারতের শ্রেষ্ঠত্বেরই নিদর্শন।

ভারতের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির মূলে—তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার মূলে—ধর্ম্মশক্তি ক্রিয়মাণা ছিল, ভারতের আদর্শ সমাজ—আদর্শ সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভারতের সমাজ-শরীরে তখন ধর্ম্মের প্রস্রবণ প্রবহমান, ভারতের প্রতি ধমনীতে তখন ধর্ম্মের উন্মাদনা বিদ্যমান ;—তাৎকালিক ভারতের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির আলোচনায় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই ধর্ম্মের প্রভাবেই ভারত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

* Mommsen's *Provinces of the Roman Empire*, Vol. II. মিষ্টার মিউরেল ভারতের এই জাতীয় ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন : যথা, -"The Andhra period seems to have been one of considerable prosperity."—*Imperial Gazetteer*, New Edition, vol. II.

† 'চিল্লাপথিকরম' কাব্যে 'মারুভারপাক্কাম' বন্দরের পরিচয় ; -"Here were also the quarters of foreign traders who had come from beyond the seas and who spoke various tongues. Venders of fragrant pastes and powders, of flowers and incense, tailors who worked on silk, wool or cotton, traders in sandal aghil, coral, pearl, gold and precious stones, grain merchants, washermen, dealers in fish and salts, butchers, blacksmiths, braziers, carpenters, coppersmiths, painters, sculptors, goldsmiths, cobblers and toy-makers—all had their habitation in Maruvar-Pakkam. "মারুভার-পক্কম'—মছলিপট্টম বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি।

[আদর্শ নীতি ;- শ্রেষ্ঠত্বের বিবিধ নিদর্শন ;—জাতিভেদ-প্রথা ;—বিবিধ উন্নতির পরিচয় ;—প্রজারঞ্জনে বিবিধ ব্যবস্থা ;—প্রাচীন-ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন ;—সমাজের চিত্র ;—ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা।]

* * *

আদর্শ নীতি।

সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিয়াছে। মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, মহামতি চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে, তাৎকালিক ভারতের সভ্যতার ও জ্ঞানগৌরবের যে আলেখ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অন্ধ্র ও শকগণের প্রভাবে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। প্রাচীন তামিল-সাহিত্যে তাৎকালিক সমাজ-নীতির যে পরিচয় বিদ্যমান, প্রাচীন ভারতের প্রাচীন আদর্শের সে এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিতে পারি।

উত্তর ভারত সভ্য-সমুন্নত আর্য্যগণের আদি-বাসভূমি। আদিকাল হইতেই সেখানে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। সে সভ্যতার বিমল ভাতি ভারতের সকল প্রদেশেই বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সুতরাং উত্তর-ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, দক্ষিণ-ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও সেই একই চিত্র প্রতিফলিত দেখি।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে যে দক্ষিণ ভারত অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য-জাতির লীলাভূমি বলিয়া উল্লিখিত; সেই দক্ষিণ-ভারতের সভ্যসমুন্নত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। ভারত যদিও তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত, যদিও তখন অন্তর্ব্বিপ্লবের দাবদাহে ভারত দগ্ধীভূত; তখনও তাহার সমাজ-ধর্ম্মে যে উচ্চ আদর্শ প্রকটিত ছিল, সে আদর্শের তুলনা হয় না!

ভারতে তখন জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব। তখন ঐ সকল ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের প্রাধান্য প্রতিহত করিতে ব্যগ্র।

ভারতের সেই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে উত্তর ভারত হইতে একদল জৈনধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষু দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, ৩০৯ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সেই জৈনগণ দক্ষিণ-ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে কারণেই ভিক্ষুগণ দক্ষিণ-ভারতে আগমন করুন; ভদ্রবাহুর অধিনায়কত্বে জৈনগণ উত্তর ভারত হইতে আগমন করিয়া দক্ষিণ ভারতের 'শ্রাবণ বেলগোলায়' বসবাস আরম্ভ করেন। ইহার অর্দ্ধ-শতাব্দীর পর দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধগণ আসিয়া উপস্থিত হন।

অশোকের পৌত্র সম্প্রাতি, 'সুহস্তিন' নামক জনৈক জৈনতীর্থঙ্করের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত

হন। তিনি দক্ষিণ-ভারতে বহুসংখ্যক জৈনধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ও খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে জৈনধর্ম্মের প্রাবল্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে তখন আর অন্য কোনও ধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। * খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে ভাবে জৈনধর্ম্ম খর্ব্ব হইয়া আসে, তাহার বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে প্রদান করিয়াছি।

দক্ষিণ-ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্তৃক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। তার পর খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক দক্ষিণ-ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

অনেকে বলেন,—বৌদ্ধধর্ম্ম কোনও সময়েই দক্ষিণ-ভারতে একছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জৈন ও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসে। তখন জৈনধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে বিষম সংঘর্ষ চলিতে থাকে।

* * *

জাতিভেদ-প্রথা।

বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্যে জাতিভেদ-প্রথা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। এমন কি, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতে সে জাতিভেদ-প্রথা কঠোরতার সহিত অনুসৃত হইতে থাকে। কিন্তু পরে সে ভাব পরিত্যক্ত হয়। মনে হয়,—দক্ষিণ-ভারতের এই জাতিভেদ-প্রথাই বর্ত্তমান-কালের 'অন্ত্যজ'-জাতির প্রতি দুর্ব্যবহারের মূলীভূত। দক্ষিণ-ভারতে তখন 'দাস' প্রথার প্রচলন ছিল না। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতে 'দাস-প্রথা' প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

মেগস্থিনীস ভারতের সাতটী জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) মেষপালক, গোপালক প্রভৃতি, (৪) শিল্পী ও বণিক, (৫) সৈনিক, (৬) ওভারসিয়ার এবং (৭) রাজপারিষদ ও রাজকর্ম্মচারী। এই জাতি বিভাগ অবশ্য শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। লোকমুখে মেগাস্থিনীস যাহা অবগত হইয়াছিলেন, এবং স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মেগস্থিনীস তাহাই লিপিবদ্ধ করেন।

ভারতের গৃহবিরোধ, অন্তর্ব্বিপ্লব প্রভৃতির বিবিধ নিদর্শন পাশ্চাত্য-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—তখন ভারতবাসীর জীবন সর্ব্বদা অশান্তিময় ছিল। সেইজন্য ভারতের অধিবাসী তখন সামাজিক জীবনের রমণীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

---

* জাকবির গ্রন্থে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'পৃথিবীর ইতিহাসের' পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে, বিশেষতঃ ষষ্ঠ খণ্ডে, জৈনধর্ম্মের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য। জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মিষ্টার রাইস নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—"During the first millennium of the Christian era Jainisim may be regarded as having been the predominant religion of Mysore. Nor was it confined to Mysore; it spread everywhere more or less."—*Mysore and Coorg from the Inscriptions.* 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকয়ারী' (Indian Antiquary) গ্রন্থে মিঃ হর্ণেলের অভিমতও এতপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি যে সম্পূর্ণ অমূলক, ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এবং গ্রীকদূতের মন্তব্যের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়।

* * *

বিবিধ উন্নতির পরিচয়।

সাহিত্য-গৌরবে, শিল্প-সম্পদে স্থাপত্য-চাতুর্য্যে আজি পর্য্যন্ত কোনও দেশ ভারতের সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ হয় নাই। সে শিল্প, সে সাহিত্য, সে স্থাপত্য—শ্রেষ্ঠ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে কি? সমৃদ্ধির সহচর বিলাসিতা। কিন্তু সে সমৃদ্ধির দিনে ভারত কখনও বিলাস-সাগরে মগ্ন হয় নাই।

তখন একদিকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, অন্যদিকে কৃষি-শিল্পে ভারত সমৃদ্ধির উচ্চ চূড়ায় সমারূঢ় হইয়াছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের গ্রন্থে তাহার উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই।* তখনকার রাজার সুশাসন-সুব্যবস্থায় কৃষি-বাণিজ্যে ভারত যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুরক্ষিত দুর্গ, দুর্গতোরণে সশস্ত্র প্রহরীর প্রহরা, উন্নতিশীল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য—সে আলেখ্য-দর্শনে কাহার হৃদয় না গর্ব্বে উন্নত হয়? কেবল তাহাই নহে; কৃষির ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থায় যাহা কিছু প্রয়োজন, প্রাচীন ভারতে তাহার কোনই অসদ্ভাব ছিল না।

মৌর্য্যরাজ 'চন্দ্রগুপ্ত' 'ইরিগেশন' বা জলনিকাশাদির ও জল-সেচন (পয়ঃপ্রণালী) প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র একটী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কৃষিপ্রধান ভারতে এই 'ইরিগেশন' প্রথা বিশেষ প্রয়োজনীয়। চন্দ্রগুপ্ত তাহা উপলব্ধ করিয়াই, তৎসংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন করেন। আবশ্যকমত জলসরবরাহের জন্য সে পয়ঃপ্রণালী-সমূহে 'গেট' বা দরজা সংযোজিত হইয়াছিল। সুশাসন সুপালনে এ সকল ব্যবস্থা যে উচ্চ আদর্শের পরিচায়ক, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থায় শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল বটে; কিন্তু সে শুল্কগ্রহণ জনসাধারণের উপকারের জন্য—পয়ঃপ্রণালীর সংরক্ষণে ও তাহার উন্নতি-বিধান-কল্পে নিয়োজিত হইত।

১৫০ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত গির্ণার পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ ক্ষত্রপ রুদ্রদমনের লিপিতে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলার্থে রাজার বিবিধ প্রয়াসের পরিচয় পাই। কোথায় গির্ণার, আর কোথায় পাটলিপুত্র! পয়ঃপ্রণালীর অভাবে প্রজাপুঞ্জের কৃষিকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে, অপিচ তাহাদের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না;—রাজা রুদ্রদমন তাই সুদূর কাথিয়াবাড়-রাজ্যে পয়ঃপ্রণালী খননে কৃষি-কার্য্যের ও জলকষ্টনিবারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্র হইতে গির্ণার সহস্র মাইল ব্যবধান হইলেও তত্রত্য প্রজাপুঞ্জের অভাব অভিযোগ দূরীকরণেও তাৎকালিক ভারত-সম্রাট কখনও উদাসীন ছিলেন না।

এতদ্ভিন্ন স্থাপত্যের, চিত্রশিল্পের ও কারুশিল্পের উৎকর্ষের অপূর্ব্ব নিদর্শন—ভারহুত ও অমরাতীর রেলিং প্রভৃতিতে, সাঞ্চী ও অজয়গিরি প্রভৃতির স্তূপে, নাসিকের এবং হস্তিগুম্ফা

---

* গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের উক্তিতে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইয়াছে। মিষ্টার কনকভাই পিলে প্রণীত "*The Tamils Eighteen Hundred Years Ago*" দ্রষ্টব্য।

গুহা প্রভৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। তেমন শিল্প, তেমন কারুকার্য্য—বুঝি পৃথিবীর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বেস সহরের 'থামবাবা' স্তম্ভের গাঁথুনির ... এত দৃঢ় যে, ফিনিসীয় বা গ্রীকগণ তাহা কখনও কল্পনায় আনিতে পারেন নাই। *

* * *

সমাজের দ্বিবিধ চিত্র।

এইরূপে, ভারতের তাৎকালিক সমাজের এক উজ্জ্বল চিত্র ইতিহাসে প্রকটিত আছে। বর্ত্তমান-কালের সামাজিক অবস্থার আলোচনায় মনে যে ভাব আসে, সেই অতীতের ঘটনাতেও সেই ভাবেরই উদয় হইতে পারে। এখনও যেমন কোথাও অন্তঃপুরাচার, কোথাও তাহার ব্যভিচার—স্বাধীনতা ঘটিয়াছে; আবার কোথাও যেমন অবরোধপ্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে, আবার কোথাও যেমন সে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়াছে,—সে সময়েও সমাজে এই দ্বিবিধ চিত্রেরই সমাবেশ ছিল।

পতিগতপ্রাণা সাধ্বী মহিলার পতির মানসম্ভ্রমরক্ষার্থ আত্মদানের দৃষ্টান্তের যেমন অভাব নাই; আবার অসতী দুশ্চারিণী রমণীর পতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ফলতঃ, সু কু, আলোক আঁধার—সমাজে চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, চিরদিনই থাকিবে।

তবে আদর্শ-হিন্দু-রমণী বলিতে সীতা-সাবিত্রীর কথাই মনে আসে। আর তাঁহাদের অনুসরণকারিণী পতিগতপ্রাণা সাধ্বী মহিলাগণের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়।

ফলতঃ, পূর্ব্বেও যেমন ছিল;—সু-কু, সৎ অসৎ—সকল দৃষ্টান্ত সর্ব্বকালে সকল সমাজেই বিদ্যমান। আলোর পার্শ্বে আঁধার, আর আঁধারের পার্শ্বে আলো—মেঘমালায় বিজলী-বিকাশ চিরদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংসারে সুখ-দুঃখের, ঐশ্বর্য্য-অভাবের তারতম্য অনুসারেই সমাজের অবস্থার বিচার করিতে হয়।

* * *

ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম্মপ্রাণতা সুখের মূলীভূত; আর ধর্ম্মহারা হইলেই দুঃখের দহনে দগ্ধীভূত হইতে হয়। এ সত্য অবিসম্বাদিত—এ সত্য আবহমানকাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়; আর, তাহা হইতেই সামাজিক অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে।

সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় ভারতের প্রতিষ্ঠা। সেই ধর্ম্মের উন্মাদনায় ভারতের সমাজের প্রতিষ্ঠা। ফলতঃ, ভারতের তাৎকালিক সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; তাই ইতিহাসে ভারতের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে;—তাই ভারতের আদর্শ আজিও পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির গন্তব্য-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইতেছে।

* থামবাবা স্তম্ভ ১৪০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। এ স্তম্ভের গাঁথুনীর দৃঢ়তা সম্বন্ধে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ডক্টর মান বলিয়াছেন,—"far superior to any ever used by the Phoenicians and the Greeks."

নদীর গতিরোধ করিয়া 'সুদর্শন হ্রদ' প্রভৃতি সুরম্য সরোবরাদি নির্ম্মাণ মৌর্য্য-সম্রাট-গণের অশেষ কীর্ত্তির পরিচায়ক। ১৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ সরোবরের তীরদেশ এবং তৎসংলগ্ন পয়ঃপ্রণালী ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ফলে প্রজাগণ পীড়িত হইয়া পড়ে। শক-নৃপতি সাত্রাপ রুদ্রদমন তাহার সংস্কার-সাধন করেন। সেখানে এক লিপি উৎকীর্ণ হয়। ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারী পুনরায় তাহার সংস্কার করেন।

রাজ্যের সুদূর সীমান্ত-প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী-সংরক্ষণের এইরূপ সুব্যবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তৎকালে জলসেচন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রাজকীয় শ্রেষ্ঠ বিধিবিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র পয়ঃপ্রণালী বিধানে ভারতীয় নৃপতিগণ বিশেষ যত্নপর ছিলেন।

ফলতঃ, ভারতের নৌ-বিভাগ, ভারতের সৈনিক-বিভাগ, ভারতের বাণিজ্য-বিভাগ, ভারতের পণ্য-বিভাগ; অপিচ, ভারতের সাহিত্য, ভারতের শিল্প, ভারতের স্থাপত্য—সকলই সভ্য-সমুন্নত জাতির শ্রেষ্ঠ সভ্যতার পরিচায়ক।

* *

প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন।

সমাজ-ব্যবস্থাও ভারতের অল্প কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ভারতের অধিবাসীরা বসবাস করিতেন,—প্রমাণ পাওয়া যায়। পল্লী অপেক্ষা 'কারবাটা' বৃহৎ, আবার কারবাটা হইতে 'নগর' বৃহৎ। পল্লীসমূহের মধ্যও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল। রাজা রাজকর গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গ্রামবাসীরা রাজকর অর্পণ করিতেন, রাজা কোনও বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতেন না।

পল্লীর বিবাদ-বিসম্বাদ পল্লীবাসীই মিটাইয়া লইতেন। প্রধানগণের মধ্যস্থতায় বিবাদের মীমাংসা হইত। পল্লীর সমাজ, পল্লীর স্বাস্থ্য, পল্লীর অর্থ—সকল বিষয়ের সকল উন্নতির ভার পল্লীর উপরই ন্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্য গ্রন্থেই সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, তৎকালে ভারতের প্রতি পল্লীতেই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

তখন একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে, তিনি সমাজে তিরস্কৃত হইতেন। 'এজমালী' সম্পত্তির কোনও অংশ কোনও ভ্রাতা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে প্রথমতঃ অপর ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হইত। ফলতঃ, একের অনিচ্ছাক্রমে অপর ভ্রাতা ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। আধুনিক 'ল-অব-প্রিএম্পশন' (Low of Pre-emption) প্রাচীন ভারতের এই প্রথারই অনুবর্ত্তী।

কৃষি-বাণিজ্য এ সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বয়নশিল্পের সমৃদ্ধির পরিচয়—'মসলিন' প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হওয়ার দৃষ্টান্তে দেদীপ্যমান। মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্ম তন্তুশিল্প পৃথিবীর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। দেশ কিরূপ সভ্য-সমুন্নত হইলে, মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্ম কারুশিল্প প্রচলন হওয়া সম্ভবপর, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। তখন এত সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত যে, গ্রন্থাদিতে সেই সকল বস্ত্র সর্পের খোলসের সহিত উপমিত হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বাণিজ্য-বিষয়ে বিবিধ তথ্য।

[অত্যাচারীর দণ্ডমূলক নীতি ;—সমৃদ্ধির পরিচয় ;—বিদেশে বাণিজ্যপোত ;—বৈদেশিক উপনিবেশ।]

অত্যাচারীর দণ্ড-মূলক নীতি।

ভারতের বিভিন্নমুখী উন্নতির মূলে ভারতের ধর্ম্ম-প্রাণতারই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সত্যই যে উন্নতির মূলীভূত, ভারতে সে আদর্শের চরম প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করি।

ভারতের সেই সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধির দিনে, ভারত যে ভাবে এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সামান্য আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের বাণিজ্য যখন প্রবলভাবে চলিতেছিল; বৈদেশিক বাণিজ্যে, শুল্ক-গ্রহণে, রাজকোষ যখন পূর্ণ হইতেছিল; তখন বণিকগণের প্রতি রাজ-কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া রাজা বিধান করিয়াছিলেন,—

"সাহসী ভেদকারী চ গন্ধদ্রব্যবিনাশকঃ।
উচ্ছেদ্য সর্ব্ব এবৈতে বিস্তৈরেব নৃপে ভৃগুঃ।"

অর্থাৎ,—কোনও অত্যাচার উৎপীড়ন হইলে কর্ম্ম-চারিগণ পদচ্যুত হইবেন এবং তাঁহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এইরূপ বিধি-নিয়মের অনুবর্ত্তনেই বৈদেশিক পণ্য-সম্ভার বিদেশে এবং বিদেশীয় পণ্য-সম্ভার ভারতে অবাধে আমদানি-রপ্তানি হইতে পারিত।

* * *

সমৃদ্ধির পরিচয়।

ভারতের মুদ্রাদির আলোচনায় বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত যে বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, রোমের সহিত বাণিজ্য প্রসঙ্গে, রেশম প্রভৃতির মহার্ঘ্যতার পরিচয়ে, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন ভারতজাত বহু পণ্য রোমে সংবাহিত হইত। সেই সকল দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে রেশম এক সময় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন মসলিন এবং তুলা অতি উচ্চ মূল্যে রোমে বিক্রীত হইত। অরেলিয়সের রাজত্বকালে সোণার ওজনে রেশম বিক্রয়ের উল্লেখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

রোমদেশের রমণীগণ ভারতের রেশম বিশেষ সমাদর করিতেন। তাই তাঁহারা যে কোনও মূল্যে ভারতজাত রেশম ও রেশমী বস্ত্র ক্রয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

এই সময় রোমে বিলাসিতা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল; তাই দেখিতে পাই,—রোম-সম্রাট টাইবেরিয়াস সিজার বিধি-নিষেধ (আইন) প্রণয়ন করিয়া অতি-সূক্ষ্ম মসৃণ রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ, বাণিজ্য-সূত্রে কারুখচিত রেশমাদির বিনিময়ে তখন রোম-সাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষে বহু অর্থের সমাগম হইত।

* * *

বিদেশে বাণিজ্য-পোত।

মিঃ টডের 'পশ্চিম ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রকাশ,—টলেমিদিগের রাজত্বকালে আলেক-জান্দ্রিয়া বন্দরে প্রায় ১২৫ খানি ভারতীয় বাণিজ্য-পোত সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। বিভিন্ন-আকৃতি-বিশিষ্ট বিভিন্ন আয়তনের ক্ষুদ্র বৃহৎ পোত-সমূহে মিশরে, সিরিয়ায় এবং রোম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় পণ্য-সম্ভার সংবাহিত হইত।

প্রকাশ,—তখন রোমকগণ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রা প্রেরণ করিতেন। ভারতীয় বণিকগণ রোমে বাণিজ্য-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার উপস্বত্ব স্বরূপ বণিকগণ ঐ অর্থ গ্রহণ করিতেন।

* * *

বৈদেশিক উপনিবেশ।

এই বাণিজ্য-সূত্রে বৈদেশিকগণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে, রোমকগণ দক্ষিণ-ভারতের 'মুজিরি' প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তখন তামিল-দেশীয় নৃপতিগণ, শরীররক্ষার জন্য, বৈদেশিক-সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-ভারতের মুজিরি বন্দর হইতে, লঙ্কা প্রভৃতি পণ্য লইয়া ভারতীয় অর্ণবপোত রোমে গমন করিত; আর তদ্বিনিময়ে রোম হইতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আমদানি হইত,—ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে সে মুদ্রার সংখ্যা হ্রাস হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—তখন ভারতের কার্পাসপ্রধান স্থানে রোমদেশীয় মুদ্রা-সমূহ পরিদৃষ্ট হইত।

ঐতিহাসিকদিগের এতদুক্তিতে আমরা একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সে সিদ্ধান্ত—তখন পাশ্চাত্য-দেশে তুলা জন্মিত না। ভারত যে তুলা সরবরাহ করিত, তাহাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। অধুনা যে পাশ্চাত্য-দেশে তুলার প্রাচুর্য্য—তাহার মূল এই ভারত বলিয়াই মনে করি। ভারত হইতেই পরবর্ত্তি-কালে তুলার বীজ প্রভৃতি বিদেশে সংবাহিত হয়, আর তাহা হইতেই পাশ্চাত্যে তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

বৈদেশিক উপনিবেশিকগণ ভারতের যাহা শ্রেষ্ঠ, সে সকলই স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের শ্রী-সমৃদ্ধি পরিবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, যে ভারত পাশ্চাত্যের—কেবল পাশ্চাত্যের নহে—জগতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলীভূত, যে ভারত সকলের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থ-সম্পৎ প্রভৃতির উৎকর্ষ-সাধনের উৎস-স্বরূপ,—সেই ভারত আজি উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভারতের গুপ্ত-নৃপতিগণ।

[আঁধারে আলোক ;—পূর্ব্বানুস্মৃতি ;—চন্দ্র-গুপ্তের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ;—গুপ্ত-গণের আদি-নির্দ্ধারণে সমস্যা ;—আদি-নির্ণয়ে বাদ-বিতণ্ডা ;—গুপ্তগণের বংশ-পরিচয় ;—প্রতিষ্ঠার পরিচয় ;—বংশ-পরিচয় ও আদি-নির্ণয় ;—গুপ্তরাজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন ;—আমাদিগের সিদ্ধান্ত ;—গুপ্তগণ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ;—নৃপতিগণের রাজ্যকাল সম্বন্ধে আলোচনা ;—সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ;—সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ-বিকাশ ;—গুপ্তগণের সমদর্শন-নীতি ;—গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তক কে ছিলেন ;—মহারাজগুপ্ত ও ঘটোৎকচ।]

* * *

আঁধারে আলোক।

ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায়, অমানিশার উষাপগমে অরুণোদয়ের ন্যায়, ভারতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে আবার একবার আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল! বালসূর্য্যের নবারুণরাগে সুপ্তোত্থিত প্রাণিজগৎ আবার যেন নবজীবন লাভ করিল!

শতাধিক-বর্ষব্যাপী বিপ্লব-বিভীষিকার অভিঘাতে কেন্দ্রশক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল!—সদ্ধর্ম্ম-বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল!—দুঃখ-দুর্দ্দৈবের প্রবল বন্যায় সংসার ভাসিয়া চলিয়াছিল! প্রবাহ যেন নিরুদ্ধ হইল!—বৈষম্য যেন সাম্য স্থাপিত হইল!—গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ে, ভারত আবার গৌরবে মণ্ডিত হইল!

কুশন-রাজ প্রথম বাসুদেব বংশকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই, কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি—ধর্ম্মশক্তির পরিচালনে প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

কিন্তু তার পর? সে দৃশ্য কি বিভীষণ বিভীষিকা-পূর্ণ! রাজনৈতিক উন্নতির মূলে যে ধর্ম্মশক্তির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল ;—আসমুদ্রহিমাচল যে শক্তি-সঙ্কেতে পরিচালিত হইতেছিল ;—বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে শক্তি এক অভিনব সঙ্ঘশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল ;—সে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত হইল!—আলোক-রশ্মি অন্ধকারে নিবিয়া গেল!

জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভাব যখন সুপ্ত থাকে, বিভীষিকার রাজত্ব তখনই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আবার সে ভাব যখন জাগ্রৎ হইয়া উঠে, তখন প্রতিষ্ঠা-গৌরবের অবধি থাকে না! কুশন বা শকবংশের অবসানে ভারতে সে ধর্ম্মভাবের অভাব ঘটিয়াছিল! তাই কিছুদিনের জন্য ভারতের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল!

ফলতঃ, যেখানেই জ্যোৎস্নার বিমল ভাতি, সেখানেই ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান! আবার যেখানেই তমিস্রার বিকট প্রতিচ্ছবি, সেখানেই ধর্ম্মশক্তির অভাব! স্থূলতঃ, ভারতের রাজা, রাজ্য ও ধর্ম্ম—যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ!

* * *

পূর্ব্বানুস্মৃতি।

ধর্ম্ম-শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অশেষ-ধী-শক্তিসম্পন্ন মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত শক্তি-সঞ্চয়ে সাম্রাজ্য-স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন।

ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, চন্দ্রগুপ্ত যে ভোগের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন;—নিষ্কাম কর্ম্মরূপ অস্ত্রের সহায়তায় তিনি যে সকাম-ব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন, অনাসক্তির পার্শ্বে তিনি আসক্তির যে প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া আছেন! জন্মজরামরণশীল পার্থিব সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা-রশ্মি কোন্‌কালে কাল-সাগরে বিলীন হইত!

চন্দ্রগুপ্ত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল;—তাই তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি আজিও ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

তার পর, রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের মহীয়সী মহিমায়—ইতিহাসের আর এক অঙ্ক সমলঙ্কৃত। একমাত্র ধর্ম্মশক্তির প্রভাবেই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্মশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তিনি জন্মজরা-মরণশীল সংসারের সন্তাপ বিদূরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; তাই তিনি আজ 'জগজ্জয়ী অশোক' নামে পরিচিত।

যেদিন হইতে তিনি ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; যে দিন হইতে তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মের উন্মাদনায় উন্মাদিত হইয়াছে; যেদিন হইতে তিনি ধর্ম্ম-সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন; সেই দিন হইতেই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মশক্তিই যে প্রতিষ্ঠার মূলীভূত, রাজচক্রবর্ত্তী অশোক তাহার এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও আশোকের অভ্যুদয়ে বৈষম্যে যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের লোকান্তরের পর আবার সে সাম্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। অশেষ আয়াস-স্বীকারে সে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! কিন্তু সে সকলই বৃথা হইয়া গেল! যে শক্তির যে প্রেরণায় তাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লোকান্তরের পর সে শক্তির সে প্রতিষ্ঠা বিপর্য্যস্ত হয়—কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

বহু-আয়াস-প্রতিষ্ঠিত বহুশ্রমে অর্জ্জিত মৌর্য্য-সাম্রাজ্য অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হইল। ভারতের সৌভাগ্য-গগনে দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দৈবের প্রতিচ্ছবি প্রকট-হইয়া পড়িল!

ভারতের সেই দুর্দ্দিনে একমাত্র ধর্ম্মশক্তিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতে শক-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কনিষ্ক সে দুর্দ্দিনে ভারত-তরণীর কর্ণধার-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তাই ভারত আবার একবার গৌরবে গরীয়ান হইয়াছিল।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের যে শক্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শক্তি-প্রবাহ শক্তিশালী কনিষ্কের হৃদয়ে এক অভিনব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই নবীন

উদ্দীপনার নবোদ্যমে অশেষ অধ্যবসায়শীল কনিষ্ক ভারতবর্ষে পুনরায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন। কৃতী তিনি; বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সঙ্ঘশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আত্ম-শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হৃদয় যখন পাপের অন্ধতমসায় সমাচ্ছন্ন, সহসা বুদ্ধদেবের দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহারা হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হয়। অনুতাপের অন্তর্দ্দাহে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে থাকে। কনিষ্ক পবিত্রাত্মা বুদ্ধদেবের চরণে শরণ গ্রহণ করেন।

মৌর্য্যসম্রাট অশোকের ন্যায় কনিষ্কের জীবনেও এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' নীতি তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিল,—দয়া-দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ গুণে কনিষ্ক গরীয়ান্ হইলেন।

লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী পাষণ্ড-প্রকৃতিসম্পন্ন হইলেও আপনার কর্ম্মগুণে কনিষ্ক ভারতের ইতিহাসে বরণীয় আসন লাভ করিয়া আছেন। প্রাণে ধর্ম্মের উন্মাদনার বিকাশ হওয়ায়, ভারত তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিল!—এমনিভাবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া লইয়াছিল যে, বৈদেশিক শকজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও কনিষ্ক ভারতেরই একজন হইয়াছিলেন।

তার পর আবার সাম্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভারতের সৌভাগ্য-গগন অন্ধ-তমিস্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বিপ্লব-বিভীষিকার পৈশাচিক তাণ্ডব-নর্ত্তনে ভারত আবার প্রকম্পিত হইয়া উঠে। উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর বক্ষের ন্যায় ভারত-বক্ষ বিক্ষোভিত হয়।

গুপ্তরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় শতাধিক বৎসরের ভারত-ইতিহাস যে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মের অধঃপতনই ভারতের ইতিহাসে সে কলঙ্কের মলীভূত। ধর্ম্মরূপ কল্পপাদপমূল আশ্রয় করিয়া, চন্দ্রগুপ্তাদি রাজচক্রবর্ত্তিগণ যেমন ভারতের বিলুপ্ত-গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; গুপ্তরাজগণও তেমনই ধর্ম্মশক্তির উন্মাদনায়, তমিস্রার ঘনঘোরে নিমজ্জমান্ ভারতের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মশক্তি—শ্রেষ্ঠ-শক্তি; ধর্ম্মবল—শ্রেষ্ঠ-বল। গুপ্তরাজগণ সেই শক্তি—সেই বলে বলীয়ান হইয়া ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-শক্তির আশ্রয়ে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের গৌরবের অবধি নাই। ধর্ম্মের ইতিহাসে তাই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-শক্তির উপর নির্ভরপরায়ণ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে গুপ্ত-রাজগণের প্রতিষ্ঠা।

ফলতঃ, চন্দ্র-গুপ্তের প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন জৈনধর্ম্মের উন্মাদনা, অশোকের প্রতিষ্ঠার মূলে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রেরণা, আবার পুষ্পমিত্রের প্রভাবের মূলে যেমন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উত্তেজনা; গুপ্ত-রাজগণের প্রতিষ্ঠার মূলেও তেমনি হিন্দুধর্ম্মের অনুপ্রাণনা বিদ্যমান!

* * *

চন্দ্র-গুপ্তের অভ্যুদয়ে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা।

কে তিনি—প্রায় শতবর্ষব্যাপী তমিস্রা-ঘোর উদ্ভিন্ন করিয়া, যিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে ধ্রুবতারা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন? কে তিনি—যিনি ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধতমিস্রা-রজনীতে ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণভাতি প্রস্ফুট করিয়াছিলেন? কে তিনি—যিনি বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার

সমর্থ হইয়াছিলেন? কে তিনি—যিনি অধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধনে ধর্ম্ম-শক্তির প্রতিষ্ঠায়, বৈষম্যে সাম্য আনয়ন করিয়াছিলেন?

সে দুর্দ্দিনে যিনি কর্ণধার রূপে দণ্ডায়মান হইয়া নিমজ্জমান ভারত-তরণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই 'মহারাজাধিরাজ' চন্দ্র-গুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের ইতিহাসেও সেই একই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষে তখন যে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম্মোনাদনা-রূপ শান্তিবারিনিষেকে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল!

তখন মগধে লিচ্ছবি-জাতির প্রাদুর্ভাব। * বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মাদনায় তাহারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, চন্দ্র-গুপ্ত সেই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। উন্মাদনায় চন্দ্রগুপ্ত মাতিলেন; লিচ্ছবিকে মাতাইয়া তুলিলেন। সর্ব্বত্র সমদর্শন, সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বত্র জীবদর্শন—যাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষার মূল ভিত্তি, তাঁহাদের সহায়তা পাইয়াই চন্দ্র-গুপ্ত সামাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

শক্তি সঞ্চিত হইল! প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্য আসিল! চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সে শক্তির উন্মাদনার নিকট স্রোতোমুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় সকলই ভাসিয়া গেল! ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত হইল! অধর্ম্মের উচ্ছেদে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্ম-রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। চন্দ্রগুপ্তের জয়জয়কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।

* *

গুপ্ত-গণের আদি-নির্দ্ধারণে সমস্যা।

চন্দ্র-গুপ্তের আবির্ভাবে যে বংশ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, চন্দ্র-গুপ্ত যে বংশের প্রতিষ্ঠার একমাত্র মূলীভূত, ইতিহাসে সে বংশের আদি-পরিচয় অতি অল্পই বিদ্যমান্। তাঁহার পরিচয়ে গুপ্তরাজগণের প্রতিষ্ঠা হইলেও, গুপ্ত-বংশের উৎপত্তির ও বিস্তৃতির নিদর্শন গ্রন্থ-পত্রে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও এতৎসম্বন্ধে নানা মতের অবতারণা করেন। তাই বিতণ্ডার পরিসীমা দেখি না।

বিভিন্ন লিপির বংশলতায় 'মহারাজ গুপ্তকেই' অনেকে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। গুপ্তের ও ঘটোৎকচের নামের সহিত 'মহারাজা', আর তাঁহাদের পরবর্ত্তী রাজগণের নামের সহিত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি-দৃষ্টে মনে হয়, গুপ্ত বা ঘটোৎকচ—কেহই 'একছত্র-সম্রাট্ 'পদ' লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। পরন্তু তাঁহারা অধীনস্থ ভূস্বামী বলিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন; † আর পাটলিপুত্রের সন্নিকটে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার আধিপত্য সীমাবদ্ধ ছিল। চন্দ্র-গুপ্তের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইল;—গুপ্ত-বংশের গৌরব-গরিমা বৃদ্ধি পাইল!

* * *

* ভারতে মগধ-রাজ্যে লিচ্ছবি-জাতির প্রাদুর্ভাব এবং গুপ্তগণের কালনির্দ্দেশ প্রভৃতির প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে দ্রষ্টব্য।

† Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. iii. p. 15.

আদি-নির্ণয়ে বাদবিতণ্ডা।

কেহ কেহ গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্তকে 'শ্রী-গুপ্ত' বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু অধ্যাপক লাসেন সে মত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন,—গুপ্ত ও শ্রী-গুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি—বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না।

কিন্তু 'গুপ্ত' নামের আলোচনায় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'দিব্যাবদান' মতে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের পিতার নাম—'গুপ্ত'। এদিকে আবার অধ্যাপক র‍্যাপসনের আবিষ্কৃত মোহরে 'গুতস্য' (Gutasya) পদ দৃষ্ট হয়। তাহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণে, সংস্কৃত ভাষার 'গুপ্তস্য' পদের অপভ্রংশে, 'গুতস্য' পদের উৎপত্তি সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে।

ডক্টর হর্ণেলের প্রদর্শিত মৃৎ-নির্ম্মিত মোহরে 'শ্রীর গুপ্তস্য' (Srir Guptasya) পদ আছে। উক্ত মোহর খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। * এক্ষণে 'গুপ্ত' নামে নানা সংশয়-সমস্যার অবতারণা হয়।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৬৭১-৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'চে-লি-কি-তো' (Cheli-ki-to) নামক রাজার উল্লেখ আছে। সংস্কৃতের 'চে-লি-কি-তো'—মহারাজ শ্রী-গুপ্ত বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। প্রকাশ,—চে-লি-কি-তো মৃগশিখা-বনের সন্নিকটে, চীনদেশীয় পরিব্রাজকদিগের জন্য, একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। † ইৎ-সিং যখন ভারতে আগমন করেন, তখন সে মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল; আর সে মন্দির 'চীনাদিগের মন্দির' নামে অভিহিত হইত।

প্রবাদ এই,—মন্দির রক্ষার জন্য চব্বিশ খানি বৃহৎ পল্লী উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। আর চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর ভারত আগমনের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরিব্রাজকের এই উক্তিতে সমস্যা আরও একটু জটিল হইয়াছে।

ফ্লিট-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গুপ্তের সহিত শ্রী-গুপ্তের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের বিরোধী। তাঁহারা তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যেপ্রথম কারণ—গুপ্ত ও শ্রী-গুপ্ত নামের পার্থক্য; এবং দ্বিতীয় কারণ—ইৎ-সিঙের নির্দ্ধারিত কাল-পরিমাণে—১৭৫ খৃষ্টাব্দে—শ্রী-গুপ্তের বিদ্যমানতা। এতদুভয়ই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

কারণ, চৈনিক পরিব্রাজক যে সময়ে শ্রী-গুপ্তের বিদ্যমানতার উল্লেখ করেন, সে সময়ে গুপ্ত-রাজগণের অস্তিত্বই ছিল না। শ্রী-শব্দ ভারতে সম্মান-সূচনায় প্রযুক্ত হয়। চীনাগণ সেই অর্থেই 'গুপ্ত' নামের সহিত 'শ্রী' শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত সভেনিস ইৎ-সিঙের মত পরিগ্রহণ করেন নাই।

* Fleet's notes in *Indian Antiquary*, Vol. xiv, p 94 and *Corpus Inscriptionum Indicarum*; *Divyabadana*, Ed. Cowell and Neil and Rapson in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1905, p. 814.

† Beal in the *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1882; Chavannes, *Memoirs...par It-sing*, 1894; Dr. Takakusu, *Translation of It-sing's Record of the Budhist Religion* &c. 1896. শেষোক্ত গ্রন্থে ইৎসিঙের গ্রন্থ-রচনার কাল ৬৯১-৬৯২ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ৬৭১-৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইৎ-সিং ভারতে আগমন করেন। সুতরাং ইৎ-সিঙের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব্বে গুপ্ত-রাজগণ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈনিক পরিব্রাজক তৎকাল-প্রচলিত কিংবদন্তীর মূলে শ্রী-গুপ্তের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সপ্রমাণ হয়। তিনি উভয়ের অভিন্নতার বিষয়ই অবগত হইয়াছিলেন,—বুঝা যায়।

গুপ্ত ও শ্রী-গুপ্ত—উভয়ে যে অভিন্ন ছিলেন, সে সিদ্ধান্তের আর এক প্রধান কারণ—চীনাদিগের পৃষ্ঠপোষক যে শ্রী-গুপ্ত চীনাদিগের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্য গুপ্ত-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা অসম্ভব নহে। সুতরাং একই রাজ্যে একই নামোপাধিযুক্ত দুই জন রাজার অস্তিত্ব কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না।

আরও ইৎ-সিং-কথিত 'গুপ্ত' যদি 'গুপ্ত'-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নৃপতি হইতেন, তাহা হইলে বংশলতায় অবশ্যই তাঁহার নাম সংযোজিত থাকিত। সুতরাং গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্ত এবং ইৎ-সিং পরিবর্ণিত শ্রী-গুপ্ত—উভয়েই অভিন্ন—একই ব্যক্তি—তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন,—'গুপ্ত' হইতেই পরবর্ত্তী গুপ্ত-রাজগণ 'গুপ্ত' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে চন্দ্র-গুপ্ত হইতেই ইতিহাসে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * *

গুপ্ত-বংশের বংশলতা।

বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'গুপ্ত' হইতে গুপ্ত-বংশে যে সকল নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, লিপি, অনুশাসন এবং মুদ্রাদির নিদর্শনে নিম্নে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রদান করা হইল; যথা,—
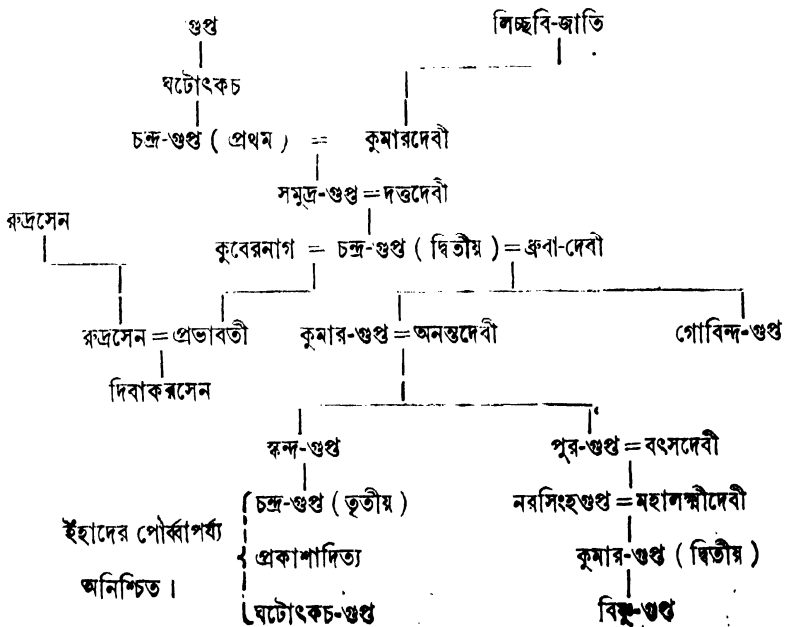
গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের যে শাখা উত্তরভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ-পরিচয় পূর্ব্বোক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গুপ্ত-বংশের অপরাপর শাখা ভারতের বিভিন্ন স্থানে—মালবদেশে, গৌড়রাজ্যে এবং আরও বহু বিভিন্ন ভূভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তত্তৎ-প্রদেশে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহাদের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইয়া আসে। তখন ভারত পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

* * *

প্রতিষ্ঠার পরিচয়।

কি ভাবে কি সূত্রে গুপ্তরাজগণ ভারতের 'একছত্র-সম্রাট' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্থান ও পতন কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা। গুপ্ত-বংশে বহু প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি বিশ্ববিশ্রুত।

গুপ্ত-বংশের রাজত্বকালে ভারতের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে, বাণিজ্যে, জ্ঞান-গরিমায়—গুপ্ত-গণের রাজত্বকালে ভারত আর একবার পৃথিবীর ইতিহাসে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিল। গুপ্ত-গণের রাজত্ব-কালেই বঙ্গদেশের গৌরব-গরিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পরিচয়, চতুর্থ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বতোমুখী শ্রেষ্ঠত্বের যে নিদর্শন এই সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা ক্রমে ক্রমে গুপ্ত-রাজগণের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

* * *

বংশপরিচয় ও জাতিনিরূপণ।

গুপ্ত-বংশের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। পুরাণাদিতে সে নিদর্শন বর্ত্তমান। বিষ্ণুপুরাণে, বায়ুপুরাণে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে গুপ্তবংশের উল্লেখ দেখিতে পাই।

ভবিষ্যরাজবংশ-কথন-প্রসঙ্গে পুরাণসমূহে গুপ্তরাজগণের পৃথিবী-ভোগের বিষয় পরিবর্ণিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—গুপ্তরাজগণ, মথুরা, অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ—এই সকল জনপদ উপভোগ করিবেন; আর নাগ-বংশীয় সাত জন মথুরাপুরী ভোগ করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে, "নবনাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি"—এবম্বিধ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে গঙ্গা ও প্রয়াগের সন্নিকটস্থ কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গুপ্তগণ রাজা হইবেন, প্রতিপন্ন হয়।

বায়ু-পুরাণেও একই উক্তি দেখিতে পাই। ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে সেখানে আছে,—

"মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যন্তি সপ্তবৈ।
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতমগধাংস্তথা॥
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ।"—

—বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়, ৮২-৮৩ শ্লোকঃ।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের উপসংহার-পাদে গুপ্ত-বংশের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—'নাগবংশীয় সাতজন মথুরাপুরী ভোগ করিবেন। কিন্তু গুপ্তবংশীয়গণ মথুরা, অনুগঙ্গা, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ—এই সকল জনপদ উপভোগ করিবেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের এবং বায়ুপুরাণের উক্তি অভিন্ন। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। * ফলতঃ, গুপ্তরাজবংশ ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশ; তাঁহারা ভারতেই বর্ত্তমান ছিলেন।

* * *

গুপ্ত-রাজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন?

গুপ্ত-নৃপতিগণের জাতি-নির্ণয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। কেহ তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কেহ আবার তাঁহাদিগকে 'বৈশ্য' জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন; কেহ আবার তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি যে চারি জাতির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'গুপ্ত', বৈদ্য প্রভৃতি কোনও জাতির স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। তাই সিদ্ধান্ত হয়—তাঁহারা তখন 'বৈশ্য'-জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। † পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ 'গুপ্ত'-বংশীয় রাজগণকে' তাই 'বৈশ্য' জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

তাঁহাদের মতে—'গুপ্ত' শব্দ গুপ্তবংশীয় রাজগণের উপাধি। বৈশ্যজাতির সম্প্রদায়-বিশেষ ঐ 'গুপ্ত' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি ও অনুশাসন প্রভৃতি হইতে

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উপসংহার-পাদে যে ভাবে গুপ্তরাজগণের উল্লেখ আছে, তাহা প্রদর্শন জন্য, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষন্তি সপ্ত বৈ।
অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥"

† রমেশচন্দ্র দত্ত, তাঁহার প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে 'গুপ্ত' উপাধি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম; যথা,—

"The *Vaidyas* or Physician Caste of Bengal we e unknown in the Rationalistic period, but later tradition has applied to them the same fiction that was developed in the Rationalistic period, and the Vaidyas are said to have descended from the union of men and women of different castes. And yet common sense would suggest that they are the desendants of a section of the Aryan people, the Vaisyas—who specially applied themselves to one particular science as soon as the science was sufficiently developed to call for special application, and thus in course of time formed a hereditary caste This view receives a curious confirmation from the name which the Bengal Vaidyas still bear. All Vaidys are Guptas (Sen Guptas, Das Guptas etc.) Now there are passages in the Sutra literature which clearly lay down that all Brahmans are Sarmans, all Khatriyas are Barmans, and *all Vaisyas are Guptas.*"—R. C. Dutta—*Civilisation in Ancient India*, Vol. I. p. 248.

বলা বাহুল্য, আমরা দত্ত মহাশয়ের এ মত সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারি না।

সপ্রমাণ হয়,—'গুপ্ত' নামক জনৈক নৃপতি গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মহারাজ গুপ্ত-নামে পরিচিত ছিলেন। আর তাঁহারই নামানুসারে গুপ্ত-বংশের নামকরণ হইয়াছিল।

* * *

বিতণ্ডার কারণ।

যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মত-বিরোধের কারণ—শাস্ত্রোক্ত জাতি-বিভাগ। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারিটী প্রধান জাতির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু বৈদ্য, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি অন্য কোনও জাতির স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিকগণ তাই সিদ্ধান্ত করেন,—বৈশ্য জাতি বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করায়, তাঁহারা কেহ বৈদ্য, কেহ স্বর্ণকার, কেহ কুম্ভকার প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূলতঃ সকলেই বৈশ্য; বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করায়, তাঁহারা সেই সেই ব্যবসায়ের উপযোগী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ প্রস্তাবনায় তাঁহারা বলেন,—বৈশ্যগণের এক শ্রেণী চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন বলিয়া, সেই জাতীয় ব্যবসায়-মূলক নামোপাধি তাঁহাদের বংশানুক্রমিক পদবী মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তাই চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ 'বৈদ্য' আখ্যা প্রাপ্ত হন; আর তাহা হইতেই তাঁহাদের উপাধি 'গুপ্ত' হইয়াছে। এই হইতেই বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ 'সেনগুপ্ত', 'দাসগুপ্ত' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই মতের পরিপোষক, তাঁহারা গুপ্ত-বংশীয় নৃপতিদিগকে 'বৈদ্য'-জাতীয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে' দেখিতে পাই, সূত্রকার কহিতেছেন,—ব্রাহ্মণগণ 'শর্ম্মণ', ক্ষত্রিয়গণ-'বর্ম্মণ' এবং বৈশ্যগণ 'গুপ্ত' উপাধি ব্যবহার করিবেন। সূত্রগ্রন্থের এবং 'উদ্বাহ-তত্ত্বের'—"গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ" প্রভৃতি উক্তির অনুসরণে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ গুপ্ত-দিগকে 'বৈশ্য' জাতীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। গুপ্ত-নৃপতিগণের নামের শেষে 'গুপ্ত' শব্দ দেখিয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'বৈশ্যের উপাধি যখন 'গুপ্ত' 'দাস' প্রভৃতি; তখন ভারতের গুপ্ত-নৃপতিগণ 'বৈশ্য' ভিন্ন অন্য জাতি নহেন।

আবার যাঁহারা গুপ্তগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মন্তব্যের পরিপোষক যুক্তি-পরম্পরার উল্লেখে অসমর্থ হইলেও, গুপ্ত-দিগের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ-দৃষ্টে প্রোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহারা প্রায়ই আধুনিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া থাকেন। হিন্দুর যেমন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, মুসলমানের যেমন মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তি; সেইরূপ গুপ্তগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এবং ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

* * *

আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বোক্ত কোনও সিদ্ধান্তই অনুমোদন করি না। আমরা গুপ্ত-বংশীয় নৃপতিবৃন্দকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়াই নির্দ্দেশ করি। তৎসম্বন্ধে আমাদের যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি।

আমাদের মতে, 'গুপ্ত'-শব্দ—প্রতিষ্ঠা-মূলক; 'উপাধি' বা 'জাতি' বাচক নহে। গুপ্ত—গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বংশের আদি-পুরুষের 'গুপ্ত' নাম পরবর্ত্তী বংশধরগণের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল—ইহাই আমরা মনে করি। আমাদিগের এতদুক্তির সমর্থক প্রমাণ-পরম্পরা ভারতেই বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য দেশেও তাহার অসদ্ভাব দেখি না। এখনও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে,—রাজপুতানা, মাড়োয়ার, গুজরাট এবং অন্যান্য স্থানে, পরবর্ত্তী পুরুষের নাম—পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের নামের সহযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমাদের সিদ্ধান্তের প্রধান সমর্থক—গুপ্ত-নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের সহিত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পরিণয়। 'লিচ্ছবিজাতি' মনুসংহিতায় 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লিখিত। 'ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়' – ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিষ্টার টমাস গুপ্ত-রাজগণের যে বংশলতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ গুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লিখিত।

'নেপাল বংশাবলি' গ্রন্থে দুইটী বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বংশের উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্যে 'লিচ্ছবি' বংশের নাম দৃষ্ট হয়। সেখানে লিচ্ছবিগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া অভিহিত।

'বংশাবলিতে' যে বংশলতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যকে বংশের আদি ধরিয়া লইয়া, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র ইক্ষাকু প্রভৃতি ক্রমে রঘু অজ দশরথ প্রভৃতি পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমিক বংশলতা নির্দ্দিষ্ট আছে। আরও, দশরথের পর পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে আট জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নাম সে বংশলতায় সন্নিবিষ্ট নাই। তার পরই লিচ্ছবি নামের উল্লেখ। 'নেপাল বংশাবলি' গ্রন্থের সেই বংশলতার মতে লিচ্ছবিগণ ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। তখন লিচ্ছবি-জাতি মগধে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সুতরাং গুপ্তবংশের সহিত লিচ্ছবি-রাজ্যের উদ্বাহ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুপ্তগণের ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, স্বজাতি এবং সমবংশই সর্ব্বকালে বিবাহ-সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠায় প্রশস্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। লিচ্ছিবিরাজ যখন গুপ্তবংশের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা—স্ববংশের এবং স্বকুলের অনুকূল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখনই তিনি কন্যাদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। গুপ্ত-গণের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় নাই; তাই সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতের সামাজিক প্রথার আলোচনায় বুঝা যায়,—বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর বিবাহ সর্ব্বকালেই নিন্দনীয় হইয়াছে। আর সে বিবাহের সন্তান-সন্ততি সমাজে 'পতিত' মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 'লিচ্ছিবি'-রাজ—ক্ষত্রিয়। তিনি একজন হীনজাতীয় ব্যক্তিকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হইবেন,—সহসা তাহা মনে করিতে পারি না।

তখন সমাজ-বন্ধন দৃঢ় ছিল। ধর্ম্মের প্রতিও তখন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ধর্ম্মনীতি-উল্লঙ্ঘনে তখন সহসা কেহ সাহসী হইতেন না। তদ্ভিন্ন, গুপ্তবংশের তখনকার সে অবস্থায় এমন কিছু প্রলোভন লিচ্ছবিরাজ দেখিতে পান নাই, যাহাতে সহসা তিনি জাতি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রলুব্ধ হইবেন।

'ঘর বর ভাল দেখিয়াই' মানুষ আপনার প্রিয়তমা কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে।

লিচ্ছবিরাজ হয় তো চন্দ্রগুপ্তকে জাতিতে এবং পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াও বুঝিয়াছিলেন। তাই চন্দ্রগুপ্তকে কন্যা-সম্প্রদানে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অন্ততঃ, জাতিতে ও বংশ-মর্যাদায় সমকক্ষ বলিয়া বুঝিয়াও কন্যা-সম্প্রদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এইরূপে, আমাদের সিদ্ধান্তে মগধের গুপ্ত-নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তবে তাঁহারা ক্ষত্রিয়-বংশের কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রে সে পরিচয়ের অসদ্ভাব দেখি।

গুপ্তগণের অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয় আলোচনায়ও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেই সাক্ষ্য প্রদান করে। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোনও জাতি কখনও অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই। বেদ-পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যান্তের ইতিহাস আলোচনায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই।

পূর্ব্বকালে যে সকল জাতি বলবান, দানশীল, যুদ্ধনিপুণ এবং প্রজাপালনে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। আমরা মনে করি—গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে বিভাগের বিষয় গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে জাতি-নির্ণয়ের তাহাই মেরুদণ্ডস্থানীয়।

গুপ্তগণ যেমন প্রজারঞ্জক, তেমনি যুদ্ধনিপুণ, তেমনি বলিষ্ঠ ও দানপরায়ণ। তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপি ও মুদ্রাদিতে তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান। তাহা হইতেও [illegible]দের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

* * *

গুপ্তগণ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?

গুপ্ত-রাজগণ ক্ষত্রিয় হইলেও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিতে পারি না। বিষ্ণুর উপাসনা স্মরণাতীত কালের প্রবর্ত্তন। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মালম্বী সকল জাতিই স্মরণাতীত কাল হইতে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং শাক্ত, শৈব, গাণপত্য—সকল সম্প্রদায়কেই এক হিসাবে বিষ্ণুর উপাসক বলা যাইতে পারে। কোন-না-কোনও আকারে বিষ্ণুর উপাসনা সকল সম্প্রদায়ের [illegible] প্রচলিত আছে। সুতরাং বিষ্ণুর উপাসক মাত্রেই যে বৈষ্ণব, তাহা বলা যায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম আধুনিক—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কাল হইতেই তাহার প্রতিষ্ঠা।

আবার বিষ্ণুর উপাসক গুপ্তরাজগণের শিব দুর্গা প্রভৃতির মন্দির প্রতিষ্ঠার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। সুতরাং অধুনা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিতে যে ভাব উপলব্ধি হয়, অথবা 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলিতে যাহা বুঝায়, গুপ্তরাজগণ বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব হইলেও তাঁহারা সে ভাবের বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন না, অথবা সে ভাবের বৈষ্ণবও ছিলেন না।

মুদ্রাদিতে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত, কুমার-গুপ্ত এবং স্কন্দ-গুপ্ত 'পরম ভাগবত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ভগবান বাসুদেবের উপাসক ছিলেন বুঝা যায়। তবে গুপ্তরাজগণের সকলেই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪২ গুপ্তাব্দে (৪০০ খৃষ্টাব্দে) উদয়গিরির কতকগুলি লিপি উৎকীর্ণ হয়। সেই লিপির

একখানিতে দুইটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহার একটী চারি-হস্তবিশিষ্ট। সেই মূর্ত্তিটীর দুই পার্শ্বে দুইটী স্ত্রী-মূর্ত্তি বর্ত্তমান। অপর মূর্ত্তি দ্বাদশ-হস্তবিশিষ্ট দেবীমূর্ত্তি। অনেকে অনুমান করেন,— সে দেবতা বিষ্ণু এবং দেবী চণ্ডী।

উদয়গিরির অপর লিপি হইতে শম্ভুর বা শিবের নামে একটী গুহা উৎসর্গীকরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ, কুমার-গুপ্তের ভিল্‌সা লিপিতে, ৪১৪ খৃষ্টাব্দে, ধ্রুবসেন কর্ত্তৃক স্বামী মহাসেনের মন্দিরে সোপান-শ্রেণী নির্ম্মাণের এবং মিনাগড়ের লিপিতে চক্রভৃৎ দেবতার মন্দির-নির্ম্মাণের বিবরণ দেখি। তাহাতে বুঝিতে পারি,—গুপ্তবংশীয় সকলেই একমাত্র বিষ্ণুর উপাসক নহেন ;—কেহ কেহ শক্তির এবং শিবের উপাসকও ছিলেন। *

ফলতঃ, এখন শাক্ত যেমন বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার পূজা করে ; গুপ্ত নৃপতি-গণের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। শক্তিই আরাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতার আরাধনা। তাই মনে হয় ;—গুপ্ত-গণ মূলতঃ শাক্ত ছিলেন ; আনুষঙ্গিক-ভাবে অন্যান্য দেবতারও তাঁহারা উপাসনা করিতেন।

একমাত্র ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, অন্য দেবতারও অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। তাই মনে হয়,— গুপ্ত-গণ ক্ষত্রিয় হইলেও বিষ্ণু, শিব, গণেশ এবং সূর্য্য প্রভৃতির পূজোপাসনায় বিরত ছিলেন না।

* ০ *

গুপ্তবংশের নৃপতিবৃন্দ।

গুপ্তরাজগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং প্রবল-পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী রূপে ভারতের 'একছত্র সম্রাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় রাজগণের উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং অনুশাসনাদি পাঠে তাহা সিদ্ধান্তিত হয়।

গুপ্তবংশের বিভিন্ন শাখা ভারতের বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। প্রাচীন নিদর্শন লিপি ও মুদ্রাদিতে সে পরিচয় বিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাঁহাদের নাম ও রাজত্বকালের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিম্নে তাহা প্রদান করা হইল ; যথা,—

রাজার নাম।		রাজ্যকাল।				
গুপ্ত	…	২৭৫ খৃষ্টাব্দ	হইতে	৩০০	খৃষ্টাব্দ।
ঘটোৎকচ	…	৩০০	„	„	৩২০	„
চন্দ্র-গুপ্ত (প্রথম)	…	৩২০	„	„	৩৩৫	„
সমুদ্র-গুপ্ত	…	৩৩৫	„	„	৩৮০	„
চন্দ্র-গুপ্ত (দ্বিতীয়)—বিক্রমাদিত্য		৩৮০	„	„	৪১৪	„
কুমার-গুপ্ত (প্রথম)—মহেন্দ্রাদিত্য		৪১৪	„	„	৪৫৫	„
স্কন্দ-গুপ্ত—ক্রমাদিত্য	…	৪৫৫	„	„	৪৮০	„
পুর-গুপ্ত—বিক্রমাদিত্য	…	৪৮০	„	„	৪৮৫	„
নরসিংহ-গুপ্ত—বালাদিত্য	…	৪৮৫	„	„	৫৩০	„

* Dr. Fleet's *Inscriptions of Early Gupta Kings* I.

রাজার নাম।		রাজ্যকাল।
কুমার-গুপ্ত (দ্বিতীয়)—ক্রমাদিত্য		৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৪০ খৃষ্টাব্দ
বিষ্ণু-গুপ্ত—চন্দ্রাদিত্য	...	৫৪০ „ „ ৫৬০ „
চন্দ্র-গুপ্ত (তৃতীয়)—দ্বাদশাদিত্য		
প্রকাশাদিত্য		ইঁহাদের ক্রম ও রাজ্যকাল অনির্দ্দিষ্ট।
ঘটোৎকচ-গুপ্ত		

* * *

পূর্ব্ব-মালবের গুপ্তরাজগণ।

বুদ্ধ-গুপ্ত	...	৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ
ভানু-গুপ্ত	...	৪০০ „ „ ৪১০ „

* * *

গৌড়ের গুপ্তরাজ।

শশাঙ্ক	...	৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬২৫ খৃষ্টাব্দ

* * *

অন্যান্য অনির্দ্দিষ্ট রাজা।

জয় (গুপ্ত)	...	ষষ্ঠ শতাব্দী।
নরেন্দ্রাদিত্য	...	ঐ
ধর্ম্মাদিত্য	...	ঐ

'গুপ্ত-ভাকটক' তাম্রফলকে গুপ্ত-বংশীয় পাঁচ জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—(১) গুপ্তাধিরাজ, (২) শ্রীঘটোৎকচ, (৩) মহারাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (প্রথম), (৪) মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র-গুপ্ত এবং (৫) মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশলতায় অন্যান্য যে সকল নৃপতির নাম সন্নিবিষ্ট আছে, এই তাম্রফলকে সে সকল নাম পরিদৃষ্ট হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করেন, ঐ তাম্রফলক গুপ্তরাজগণের প্রথম আমলে লিখিত হইয়াছিল।

তাম্রফলকের প্রারম্ভে "কাকাটক-ললামস্য ক্রমপ্রাপ্তঃ নৃপশ্রিয়ঃ। জনন্যা যুবরাজস্য শাসনং রিপুশাসনং॥" প্রভৃতি ভণিতা পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে বুঝা যায়,—যুবরাজ শ্রীদিবাকরসেনের মাতা রাণী প্রভাবতী ঐ তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

প্রভাবতী—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা এবং ভাকটক-রাজ শ্রীরুদ্রসেনের সহধর্ম্মিণী। এই প্রভাবতীই অন্যত্র আবার দেবগুপ্তের পত্নী বলিয়া পরিচিতা হইয়া আছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাই রুদ্রসেন ও দেবগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

* * *

সর্ব্বতোমুখী উন্নতির পরিচয়।

বড় শুভক্ষণেই ভারতে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল! বড় শুভক্ষণেই গুপ্তরাজ ভারত-সাম্রাজ্যের কর্ণধার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন! নচেৎ, ভারত যে তিমিরে, সেই

তিমিরেই রহিয়া যাইত; নচেৎ, ভারতে যে বিভীষিকার উত্তাল তরঙ্গস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে স্রোতোমুখে ভাসিয়া বুঝি বা ভারতের গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হইত!

ইতিহাসে যে 'সুবর্ণ-যুগের' দৃষ্টান্ত দেখি, গুপ্ত-সাম্রাজ্য—অপিতু গুপ্তরাজগণের শাসন-কাল, সেই সুবর্ণ-যুগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! প্রাচীন ভারতের আদর্শ-সভ্যতার অবিরাম প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় লুক্কায়িত ছিল; গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে সে প্রবাহ পূর্ণতোয়া তটিনীর খরস্রোতের ন্যায় তরতরবেগে প্রবাহিত হইল।

কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর কথা বলিব? যেমন সাহিত্য, তেমনি দর্শন, তেমনি বিজ্ঞান, তেমনি শিল্প—আদর্শ-সভ্যতার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এ সময় সকলই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল! ঐতিহাসিকগণ তাই এই সময়ের ভারতের ইতিহাসকে, রাণী এলিজাবেথের এবং ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন ইংলণ্ডের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। অগাষ্টাসের শাসনাধীনে রোম-সাম্রাজ্যে যেমন সর্ব্বতোমুখী উন্নতির প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, গুপ্ত-বংশের রাজত্ব-কালে সেইরূপ ভারতের বিভিন্নমুখী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

ফলতঃ, কেবল যে আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর বলিয়াই ইতিহাসে গুপ্তবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার কারণ—ভারতের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির মূলে তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রভাব ও প্রচেষ্টা।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'নবরত্ন'—এই গুপ্ত-বংশেরই গৌরবের পরিচায়ক। বৈদেশিক বাণিজ্যের গৌরব-গরিমায়, এই গুপ্তরাজগণই গৌরবান্বিত। ফলতঃ, যেদিক দিয়াই দেখি, যে বিষয়েরই আলোচনা করি,—সর্ব্বত্র গুপ্তরাজগণের অশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হই।

সাহিত্যে নবরত্ন, বিজ্ঞানে আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির, বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'সুবন্ধু' ও 'বসুবন্ধু' প্রভৃতি—কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব! এক এক জন যেন এক একটী ধ্রুবতারারূপে ভারত-গগনে উদিত হইয়াছিলেন!

সিংহল-দেশীয় এবং অজন্তার গুহাগাত্রাঙ্কিত শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত—গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে তদপেক্ষাও অতি উচ্চ অঙ্গের শিল্প-সৌন্দর্য্য ভারতে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল।

* * *

সংস্কৃত-ভাষার পূর্ণ-বিকাশ।

সাহিত্যের অলঙ্কার—ভাষা। ভাষার স্ফূর্ত্তি—আদর্শ সভ্যতার পূর্ণ নিদর্শন। গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃত-ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ-বিকাশে সভ্যতার গৌরব-গরিমা পূর্ণ প্রকটিত। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-পূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনে সংস্কৃত-ভাষার পূর্ণ প্রভুত্ব—গুপ্ত-প্রাধান্যের এক প্রধান বিশেষত্ব!

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজচক্রবর্ত্তী অশোক পালি-ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন সংস্কৃত-ভাষাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া যান। তখন তিনি যে সকল লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হয়। তদবধি সংস্কৃত ভাষা গৌরবের শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন।

গুপ্তরাজগণের রাজত্ব কালে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা প্রভাবে, সংস্কৃত ভাষা—রাজকীয় ভাষা রূপে পরিগৃহীত হয় এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে থাকে।

* * *

হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় গুপ্ত-গণের সমদর্শন-নীতি।

গুপ্তরাজগণের প্রতিষ্ঠার আর এক প্রকৃষ্ট কারণ—ধর্ম্মকর্ম্মে সমদর্শন-নীতি। হিন্দুধর্ম্মের সেই উন্নতির দিনেও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এবং তাহাদের ধর্ম্ম ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব-বর্ত্তী দুই শত বৎসর হইতে পরবর্ত্তী প্রায় দুই শত বৎসর উত্তর ভারতে, কাশ্মীরে, আফগনিস্থানে এবং স্বাতপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। তাৎকালিক বৌদ্ধপ্রাধান্যের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ স্তম্ভাদির ভগ্নাবশেষ এবং লিপিসমূহ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার বিষয়ই সূচনা করিয়া দেয়।

বৌদ্ধধর্ম্মনীতির সহিত একান্ত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলেও তৎকালে জৈনধর্ম্মনীতি বিশেষ সমাদৃত হয় নাই। তবে, মথুরা প্রভৃতি কয়েকটী জনপদে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জৈনধর্ম্ম অনুসৃত হইত।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই প্রতিষ্ঠার দিনেও হিন্দু-ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও হিন্দুধর্ম্মের অনুবর্ত্তীর অভাব ছিল না। শক-নৃপতি দ্বিতীয় কাড্‌ফাইসেস হিন্দুধর্ম্মের এমনই অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুদ্রাদিতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন; এবং আপনাকে শিবের উপাসক 'শৈব' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উন্মাদনার দিনেও হিন্দুর দেবদেবীর আরাধনা-উপাসনা সমভাবেই চলিয়াছিল।

ভারতের অঙ্গে যে সকল বৈদেশিক জাতি অঙ্গ মিশাইয়া ছিলেন, প্রথমতঃ তাহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের 'মহাযান' শাখার নীতির অনুসরণ করিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বা হিন্দুধর্ম্মের কঠোর নীতি-সমূহ তাঁহাদের নিকট তাদৃশ সমাদরপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন।

শক নৃপতি কনিষ্ক এবং হুবিস্ক, উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রাদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক নিদর্শন-সমূহ বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী বাসুদেব, দ্বিতীয় কাডফাইসেসের অনুসরণে শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের অন্যান্য জনপদের—সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের, শকনৃপতিগণও বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নীতিসমূহের প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষণে তখন দিনদিন সংস্কৃত-ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরই প্রকার ভেদ মাত্র। সুতরাং 'মহাযান' শাখার উন্নতি-পরিপুষ্টি, পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-সমন্বিত হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করিয়াছিল,—তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই মনে হয়,—ধর্ম্মনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সংশয়-সমস্যার নিরসনে, তাৎকালিক নৃপতিবৃন্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; আর তাহারই ফলে, সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল;—বহুসহস্রব্যাপী বিপ্লব-বিভীষিকায়—শতঝড়ঝঞ্ঝার অভিঘাতে, হিন্দু-ধর্ম্ম-সৌধ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব

খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশঃ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-ভাষার প্রণষ্ট গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুজারাটের ও সৌরাষ্ট্রের নৃপতিবৃন্দের উৎসাহবারি-নিষেকে ধর্ম্ম ও সাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এক্ষণে, গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ে, খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, হিন্দুধর্ম্মের ও সংস্কৃত-ভাষার পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইল।

গুপ্ত-বংশের নৃপতিগণ হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রাহ্মণে ভক্তিমান হইলেও—হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগী হইলেও, গুপ্তগণ কখনও বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা সময় সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ চন্দ্র-গুপ্তের এবং সমুদ্র-গুপ্তের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিংহলরাজের অনুরোধে সমুদ্র-গুপ্ত বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ-মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য, নালান্দার বিহার-সংস্কারে কতকগুলি নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মে সমদর্শনের আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই সমদর্শনের গুণেই গুপ্ত-গণ আজ 'পৃথিবীর ইতিহাসে' শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেছেন।

পুষ্পমিত্র এবং সমুদ্রগুপ্ত যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের সূচনা করেন, বৌদ্ধ-নীতির বিরোধী হইলেও, উহা হিন্দুধর্ম্মের পরিপন্থী নহে; পরন্তু উহা ব্রাহ্মণ্য-প্রধান হিন্দুধর্ম্মেরই অনুকূল।

সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শনই গুপ্ত-গণের প্রভাব-প্রতিপত্তির মূলীভূত। ধর্ম্মে-বিদ্বেষ—ধর্ম্মহীনতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গুপ্তবংশের রাজগণ অন্য ধর্ম্মে বিদ্বেষপরায়ণ হন নাই, পরন্তু সকল ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন;—তাই তাঁহাদের গৌরব দিগন্ত-বিশ্রুত।

হিন্দুধর্ম্মের যে শক্তি প্রসুপ্ত হইয়া ছিল, গুপ্ত-সম্রাট সে শক্তি আয়ত্ত করিয়া লইলেন;—ধর্ম্মশক্তির প্রভাবে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানে, রাজশক্তি দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

* *

মহারাজ গুপ্ত ও ঘটোৎকচ।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে কুশন-বংশের অবসানে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময়ে গুপ্তগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার আদি-নির্দ্ধারণে তাঁহাদের গবেষণা পর্য্যুদস্ত হয়। তাই নানা ভাবে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। গুপ্তগণের অভ্যুত্থান এবং অধঃপতনেও সেই একই সমস্যার উদয় হয়।

বহু গবেষণার পর প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন,—গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত, ২৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। * তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র ঘটোৎকচ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঘটোৎকচের রাজ্যকাল তাদৃশ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন নহে।

---

* গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্তের বিদ্যমান-কাল লইয়া মতান্তর দেখি। কেহ কেহ ২৭০ ২৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করেন। সে মতে ঘটোৎকচ ২৯০ - ৩১০ খৃষ্টাব্দে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (মহারাজ-উপাধিযুক্ত

বৈশালীতে প্রাপ্ত এক মোহরে ঘটোৎকচ-গুপ্তের নাম পরিদৃষ্ট হয়। ডক্টর ব্লকের মতে গুপ্তবংশের ঘটোৎকচ এবং ঘটোৎকচ-গুপ্ত অভিন্ন। ভিন্সেণ্ট স্মিথও ডক্টর ব্লকের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মোহরে 'শ্রীঘটোৎকচগুপ্তস্য' পাঠ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ সেই পাঠ দৃষ্টে বিষম সমস্যায় পতিত হন। প্রশ্ন উঠে—ঘটোৎকচ যদি 'শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত' নামেই পরিচিত হইবেন, তাহা হইলে মুদ্রায় তিনি তাঁহার প্রকৃত নাম সন্নিবিষ্ট করেন নাই কেন? তাই তাঁহারা 'ঘটোৎকচগুপ্ত' নামের প্রসঙ্গে বৈশালীর মোহর-সমূহের তথ্য নিরূপণের আবশ্যকতা অনুভব করেন।

মোহরের সংগ্রহের মধ্যে 'মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর' একটী মোহর আছে। মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী—মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের সহধর্ম্মিণী এবং মহারাজ গোবিন্দ-গুপ্তের মাতা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান,—মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর সেই মোহর হইতে মূল-সূত্রের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা। এক হিসাবে ধ্রুবস্বামিনী এবং ধ্রুবাদেবী অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। * সুতরাং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে ঐ মোহরের কাল-নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে।

এদিকে গোবিন্দ-গুপ্তের দরবারে সমসাময়িক যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, মোহরের অধিকাংশই তাঁহাদের অঙ্কিত বলিয়া বুঝা যায়। ডক্টর ভাণ্ডারকারের মতে, বৈশালীতে যেখানে মোহরসমূহ আবিষ্কৃত হয়, সেখানে মোহর-সংরক্ষক রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যালয় ছিল। কিন্তু তাহাতে আর এক সমস্যা উঠে। সে সমস্যা—প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে রাজা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার মোহর সে কর্ম্মচারীর পাইবার সম্ভাবনা কি? এইরূপে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঘটোৎকচ এবং ঘটোৎকচগুপ্তকে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া শ্রীঘটোৎকচ-গুপ্ত গুপ্তরাজবংশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন বটে; কিন্তু ঐ বংশের অন্যান্য নৃপতির ন্যায় 'মহারাজা' বা অন্য কোনও উপাধি না দেখিয়া তাঁহারা শ্রীঘটোৎকচ-গুপ্তকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে, শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত, গুপ্ত-রাজদরবারে কোনও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাই মহারাজ ঘটোৎকচের নামানুসারে তাঁহার নাম-সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক, রাজার নামে কর্ম্মচারীর নামকরণ, অভিনব সিদ্ধান্ত বলিয়াই মনে হয়। ঘটোৎকচ ৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত হইতেই গুপ্তবংশের যশঃজ্যোতি—প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দিকে দিকে বিস্তৃত হয়। চন্দ্রগুপ্তের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি—পিতৃ-পিতামহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেকের সিদ্ধান্ত—প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকাল হইতেই 'গুপ্ত-কালের' প্রবর্ত্তনা। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই 'গুপ্ত-কাল'-গণনার সূচনা।

হইয়া) ২৯০—৩২০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বুঝা যায়। তাহাতে সকল সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়। J. A. Allen, M. A., *Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda, Introduction* Page XX.

* *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Fleet, III. p. 127, aud p. 131. The names Mureendadevi and Mureendaswamini are applied to the mother of Sarvanath in two of his inscriptions,

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

‘গুপ্ত-কাল’ বা ‘গুপ্তাব্দ’

[গুপ্ত-কালের পরিচয় ;—নামকরণে বিতণ্ডা ;—ডক্টর ফ্লিটের মন্তব্য ;-মর্ব্বি দান-লিপি ;—বিবিধ সমস্যা ;—আদিনির্দ্ধারণে প্রয়াস।]

* * *

গুপ্ত-কালের পরিচয়।

গুপ্ত-কালের প্রতিষ্ঠায় ও প্রবর্ত্তনায় নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। ‘গুপ্তনৃপতিভুক্তি’, ‘গুপ্তসংবৎ’, ‘গুপ্ত অব্দ’, ‘গুপ্তনৃপকাল’ প্রভৃতি নানা নামে ‘গুপ্ত-কাল’ অভিহিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণের মতে—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যে অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাই ‘গুপ্তকাল’, ‘গুপ্তাব্দ’, ‘গুপ্ত-সংবৎ প্রভৃতি নামে অভিহিত। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঐ অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহারা আরও বলেন,—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের বৎসর হইতে ‘গুপ্তাব্দ’ বা ‘গুপ্তকাল’ গণনা আরম্ভ হয়। কেহ কেহ আবার এ মতের প্রতিবাদ করেন। সে সম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই।

এইরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নানা গবেষণা ও বাদ-বিতণ্ডা চলিতে থাকে। কিন্তু, বহুকালব্যাপী গবেষণায়, অসাধারণ অধ্যবসায়ে এবং বিবিধ অনুসন্ধানেও নিঃশংসয়ে ‘গুপ্তকাল’ নির্দ্দেশে কেহই সমর্থ হন না। পরিশেষে, অশেষ চেষ্টার ফলে কিছু দিন হইল অবিসংবাদিতরূপে ‘গুপ্তকাল’ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর ফ্লিট স্থির করিয়াছেন,—৩১৮-৩১৯ খৃষ্টাব্দে ‘গুপ্তকালের’ সূচনা। সকলেই ফ্লিটের মত গ্রহণ করিয়াছেন। যে ভাবে যেরূপ গবেষণায় এবং যেরূপ আয়াস অধ্যবসায়ে এই জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে, এ প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের আলোচনায় তাহার প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদিত-রূপে প্রতিপন্ন হয়।

* * *

নামকরণে বিতণ্ডা।

‘গুপ্তকাল’—নামকরণ লইয়াই পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়। তাঁহারা বলেন,—‘গুপ্তকাল’ বলিয়া অভিহিত হইলেও গুপ্তরাজগণের নামের সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে, সে পক্ষে কোনও-না-কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইত। আর গুপ্তবংশীয় নৃপতিই যে গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তক, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং গুপ্তগণের নামের সহিত ‘গুপ্তকালের’ সম্বন্ধ-সূচনা কদাচ সমীচীন নহে।

আল্‌বারুণি এই বিতণ্ডার মূলীভূত। তাঁহারই গ্রন্থে আমরা প্রথমে ‘গুপ্ত-কালের’ উল্লেখ

দেখিতে পাই। আল্‌বারুণি ইহাকে 'গুব্‌ৎ-কাল' বা 'গুবিতা-কাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। গুপ্তকালের ন্যায় শক-সম্বৎ 'শককাল' নামে তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত দেখি। তাহাতে বুঝা যায়,—'অব্দ' বা 'শতাব্দ' বুঝাইতে আল্‌বারুণি 'কাল' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

'গুপ্ত-কাল' বা 'শক-কাল' নামে অভিহিত করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বারুণির গ্রন্থ রচিত হয়। সুতরাং বুঝা যায়,—লোকমুখে তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, গ্রন্থে তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যে সূত্রে তিনি এ বিষয় অবগত হন, তাহার আলোচনায় বুঝিতে পারি, গুপ্তগণের রাজত্বকাল হইতে কালগণনা চলিয়া আসিতেছিল—ইহা ভিন্ন অন্য কোনও তথ্য আল্‌বারুণি জানিতে পারেন নাই। গুপ্ত-নৃপতিগণের সময় হইতে গুপ্তকাল-গণনা চলিয়া আসিতেছিল,—এতদ্ভিন্ন উক্ত কাল সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং আলোচ্য কালকে 'গুপ্ত-কাল' বলিয়া অভিহিত করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বা অসমীচীন নহে। প্রবাদ এবং জনশ্রুতির উপর আল্‌বারুণিকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তখন প্রামাণিক কোনও নিদর্শন তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তাই তিনি ঐ কালকে 'গুপ্ত-কাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্কন্দ-গুপ্তের প্রবর্ত্তিত জুনাগড়ের পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপিতে 'গুপ্তস্য কালাৎ' বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। ডক্টর ভাউদাজী উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গুপ্ত অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া।' ফ্লিটের মতে উহার অর্থ অন্যরূপ। তিনি বলেন,—লিপির "গুপ্তস্য কালাৎ গণনাং বিধায়" পাঠের পরিবর্ত্তে "গুপ্তপ্রকালে গণনাং বিধায়" পাঠ হওয়া সঙ্গত। তাহাতে, 'গুপ্তগণের অব্দ হইতে গণনা ক্রমে' না হইয়া, অর্থ হয়,—'গুপ্তগণের গণনা অনুসারে কাল-গণনা করিয়া।'

ফরাসী পণ্ডিত এম রিণো, আল্‌বারুণির গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি আলোচ্য কালকে 'গুপ্তকাল' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাউদাজি আবার ফরাসী পণ্ডিতের অনুসরণে 'গুপ্তস্য কালাৎ' পদদ্বয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নির্দ্ধারণ করেন। মিষ্টার টমাস প্রমুখ অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর ভাউদাজীর মত সমর্থন করিয়াছেন।

* * *

নামকরণে ডক্টর ফ্লিটের মন্তব্য।

কিন্তু ফ্লিট প্রতিবাদ করিয়া কহিয়াছেন,—এই ভ্রান্ত-মতের অনুবর্ত্তী হইয়াই মিষ্টার টমাস 'শৈলপতি'র কয়েকটী মুদ্রার পাঠোদ্ধারে 'গু' এবং 'গুপ্ত' পাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাহা হইতেই 'গুপ্তস্য' পদের আভাস পাইয়াছেন। ফলে, গুপ্তকালের তুলনায় মুদ্রার সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়াই মিষ্টার টমাস ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিষ্টার টমাসের সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বথা অভ্রান্ত নহে, নানা প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

ফ্লিট আরও বলেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় জুনাগড়ের উৎকীর্ণ লিপিতে 'গুপ্তস্য কালাৎ' বাক্য দৃষ্ট হয় না। তার পর মহারাজ গুপ্ত একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার প্রভাব এত অধিক ছিল না যে, তিনি অব্দ প্রবর্ত্তনায় সমর্থ হইবেন। জুনাগড়ের লিপিতে 'গুপ্তানাং' পদে কালের সূচনা হয় বটে;—লিপির দ্বিবিধ উক্তি গুপ্তগণের সহিত অব্দের সম্বন্ধ সূচনা করে সত্য; কিন্তু গুপ্ত-রাজগণ যে উহার প্রবর্ত্তক বা প্রতিষ্ঠাতা, 'গুপ্তানাং' এবং 'গুপ্তস্য কালাৎ' পদদ্বয়ে

তাহা বুঝা যায় না। তবে তাহা হইতে গুপ্ত-বংশীয় রাজগণের সময়ে ঐ কালাব্দ লিপিবদ্ধ হয়, আর তাঁহারা ঐ অব্দ ব্যবহার করেন,—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

আরও, স্কন্দ-গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 'কাহাউম' স্তম্ভ-লিপিতে 'গুপ্তানাং বংশজস্য', উদয়গিরির গুহা-লিপিতে 'গুপ্তান্বয়ানাং নৃপসত্তমানাং রাজ্যে কুলস্যাভিবিবর্দ্ধমানে', পরিব্রাজক-মহারাজ হস্তিন্ ও সঙ্ক্ষোভের তাম্রফলকে 'গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ' প্রভৃতি উক্তি দৃষ্ট হয়।

ফ্লিট ঐ সকল বাক্যের ভিন্ন অর্থ নির্দ্ধারণ করেন। সে মতে—'গুপ্তানাং বংশজস্য' বাক্যের অর্থ হয়,—'যিনি গুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন'; 'গুপ্তান্বয়ানাং নৃপসত্তমানাং রাজ্যে কুলস্যাভিবিবর্দ্ধমানে' বাক্যের অর্থ হয়,—'গুপ্তবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্ব-কালে'; এবং 'গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ' পদের অর্থ হয়,—'গুপ্তনৃপতিগণের রাজ্যসম্ভোগকালে।'

জুনাগড়ের লিপিতে বর্ণিত 'গুপ্তানাং' এবং 'গুপ্তস্য কালস্য' বাক্যদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য সাধনে ডক্টর ফ্লিট কাহাউম ও 'তাম্র' লিপির প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, হস্তিন্ গুপ্তরাজগণের পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠিত হন। হস্তিনের তাম্রশাসন হইতে বুঝা যায়—তখনও গুপ্তরাজগণের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপিসমূহের কালনির্দ্দেশে গুপ্তসম্রাটদিগের প্রথম আমলের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু লিপির উক্তিসমূহে এমন কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই, যদ্দ্বারা উক্ত কালকে 'গুপ্ত-কাল' নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

* * *

মর্ব্বি-দানলিপি।

তার পর 'মর্ব্বি' দানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ডক্টর আর জি ভাণ্ডারকারের পাঠ অনুসারে বুঝিতে পারি,—তখনও আলোচ্য 'কাল'—'গুপ্ত-কাল' (Gupta Era) বলিয়া অভিহিত হইত। ভাণ্ডারকার পূর্ব্বোক্ত মর্ব্বি-দানলিপির নিম্নরূপ পাঠ নির্দ্ধারণ করেন; যথা,—"পঞ্চা-শীত্যযুতেঽতীতে সমানাং শতপঞ্চকে গৌপ্তে দদাবদো নৃপস্সোপরাগেঽর্কমণ্ডলে।"

লিপির অর্থ সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখি। প্রধান মত-বিরোধ—ডক্টর ভাণ্ডারকারের এবং ডক্টর ফ্লিটের মধ্যে চলিয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যা ফ্লিট স্বীকার করেন না। ফ্লিট নিজে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—'গুপ্ত পঞ্চম শতাব্দী এবং ৮৮ সম্বৎসর অতীত হইলে, সূর্য্যগ্রহণ-দিবসে, রাজা এই দান করিয়াছিলেন।' লিপির সহিত 'জৈঙ্ক' বংশ পদ দেখি। কিন্তু জৈঙ্ক বংশ-নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তবে লিপিতে উৎকীর্ণ কাল যে গুপ্ত-কালকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

লিপির 'গৌপ্তে' শব্দ লইয়াও নানা বাদ-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কেহ বলেন,—ঐ শব্দের পাঠ 'গোপ্তে', কেহ বলেন,—'গোপ্ত্রে'। ফ্লিটের মতে 'গোপ্তে দদৌ' পদদ্বয়ের অর্থ—'গোপ্ত-নামক গ্রামে এই শাসনপত্র বা সনন্দ প্রদত্ত হইয়াছিল'। কেহ বলেন,—'গোপ্ত' নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেই গ্রাম দান করা হইয়াছিল।' কাহারও মতে 'গোপ্ত্রে' পদ গ্রামবাচী, কাহারও মতে ঐ পদ মনুষ্যবাচক।

যাহা হউক, এইরূপে বিবিধ আলোচনায়, ফ্লিট শেষ সিদ্ধান্ত করেন,—আলোচ্য অব্দের প্রতিষ্ঠার ও প্রবর্ত্তনার সহিত গুপ্ত-সম্রাটগণের কোনই সম্বন্ধ নাই। গুপ্তগণ অব্দ-প্রবর্ত্তক নহেন;

তাঁহারা এই অব্দ ব্যবহার করিতেন মাত্র। তাঁহাদের পূর্ব্বে হয় তো উহা অন্য কোনও নামে পরিচিত ছিল। সে স্মৃতি এখন বিলুপ্ত। গুপ্তগণের রাজত্বকালে 'গুপ্তকাল' বাহুল্য-রূপে ব্যবহৃত হইত,—রাজকীয় সকল কার্য্যই তখন 'গুপ্তকাল' অনুসারে নির্ব্বাহিত হইত। তাই আলোচ্য কালাব্দ—'গুপ্তাব্দ' বা 'গুপ্ত-কাল' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

* * *

নামকরণে অন্যান্য সমস্যা।

গুপ্তকালের নামকরণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী সমস্যার অবতারণা হয়। জৈন 'আচারাঙ্গ-সূত্রের' 'আচর-টীকায়' শীলাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"দ্বাসপ্তত্যধিকেষু হি শতেস্মু সপ্তেস্মু গতেস্মু গুপ্তানাং।
সম্বৎসরেষু মাসী চ ভাদ্রপদে শুক্লাপঞ্চম্যাং॥
শীলাচার্য্যেণ কৃত সম্ভূতায়াং স্থিতেনতিকৈসা।
সম্যগুপযুজ্য শোধ্যা মাৎসর্য্যবিনাকৃতৈরার্য্যেরর্য্যৈঃ॥"

উদ্ধৃত অংশের অন্তর্গত "দ্বাসপ্তত্যধিকেষু হি শতেষু সপ্তসু গতেস্মু গুপ্তানাং" বাক্যাংশের অর্থ হয়—'গুপ্তসম্রাটগণের ৭৭২ বৎসর অতীত হইলে।' পূর্ব্বোক্ত উক্তির অব্যবহিত পরে ঐ গ্রন্থেই আবার দেখি,—

"শকনৃপকালাতীতসম্বৎসরশতেষু সপ্তসু।
অষ্টানবত্যধিকেষু বৈশাখসুধাপঞ্চম্যাং আচারটীকাকৃতেতি।"

এই দ্বিবিধ উক্তি শক-কালের এবং গুপ্ত-কালের মধ্যে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়া দেয়।

গুপ্তসম্রাটগণ কখনও 'সম', কখনও 'সম্বৎসর', আবার কখনও 'সংবৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে অনেকে তাঁহাদিগকেই 'সম্বতের' প্রবর্ত্তক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

'শকারি' বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত অব্দ 'সংবৎ' নামে অভিহিত হইত। দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত অনেক স্থলে 'বিক্রমাদিত্য'-রূপে অভিহিত হইয়াছেন। এখন, চন্দ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি কি না—ইহা লইয়া এক বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিতণ্ডার মূলেই কেহ কেহ গুপ্তবংশীয় নৃপতিদিগকে 'সম্বতের' প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এইরূপ আলোচনায় পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গুপ্তদিগকে 'গুপ্ত-সংবতের' বা 'গুপ্ত-কালের' প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে না। পরন্তু সিদ্ধান্ত হয়,—গুপ্তগণ 'সংবৎ' ব্যবহারে কাল-গণনা করিতেন বলিয়াই আলোচ্য কালের 'গুপ্তকাল' বা 'গুপ্ত-সংবৎ' নামকরণ হইয়াছিল।

তাঁহারা আরও বলেন,—শকনৃপকাল, শকনৃপসম্বৎসর, শককাল, বিক্রমকাল, বিক্রমাদিত্যোৎপাদিতসম্বৎসর, বল্লবী সম, বল্লবী-সম্বৎ প্রভৃতি প্রতিবাক্য শক, বিক্রমাদিত্য বল্লভী প্রভৃতিকে তত্তন্নামধেয় কালের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে; কিন্তু 'গুপ্তকাল' বলিতে সে ভাবে গুপ্তদিগকে কাল-প্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝা যায় না। তাই তাঁহারা গুপ্তাব্দকে 'গুপ্ত-কাল', 'বল্লভী-কাল' এবং 'গুপ্ত-বল্লভী-কাল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন।

অপিচ, গুপ্তবংশের আদিভূত নৃপতিগণ ৩১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—আল্‌বারুণির গ্রন্থোক্ত 'গুপ্ত-কালের' এবং 'বহ্লবী-কালের' গণনা-পদ্ধতি অভিন্ন। সে হিসাবে 'গুপ্তকাল' বলিয়া যে কালাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে 'গুপ্ত-বহ্লবী' কাল নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের হেতুবাদ এই যে,—গুপ্তবংশের আদিভূত নৃপতিগণ যে 'গুপ্ত-সংবৎ' ব্যবহার করিতেন, তাহা আলোচ্য 'গুপ্ত-কাল' বা 'গুপ্ত-সংবৎ' (Gupta Era) নহে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, পণ্ডিতগণ 'গুপ্তকালকে' 'গুপ্ত-বহ্লভী-কাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং গুপ্তকালের সময়-নিরূপণে সেই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। *

* * *

আদি-নির্দ্ধারণে প্রয়াস।

গুপ্ত-বংশের আদি-নির্ণয়েই যখন অশেষ বিতণ্ডা চলিয়াছে, তখন তাঁহাদের 'কাল' লইয়া যে ততোধিক বিরোধ সংঘটিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? মূল যদি স্থির হয়, তাহা হইলে আর তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়-পরম্পরা নির্দ্ধারণে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এখানে মূলেই গোল রহিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই আদি-নির্দ্ধারণে যেরূপ বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 'কাল' নির্দ্ধারণেও তেমনি তাঁহারা বিষম গণ্ডগোলে পড়িয়াছেন। প্রথম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন,—আল্‌-বারুণি। তিনি তাঁহার গ্রন্থে 'গুবৎ-কালের' উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—'গুপ্ত-বংশের অবসানে এই কাল গণনা আরম্ভ হয়; আর 'গুবৎকাল' (গুপ্ত-কাল) ও বহ্লবী-কাল ঠিক একই সময়ে সূচিত হইয়াছিল।'

আল্‌বারুণির এই সিদ্ধান্তকে মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, মিষ্টার টমাস, ঐতিহাসিক জুলিয়ান, ডক্টর ফ্লিট, ডক্টর ভাণ্ডারকার, কর্ণেল ওয়াটসন, ডক্টর ভাউদাজি, কর্ণেল কে, মিঃ প্রিন্সেপ এবং ডক্টর ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রধান-স্থানীয়।

ফরাসী পণ্ডিত এম রিণো আল্‌বারুণির অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনিই এই বিতণ্ডার সূত্রপাত করিয়া দেন। আল্‌বারুণির গ্রন্থ বিজাতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া, এক বিকৃত ভাবের অবতারণা করে। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি হয়। ভাষান্তরে অনেক সময় ভাব যথাযথ সংরক্ষিত হয় না; আবার অনেক সময় গ্রন্থকর্ত্তার ভাবও সহসা হৃদয়ঙ্গম হইয়া উঠে না। তাই ভাষান্তরে ভাব রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়ায় বিরোধ সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, মান্দাসোরের লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ফ্লিটের অধ্যবসায়ে সমস্যার নিরসন হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে তাহার বিস্তৃত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

---

* Indian Antiquary, Vol. XII, pp. 207 and 297—*Nomenclature of the Principal Hindu Eras*" and F. Fleet *Corpus Insdriptionum Indicarum*, vol. iii. এতৎপ্রসঙ্গে প্রধানতঃ মিঃ ফ্লিটের গবেষণার ও মন্তব্যের অনুসরণে আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-কাল-সূচনায়।

[কাল-নিরূপণে বিতর্ক ;—ফ্লিটের প্রদত্ত বংশতালিকা ;—বংশলতা সম্বন্ধে মন্তব্য ;—এম্ রিণোর অনুবাদ ;—অধ্যাপক সাচৌ-র অনুবাদ ;—আল্‌বারুণির মতের সমালোচনা ;—রিণোর অনুবাদের তুলনায় ;—ফ্লিটের মন্তব্য ;—রাজ-তরঙ্গিণীর তুলনায় ;—আল্‌বারুণির অপরাপর সিদ্ধান্ত ;—অনুবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য ;—আল্‌বারুণির মূল উক্তি।]

* * *

কাল-নিরূপণে বিতর্ক।

কোন্ সময়ে 'গুপ্তকাল' বা 'গুপ্ত-সংবৎ' প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাহার গণনা আরম্ভ হয়,—সে প্রসঙ্গ বড়ই সমস্যা-সমাকুল। সে সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ আমরা গুপ্ত-সম্বতের গণনা-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিতেছি। সে পক্ষে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ যে ভাবে আলোচনা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাস দিতেছি। পরে, সর্ব্বসামঞ্জস্য সাধনে—সকলের সকল মতের তুলনায়, আমাদিগের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কাল-নিরূপণ উপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নানা গবেষণা চলিয়াছিল। বিভিন্ন জনে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন মতের অবতারণা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্তে কেহই তখন উপনীত হইতে সমর্থ হন নাই।

মিষ্টার ফ্লিট এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এখন সর্ব্বাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সে মতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ সূচিত হয়।

আমরা নিম্নে মিষ্টার ফ্লিটের গবেষণার সারাংশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে উপলব্ধি হইবে,—কি ভাবে কিরূপ আয়াস স্বীকারে এই জটিল-প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মান্দাসোরে আবিষ্কৃত লিপিই এই সমস্যা-নিরসনের প্রধান সহায়। সেই লিপিই মূল তথ্য-নির্দ্ধারণে পথ-প্রদর্শক।

* * *

ফ্লিটের প্রদত্ত বংশ-তালিকা।

এই সমস্যার সমাধানে, ফ্লিট গুপ্ত-বংশীয় রাজাদিগের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কোনও কোনও স্থলে 'গুপ্ত-কাল' হিসাবে রাজ্য-কাল গণনা করা হইয়াছে। রাজাদিগের নামের সহিত তাঁহাদিগের উপাধি প্রভৃতির পরিচয়ও সেই তালিকায় সন্নিবিষ্ট

আছে। আমরা প্রথমে নিম্নে সেই বংশ-তালিকা প্রদান করিয়া, তদনুসরণে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। মিষ্টার ফ্লিটের প্রদত্ত সেই বংশ-তালিকা; যথা,—

গুপ্ত।
(মহারাজা)
|
ঘটোৎকচ।
(মহারাজা)
|
চন্দ্র-গুপ্ত (প্রথম)
(বিক্রম—প্রথম, বিক্রমাদিত্য—প্রথম)
মহারাজাধিরাজ।
লিচ্ছবি-বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করেন।
|
সমুদ্র-গুপ্ত
(কাচ—উপাধি মহারাজাধিরাজ)
দত্তদেবীর সহিত বিবাহ হয়।
|
চন্দ্র-গুপ্ত (দ্বিতীয়)
(বিক্রম—দ্বিতীয়, বিক্রমাদিত্য—দ্বিতীয়, বিক্রমাঙ্ক।
পরম ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ)
ধ্রুবা-দেবীর সহিত বিবাহ।
(গুপ্ত-সংবৎ ৮২, ৮৮, ৯৩ এবং ৯৪, ৯৫)
|
কুমার-গুপ্ত।
(মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য)
মহারাজাধিরাজ।
(গুপ্ত-সংবৎ ৯৬, ৯৮, ১২৯ এবং ১৩০)
|
স্কন্দ-গুপ্ত।
(কর্ম্মাদিত্য)
(পরম ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ)
গুপ্ত-সংবৎ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮
এবং ১৪৭ বা ১৪৯

বুদ্ধ-গুপ্ত
(গুপ্ত-সংবৎ ১৬৫, ১৭৫ এবং ১৮০)
ভানু-গুপ্ত
(গুপ্ত-সংবৎ ১৯১)

* * *

বংশলতা-সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই বংশ-লতার সহিত গুপ্ত-কাল-নির্দ্ধারণে যে সম্বন্ধ, আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা উপলব্ধি হইবে। উদ্ধৃত বংশলতায় বুদ্ধ-গুপ্ত ও ভানু-গুপ্ত নাম মাত্র দেখিতে পাই। তাঁহারা গুপ্ত-বংশের মূল-শাখার অন্তর্ভুক্ত কিনা, তদ্বিষয়ে নানা মতান্তর আছে।

অভিজ্ঞগণের কেহ কেহ স্কন্দ-গুপ্তের সহিত এবং গুপ্তবংশের মূল-শাখার সহিত বুদ্ধগুপ্তের ও ভানুগুপ্তের নৈকট্য প্রতিপন্ন করেন। সে হিসাবে গুপ্ত-কাল-নির্দ্দেশে বুদ্ধ-গুপ্তের রাজত্ব-কালের সম্বন্ধ বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হয়।

বংশলতায় যে কালপরিমাণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল—প্রধানতঃ লিপি এবং মুদ্রাদি। সে হিসাবে চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল ৯৪—৯৫ গুপ্ত-সংবতে, কুমার-গুপ্তের রাজ্যকাল ১৩০ গুপ্ত-সংবতে, স্কন্দ-গুপ্তের রাজ্যকাল ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮ এবং ১৪৭ ও ১৪৯ গুপ্ত-সংবতে, এবং বুদ্ধ-গুপ্তের রাজ্যকাল ১৭৫ ও ১৮০ গুপ্ত-সংবতে নির্দ্দিষ্ট হয়।

গুপ্ত-বংশে যাঁহারা তাদৃশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের নামও বংশলতায় সন্নিবিষ্ট দেখি। তাহারও মূল—মুদ্রাদির প্রমাণ-সমূহ। সেই সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রদান করিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্য, মহেন্দ্রাদিত্য এবং কর্ম্মাদিত্য প্রভৃতি গুপ্ত-বংশের অপ্রসিদ্ধ রাজার নাম—যথাক্রমে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত, কুমার-গুপ্ত এবং স্কন্দ-গুপ্তের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। রৌপ্যমুদ্রার উক্তিই তাহার মূলীভূত। বিক্রম এবং মহেন্দ্র নামও রৌপ্য মুদ্রায়ই দৃষ্ট হয়। মুদ্রায় বিক্রম এবং বিক্রমাঙ্ক নাম বাহুল্য-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে,—মুদ্রাদৃষ্টে তাহা প্রতিপন্ন হয়।

যে সকল মুদ্রায় বিক্রম ও বিক্রমাঙ্ক নাম আছে, সে সকল মুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের প্রবর্ত্তিত বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। সমুদ্র-গুপ্তের 'কচ' নামও স্বর্ণ-মুদ্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্ত-সম্রাটদিগের রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে।

গুপ্ত-রাজগণের একটী বংশলতা মিষ্টার টমাসের গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হয়। সেই বংশলতায় মহাদৈত্যের কন্যা দেবী, স্কন্দগুপ্তের সহধর্ম্মিণী রূপে এবং মহেন্দ্র-গুপ্ত স্কন্দ-গুপ্তের পুত্ররূপে উল্লিখিত। মিষ্টার টমাসের প্রকাশিত আর একটী লিপিতে 'সংহারিকা' নাম্নী এক রাজপুত্রী সমুদ্র-গুপ্তের মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় লিপিতে মহেন্দ্র-গুপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। ফ্লিটের মতে, মহেন্দ্রাদিত্যই মহেন্দ্র-গুপ্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বিথারি স্তম্ভলিপির এক বিবরণ মিষ্টার মিল প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে 'মহেন্দ্রাদিত্যের' পরিবর্ত্তে 'মহেন্দ্র-গুপ্ত' নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কুমার-গুপ্তের মুদ্রায় মহেন্দ্র-গুপ্ত নামই দেখিতে পাই।

সংহারিকা, মহাদৈত্য এবং তাহার কন্যা দেবী প্রভৃতির নাম মিষ্টার টমাসের প্রদত্ত বংশলতায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু ফ্লিট তাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—বংশলতা-নির্দ্দেশে মিষ্টার মিল প্রথমে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহার অনুসরণে মিষ্টার টমাসও প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই।

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই একে অপরের ভ্রম-প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। আলোচনা প্রসঙ্গে কাহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত, তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

প্রধানতঃ আল্‌-বারুণির উক্তি হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বারুণি আরবী ভাষায় ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আল্‌বারুণির সেই গ্রন্থ ১০৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল হইতে ৩০এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। ফরাসী ভাষায় এম রিণো এবং ইংরাজী ভাষায় অধ্যাপক সাচৌ—আল্‌বারুণীর গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা তাঁহাদের অনুবাদের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি; যথা,—

* * *

এম রিণোর অনুবাদ।

মানুষ সাধারণতঃ শ্রীহর্ষাব্দ, বিক্রমাব্দ, শককাল, বল্লভাব্দ এবং গুপ্ত-কাল ব্যবহার করে। বল্লভের (বহ্লভের) নামানুসারে বল্লভাব্দের সূচনা। বল্লভ—বল্লভের অধিপতি। আন্‌হিলবরার ত্রিশ যোজন দূরে বল্লভ-রাজ্য অবস্থিত ছিল।

শকগণের প্রবর্ত্তিত অব্দের ২৪১ বৎসর পরে বল্লভাব্দের সূচনা হয়। যেরূপে বল্লভাব্দের গণনা হয়, সেই গণনাপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে, শকাব্দ ২৪১ হইতে ৬এর ঘনপরিমাণ অর্থাৎ ৬×৬×৬=২১৬ এবং পাঁচের বর্গ অর্থাৎ ৫×৫=২৫ বিয়োগ করিতে হয়। এইরূপে বল্লভাব্দ নিরূপিত হইয়া থাকে।

গুপ্তকাল অর্থাৎ গুপ্তগণের প্রবর্ত্তিত গুপ্তাব্দ সম্বন্ধে গণনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্ররূপ। 'গুপ্ত' বলিতে তখন একশ্রেণীর দস্যুকে বুঝাইত। ধূর্ত্ত এবং শক্তিশালী বলিয়া তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তদিগের নামের সহিত যে অব্দ সম্বন্ধযুক্ত, গুপ্তদিগের উচ্ছেদ হইতেই সে অব্দ-গণনার সূচনা হয়। 'গুপ্তকাল' বলিতে—গুপ্তদিগের উচ্ছেদ বা অবসান বুঝায়।

গুপ্তদিগের অব্যবহিত পরেই বল্লভদিগের অভ্যুদয় সপ্রমাণ হয়। কারণ, গুপ্তদিগের অব্দও যখন শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে আরম্ভ হয়, তখন বল্লভদিগকে গুপ্তদিগের সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিতে হইবে।

এদিকে আবার জ্যোতির্ব্বিদ-শ্রেণীর অব্দ—শককালের (শকাব্দের) ৫৮৭ বৎসরে আরম্ভ হয়। জ্যোতির্ব্বিদশ্রেণীর এই কালের সহিতই ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদক' (খণ্ডখাদ্যক) তালিকার সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদক তালিকা' মুসলমানদিগের ভাষায় 'আর্কন্দ' নামে অভিহিত। এইরূপে যজদ্‌জির্দের যখন ৪০০ অব্দ, তখন শ্রীহর্ষাব্দ ১৪৮৮, বিক্রমাব্দ ১০৮৮, শকাব্দ ৯৫৩ এবং বল্লভ ও গুপ্তাব্দ ৭১২ নির্দ্দিষ্ট হয়।

* * *

অধ্যাপক সাচৌ-র অনুবাদ।

এই কারণে জনসাধারণ সে অব্দ আর ব্যবহার করে না। তাহারা বহুদিন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এখন তাহারা শ্রীহর্ষের, বিক্রমাদিত্যের, শকদিগের, বল্লভদিগের এবং গুপ্তগণের অব্দ ব্যবহার করে।

বল্লভ-দিগের নামানুসারেই 'বল্লভাব্দ' নামকরণ হইয়াছে। বালব বা বল্লভ তখন বল্লভনগরে রাজত্ব করিতেন। আনহিলবরার ত্রিশ যোজন দক্ষিণে বল্লভ অবস্থিত। শকাব্দের ২৪১ বৎসরে বল্লভাব্দের গণনা-সূচিত হয়। যে ভাবে সাধারণে বল্লভাব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা এই,—

প্রথমে তাহারা শককাল ধরিয়া লয়। তার পর তাহা হইতে ৬ সংখ্যার ঘনফল (৬ × ৬ × ৬ = ২১৬) এবং ৫ সংখ্যার বর্গফল (৫ × ৫ = ২৫) বিয়োগ করে। এইরূপে শককাল হইতে ২১৬ + ২৫ = ২৪১ বৎসর বাদ দিয়া বল্লভী-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়।

গুপ্তকাল বিষয়েও গণনা-পদ্ধতি প্রায় একইরূপ। সাধারণের ধারণা—গুপ্তগণ ধূর্ত্ত অথচ শক্তিশালী। যখন তাহাদের রাজ্যের অবসান হয়, তখন হইতেই গুপ্তকালের সূচনা বা আরম্ভ। বল্লভীগণ—গুপ্তগণের পরবর্ত্তী। কিন্তু গুপ্তকাল এবং বল্লভীকাল উভয়েই শক কালের ২৪১ বৎসর পরে আরম্ভ হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌শ্রেণীর কালগণনা শককালের ৫৮৭ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। জ্যোতির্ব্বিদ-শ্রেণীর কাল—ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যক' নীতির উৎপত্তির মূলীভূত। মুসলমান ভাষায় এই 'খণ্ডখাদ্যক' নীতি 'অল্ আর্কন্দ' নামে পরিচিত।

এক্ষণে 'যজ্‌দজিৰ্দ্দের' * অব্দের ৪০০ বৎসরকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া, কালগণনায় অগ্রসর হইলে, ঐ সময়ে ভারত-প্রচলিত কালাব্দ-সমূহের যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তাহা এই,— যজ্‌দজিৰ্দ-এর অব্দ যখন ৪০০, (১) শ্রীহর্ষাব্দের তখন ১৪৮৮, (২) বিক্রমাব্দের তখন ১০৮৮, (৩) শককালের তখন ৯৫৩, এবং (৪) বল্লভ ও গুপ্তকালের তখন ৭১২ বৎসর।

বলা বাহুল্য, আল্‌বারুণির মতে আলোচ্য অব্দ বা কাল—'গুপ্ত-বল্লভী' কাল। এইরূপ কাল-নির্দ্দেশেই যত বাদ-বিতণ্ডার সূত্রপাত হইয়াছে। ফলতঃ, আল্‌বারুণির পূর্ব্বোক্ত-প্রকারের অভিমতই বক্ষ্যমাণ আলোচনার মেরুদণ্ডস্থানীয়।

* * *

আল্‌বারুণির মতের সমালোচনা।

গ্রন্থ-মধ্যে আল্‌বারুণি বলিয়াছেন,—গুপ্ত-সংবৎ, শকসংবতের ২৪১ বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হয়। আল্‌বারুণির উক্তির মর্ম্ম এই,—'ভারতবাসীরা সাধারণতঃ শ্রীহর্ষ, † বিক্রমাদিত্য,

* ৬৩২ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সাসানীয় নৃপতি তৃতীয় যজ্‌দজির্দ্দের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল হইতে এই অব্দ গণনা আরম্ভ হয়। (Princep's *Essays*, Vol. II). আল্‌বারুণি সীমা-নির্দ্দেশক যজ্‌দজির্দ্দের ৪০০ অব্দ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময়ের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে উহার গণনারম্ভ বুঝা যায়। আল্‌বারুণির গ্রন্থে ভারতযুদ্ধের এবং কলিযুগারম্ভের সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কেহ তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই কাল-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে আল্‌বারুণিও তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

† প্রিন্সেপের মতে আল্‌বারুণি কথিত শ্রীহর্ষাব্দ, কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনের প্রবর্ত্তিত অব্দ নহে। সে অব্দ—শ্রীহর্ষাব্দের পরবর্ত্তী কালে আরম্ভ হয়। কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনের অব্দ গণনা ৬০৬—৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ; কিন্তু শ্রীহর্ষাব্দ ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে সূচিত হয়। আল্‌বারুণির গ্রন্থ ভিন্ন এই শ্রীহর্ষাব্দ সম্বন্ধে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। কাশ্মীর দেশীয় পঞ্জিকাতে শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বৎসরের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। Cf Prof. Sachau's *Alberuni's India*, Translation, vol. II,

শক, বল্লভ এবং গুপ্ত নামক সংবৎ ব্যবহার করে। বল্লভের নামানুসারে বল্লভ-সংবতের নামকরণ হয়। তিনি বল্লভ-নগরে রাজত্ব করিতেন। আনহিলবারার ত্রিশ যোজন দক্ষিণে বল্লভ নগর অবস্থিত। শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে বল্লভাব্দের আরম্ভ। বল্লভাব্দ গণনা-কল্পে, শকাব্দ হইতে ৬এর ঘন অর্থাৎ ৬×৬×৬=২১৬ এবং ৫ এর বর্গ অর্থাৎ ৫×৫=২৫ বিয়োগ করিলে, যে বিয়োগ ফল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 'বল্লবাব্দ'।

আল্-বারুণির মতে আলোচ্য অব্দ—গুপ্তবল্লভী অব্দ। 'গুপ্ত-গণের ধ্বংসের পর গুপ্তাব্দের আরম্ভ; আর গুপ্ত-গণের ধ্বংসের সময় হইতেই ইহার গণনারম্ভ।'

আল্‌বারুণির এই সিদ্ধান্তে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠে—গুপ্তনৃপতি-গণের লিপিতে ও মুদ্রাদিতে যে গুপ্তকালের উল্লেখ আছে, সে কাল কি তবে আলোচ্য 'গুপ্তকাল' নহে? গুপ্তবংশের ধ্বংস হইতেই যদি সে গুপ্ত-কালের আরম্ভ, তাহা হইলে গুপ্তনৃপতিগণের ব্যবহৃত 'গুপ্ত কাল' নিশ্চয়ই আল্‌বারুণি-কথিত গুপ্তকালের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে! তদ্ভিন্ন সামঞ্জস্য-সাধন কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে!

এক্ষণে, বল্লভী বংশের সহিত সম্বন্ধের কথা। বল্লভী অব্দ যদি গুপ্তাব্দ-গণনারম্ভের ঠিক একই বৎসরে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে—গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ এবং বল্লভীবংশীয় নৃপতিগণ পরস্পর সমসাময়িক ছিলেন এবং পরস্পর সমসূত্রে এবং সমসাময়িক-ক্রমে তাঁহাদের রাজ্যকাল গণনা হইত! নচেৎ, আল্‌বারুণির সিদ্ধান্তের কোনই মূল্য নাই! কারণ, গুপ্ত-বংশীয় নৃপতিদিগের সহিত বল্লভীরাজগণের কোনও সম্বন্ধ-সূত্রের নিদর্শন গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট হয় না।

তার পর, প্রধান সমস্যা—গণনা-পদ্ধতি লইয়া। আল্‌বারুণির মতে, শক সংবতের ২১৬+২৫=২৪১ বৎসর অতীত হইলে, গুপ্তাব্দ এবং বল্লভাব্দ (বল্লবাব্দ) আরম্ভ হয়। তদনুসারে ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে আলোচ্য গুপ্তকালের ০ বৎসর এবং ৩২০-২১ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম বৎসরের সূচনা ধরা যাইতে পারে। *

আল্‌বারুণির পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে 'গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ' যখন ৭১২, তখন শকসংবৎ ৯৫৩। এ হিসাবে উভয়ই গতাব্দ বলিয়া বুঝা যায়। কেন-না, আল্-বারুণি নিজেই পূর্ব্বোক্ত কালের সহিত যজ্‌দজির্দ্দের ৪০০ অব্দের অভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। সে হিসাবে যজদজির্দ্দের যখন ৪০০ অব্দ, খৃষ্টের তখন ১০৩১—৩২ অব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়।

* * *

রিণোর অনুবাদের তুলনায়।

এম রিণোর অনুবাদ অনুসারে শকসংবৎ ২৪১ অব্দে আলোচ্য গুপ্ত-কালের প্রথম বৎসর আরম্ভ হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উহা গতাব্দ। সে হিসাবে ২৪০ শকাব্দে গুপ্তগণের উচ্ছেদ আর সেই বৎসর হইতেই গুপ্তকালের গণনা আরম্ভ—সিদ্ধান্তিত হয়।

অন্যত্র আবার আল্-বারুণি বলিয়াছেন,—হিজরী ৪১৭ অথবা ৯৪৭ শককালে (১০২৬ খৃষ্টাব্দের জনুয়ারী মাসে) গজনীর মামুদ সোমনাথপত্তন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। হিন্দুগণ

* ৩১৯ খৃষ্টাব্দের ১ই মার্চ্চ হইতে ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত।

তখন পূর্ব্বোক্ত শককাল-নির্দ্দেশে যে গণনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন, তাহা এই,—তাঁহারা প্রথমে ২৪২ লিখিয়া তাহার নিম্নভাগে যথাক্রমে ৬০৬ এবং ৯৯ লিখিতেন। তার পর ঐ তিন সংখ্যার যোগফলে ৯৪৭ শকাব্দ গণনা করিতেন।

প্রিন্সেপের মতে—৯৪৭ গত-শকাব্দ। তখন ১০২৫—২৯ খৃষ্টাব্দ প্রচলিত। আর ১০২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস উহার অন্তর্ভুক্ত। অপিচ, তাঁহার মতে, ২৪২ শক-সংবৎ অতীত হইলে গুপ্ত-কালের আরম্ভ হয়।

* * *

ফ্লিটের মন্তব্য।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ফ্লিট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি; যথা,—কাশ্মীরে শতবর্ষ পরিমাণে 'লোককাল' গণনা হইত।

কাশ্মীরের সেই কাল-গণনা প্রসঙ্গে আল্‌বারুণি নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—'হিন্দুগণ কর্ত্তৃক শত বৎসর পরিমাণে 'লোককাল' গণনা-প্রণালী পরিগ্রহণের পূর্ব্বে, প্রায় ২৪২ বৎসর অতীত হইয়া যায়।

সুতরাং গুপ্ত-কালের সঙ্গে সঙ্গেই সে গণনা-পদ্ধতি পরিগৃহীত হইয়াছিল। সেখানে ৬০৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। তাহাতে ছয় শত বৎসর অতীত হইয়াছে, বুঝা যায়। ১০১ বৎসরে হিন্দুগণ শতাব্দী গণনা করেন। সে হিসাবে আল্‌বারুণির মতে ৯৯ গতাব্দ।

মূলতানের দুর্ল্লভ-পরিগৃহীত গণনা-পদ্ধতিতে, ৮৪৮ এর সহিত 'লোককাল' সংযোগে কাল-গণনার বিধি ছিল। সে হিসাবে ঐ উভয় অঙ্কের সমষ্টি—শক-কাল। যজদ্‌জির্দ্দের কালপরিমাণ—৪০০ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। তখন শকাব্দ পরিমাণ—৯৫৩। এই ৯৫৩ শকাব্দ হইতে দুর্ল্লভ-পরিগৃহীত ৮৪৮ লোককাল বাদ দিলে ১০৫ লোককাল অবশিষ্ট থাকে। সে হিসাবে, কাশ্মীরে প্রচলিত শতাব্দী-পরিমাণের ৯৮ বৎসরে সোমনাথের মন্দির ধ্বংস হইয়াছিল, প্রতিপন্ন হয়।'

আল্‌বারুণির এতদুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সুকঠিন। তবে আল্‌বারুণির এ মন্তব্যও এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তে লোক-কালের ৯৮ বা ৯৯ বর্ষে সোমনাথের ধ্বংস সূচিত হইয়াছে। তাঁহার এই মন্তব্যই সেই সমস্যার অন্যতম। অপিচ, লোককালের ৯৮ বৎসর গতে এবং ৯৯ বৎসরের প্রারম্ভে সোমনাথ ধ্বংসের উল্লেখে সে সংশয় আরও ঘনীভূত হইয়াছে।

আর এক সমস্যা—'লোককাল' অনুসারে গণনা করিলে সোমনাথ-ধ্বংস কোনও এক শতবর্ষ-কালাবর্ত্তের প্রথমে নিরূপিত হয়। তাহাতে আবার অসামঞ্জস্য দাঁড়ায়।

এতৎপ্রসঙ্গে কহ্লণ মিশ্রের 'রাজতরঙ্গিণীর' মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লোককাল এবং শকাব্দ—এতদুভয়ের সমীকরণ ব্যপদেশে কহ্লণ মিশ্র বলিয়াছেন,—"লৌকিকেহব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতং সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ।" অর্থাৎ—বর্ত্তমানে চতুর্ব্বিংশতি লৌকিক কাল চলিতেছে। এখন ১০৭০ শকাব্দ অতীত হইয়াছে।

* * *

রাজতরঙ্গিণীর তুলনায়।

কহ্লণ মিশ্রের উক্তি হইতে বুঝা যায়,—১০৭০ গত-শকাব্দে চতুর্বিংশতি লোক-কালে কহ্লণমিশ্রের 'রাজতরঙ্গিণী' রচিত হইতেছিল। সুতরাং, সে হিসাবে, যখন লোককাল ২৪ এবং শক-গতাব্দ ১০৭০, তখন খৃষ্টাব্দ ১১৪৮—৪৯ প্রচলিত। সে হিসাবে যখন ১০৫৭ গত শকাব্দ, তখন প্রচলিত ১ লোককাল এবং ১০২৫—২৬ খৃষ্টাব্দ।

আল্‌বারুণির মতে কাশ্মীরের লোককালাবর্ত্ত এবং উত্তর ভারতের শক-সংবৎ -উভয়ের গণনা-পদ্ধতি অভিন্ন। জেনারেল কানিংহাম এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এতদুক্তির যৌক্তিকতা সমর্থিত হয়। তাহা হইতে প্রত্যেক কাশ্মীরদেশীয় লোককালের চলিত প্রথম বৎসর, শকাব্দের প্রতি শতবর্ষের ৪৭ বৎসর গতে ৪৮ বৎসর এবং খৃষ্টাব্দের প্রতি শতাব্দীর পঞ্চবিংশ বর্ষের শেষাংশ এবং ষড়বিংশ বর্ষের প্রথমাংশ পরস্পর অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়।

সে হিসাবে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস, কাশ্মীরে প্রচলিত লোককালের প্রথম চলিত বৎসরে পতিত হয়, এবং ৯৪৭ গত-শকাব্দ ১০২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের ২১এ মার্চ্চের মধ্যে পড়ে। পরন্তু যখন ৯৪৭ গত-শকাব্দ, তখন লোককাল ১ স্থিরীকৃত হয়।

কিন্তু এখানেও আবার সমস্যা! পূর্ব্বোক্ত হিসাবে, ৯৮ গত-লোককালের সহিত তো কোনও সাদৃশ্যই থাকে না; অপিচ, কাশ্মীরের সে পদ্ধতির অনুসরণে পূর্ব্বোক্ত মাস বৎসর প্রভৃতির হিসাবেও গোল দাঁড়াইয়া যায়। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মাসাদি-সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলির সহিত ৯৯ লোক-কালের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। এক্ষণে, এই আলোচনা প্রসঙ্গে, অসামঞ্জস্যে সামঞ্জস্য সাধনই প্রধান লক্ষ্য।

* * *

আল্‌-বারুণির অপর সিদ্ধান্ত।

সুতরাং সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে, এমন একটী কাল-পরিমাণ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে সেই কাল—একদিকে কাশ্মীরের লোককাল-কালাবর্ত্তের এক বৎসর পূর্ব্বে এবং অন্য দিকে তাহার তিন বৎসর পরে নির্দ্ধারিত হয়।

সর্ব্বসামঞ্জস্যমূলক লোককাল-গণনা-বিষয়ে আল্‌বারুণি বিবিধ বিরুদ্ধ মতের অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আল্‌বারুণি ১০১ বৎসরে শতাব্দী গণনার প্রাচীন পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতগণের কেহই তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং ৬০৬ সংখ্যা-গণনা ক্রমে কাল-গণনা-পদ্ধতিও তাঁহাদের মতে গ্রহণযোগ্য নহে।

আল্‌বারুণি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন,—এক শত বৎসর শেষ হইলেই, হিন্দুগণ পুনরায় ১ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। আল্‌বারুণির পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের অর্থাৎ ১০১ বৎসরে শতবর্ষকালাবর্ত্ত গণনার সহিত এ উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। তাই সিদ্ধান্ত হয়,—৬০০ এবং পরবর্ত্তী যে ৬ অঙ্ক, তাহা লোককাল শতাব্দের অন্তর্ভুক্ত নহে।

মিষ্টার ফ্লিট তাই বলেন,—গুপ্তবল্লভী সংবৎ যদি ৩১৯—২০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয়; তাহা

হইলে, তখন ২৪১ শকাব্দ গত হইয়া ২৪২ শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যদি তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত লোককাল শতাব্দের অতিরিক্ত ৬ যোগ করি, তাহা হাইলে ২৪১+৬=২৪৭ শকাব্দ পাইলে পারি। সেই শকাব্দ গত হইলে ২৪৭ শকাব্দে ৩২৫—৩২৬ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হয়। আর তাহা হইলে কাশ্মীরে প্রচলিত প্রথম লোককালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

আল্‌বারুণি পূর্ব্বে দুর্ল্লভের প্রদর্শিত যে গণনাক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, ফ্লিট তাহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—দুর্ল্লভের সে গণনা যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে, মুলতানের গণনা-পদ্ধতি, কাশ্মীরের গণনা-পদ্ধতির এক বৎসর পরবর্ত্তী নির্দ্ধারিত হয়; অর্থাৎ কাশ্মীরের গণনায় লোককাল ১ হইলে, মুলতানের গণনায় লোককাল সে ক্ষেত্রে ২ হইবে।

এ হিসাবে শক-সংবতের প্রতি শতাব্দীর গত ৪৮ বৎসরের এবং চলিত ৪৯ বৎসরের এবং খৃষ্টাব্দের প্রতি শতাব্দীর পঞ্চবিংশ বর্ষের শেষাংশের এবং ষড়বিংশ বর্ষের প্রথমাংশের সহিত মিল থাকে। আর মুলতানে প্রচলিত গণনা-পদ্ধতি অনুসারে, ২৪৮ শকসংবৎ গতে ২৪৯ শকসংবতে লোককাল আরম্ভ হয়। ২৪১ শক-সংবতের উল্লেখ, কেবলমাত্র গুপ্ত-বল্লভী কাল গণনার একটা ধারা নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে। নচেৎ, শকাব্দের এবং গুপ্ত-বল্লভী সংবতের প্রকৃত পার্থক্য—২৪২ বৎসর। সে হিসাবে ২৪২ শকাব্দ গত হইলে গুপ্ত-বল্লভী কালের আরম্ভ হয়।'

ফ্লিট আরও বলেন—৮৪৮ গত শকাব্দই গুপ্তকাল গণনার মূলীভূত। দুর্ল্লভের মন্তব্য অনুসারে শক সংবৎ ৯৫৩ হইতে ৮৪৮ বিয়োগ করিয়া ১০৫ লোককাল নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহাতে বুঝা যায়,—৮৪৮ গত-শকাব্দে অর্থাৎ ৯২৬—৯৭ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশে ঐরূপে লোককালগণনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহা না হইলে, দুর্ল্লভের গণনা-পদ্ধতি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিত। আর তাহা হইলে, ৮৪৮ এর পরিবর্ত্তে ৯৪৮ বিযুক্ত হইয়া মাত্র ৫ বৎসর অতিরিক্ত হইত।

জেনারেল কানিংহামের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ফ্লিট বলেন,—৬০৬ অঙ্ক সম্বন্ধে জেনারেল কানিংহাম প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—২৪২ অঙ্ক ভ্রমপূর্ণ; ২৪১ই প্রকৃত গণনা। যাহা হউক, পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু কানিংহামের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। অতএব বুঝা যায়,—২৪১ গত-শকাব্দ = ৩১৮—১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ এবং ৩১৯—৩২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ। ইহার সহিত যদি ৬, ৬০০ এবং ৯৯ সম্পূর্ণ বৎসর যোগ করা যায়, তাহা হইলে ৯৪৬ গত-শকাব্দ অর্থাৎ ১০২৩—২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ এবং ১০২৪—২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ স্থির হয়। এরূপ সিদ্ধান্তেও এক বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায় অর্থাৎ গুপ্তকাল প্রারম্ভের এক বৎসর কম থাকিয়া যায়। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ইহাই মিষ্টার ফ্লিটের সিদ্ধান্ত।

* * *

অনুবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাহা হউক, আল্‌বারুণির মন্তব্যের মধ্যে প্রধান বিতণ্ডার বিষয়—তাঁহার উক্তি;—'গুপ্তগণের ধ্বংসের পর গুপ্ত-কালের আরম্ভ।' সে ক্ষেত্রে আল্‌বারুণির অনুবাদের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়।

ফরাসী পণ্ডিত এম রিণো, আল্‌বারুণির মূল গ্রন্থের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সে অনুবাদ সম্বন্ধে তাই অনেকে সংশয়াম্বিত হন। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে, রিণোর অনুবাদ—

আল্‌বারুণির প্রকৃত অনুবাদ কি না! সে অনুসন্ধানে কেহ কেহ রিণোর অনুবাদকে ভ্রমসঙ্কুল প্রতিপন্ন করেন। সে সম্বন্ধে অধ্যাপক রাইট, মিষ্টার রেহাট্‌সেক এবং এইচ সি কে এবং পরিশেষে মিষ্টার ফ্লিট বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লেখ করিতেছি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ রেহাট্‌সেক আল্‌বারুণির গ্রন্থের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সে অনুবাদ অনুসারে বিতণ্ডামূলক অংশের মর্ম্ম স্থির হয়,—'গুপ্তগণ নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত জাতি। তাঁহাদের ধ্বংস হইবার পরেও তাঁহাদের গণনা-পদ্ধতি অনুসারে কালগণনা হইত।' *

মিষ্টার এইস সি কের অনুবাদক্রমে বুঝা যায়,—'তাঁহাদের দ্বারা অথবা তাঁহাদের অনুসরণে কালগণনা হয়।' মিষ্টার কে পূর্ব্বোক্ত অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করেন,—গ্রন্থকারের (আল্‌বারুণির) মন্তব্য দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে,—গুপ্তরাজগণ যে 'কাল' ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের উচ্ছেদের পরও তাঁহাদের অনুসরণে সেইরূপ কাল-গণনা হইত, অথবা তাঁহাদের গণনা-পদ্ধতি তৎকালে সকলেই অনুসরণ করিত। কিন্তু 'যখন তাঁহাদের ধ্বংস সাধিত হয়' বলিতে সাধারণতঃ ধ্বংসের সময় হইতে গুপ্তকাল গণনা আরম্ভ হয়,—এইরূপ অর্থই মনে আসে। কে-র মতে শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। †

মিষ্টার ব্রকম্যানের মন্তব্যও সমস্যা-সমাধানের অনুকূল নহে। তিনিও আল্‌বারুণির যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতেও সেই একই সংশয় রহিয়া গিয়াছে। আল্‌বারুণির মন্তব্যের অনুবাদে মিষ্টার ব্রকম্যান বলিয়াছেন,—'গুপ্তকাল সম্বন্ধে এই বলা যায় যে,—তাঁহারা ক্রুর-প্রকৃতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুসরণে কালগণনা (অব্দ সূচনা) হইয়াছিল।' ‡

* মিষ্টার রেহাট্‌সেক (Mr. Rehatsek) যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই, 'and (as regards) the Gupta Era it was, as is said, a nation wicked *(and)* strong; and when they perished, dating was made according to them.

† মিষ্টার এইচ সি কে-র (Mr. H. C. Kay) মতে ঐ অংশের অর্থ,—"dating was made by (or according to) them." তার পর মিঃ কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"The author's meaning is not clear. But, taking the words as they stand, I think they can most consistently be understood as signifying an adoption or continuation of the method of dating that had been used by the Guptas." তার পরই আবার তিনি বলিয়াছেন,—The preceding words "when they came to an end' suggest the possible meaning that the dating ran from that event. But it seems to me that the construction can be properly preferred, only if there be something else in the context, or in the known facts of the case, that it would make it obligatory; or, at least, that clearly points to it." মিষ্টার কে-র শেষোক্ত মন্তব্যে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে সংশয় আনয়ন করিয়াছে। তিনি যদি প্রথমোক্ত মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান সেখানেই হইয়া যাইত।

‡ মিষ্টার ব্রকম্যানের অনুবাদ (*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIII, Part I, P. 368),—"as regards Gupta Kal, they were, as is related, a people wicked

আল্‌বারুণির মূল উক্তি।

যাহা হউক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম রাইট, আল্‌বারুণির যে অনুবাদ মিষ্টার ফ্লিটকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হইয়াছে।

আল্‌বারুণির গ্রন্থোক্ত সেই বিতণ্ডামূলক অংশ,—

'ওয়া-আম্মা গুব্‌ৎকাল ফা-থ্‌াম্নু কমাথিনো থ্‌উমান্‌ আস্‌রারন্‌ আকৃথইয়া'এ ফা-লাম্‌মা ইন্‌কারাড়্‌ উর্‌রিখা বিহিম। বোয়াকা আন্না ব্‌লব্‌ কান্‌ আখিরাহাম। ফ'ইন্নাউওয়ালা তারিখিহিম্‌ ঐদান মুতা-আক্‌থির অন্‌ শ্‌গকাল ২৪১। ওয়াতারিখ অল্‌-মুনাজ্জিমিন যতআক্‌থর অন্‌ শ্‌গ্‌কাল ৫৮৭।...ফার্হদ্‌হান্‌ সিন্নু তারিখ্‌ শ্রীহর্ষ লি-সানাতি-না আল্‌মুমাৎথাল বিহা ১৪৮৮ ওয়া তারিখ্‌ ব্‌ক্রমাদৎ ১০৮৮ ওয়াসগকাল ৯৫৩ ওয়া-তারিখ্‌ বল্‌ব আল্লাধি হাওয়া এইদ্রান গুবিতাকাল ৭১২।"

অর্থাৎ,—গুপ্তকাল সম্বন্ধে কথিত হয়। এই বংশের সকলেই ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী। তাহাদের ধ্বংসাবসানে তাহাদের অনুসরণে কালগণনা করিত।...বল্লভীগণ তাহাদের পরবর্ত্তী। সুতরাং তাহাদের অব্দ শকাব্দের ২৪১ বৎসর পরে গণনা হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অব্দ শকাব্দের ৫৮৭ বৎসর পরে আরম্ভ।...যজ্‌দজিদের্‌র কাল ৪০০, শ্রীহর্ষাব্দ ১৪৮৮ এবং গুপ্ত ও বল্লভী সমসাময়িক। সেই যজ্‌দজিদের্‌র কালই (৪০০) অন্যান্য কাল-গণনার মূল সূত্র। সুতরাং শ্রীহর্ষাব্দ যখন ১৪৮৮, বিক্রমাব্দের তখন ১০৮৮, শকাব্দের তখন ৯৫৩ এবং গুপ্ত ও বল্লভী অব্দের তখন ৭১২।

অধ্যাপক রাইটের মতে, 'উর্‌রিখা বিহিম' বাক্যাংশের বিবিধ অর্থ সূচিত হইতে পারে। উহার অর্থ হয়—'তাহাদের কর্ত্তৃক গণনা আরম্ভ হয়', 'তাহাদের দ্বারা গণনা-ক্রম নির্দ্দিষ্ট হয়' এবং 'তাহাদের অনুসরণে জনসাধারণ গণনা আরম্ভ করে' ইত্যাদি। এই সকল অর্থে, প্রতিপন্ন হয়—যে বৎসর গুপ্ত-প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, সেই বৎসর হইতে অথবা গুপ্তগণের ধ্বংসের ফলে, এই গুপ্তকালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অংশের প্রকৃত অর্থ এই যে,—গুপ্ত-নৃপতিগণ এমনই ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহারা এমনই প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহাদের ধ্বংসাবসানের পরেও, তাঁহাদের ব্যবহৃত কাল ব্যবহারে জনসাধারণ সময় নিরূপণ করিত।

এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আল্‌বারুণির অনুবাদে এম রিণো, অধ্যাপক সাচৌ, অধ্যাপক রাইট প্রভৃতি সকলেই ৭১২ শকাব্দে গুপ্তকালের প্রারম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—বল্লভী অব্দও ঐ একই বৎসরে আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায়,—আল্‌বারুণি বিভিন্ন নামে এক অভিন্ন কালের বা সম্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সে হিসাবে, এই আলোচ্য কালকে 'গুপ্ত-বল্লভী সংবৎ' বলা যাইতে পারে।

---

and powerful; and when they were cut off, it was dated in them (the era commenced)." যাহা হউক,—'it was dated in them' এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মিঃ ব্‌কম্যান যদি নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে বাক্যাংশে নানা অর্থের সূচনা হইতে পারিত। কিন্তু 'the era commenced' এতদংশের সন্নিবেশে সমস্ত পণ্ড হইয়াছে,—সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের সূচনা করিয়াছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা।

[সূচনায় বক্তব্য ;—আচার-টীকার মন্তব্য ;—আচার-টীকায় ফ্লিটের অভিমত ;—অন্যান্য মন্তব্য।]

* * *

সূচনায় বক্তব্য।

গুপ্ত-বল্লভী সংবতের কাল নির্দ্দেশে ফরাসী পণ্ডিত এম রিণোর অনুবাদই পণ্ডিতগণের আলোচনার প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে দেখা যাউক, রিণোর অনুবাদকে মূল-সূত্ররূপে ধরিয়া লইয়া পণ্ডিতগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

এই আলোচনার সূচনায় পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ নিম্নরূপ মন্তব্য স্থির করিয়া, ক্রমে তাহার নিরসনে অগ্রসর হইয়া থাকেন,—

রিণোর অনুবাদ অনুসারে, তিনটী সংখ্যার প্রতি সাধারণতঃ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উহার কোনটী প্রকৃত গুপ্ত-কাল নিরূপণে সহায়ক, প্রধানতঃ তাহাই বিবেচ্য। সে সংখ্যা তিনটী—২৪০, ২৪১ ও ২৪২ গত সংবৎসর।

এই তিনটী সংখ্যার কোন্‌টী যে প্রকৃত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে লিপির এবং মুদ্রার প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্‌বারুণি যে কাল বা অব্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—তাহাতে গুপ্ত এবং বল্লভী নগরের নাম সংশ্লিষ্ট ছিল, সন্দেহ নাই; আর সে অব্দ বা কাল-গণনা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে অথবা এক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও নিঃসন্দেহ। অপিচ, সে কাল—গুপ্ত-কাল, বল্লভী-কাল অথবা গুপ্ত-বল্লভী-কাল নামে অভিহিত হইত।

আলোচ্য-কাল যে বল্লভীদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, আন্‌হিলবরার চালুক্য রাজ অর্জ্জুনদেবের ভারওয়াল লিপি হইতে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই লিপিতে কাল-গণনা সম্বন্ধে বল্লভী সংবৎ ৯৪৫ দৃষ্ট হয়। আর সে স্থলে বিক্রম-সংবৎ ১৩২০ উল্লিখিত আছে। খৃষ্টীয় ১২৬৩ অব্দের এবং হিজিরা ৬৬২ অব্দের সহিত তাহা অভিন্ন প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর হইতে ১২৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবরের মধ্যে ঐ কাল বা অব্দ নিরূপিত হইয়া থাকে। *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপে পরিগৃহীত হয় বটে; কিন্তু গুপ্তকাল যে গুপ্ত-রাজগণের উচ্ছেদের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কেহই স্বীকার করেন না।

---

* *Indian Eras*, P. 126.

মি জে ফার্গুসন আল্‌বারুণির উক্তি সমর্থন করেন। শক-সংবৎও যে শকদিগের ধ্বংসের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ফার্গুসনের সিদ্ধান্তে তাহাও প্রতিপন্ন হয়। ফার্গুসানের মতে, ৩১৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তগণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন; আর সেই সময় হইতেই গুপ্তকাল-গণনার আরম্ভ হয়। তিনি আরও বলেন,—গুপ্তবংশীয় কোনও রাজার সিংহাসন প্রাপ্তির সময় হইতেই এ কাল-গণনার সূচনা হইয়াছিল; নচেৎ, এ কাল-গণনার মূলে কোনও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধও কল্পনা করা যায় না। গুপ্তকাল-গণনা-প্রসঙ্গে ফার্গুসন এইরূপ আরও অনেক বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৩১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্তকালের প্রারম্ভ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন—অর্জ্জুনদেবের লিপি। সেই লিপি অনুসারে বল্লভী-সংবৎকে মূল-সূত্র ধরিয়া, তাঁহারা বলেন,—গুপ্তবংশের উচ্ছেদ হইতে গুপ্তকাল গণনার সূত্রপাত হয়।

তাঁহাদের মতে,—গুপ্ত-সংবৎ এবং বল্লভী-সংবৎ পরস্পর বিভিন্ন; অপিচ, গুপ্ত বংশের উচ্ছেদ-সাধনের পর সে বল্লভী-সংবৎ আরম্ভ হয়। সে হিসাবে, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র কালের সন্ধান করেন। তৎপক্ষে তাঁহারা প্রথমে গুপ্ত-কাল এবং বল্লভী-কাল—উভয়ের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত করিয়া লন। পরে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়কাল ১ গুপ্তাব্দ ধরিয়া লন এবং পরিশেষে আলোচ্য গুপ্ত-কালের সূচনায় আর একটী কালের অস্তিত্ব কল্পনা করেন।

ফরাসী-পণ্ডিত রিণোর অনুবাদের অনুবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারাই এই পদ্ধতির প্রধান পরিপোষক। তাঁহাদের মধ্যে আবার মিঃ ই টমাস সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে গুপ্ত-সংবৎ ও শক-সংবৎ পরস্পর অভিন্ন; ৭৭-৭৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে উহার আরম্ভ।

* * *

আচার-টীকায় মন্তব্য।

জৈনধর্ম্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ-সূত্রের' 'আচারটীকায়' শীলাচার্য্য গুপ্তকাল ও বল্লভী-কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সে আলোচনায় যে বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজির নিকট হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ সেই বিবরণ প্রাপ্ত হন। 'আচারটীকা' তিন শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীত হয়। সেই 'আচারটীকার' প্রথম অংশে লিখিত আছে,—

> "দাসপ্তত্যধিকেষু হি শতেষু সপ্তসু গতেষু গুপ্তানাম্।
> সংবৎসরেষু মাসি চ ভাদ্রপদে শুক্লপঞ্চম্যাং॥
> শীলাচার্য্যেণ কৃতা গম্ভূতায়াম্ স্থিতেন তিষ্ঠেয়।
> সম্যগুপযুজ্য শোধ্যা মাৎসর্য্যাভিনাকৃতৈরার্য্যৈ॥"

এই অংশ হইতে সপ্রমাণ হয়,—তখন ৭৭২ গুপ্ত-সংবৎ অতীত হইয়াছে। ভাদ্রপদ-মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে, গম্ভূতা বা কাম্বে প্রদেশে, শিলাদিত্য টীকার পূর্ব্বোক্ত অংশ সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে তাহার বিজ্ঞাপক নিম্নোদ্ধৃত অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; যথা,—

> "শকনৃপকালাতীতসম্বৎসরশতেষু সপ্তসু অষ্টানবত্যাধিকেষু
> বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং আচারটীকা কৃত ইতি বা সংবৎ॥"

এতদনুসারে শক-সংবৎ ৭৯৮ গতাব্দে, বৈশাখ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে, টীকা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয়ের আলোচনায় প্রতীত হয়, শীলাচার্য্য গুপ্ত ও শক কালদ্বয়কে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু শীলাচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত—প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট ভ্রমসঙ্কুল প্রতিপন্ন হয়। তাই শীলাচার্য্যের বিদ্যমানতার বিষয় তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

৭৭২—৭৯৮ গুপ্ত-সংবতের (১০৯২—১১১৮ খৃষ্টাব্দের) অথবা ৭৭২—৭৯৮ শক-সংবতের (৪৫০—৮৭৬ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে 'আচার টীকা' রচিত হইয়াছিল কিনা,—সে প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ তাহার বিচারেও প্রবৃত্ত হন। কাহারও মতে, তখন গুজরাটে বা কাথিয়াবাড়ে, একমাত্র রাষ্ট্রকুট-বংশীয় গুজরাট শাখার নৃপতিগণ শক-সংবৎ ব্যবহার করিতেন। অন্যান্যের কাল-গণনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল।

সুতরাং গুপ্তকাল হিসাবে গণনা করিলে শীলাচার্য্যের বিদ্যমান-কাল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কাশ্মীরের রাজা দ্বিতীয় দাদের উমিতা ও ইলাও দানপত্রলিপি অনুসারে ৪০০ এবং ৪১৭ শক-সংবতের মধ্যে শীলাচার্য্যের বিদ্যমান-কাল নির্দ্দিষ্ট হয়।

'আচারটীকা' হইতে উদ্ধৃত অংশের একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য হয়। সে বিশেষত্ব—শীলাচার্য্যের সময়েও বল্লভী বা গুপ্তকালের স্মৃতি। মনে হয়, বল্লভী-বংশের রাজগণই সে 'কালের' ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আদিতে গুপ্তরাজগণই তাহার প্রবর্ত্তক। তাঁহারাই কাথিয়াবাড় ও গুজরাট অঞ্চলে 'বল্লভী-সংবৎ' অভিধায়ে গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তনা করেন।

* * *

আচার-টীকায় ফ্লিটের অভিমত।

জেনারেল স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং স্যর ই ক্লাইব বেইলি ১৯০—৯১ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা স্বীকার করেন। ফার্গুসনের মতে ৩১৮—৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের সূচনা এবং ৩১৯-৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার গণনা আরম্ভ।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভাউদাজি আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি জ্যোতিষ-গ্রন্থের গণনা-পদ্ধতির অনুসরণে গুপ্তকাল নিরূপণের এক ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাহাতে শক-সংবতের এবং গুপ্ত-কালের মধ্যে প্রায় ২৪০ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায়। ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত—ভাউদাজীর সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী। ফার্গুসনের গণনায় প্রায় এক বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়।

দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গণনা পদ্ধতি অনুসারে ১ শক-সংবৎসরে (৭৮-৭৯) বোধায়ন সম্বৎসরের আরম্ভ। সে হিসাবে যখন শক-সংবৎ ২৪১ (৩১৮—৩১৯ খৃষ্টাব্দ) তখন বোধায়ন-সংবৎসরেরও ২৪১ বৎসর কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

এইরূপ গণনায় ফার্গুসনের সিদ্ধান্তের প্রমাণ কতকাংশে সমর্থিত হইতে পারে বটে; কিন্তু মিষ্টার ফ্লিটের সিদ্ধান্তে ৩১৯—২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ সূচিত হয়। অপিচ, শক-সংবৎ ২৪১ এবং গুপ্ত-কাল ২৪১ অভিন্ন নহে। মিষ্টার ফার্গুসন যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন, দক্ষিণ-ভারতীয় সেই গণনা-পদ্ধতিই তাঁহার মন্তব্যের পরিপন্থী। তদ্বিষয় পরে প্রদর্শিত হইবে।

তার পর রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের 'ওয়ানি-লিপি' হইতেই সপ্রমাণ হয়,—৭৩০ শক সংবতে 'বাহ্ম সংবৎসরের' বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি (ইংরেজি এপ্রিল-মে) পড়ে। এতদ্ভিন্ন তৃতীয় গোবিন্দের রাধনপুর লিপি হইতে বুঝা যায়,—সেই শক-সংবতেই 'সর্ব্বজিৎ' সম্বৎসরের শ্রাবণ মাসের (জুলাই-আগষ্ট) অমাবস্যা তিথি। এ হিসাবেও ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত টিকিতে পারে না। যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের এই গণনা-পদ্ধতিও যে অভ্রান্ত নহে, নানাভাবে তাহা সপ্রমাণ হয়। *

গুপ্ত-সম্রাট-গণের যে সকল অনুশাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ লিপিতেই কোনও গণনাঙ্কের উল্লেখ নাই। সুতরাং কালনির্দ্দেশক বিশিষ্ট কোনও প্রমাণ না থাকায়, গুপ্ত-গণের কাল-নিরূপণে এইরূপ বিবিধ সমস্যার উদয় হইয়াছে।

* * *

অন্যান্য মন্তব্য।

সর্ব্বপ্রথম জেমস্ প্রিন্সেপ কাহাউম স্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ স্কন্দ-গুপ্তের লিপিতে ১৩৩ অঙ্ক দেখিতে পান। তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—স্কন্দ-গুপ্তের লোকান্তরের ১৩৩ বৎসর পরে উক্ত কাহাউম লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। † পূর্ব্বোক্ত কাহাউম স্তম্ভলিপির অংশবিশেষে "স্কন্দগুপ্তস্য শান্তিবর্ষে ত্রিংশদ্দশৈকোত্তরকে শততমে জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রপন্নে" এবম্বিধ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

লিপির অন্তর্গত 'শান্তি বর্ষে' পদদ্বয় হইতে প্রিন্সেপ উদ্ধৃত অংশের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,— 'স্কন্দ-গুপ্তের পরলোক-গমনের ১৩৩ বৎসর পরে।' কিন্তু মিষ্টার ফ্লিটের মতে উহার অর্থ অন্যরূপ। তিনি বলেন,—'শান্তি' স্থলে পাঠ হইবে—'শান্তেঃ'; আর তাহা হইতে ঐ অংশের অর্থ হইবে,—'স্কন্দ-গুপ্তের শান্তিময় রাজত্বের ১৩৩ বৎসরে'। ‡

এক হিসাবে স্কন্দগুপ্তই গুপ্ত-বংশের শেষ প্রতাপশালী সম্রাট। জেমস্ প্রিন্সেপের পূর্ব্বোক্ত পাঠের অনুসরণে, স্কন্দ-গুপ্তের মৃত্যুর পর হইতেই যে গুপ্ত-প্রভুত্বের অবসান হয় এবং তখন হইতেই যে গুপ্ত সংবতের প্রারম্ভ সূচনা—এই সিদ্ধান্তই আসিয়া পড়ে। ফরাসী পণ্ডিত রিণোর সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সূচনায়ই প্রকাশ করিয়াছি।

* * *

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII.

† *Indian Antiquary*, Vol. VII. and Vol. XIII; Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. VIII and Indian Antiquary, vol. xv.—প্রভৃতিতে ভাউদাজির গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন; যথা, "I have a Jaina manuscript which is dated in the *72nd* year of the Guptakala; but unfortunately the corresponding Vikrama or Salivahana year is not given; nor is it possible at present to ascertain the exact date of the author from other sources."

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LIII.

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য-মতে গুপ্ত-কাল।

[টমাসের সিদ্ধান্ত ;—টমাসের মতের আলোচনা ;—কানিংহামের অভিমত ;—জুলিয়ানের বক্তব্য ;—হুয়েন-সাঙের মন্তব্য-প্রসঙ্গে বহ্লবীগণের পরিচয় ;—ফাগু সনের সিদ্ধান্ত ;—ভাউদাজীর অভিমত ;—অন্যান্য আলোচনাকারী ;—ডক্টর হলের মন্তব্য ;—নিউটনের সিদ্ধান্ত ;—ওয়াটসনের বক্তব্য ;—ডক্টর বুলারের সিদ্ধান্ত ;—হর্ণেলের সিদ্ধান্ত ;—বেলির মন্তব্য ;—প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণের অভিমত ;—কাল-নিরূপণে মান্দাসোর লিপি ;—বিবিধ বক্তব্য।]

* * *

টমাসের মন্তব্য।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার টমাস, সৌরাষ্ট্রের বা কাথিয়াবাড়ের 'সা'-নৃপতিগণের বংশালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই উপলক্ষে গুপ্ত-রাজগণের বংশালোচনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তিনি তখন আল্‌বারুণির উক্তি সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত এম রিণোর অনুবাদ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। রিণোর অনুবাদের অনুবর্ত্তনে তিনি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে পক্ষে তিনি যে প্রমাণ-পরম্পরা সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে ৯৪৫ বহ্লবী-সংবতে উৎকীর্ণ বেরাবেল লিপির বল্লভী-কাল এবং আলবরুণির গুপ্তকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের তুলনায় সমালোচনা করিয়া, টমাস নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করেন,—

(১) বল্লভী-রাজ গুহসেন কর্তৃক ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির সময় হইতে অথবা তাঁহাদের রাজত্বের বিশেষ কোনও ঘটনা অবলম্বনে ঐ কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

(২) এলাহাবাদ, জুনাগড় এবং বিথাবি লিপি-সমূহে যে গুপ্ত-রাজগণের উল্লেখ আছে, সেই গুপ্তগণ এবং পূর্ব্বোক্ত (আলোচ্য) গুপ্ত-রাজগণ অভিন্ন। ৩১৯ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাদের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়।

(৩) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভূভাগে শকদিগের আধিপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও সৌরাষ্ট্রের 'ইন্দোসিদীয়' বা শক-নৃপতিগণের পরেই তৎপ্রদেশে গুপ্ত-রাজগণের অভ্যুদয় হয়।

(৪) পূর্ব্বোক্ত সেই সা-রাজগণ 'ইন্দো-সিদীয়' শকনৃপতিদিগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

মিষ্টার টমাসের প্রদত্ত বংশলতায় ১৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সা-রাজগণের নাম পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বর্ষের পুত্র ঈশ্বরদত্ত অন্যতম। তাঁহার পর আরও তের জন সা-রাজার নাম সন্নিবিষ্ট আছে। সেই সা-রাজগণের মুদ্রার কাল—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হয়।

আল্‌বারুণির মতে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষের অব্দ আরম্ভ হয়। মিষ্টার টমাস, পূর্ব্বোক্ত সা-রাজ বর্ষের প্রবর্ত্তিত অব্দকে ৪৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিয়া বর্ষকে হর্ষের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সা-রাজগণের যে তের জন নৃপতির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, টমাসের মতে ১৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাদের বিদ্যমানতা স্থিরীকৃত হয়। তার পরই ইন্দো-সিদীয় বা শকগণের প্রসঙ্গ।

টমাসের মতে শকদিগের অভ্যুদয় হয়—২৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে। তাহাদের পর গুপ্ত-সম্রাটগণের প্রাধান্য। গুপ্ত-গণের পর বল্লভীগণ। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভীদিগের অব্দ গণনার সূচনা। মিষ্টার টমাস সে তালিকায় গুপ্ত-নৃপতিগণের কোনও কাল-নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে,—গুপ্ত এবং বল্লভী লিপি সমূহে যে কাল সন্নিবিষ্ট, শকাব্দের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি নিকট। মিষ্টার টমাস, লিপির কাল নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে শকাব্দের কাল পরিমাণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* * *

টমাসের মতের আলোচনা।

এক্ষণে দেখা যাউক,—মিষ্টার টমাসের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য হইতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সেই মন্তব্যে প্রথমতঃ বল্লভী-বংশীয় নৃপতিগণের গুপ্ত-কাল-ব্যবহারের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারি,—বল্লভীগণ গুপ্ত-বংশের ধ্বংস-সাধনের পর, সেই ঘটনাকে মূল ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের অব্দ-গণনার ধারা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিলেন। আর বুঝিতে পারি,—বল্লভীগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সংবতের পরিবর্ত্তে, সেই নবনির্ব্বাচিত অব্দই গণনাঙ্কে ব্যবহার করিতেন। আরও বুঝিতে পরি,—৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের সেই কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

মিষ্টার টমাসের উক্তি হইতে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। সে বিষয়টী এই,—আল্‌বারুণির অনুসরণে তিনি স্থির করিয়াছেন,—বিক্রমাদিত্য যখন সিদীয় বা শক নৃপতিকে পরাজিত করেন, সেই ঘটনা হইতে শক সংবৎ গণনা আরম্ভ হয়। শক-বিজয়ী বিক্রমাদিত্য এবং বিক্রম-সংবৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্য, আল্‌বারুণির মতে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

মিষ্টার টমাস এই সিদ্ধান্তের অনুসরণে, মেজর কিটোর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিটোর মন্তব্যও কৌতূহল-জনক। ১৬৩ গুপ্তাব্দে মহারাজা হস্তিন্ একখানি তাম্রফলক উৎকীর্ণ করেন। সেই তাম্র-ফলকের আলোচনায়, মহারাজা হস্তিনের এবং দাক্ষিণাত্যের ভেঙ্গী-জনপদের রাজা হস্তিবর্ম্মণের অভিন্নতার বিষয় কিটো উপলব্ধি করেন। সে সম্বন্ধে তিনি কর্ণেল সাইক্‌সের নিকট কয়েকটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিষ্টার টমাস আপনার সিদ্ধান্তের সমর্থনে মেজর কিটোর সেই মন্তব্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

তাম্র-ফলকের প্রথমেই আছে,—"স্বস্তি ত্রিষষ্ট্যুত্তরেঽব্দ শতে গুপ্ত-নৃপরাজভুক্তৌ মহাশ্বযুজ-সম্বৎসরে চৈত্রমাসশুক্লপক্ষদ্বিতীয়ামস্যান্দিবসপূর্ব্বায়াং" ইত্যাদি। * পণ্ডিতগণ অর্থ করেন,—

* হাস্তনের তাম্রফলকে উল্লিখিত কাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মতান্তর পরিদৃষ্ট হয়। জেনারেল কানিংহাম বলেন,—শিল্পীর ভ্রমবশতঃ ১৭০ স্থলে ১৬৩ লিখিত হইয়াছে। মহারাজ হস্তিনের আর একখানি তাম্রফলকে

সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-সময়ে গুপ্ত-বংশের রাজ্যকালের ১৬৩ বৎসর গত হইয়াছিল' ইত্যাদি। গুপ্তগণ যে দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হয়।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত নহে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। মিষ্টার টমাস চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক রাজার ১৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই চন্দ্রগুপ্ত ৯৭ গুপ্ত-সংবতে বিদ্যমান ছিলেন, সপ্রমাণ হয়। সে হিসাবে তাঁহাকে সমুদ্রগুপ্তের পিতা অথবা পুত্র রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

তার পর, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, মিষ্টার টমাস গুপ্তকাল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে গুপ্তকাল সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য নির্ণীত হয় নাই। পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জেমস্ প্রিন্সেপের কতকগুলি প্রবন্ধ, 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ-সমূহ' (Essays on Indian Antiquities) নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

হিন্দুদিগের কাল-গণনা প্রসঙ্গে মিষ্টার প্রিন্সেপ তাহাতে বল্লভী-সংবতের একটা কালের উল্লেখ করেন। তদনুসারে টমাস ৩১৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা সিদ্ধান্ত করিয়া লন। এ পক্ষে তখন সোমপাথপত্তন বা ভারওয়াল লিপিই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হয়। কথিত হয়, ৯৪৫ বল্লবী অব্দে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে সে কাল-গণনা আরম্ভ হয়, তৎসম্বন্ধে টমাস কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

মিষ্টার টমাস, প্রিন্সেপের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। আপনার মত প্রতিষ্ঠার জন্য, টমাস গুপ্তকাল এবং শক-সংবৎকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। অধ্যাপক লাসেনের মতের অনুসরণে টমাস এ সম্বন্ধে এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে মতে, ১৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত-নৃপতিগণের অভ্যুদয়-কাল স্থির হইয়া যায়।

১৮৭৬ টমাস খৃষ্টাব্দে পুনরায় সা ও গুপ্ত নৃপতিগণের মুদ্রা আলোচনা করেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে সেই প্রবন্ধে তিনি কর্ণেল ওয়াটসনের মতের প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদ উপলক্ষে টমাস গুপ্ত-নৃপতিদিগের এক তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাতে 'গুপ্ত-কাল'—শক-কালের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। আর সেই হিসাবে, অর্থাৎ গুপ্ত-কালকে শককালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া, ১৮২ অব্দে তোরামানের মুদ্রার কাল স্থির করেন। এইরূপে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জনশ্রুতিও বাদ দেন না।

সর্ব্ববিধ প্রমাণে তিনি পরিশেষে স্থির করেন,—স্কন্দগুপ্তের পরলোক-গমনের দুই বৎসর পূর্ব্বে, বল্লভী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি ভট্টারক জীবিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ সেনাপতি ভট্টারকের নামোল্লেখের কারণ মনে হয়—তিনি বল্লভী-কালের প্রবর্ত্তক বলিয়া। যাহা হউক, এইরূপে টমাসের সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হয়,—৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-সংবতের প্রারম্ভ-সূচনা, আর মহারাজা দ্বিতীয় দর্পসেন সেই সংবৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

মহাবৈশাখ ১৫৬ বর্ষ লিখিত আছে। তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেন, - ১৬৩ মহামার্গশীর্ষ, আর মহাশ্বযুজ ১৭০ হওয়াই সম্ভবপর। Archæological Survey of India, vol. IX. and vol. X. and also Indian Antiquary, vol. XI.

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কাল সম্বন্ধে টমাসের আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—৪৫৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষ-সংবতের প্রারম্ভে সা-বংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রা সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইবার তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইল। তখন তিনি মিষ্টার নিউটনের সিদ্ধান্তের অনুসরণে স্থির করিলেন,—৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, বিক্রম-সংবতে, সা-দিগের মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত-কাল বিষয়ে তখনও তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হয় না। তখনও তাঁহার সিদ্ধান্ত—গুপ্ত-সংবত এবং শক-সংবৎ পরস্পর অভিন্ন।

আলোচ্য প্রবন্ধে মিষ্টার টমাস আল্‌বারুণির গ্রন্থ হইতে আরও কয়েকটী অংশ উদ্ধার করেন। তাহাতে বুঝা যায়,—আলেকজাণ্ডারের এবং 'যজ্‌দজিদ' বেন সারিয়ার' প্রভৃতির পরলোকগমনকাল হইতে কতকগুলি অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। আল্‌বারুণি গুপ্ত-সংবতের কাল-নির্দ্দেশে, সেই অব্দ-সমূহের কাল-নিরূপণ পদ্ধতি অবলম্বন করেন; আর তাহারই ফলে গুপ্তদিগের উচ্ছেদ-সাধনের সময় হইতে গুপ্ত-কাল-প্রবর্ত্তনার বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া লন।

এতৎপ্রসঙ্গে টমাস আরও বলেন,—কাবুলের শৈলপতি, সামন্তদেব, খদভবক এবং কামদেব প্রভৃতির মুদ্রার বিপরীত দিকে অশ্বমুণ্ড অঙ্কিত আছে। সেই অশ্বমুণ্ডের সম্মুখভাগে 'গু' 'গুপ' ও 'গুপ্ত' প্রভৃতি শব্দ সন্নিবিষ্ট। সেই সকল সঙ্কেত অনুসরণে গণনা করিলে, ৮:৭ অব্দে গুপ্ত-কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আলোচনা প্রসঙ্গে টমাস প্রথমতঃ ৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সামন্তদেবের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল স্থির করেন; এবং সেই মূল অবলম্বন করিয়া গুপ্ত-বংশের উচ্ছেদে গুপ্ত-কাল-গণনার প্রারম্ভ সিদ্ধান্ত করিয়া লন। বলা বাহুল্য, টমাসের এ সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হয় নাই। তাঁহার পরিগৃহীত পন্থা যে প্রমাদপূর্ণ, পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

* * *

কানিংহামের অভিমত।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম ভিল্‌সার বৌদ্ধস্তূপ সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থে তিনি একটী বিষয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—আল্‌বারুণি প্রায় তিন স্থলে 'গুপ্ত-সংবৎ' এবং 'বল্লভী সংবৎ' অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই ঐ সংবতের ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভের সূচনা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কানিংহাম তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কাল আরম্ভ হইয়াছিল।

রিণোর মতে গুপ্তদিগের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-কালের আরম্ভ। সম্ভবতঃ রিণোর অনুবাদ ঠিক নহে। যদি রিণোর অনুবাদ অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—আল্‌বারুণি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, আমরা নিশ্চয় জানি, গুপ্তগণ খৃষ্টীয় পঞ্চ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কানিংহাম আরও বলেন,—সেলিউকসের সিরীয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই সেলিউ-কাসের অব্দ আরম্ভ হয়। খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেই খৃষ্টাব্দ-গণনার সূচনা। সুতরাং গুপ্তদিগের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই যে গুপ্ত-কাল-গণনার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লিপি-সমূহে গুপ্ত-গণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কালেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও

তাঁহারা 'গুপ্ত-কাল' বলিয়া তাহাকে অভিহিত করেন নাই; কিন্তু জনসাধারণ 'গুপ্ত-কাল' বলিয়াই তাহা ব্যবহার করিয়াছে।

এইরূপে, কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—আল্‌বারুণির গ্রন্থোক্ত অংশের ফরাসী পণ্ডিত যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। ঐ অংশের সঠিক অনুবাদ—'গুপ্ত-বংশের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-সংবৎ বিলুপ্ত হয়।' এই হিসাবে তিনি ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কানিংহামের এ মত শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আর্কিয়লজিক্যাল রিপোর্টে' কানিংহাম প্রকাশ করেন,—'গুপ্ত-নৃপতিগণের উচ্ছেদ-সাধনের সময় হইতেই গুপ্তকাল আরম্ভ হয়।' এই সিদ্ধান্তের সমর্থন জন্য কানিংহাম গুপ্ত-গণের স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত ইন্দো-সিদীয় স্বর্ণমুদ্রার এবং গুপ্ত-গণের রৌপ্য-মুদ্রার সহিত সৌরাষ্ট্রের সা-নৃপতিগণের রৌপ্যমুদ্রার তুলনায় সমালোচনা করেন।

এইরূপে তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়,—গুপ্ত-বংশের প্রাচীন নৃপতিগণ অবশ্যই কুশন-বংশীয় শক-নৃপতিগণের সমসাময়িক ছিলেন; সুতরাং গুপ্ত-গণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালের হইতে পারেন না। অপিচ, প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে যদি গুপ্ত-কালের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে প্রচলিত সর্ব্ববিধ গণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

এক্ষণে, আল্‌বারুণির উক্তি হইতে বুঝা যায়,—বিক্রমাদিত্য নামক জনৈক নৃপতি শকদিগকে পরাজিত করিয়া শক-সংবৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মুদ্রাদিতে যে বিক্রমাদিত্য নাম দেখিতে পাই, তাহা প্রথম চন্দ্রগুপ্তেরই নামান্তর।

এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপিতে আবার প্রকাশ—প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের পুত্র সমুদ্র-গুপ্ত শকদিগের নিকট হইতে রাজকর সংগ্রহ করিতেন।

এই সকল প্রমাণে, জেনারেল কানিংহাম শক-সংবৎকেই প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্ধারিত হন। সে মতে ৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ কালের আরম্ভ সূচিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে আবার জেনারেল কানিংহাম আর একটু স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বলেন,—'গুপ্তকাল গণনায় শক-সংবতের অনুসরণই সমীচীন। তাহা হইলে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-বংশের ধ্বংসমূলক সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুসরণে, কানিংহামের কাহাউম স্তম্ভলিপিতে স্কন্দগুপ্তের উৎকীর্ণ ১৪১ অব্দের সহিত ২১৯ খৃষ্টাব্দে অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। পর পর ঘটনাবলির অনুসরণে, বিক্রম এবং শক সংবতের আলোচনা-প্রসঙ্গে কানিংহাম, আল্‌বারুণির গ্রন্থোক্ত বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহনকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেও কানিংহাম সেই একই মত প্রকাশ করেন। তখনও তাঁহার সিদ্ধান্ত—৭৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। কনিষ্ক, হবিষ্ক প্রভৃতি নৃপতিগণের কাল, তিনি সে হিসাবে বিক্রমাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে, তাঁহার মতে, ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইন্দো-সিদীয় অর্থাৎ শকনৃপতি-গণের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ৭৯ তাঁহার মতে, শালিবাহন কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্য-বংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল।

তার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে' গ্রন্থে কানিংহাম ১৯১ অব্দে উৎকীর্ণ মহারাজ হস্তিনের লিপির আলোচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ২০৯ অব্দের উৎকীর্ণ মহারাজ সংক্ষোভের এবং ১৭৪ হইতে ২১৪ অব্দের মধ্যবর্ত্তী উচ্ছকল্প-মহারাজের দানপত্রের বিষয় আলোচিত হয়। হস্তিন এবং সংক্ষোভের দান-পত্রের আলোচনায় তিনি উইলসনের অনুসরণ করেন। উল্লিখিত দানপত্রের অন্তর্গত 'গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ' বাক্যের অর্থ-নিষ্কাশনে বুঝা যায়,—যখন ঐ দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তখনও গুপ্ত-রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত লিপির আলোচনা প্রসঙ্গে, কানিংহাম গুপ্ত-নৃপতিগণের কাল সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদনুসারে ১৯৪-১৯৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা এবং ১৯৫-১৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রবর্ত্তনা স্থিরীকৃত হয়।

এ সম্বন্ধে কানিংহাম যে যুক্তির অবতারণা করেন তাহা এই,—৬৪০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন-সাং ভারতভ্রমণে আগমন করেন। তখন বহ্লভীরাজ সপ্তম শিলাদিত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, দানলিপির ৪৪৭ অব্দ—পরিব্রাজকের আগমনের ২৫-৩০ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা হইলে ১৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ২২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত-কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব।

বুদ্ধ-গুপ্তের ইরাণ স্তম্ভলিপি এবং জয়ঙ্কদেবের 'মর্ব্বি' দানলিপির নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯৪-১৯৫ খৃষ্টাব্দকেই কানিংহাম, গুপ্ত-কালারম্ভের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করেন। কানিংহামের এই গণনা-অনুসারে ইরান স্তম্ভ-লিপির কাল ৩৫৯ খৃষ্টাব্দে এবং মর্ব্বি-দানপত্রের কাল ৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী নির্দ্দিষ্ট হয়। মর্ব্বি-লিপিতে সূর্য্যগ্রহণের বিষয় উল্লিখিত আছে। কথিত হয়, মাঘ মাসে সেই সূর্য্য-গ্রহণের পাঁচ দিন পূর্ব্বে দান-পত্র লিখিত হইয়াছিল।

তার পর জেনারেল কানিংহাম অন্যান্য যে সকল প্রামাণ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই,—মহারাজ হস্তিনের এবং সংক্ষোভের দানপত্রে 'গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ মহাবৈশাখ-সম্বৎসরে,' 'গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ মহা-অশ্বযুজ-সম্বৎসরে,' 'গুপ্তরাজ্যনৃপভুক্তৌ মহাচৈত্রসম্বৎসরে' প্রভৃতি উক্তি আছে। কানিংহাম ৩৫০ খৃষ্টাব্দে 'মহাবৈশাখ সংবৎসর' স্থির করেন। সে হিসাবে ১৫৬ গুপ্ত-সংবতে 'মহাবৈশাখ সংবৎসর' নির্দ্দিষ্ট হয়।

কিন্তু তাহাতে 'মহা অশ্বযুজ' সংবৎসরের কাল-নির্দ্দেশে গণ্ডগোল ঘটে। সুতরাং কানিংহাম সে মত পরিবর্ত্তনে বাধ্য হন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—১৬৩ অব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা হয় নাই। ১৭৩ অব্দে অর্থাৎ ৩৬৭ খৃষ্টাব্দেই গুপ্তকালের সূচনা হইয়াছে।

এ ক্ষেত্রেও তিনি প্রথম চন্দ্র-গুপ্তকেই গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে মতে,—কুমার-গুপ্তের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দে, বহ্লভী সংবতের প্রারম্ভ স্থির হয়।

বল্লভী-সংবতের আলোচনা প্রসঙ্গে কানিংহাম বলেন,—গুপ্ত-বংশের উচ্ছেদের সহিত বল্লভী-কালের কোনই সংস্রব নাই। কারণ, স্কন্দ-গুপ্তের জুনাগড় পার্ব্বত্য-লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়,—সৌরাষ্ট্রে অর্থাৎ কাথিয়াবাড়ে ৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্ত-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

আল্‌বারুণির উক্তির অসামঞ্জস্যের কারণ—গুপ্ত ও বল্লভী সংবৎকে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদনের প্রয়াস। আল্‌বারুণির মতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-সংবৎ প্রতিষ্ঠার পর ৩৩৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী

বংশের সেনাপতি ভট্টারক বিদ্যমান ছিলেন। তোরমানের মুদ্রাদির কাল-গণনার বিষয় আলোচনা করিয়া, তিনি ৩১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল মুদ্রার কাল-নির্দ্দেশ করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জেনারেল কানিংহাম এই প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—১৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গুপ্ত-কাল গণনা আরম্ভ হয়; কিন্তু ১৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ কালের সূচনা। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রধান অবলম্বন—সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্ব-কাল।

দুইটী কারণে জেনারেল কানিংহাম সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বকাল-গণনার প্রতি বিশেষরূপে নির্ভর করিয়া থাকেন। প্রথম,—সমুদ্র-গুপ্তের লিপিতে দৈবীপুত্র, শাহী, শাহানুশাহী অর্থাৎ ইয়েচি ইন্দোসিদীয়, কনিষ্ক, হবিস্ক, বাসুদেব এবং তাঁহাদের বংশধরদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, কনিষ্ক প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগণের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয়—চীনাদিগের গ্রন্থ-পত্রে ২২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'ইয়ে-চি' জাতি চীনের সম্রাটকে নিহত করিয়া তাহাদের সেনাপতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

উভয় ঘটনার সমালোচনায় জেনারেল কানিংহাম সিদ্ধান্ত করেন,—'ইয়ে-চি' সম্রাট নিহত হইবার পূর্ব্বে সমুদ্র-গুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর সে হিসাবে, সমুদ্র-গুপ্তের পিতা প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের বিদ্যমানতা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সপ্রমাণ হয়। এস্থলে কানিংহাম চীনাদিগের গ্রন্থ-পত্রের অনুসরণে গুপ্ত-বংশের কাল-নিরূপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে,—গুপ্ত-কালের দ্বারা চীনাদিগের কাল-গণনা-পদ্ধতির সংশোধন করাই সমীচীন।

যাহা হউক, সপ্তম শিলাদিত্যের 'এলিনা' দানলিপিতে ১৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণে, ১৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কানিংহাম গুপ্ত-কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভাউদাজির মন্তব্যের প্রতি কানিংহামের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তদনুসারে এবং বুদ্ধ-গুপ্তের ইরান-স্তম্ভলিপির অনুসরণে, কানিংহাম ১৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা ধরিয়া ১৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে কাল-গণনার আরম্ভ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাহাতে মহারাজ হস্তিনের ও সংক্ষোভের লিপি-বর্ণিত 'মহাবৈশাখ, মহা-অশ্বযুজ ও মহাচৈত্র সংবৎসরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। তাই পুনরায় তিনি মত-পরিবর্ত্তনে বাধ্য হন।

এইরূপ, সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধন জন্য কানিংহাম ১৬৩ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৭৩ খৃষ্টাব্দ গুপ্ত কালের প্রারম্ভ স্বীকার করেন। কিন্তু কানিংহামের এ সিদ্ধান্তও যে প্রমাণ-সাপেক্ষ, পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

কানিংহাম স্থলবিশেষে আল্‌বারুণির সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। সেই অনুসরণের ফলে তিনি ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-রাজ্যে গুপ্ত-বংশের উচ্ছেদের বিষয় স্বীকার করেন। সে মতে বুঝা যায়,—বল্লভী-বংশের সেনাপতি ভট্টারক সে সময়ে সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনিই সৌরাষ্ট্র হইতে গুপ্ত-গণকে বিতাড়িত করেন। তদনুসারে স্কন্দ-গুপ্তের মৃত্যুর পর, ৩১৯ খৃষ্টাব্দে, বল্লবী-সংবতের প্রবর্ত্তনা সাব্যস্ত হয়।

১৪৯ অব্দের মুদ্রার প্রমাণে কানিংহাম ৩১৫ খৃষ্টাব্দে স্কন্দ-গুপ্তের বিদ্যমানতা স্থির করেন। এই উপলক্ষে গুপ্ত-গণের প্রবর্ত্তিত স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত ইন্দো-সিদীয়-সম্রাট বাসুদেবের মুদ্রার তুলনায় সমালোচনা করা হয়। তাহাতে গুপ্ত-গণ বাসুদেবের পরবর্ত্তী প্রতিপন্ন হন। বাসুদেবের রাজ্যাবসানেই যে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়,—তদ্দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হয়।

এদিকে আবার, গুপ্ত-গণের প্রবর্ত্তিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত, বল্লভী বা সা-রাজগণের মুদ্রার তুলনায় সমালোচনায়, গুপ্ত-গণ সৌরাষ্ট্রের সাত্রাপদিগের পরবর্ত্তী এবং বল্লভীদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। এ হিসাবে সকল বাদ-বিতণ্ডার নিরসন হয়। কিন্তু কানিংহামের এ সিদ্ধান্ত কেহই গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, এই নানা গবেষণায়, কানিংহামের মতে ১৭৩ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সূচনা স্থির হয়। *

* * *

জুলিয়ানের বক্তব্য।

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে এম ষ্টানিলাস জুলিয়ানের নামও অল্প-প্রসিদ্ধিসম্পন্ন নহে। ১৮৫৩, ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায়, তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থে তিনি পরিব্রাজকের বল্লভী-রাজ্যে পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সেখানে তিনি লিখিয়াছেন,—৬৪০ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাং বল্লভী-রাজ্যে গমন করেন। তখন মালবের শিলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, কনৌজের শিলাদিত্যের জামাতা, ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব 'টৌ-লৌ-পো-পো-টৌ,' 'টৌ-লৌ-পো-পা-চা' অথবা 'টৌ-লৌ-পো-পো-টৌ' বল্লভীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে সিদ্ধান্ত হয়,—টৌ-লো-পো-পো-টো অন্য কেহ নহেন। তিনি বল্লভী-বংশের ধ্রুবসেন।

* * *

হুয়েনৎ-সাঙের মন্তব্য প্রসঙ্গে বল্লভীগণের পরিচয়।

গুপ্ত-গণের ও বল্লভীদিগের কাল-নিরূপণে হুয়েনৎ-সাঙের মন্তব্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং এই গুপ্ত-কাল-নিরূপণে হুয়েনৎ-সাঙের মন্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বল্লভী-রাজগণের বংশলতা প্রভৃতির উল্লেখ আবশ্যক। কারণ, তাহা হইলে, পর পর আলোচনার অনুসরণ পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় না। তাই বল্লভী রাজগণের নাম ও তাঁহাদের রাজকীয় উপাধি এবং রাজ্যকাল সংবলিত বংশলতা নিম্নে প্রদান করিতেছি যথা,—

* জেনারেল কানিংহাম, গুপ্তকালের গণনা-প্রসঙ্গে যে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গুপ্তকাল-নির্দ্দেশে যে ভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্র পরিদৃষ্ট হইবে, যথা,—*Bhilsa Topes*; *Epoch of the Gupta Dynasty* in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XXIV, *Archæological Survey of India*, Vols. I, III, IX, X; *Book of Indian Eras*; *Journal* of the Asiatic *Society of Bengal*, Vols. XXXII, XXXIV; *Indian Antiquary*, Vol. VII. ইত্যাদি।

ভটার্ক (ভট্টারক)
(সেনাপতি)

প্রথম ধারসেন
(সেনাপতি)

দ্রোণসেন
(মহারাজা)

প্রথম ধ্রুবসেন
(মহারাজা, মহাসামন্ত,
মহাপ্রতিহার, মহাদণ্ডনায়ক,
ও মহাকর্ত্তাকৃতিক।
গুপ্ত-সংবৎ ২০৭)

ধরপট্ট
(মহারাজা)

গুহসেন
(মহারাজা)
গুপ্ত-সংবৎ ২৪০,
(? ২৩৭), ২৪৬, ২৪৮

দ্বিতীয় ধরসেন
(সামন্ত, মহাসামন্ত, মহারাজ
ও মহারাজাধিরাজ)
গুপ্ত-সংবৎ ২৫২, ২৬৯, ২৭০

প্রথম শিলাদিত্য
বা
প্রথম ধর্ম্মাদিত্য
(গুপ্ত-সংবৎ ২৮৬, ২৯০)

দিরভট

প্রথম খরগ্রহ

দ্বিতীয় শিলাদিত্য

তৃতীয় শিলাদিত্য
(পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ,
ও পরমেশ্বর)
গুপ্ত-সংবৎ ৩৫২

চতুর্থ শিলাদিত্য
(পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ,
গুপ্ত-সংবৎ ৩৭২

পঞ্চম শিলাদিত্য
(পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ,
ও পরমেশ্বর)
গুপ্ত-সংবৎ ৪০৩

ষষ্ঠ শিলাদিত্য
(পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ,
ও পরমেশ্বর) গুপ্ত-সংবৎ ৪৪১

দ্বিতীয় খরগ্রহ
বা
দ্বিতীয় ধর্ম্মাদিত্য
(গুপ্ত-সংবৎ ৩৩৭)

তৃতীয় ধ্রুবসেন

দ্বিতীয় ধ্রুবসেন
বা বালাদিত্য
(গুপ্ত-সংবৎ ৩১০)

তৃতীয় ধরসেন

চতুর্থ ধরসেন
(পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ,
পরমেশ্বর ও চক্রবর্ত্তিন্)
গুপ্ত-সংবৎ ৩২৬, ৩৩০

সপ্তম শিলাদিত্য
ধ্রুভাট বা ধ্রুবভট
(পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ,
ও পরমেশ্বর)
গুপ্ত সংবৎ ৪৪৭

ঐতিহাসিক জুলিয়েন-লিখিত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাঙের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ,—বহ্লভীগণের বর্ত্তমান রাজা ক্ষত্রিয় (Toa-ti-li)। তিনি কান্যকুব্জরাজ (Kie-jo-kis-che) শিলাদিত্যের (Chi-lo-o-tie-to) জামাতা। তাঁহার নাম—ধ্রুবপতু (Tou-lo-p'o-po-tu)।

এতৎসম্পর্কে জুলিয়েন পরিব্রাজকের অপরাপর উক্তির প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'বহ্লভীদিগের বর্ত্তমান নৃপতিগণের সকলেই ক্ষত্রিয়। তাঁহারা সকলেই মালব-রাজ্যের রাজা শিলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু কান্যকুব্জ-রাজ্যের রাজা শিলাদিত্যের পুত্রের জামাতার নাম—ধ্রুবপতু।'

বিলের অনুবাদে ইহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সে প্রসঙ্গের আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। জুলিয়েন অন্য আর এক স্থলে ধ্রুবপদকে দক্ষিণ-ভারতের নৃপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ভূ-বৃত্তে দক্ষিণভারতে বল্লভী-রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ হয় না। সে সময়ে দক্ষিণ-ভারতে চালুক্য-বংশীয় দ্বিতীয় পুলিকেশী রাজত্ব করিতেছিলেন। সুতরাং জুলিয়েনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী উক্তির অসামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু পরিব্রাজকের গ্রন্থে যে সকল নামোপাধির উল্লেখ আছে, পুলিকেশি সম্বন্ধে সে সকল নামোপাধি দৃষ্ট হয় না। তবে জুলিয়েনের গ্রন্থে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনৎ সাঙের যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, গুপ্ত-কাল-নির্ণয়ে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কারণ, পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাং শিলাদিত্য, দ্বিতীয় পুলিকেশী, সপ্তম শিলাদিত্য, ধ্রুবপদ প্রভৃতির যে কালের উল্লেখ করিয়াছেন এবং হুয়েন-সাং তাঁহাদের যে নাম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নানা অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। গুপ্তকাল-নির্ণয়ে তৎসমুদায়ের সামঞ্জস্য সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাহার সামঞ্জস্য-সাধনে আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারিলে, গুপ্ত-কাল-নির্ণয়ের সকল সংশয় দূর হইতে পারে।*

* * *

ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত।

মি জে ফার্গুসন, গুপ্ত-বংশের ধ্বংস হইতে গুপ্ত-কালের সূচনা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ৩১৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-কাল-গণনারম্ভের বিষয় সূচিত হয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফার্গুসন, 'ভারতীয় কাল-গণনা' (Indian Chronology) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি ভারতের পশ্চিম-দেশীয় চালুক্যগণ এবং বহ্লভীর রাজগণ একই বংশসম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লন। তাঁহার আর এক সিদ্ধান্ত—দক্ষিণ-ভূভাগীয় চাণক্যগণ তাঁহাদেরই একটী শাখা-বিশেষ।

---

* M. Stanlolas Julien's *Life and Travels of the Chinese pilgrim Hiuen Tsiang*. *Prinsep's Essays*, Vol. I; Mr Beal's *Buddist Records of the Western World* Vol II; *Journal Bo. Br. Royal Asiatic Society*, Vol. X; and Fleet's *Dynasties of the Kanarese Districts*.

ফাগু্র্সনের এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কয়েকটী কারণ প্রদর্শিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে—বল্লভী-বংশের প্রথম 'একছত্র সম্রাট' চতুর্থ ধরসেন, দ্বিতীয় পুলিকেশীর পুত্র পশ্চিম-চালুক্য-নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ফাগু্র্সনের এ সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

ফাগু্র্সন বলেন,—৮২ অব্দের উদয়গিরির গুহালিপি এবং ৯৩ অব্দের সাঁচীর স্তূপগাত্রস্থ লিপি, প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সে হিসাবে সমুদ্র-গুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তিকাল ৪১১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ফাগু্র্সনের মতে, এরাণের স্তম্ভলিপির বুদ্ধ-গুপ্ত এবং মগধের বুদ্ধ-গুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হন।

সে হিসাবে হুয়েনৎ-সাঙের বর্ণনার সহিত এ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সমর্থক কোনও প্রামাণ বর্ত্তমান নাই।

ফাগু্র্সনের মতে আরও প্রতিপন্ন হয়,—সা-বংশ ২৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; আর ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের বিক্রমাব্দ সেই সা-নৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষণে ফাগু্র্সন নিম্নরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করেন; যথা—

(১) বল্লভীগণ কখনও বল্লভী-সংবৎ ব্যবহার করেন নাই।

(২) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-সংবতের প্রারম্ভ গণনায়, ধ্রুবসেন নামক আর এক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। হুয়েনৎ-সাং 'ধ্রুবপতু' রাজার নাম করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত ধ্রুবসেনের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে।

(৩) ১৬৫ অব্দে বুদ্ধ-গুপ্তের সময়ে গুপ্তদিগের প্রথম সন্ধান পাই। শক-কালের সহিত তুলনায়, সে কাল-পরিমাণ ২৪৩ খৃষ্টাব্দে যাইয়া পড়ে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ৩১৮ খৃষ্টাব্দের সহিত ৭৫ বৎসরের ব্যবধান থাকিয়া যায়। আবার বিক্রম-সংবতের সহিত তুলনায় সে ব্যবধান আরও অধিক হইয়া পড়ে।

(৪) এই সকল বংশের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনায় সা-বংশই প্রথম (আদি) বলিয়া বুঝা যায়। তার পর গুপ্ত-বংশ, পরিশেষে বল্লভী-বংশ। এই ক্রমপর্য্যায় সম্বন্ধে প্রায়ই মতান্তর নাই।

ফাগু্র্সনের মতে, এই সকল যুক্তি ভিন্ন ঐতিহাসিক এবং মুদ্রার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সে সকল প্রমাণও এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফাগু্র্সান আরও সিদ্ধান্ত করেন,—

(১) ৩১৮-৩১৯ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র-বংশের অভ্যুদয় হয়। তখন গোতমীপুত্র পশ্চিম ভারতের সম্রাট-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) বল্লভী-নগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বল্লভী-সংবতের সূচনা।

(৩) গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্ত, বল্লভী নগর প্রতিষ্ঠার সময় না হউক, তাহার পূর্ব্বে বা পরে কোনও সময়ে, বল্লভীদিগের অধীনতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের সামন্ত মধ্যে গণ্য হইয়া, তাঁহাদের প্রাধান্য মান্য করিয়াছিলেন।

(৪) বল্লভীগণের এবং গুপ্ত-গণের এইরূপ নিকট-সম্বন্ধের জন্য তাঁহারা উভয় নামে কাল বা অব্দ-গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পরিশেষে ফাগু্র্সন বলেন,—শকদিগের উচ্ছেদকারী বিক্রম-

সংবতের প্রতিষ্ঠাতা কোনও বিক্রমাদিত্য খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না; এমন কি, খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে বা পরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। পরন্তু ৪৯০—৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মালবে এক বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাই হিন্দু-সমাজের আগ্রহাতিশয্যে বিক্রমাদিত্য যে অব্দ প্রতিষ্ঠা করেন, সে অব্দের কাল-গণনা হিন্দুদেরই নির্দ্দেশক্রমে, শালিবাহনের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ-সংবৎ বা শক-সংবতের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সে সময়ে নাহাপনার প্রতিষ্ঠিত শক-সংবৎ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বল্লভী-সংবতের প্রভাবেও তাহার বিলোপ সাধিত হয়। সুযোগ বুঝিয়া নাহাপনা-প্রবর্ত্তিত সেই অব্দকেই হিন্দুগণ 'বিক্রম-সংবৎ' নামে অভিহিত করেন এবং সেই অব্দ বা সংবৎ তাঁহারা ব্যবহার করিতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে, ভারতে পশ্চিম-চালুক্য-রাজবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অথবা ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ধার-রাজ্যের ভোজ নৃপতির সময়ে সেই অব্দ-গণনা সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ফার্গুসন এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শক, সংবৎ এবং গুপ্ত-কাল সম্বন্ধে 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' তাঁহার আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জেনারেল কানিংহামের মতানুবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রথমে ২৪ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের লোকান্তর-কাল স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণে তিনি স্থির করিলেন,—কনিষ্কই শকাব্দের প্রবর্ত্তক।

তাঁহার এ সিদ্ধান্তের সমর্থক ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অসদ্ভাব হইল না। তিনি প্রথমে কনিষ্কের এবং রোমকদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার আলোচনা করিলেন। পরে ভারতের অন্যতম রাজা, গণ্ডোফেরাসের রাজত্ব-কালের আলোচনায়, সেণ্ট টমাসের দৌত্যমূলক জনশ্রুতি মূলে, আরও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলেন। এইরূপে তুলনায় সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া, ফার্গুসন কনিষ্ক কর্ত্তৃক শকাব্দ-প্রবর্ত্তনার বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন।

সেণ্ট টমাস ৩৩ এবং ৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভারতে আগমন করেন। গণ্ডোফেরাস তখন তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। গ্রীক রাজবংশের ধ্বংসের পর, কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে, গণ্ডোফেরাস বিদ্যমান ছিলেন, সপ্রমাণ হয়। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের সমালোচনায় ফার্গুসন সিদ্ধান্ত করেন,—শক-সংবৎ কনিষ্ক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অন্ধ্র-বংশের দ্বিতীয় সাতকর্ণির রাজত্ব-কালে ভারতে সেই সংবৎ প্রচলিত হয়। তাই শতবাহন বা শালিবাহন বংশের নামানুসারে সে সংবৎ 'শালিবাহন অব্দ' নামেও অভিহিত হইয়াছিল। ফার্গুসনের এ সিদ্ধান্তও ভ্রমপূর্ণ।

যাহা হউক, এবারেও 'গুপ্ত-সংবৎ' সম্বন্ধে ফার্গুসনের মতের পরিবর্ত্তন হয় না;—তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অব্যাহত থাকে। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের আরম্ভ;—অন্ধ্ররাজ গোতমীপুত্র উহার প্রতিষ্ঠাতা;—এবং নৃপতিবিশেষের রাজ্যারোহণের, রাজ্যাবসানের অথবা রাজ্যকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে 'গুপ্তাব্দ' প্রবর্ত্তিত হয় নাই;—ফার্গুসনের এই মতই স্থির থাকে।

ফাগুর্সনের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর দেখি না। তবে তিনি যে কনিষ্ক কর্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ফাগুর্সন আরও বলেন,—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এবং তাহার পরও কদিন পর্য্যন্ত বিক্রমাব্দ-সূচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং রাজা বিক্রমের সহিত পূর্ব্বোক্ত 'বিক্রম-সংবতের' সম্বন্ধ খ্যাপন কোনক্রমেই সমীচীন নহে।

* * *

রাজ-তরঙ্গিণীর আলোচনা।

এদিকে 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের আলোচনায় আর এক তথ্য অবগত হই। 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'প্রতাপাদিত্য' নাম পরিদৃষ্ট হয়। প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে সেখানে লিখিত আছে,—প্রতাপাদিত্য—বিক্রমাদিত্যের আত্মীয়। কাশ্মীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদেশ হইতে প্রতাপাদিত্যকে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই বিক্রমাদিত্যকেই অনেকে ভ্রমবশতঃ 'শকারি' বলিয়া মনে করিত!

'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে আরও দেখি,—কাশ্মীর-রাজ হিরণ্য যখন লোকান্তর গমন করেন, তখন বিক্রমাদিত্য নামক জনৈক প্রতাপান্বিত নৃপতি উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অপর নাম—হর্ষ। প্রকাশ,—তিনিও শকদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

কিন্তু আল্‌বারুণির সিদ্ধান্তে বুঝা যায়,—'সংবৎ' প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করেন। আল্‌বারুণির মতে, কারুরের যুদ্ধে শকদিগের উচ্ছেদ-সাধন প্রসঙ্গে যে বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লিখিত হয়, তিনি উজ্জয়িনীর হর্ষ-বিক্রমাদিত্য। ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে কারুরের যুদ্ধ হয়, আর ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য পরলোকগমন করেন। ইহাতে ফাগুর্সনের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের সহিত বিশেষ অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে ফাগুর্সন আরও বলেন,—১০০০ খৃষ্টাব্দে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হিন্দুগণ অভিনব পদ্ধতিতে কাল-গণনার প্রয়াসী হন। হিন্দুগণ কনিষ্ক-প্রতিষ্ঠিত 'শক-সংবতের' হিসাবে কালগণনার নানা অসুবিধা প্রদর্শন করেন। সুতরাং সে পদ্ধতি পরিবর্জ্জিত হয়। তাঁহারা তখন বিক্রমাদিত্যের নামে কাল-গণনা সূচনা করেন। যে সময় এই নবনির্ব্বাচিত কালের প্রারম্ভ সূচিত হয়, তখন গুপ্ত ও বল্লভী রাজবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

আধুনিক নৃপতির সম্বন্ধ সূচনায় তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য হিন্দুগণ কারুরের যুদ্ধের (৫৪৪ খৃষ্টাব্দের) প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক কালের সূচনা ধরিয়া লন এবং ৫৬ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিক্রম-সংবতের প্রারম্ভ স্থির করেন। তার পর, বিক্রম-সংবতের নামও পরিবর্ত্তিত হয়। তখন তাহার নাম হয়—হর্ষ-সংবৎ।

ফলতঃ, ফাগুর্সন প্রধানতঃ 'রাজতরঙ্গিণীর' কাল অবলম্বনে আপনার মতের সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা সর্ব্বথা পরিগ্রহণ-যোগ্য নহে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে রাজতরঙ্গিণীতে যে কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। কারণ, উজ্জয়িনীর হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের কাল-নিরূপণে যদি কাশ্মীরের হিরণ্যের বিদ্যমান-

কালের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহার (কাশ্মীরের হিরণ্যের) বিদ্যমানতা কোনক্রমেই সিদ্ধান্তিত হয় না।

সুতরাং একমাত্র গুপ্ত-কাল ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ফার্গুসন যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ, শকাব্দ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন। কনিষ্ক কর্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। ফার্গুসনের এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে, অন্যান্য কাল-নির্দ্দেশে বিষম সংশয়-সমস্যায় পড়িতে হয়। * সুতরাং ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ-সাপেক্ষ, এবং তাহা যে সংশয়-মূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাউদাজির অভিমত।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'সংস্কৃত কবি কালিদাস' সম্বন্ধে ডক্টর ভাউদাজী এক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রসঙ্গতঃ ভাউদাজি গুপ্ত ও বল্লভী কালের আলোচনা করেন। সে আলোচনায় ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের সঙ্গে বল্লভী সংবতের সূচনা প্রতিপন্ন হয়।

কাহাউম স্তম্ভলিপির আলোচনায় ভাউদাজি সিদ্ধান্ত করেন,—স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্বে অর্থাৎ গুপ্ত-বংশের রাজত্ব-কালের ১৪১ বৎসরে সেই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সিদ্ধান্তে আরও প্রতিপন্ন হয়,—হুয়েনৎ-সাং কথিত 'টৌ-লৌ-পো-পো-টো' বা 'টু-লু-হো-পো-তু' বল্লভী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি ভট্টারকের চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র—মহারাজ ধরপত্ত।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভাউদাজীর আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধ ভারতীয় কালগণনা সংক্রান্ত। সেই প্রবন্ধে তিনি ৪০০ শক সংবতে উৎকীর্ণ বল্লভী-রাজ মহারাজ দ্বিতীয় দর্শসেনের কতকগুলি দানপত্রের বিষয় আলোচনা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে সে দানপত্র কৃত্রিম সপ্রমাণ হয়। যাহা হউক, - দানপত্রে কাল-গণনার যে ধারা নির্দ্দেশ আছে, দানপত্র কৃত্রিম হইলেও, তাহার কাল-নিরূপণ অভ্রান্ত,—ভাউদাজি তাহা সপ্রমাণ করেন। †

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়,—

(১) বল্লভী-বংশের দানপত্রে কালের উল্লেখে, শক-সংবতের নির্দ্দেশ আছে। সে শক-সংবৎ নাহাপান কর্তৃক প্রবর্তিত। সে নাহাপান সম্ভবতঃ পার্থিয়ার রাজা এবং ফ্রেহেট্সের বংশধর।

* মিষ্টার ফার্গুসনের গবেষণা ও বিবিধ মন্তব্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গ্রন্থপত্র দ্রষ্টব্য ; যথা,—*Journal of the Royal Asiatic Society*, N. S. Vol. IV ; Beal's *Budhist Record of the Western World*, Vol. II ; Julien's *Hiuen Tsiang*, vol. I & III ; *Indian Antiquary*, Vol, XV ; Archæological Survey of India, Vol. I & III.

† এতৎসম্বন্ধে ডক্টর ভাউদাজীর উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা -"Whether the grant be genuine or not, the evidence in regard to the name of era does not materially lose its value ; as the forger has been careful not to give the exact year, but simply to state the century of the era, which we must accept as correct, as this forger may naturally be expected to avoid an error in date, which would vitiate the document

(২) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালাব্দের আরম্ভ। কুমার-গুপ্ত এবং স্কন্দ-গুপ্ত বল্লভীদিগের শেষ নৃপতির পরবর্ত্তী। সে হিসাবে, আল্‌বারুণি কথিত বল্লভী-সংবৎ ও গুপ্ত-সংবৎ যদি অভিন্ন হয়, সে বল্লভী-সংবৎ বল্লবী-বংশীয় রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত নহে; পরন্তু সে অব্দ গুপ্তাব্দ;— কাথিয়াবাড়ে কুমার-গুপ্ত এবং স্কন্দ-গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(৩) হুয়েনৎ-সাঙের ভারত পরিভ্রমণ সম্বন্ধে যে কাল নিরূপিত হয়, সেই কাল আরও ছয় বৎসর পূর্ব্বে, ৬৩০ হইতে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, নির্দ্দিষ্ট হওয়াই সমীচীন।

(৪) 'জুপিটার' গ্রহের চারিটী ষষ্টিসম্বৎসর-ব্যাপী কালাবর্ত্ত অর্থাৎ ২৪০ বৎসর অতীত হইলে, শকাব্দ-সূচনার পর, গুপ্ত-কাল আরম্ভ হয়।

বলা বাহুল্য, ডক্টর ভাউদাজীর এই সিদ্ধান্ত মিষ্টার ফার্গুসনও পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভাউদাজীর আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্কন্দ-গুপ্তের 'জুনাগড় লিপির' এবং মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের 'সা-লিপির' পাঠোদ্ধার প্রসঙ্গে সে প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্বকথিত লিপি-সমূহের আলোচনা করেন।

সে আলোচনায় এক নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকাশ হয়। ইতিপূর্ব্বে স্কন্দ-গুপ্তের লিপিতে (পঞ্চদশ ছত্রে) "গুপ্তপ্রকালে গণনাং বিধায়" পাঠ পরিকল্পিত হইয়াছিল। তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'গুপ্ত-গণের গণনা-পদ্ধতি অনুসারে কাল-গণনায়' (Making calculation in the reckoning of the Guptas)—অর্থ প্রচলিত হয়। কিন্তু ডক্টর ভাউদাজী পূর্ব্বোক্ত ছত্রের "গুপ্তস্য কালগণনাং বিধায়" অর্থাৎ 'গুপ্তের অব্দ বা গুপ্ত-কাল হইতে গণনা করিয়া' (Counting from the era of Gupta) পাঠ সংযোগ করেন।

পণ্ডিতগণ বলেন,– এবম্বিধ পাঠ-পদ্ধতির অনুসরণেই গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের সময় হইতে গুপ্তকালের প্রারম্ভ স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপিচ, এইরূপ পাঠে আলোচ্য কাল 'গুপ্তস্য কাল' অর্থাৎ 'গুপ্ত-কাল' নামে অভিহিত হয়।

এইরূপে ভাউদাজী প্রতিপন্ন করেন,—গুপ্ত-কালেই (গুপ্ত-সংবতেই) গুপ্ত-নৃপতিগণের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট। ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ভারওয়াল লিপি হইতে বল্লভী অব্দে—৩১৮ খৃষ্টাব্দে, গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ সূচিত হয়। তদনুসারে, কাহাউম লিপির গণনা-ক্রমে ৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্কন্দ-গুপ্তের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আরও, বল্লভী-লিপির কালের আলোচনায় বল্লভী-কালকে শকাব্দ-সংশ্লিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়। তাহাতে ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, বল্লভীদিগের কতকগুলি দানলিপির কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সুতরাং, এ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়,—সেনাপতি ভট্টারকের প্রতিষ্ঠিত বল্লভী-বংশ স্কন্দ-গুপ্তের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

more than any other single error." কাল গণনায় দানপত্রে যে শতাব্দের নির্দ্দেশ আছে, তাহার এবং অব্দ-গণনার নামকরণ সম্বন্ধে দানপত্রের উক্তির প্রামাণ্য ডক্টর ভাউদাজী স্বীকার করেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি সংশয়-সন্দেহের সূচনা করিয়াছেন।

ডক্টর ভাউদাজীর এই অভিমত অনেকেই গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ডক্টর ভাউদাজীর এই অভিমতের কতকটা সারবত্তাও উপলব্ধি করিয়াছেন। *

* * *

অন্যান্য আলোচনাকারী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে আর যাঁহারা এই গুপ্তকাল-সম্বন্ধে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর ফিজ-এডওয়ার্ড হল, মিষ্টার নিউটন, ডক্টর ভাণ্ডারকার কর্ণেল জে ডবলিউ ওয়াটসন, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডক্টর বুলার, ডক্টর ওল্ডেনবার্গ, স্যর ই ক্লাইভ বেলি, ডক্টর হর্ণেল প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা একে একে যথাক্রমে তাঁহাদের অভিমতের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।

* * *

ডক্টর হলের মন্তব্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ডক্টর হল, পরিব্রাজক-মহারাজ হস্তিনের প্রদত্ত ১৫৬ ও ১৬৩ অব্দের দুইখানি দানলিপির আলোচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে, প্রিন্সেপের প্রবন্ধ-সমূহ-সম্পাদনকালে, মিষ্টার টমাস পূর্ব্বোক্ত লিপির আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডক্টর হল সেই লিপি সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বোক্ত দানপত্রের মধ্যে বিশেষ আলোচ্য—"গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ" বাক্যাংশ। এই অংশের অর্থ হয়—'গুপ্তরাজগণের রাজ্যভোগ-কালে" (In the enjoyment of sovereignty by the Gupta kings)

কিন্তু মিষ্টার টমাস এবং ডক্টর উইলসন উহার অনুবাদ করেন,—'গুপ্ত-নৃপতিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকারের ১৬৩ম বৎসরে।' (in the 163rd year of the occupaion of the kingdom by the Gupta kings)।

ডক্টর হল, শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—'ভুক্তি' অর্থে 'ভোগ' 'অধিকার' প্রভৃতি বুঝায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত 'গুপ্ত-নৃপরাজ্যভুক্তৌ' বাক্যের অর্থ হয়—'গুপ্ত-নৃপতিগণের আধিপত্যের বা রাজ্যকালের অবসানে (১৫৬ বৎসরে)। †

এইরূপে, তিনি গুপ্ত--নৃপতিগণের উচ্ছেদের পর গুপ্ত-কাল-গণনারম্ভ প্রতিপন্ন করেন।

* ভাউদাজীর মন্তব্য এবং সিদ্ধান্তের আলোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্র দ্রষ্টব্য; যথা.- Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. VIII; Indian Antiquary, Vol. X; এবং Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III.

† "গুপ্তনৃপরাজ্যভুক্তৌ"—মহারাজ হস্তিনের দানপত্রোল্লিখিত এতদ্বাক্যের ব্যাখ্যায় ডক্টর হল অর্থ করেন,—*Bhukti* literally means the act of enjoying or eating......if unqualified by a temporal participle, denotes *possession*. এইরূপে তাঁহার মতে অর্থ হয়,—"(in the year one hundred and fifty-six) of the extinction of the sovereignty of the Gupta Kings," অথবা "(one hundred and sixty-three years) after the domination of the Guptas has been laid to rest."

শকদিগের উচ্ছেদসাধনেই যে শকাব্দের প্রতিষ্ঠা—ডক্টর হলের এ সিদ্ধান্তও যে আল্‌বারুণির সিদ্ধান্তেরই অনুগামী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তার পর ডক্টর হল, কাহাউম স্তম্ভলিপির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—গুপ্তদিগের উচ্ছেদের পর কাহাউম লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। স্কন্দগুপ্তই গুপ্তবংশের শেষ-নৃপতি। যাহা হউক, ডক্টর হলের এবম্বিধ সিদ্ধান্ত যে পণ্ডিত সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। *

* * *

নিউটনের সিদ্ধান্ত।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নিউটনের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধে তিনি গুজরাটের ও কাথিয়াবাড়ের সা, গুপ্ত এবং অপরাপর বংশের আলোচনা করেন। বহ্লভী রাজগণের দানালাপ সমূহ বিক্রম-সংবতে প্রচারিত হইয়াছিল,—সে প্রবন্ধে তিনি তাহাই সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। পূর্ব্বোক্ত সা, গুপ্ত এবং অপরাপর বংশের নৃপতিগণের মুদ্রার বিষয় মিষ্টার নিউটনই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিয়াছিলেন।

সেই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্থির করেন,—বিক্রমাব্দে সা-মুদ্রাসমূহ প্রচলিত হয়; সুতরাং ৩০-৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৪০-২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সা-বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। তাঁহাদের অব্যবহিত পরেই গুজরাটে কুমার-গুপ্তের এবং স্কন্দ-গুপ্তের রাজ্যাধিকার। তখন যদিও ইণ্ডো-সিদীয় বা শকজাতি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের রাজ্যাধিকারে কোনও বাধাই প্রদান করে নাই।

প্রিন্সেপ, টমাস এবং অধ্যাপক উইলসনের মন্তব্যই নিউটনের এবম্বিধ সিদ্ধান্তের মূলীভূত। তাঁহাদের মতে, সা-রাজগণ গুপ্ত-দিগের এবং গুপ্ত-গণ বহ্লভীদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গণনায় প্রতিপন্ন হয়,—৩১৯ খৃষ্টাব্দে, গুপ্ত-বংশের শেষ নৃপতির লোকান্তরের পর, বহ্লভী-বংশের অভ্যুদয় ঘটে; সঙ্গে সঙ্গে বহ্লভী-সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। সে হিসাবে বিক্রম-সংবতের সহিত বহ্লভী-সংবতের সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে। †

* * *

ওয়াটসনের বক্তব্য।

কর্ণেল ওয়াটসন, ভাটগণের জনশ্রুতি-মুখে এক অভিনব তথ্যের প্রচার করিয়াছেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকয়ারীতে' কর্ণেল সেই প্রবাদ-মূলক বিষয়টী প্রকাশ করেন; সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধে তাহার মন্তব্যও প্রকাশিত হয়। ভাটগণের প্রচারিত সেই জনশ্রুতির মর্ম্ম; যথা,—

জুনাগড় এবং ভাম্বালিতে বালা বাসি জির পুত্র বালা রাম রাজত্ব করিতেন। রামরাজা বালাবংশীয় ছিলেন।

সৌরাষ্ট্রে প্রবাদ,—জুনাগড়-ভাম্বালির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বল্লভীনগর গুজরাটের রাজধানী ছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে গুপ্ত-নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। সেই বংশের জনৈক

* ডক্টর ফিজ-এডওয়ার্ড হলের মন্তব্য *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XXX এবং *Journal of the American Oriental Society*, Vol. VI, প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† Bombay Branch of the Royal Asiatic Society's Journal, Vol. II.

নৃপতি পুত্র কুমারপাল-গুপ্তকে সৌরাষ্ট্র-বিজয়ে প্রেরণ করেন। সৌরাষ্ট্রদেশে প্রাণদত্তের পুত্র চক্রপাণিকে বনস্থালীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া, কুমারপাল-গুপ্ত পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিংশ বর্ষ কাল রাজ্যভোগ করিয়া কুমারপাল-গুপ্ত লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তার পর সমুদ্র-গুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন।

সমুদ্র-গুপ্ত শক্তিহীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সেনাপতি, গেলোট-বংশীয় ভট্টারক, সৌরাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কুমার-গুপ্তের লোকান্তর হয়। সেনাপতি তখন হইতে সৌরাষ্ট্রের রাজা হন। পরিশেষে তিনি বনস্থালীতে অপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বল্লভী-নগর স্থাপন করেন।

এই বৈদেশিক আক্রমণে গুপ্ত-বংশের অধঃপতন হয়। সেনাপতি গেলোট ছিলেন; গুপ্তগণ কর্ত্তৃক বিধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত সেনাপতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ অযোধ্যানগরীতে রাজত্ব করিতেন।

যাহা হউক, বল্লভী-নগর প্রতিষ্ঠার পর সেনাপতি, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, লাটদেশ, মালব-প্রদেশ অধিকার করেন। বালা-গণ—গেলটদিগের শাখা-বিশেষ। বল্লভীরাজ্য ধ্বংসের পর বনস্থালীর বালা-বংশীয় শাসনকর্তা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাজা রামের কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না। নগরঠাটের রাজার সহিত তাঁহার এক ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল।

কর্ণেল ওয়াটসনের প্রদত্ত জনশ্রুতি মূলে যে কোনও সত্য তথ্য নিহিত নাই, সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। বল্লভীগণ—গুপ্তগণের পরবর্ত্তী, ওয়াটসনের মন্তব্যে তাহাই বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন, ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে, ওয়াটসনের প্রদত্ত প্রবাদের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

* * *

ডক্টর বুলারের সিদ্ধান্ত।

ডক্টর বুলার বল্লভী-বংশের সপ্তম শিলাদিত্যের আলিনা-দানলিপিতে ৪৪৭ গুপ্ত-সংবতের নিদর্শন দেখিতে পান। লিপিতে ধ্রুবট বা ধ্রুবভট নাম দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে বুলার বলেন,—শিলাদিত্য (সপ্তম) পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাঙের সমসাময়িক ছিলেন। সে হিসাবে, বুঝা যায়—২০০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে, বল্লভী-দানলিপিতে উক্ত কালের সূচনা হইয়াছে। *

* * *

ওল্ডেনবার্গের মত।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ওল্ডেনবার্গ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হার ভন সালেটর মৌদ্রিক প্রমাণের অনুসরণে, ওল্ডেনবার্গ স্থির করেন,—কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব যে অব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার নাম—শকাব্দ। সে শকাব্দ—কনিষ্কের রাজ্য-প্রাপ্তিকাল হইতে আরম্ভ হয়।

এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য ডক্টর ওল্ডেনবার্গ কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। সে কারণ—

* ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকয়ারী' গ্রন্থে ডক্টর বুলারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (Indian Antiquary Vol. VII).

মৌদ্রিক প্রমাণ-সমূহের আলোচনায় কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেবের কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ণয় করা যায় না। সে হিসাবে তাঁহাদের বিদ্যমানতা ২০০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়।

৫০০ শক সংবতে পশ্চিম চালুক্য-রাজ মঙ্গলিসা 'বাদামী' গুহালিপি উৎকীর্ণ করেন। তাহা হইতে বুঝা যায়,—শক্-নৃপতির রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে শক-কালের প্রবর্ত্তনা। কেহ কেহ আবার তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সে কাল-গণনার সূচনা করেন। কিন্তু তাহা ভ্রমসঙ্কুল।

মুদ্রাদি হইতে কনিষ্কই সে শক-নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তিনি যে সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সময় তাঁহার ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত দ্বিতীয় নৃপতি ভারতে বিদ্যমান ছিলেন না। সুতরাং তিনিই যে শক-সংবতের প্রবর্ত্তক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

এইরূপে, ঐতিহাসিক, মৌদ্রিক এবং পৌরাণিক প্রমাণ-পরম্পরা হইতে ওল্ডেনবার্গ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় এবং ৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের অধঃপতন সপ্রমাণ করেন। ইরাণ স্তম্ভ-গাত্রস্থিত বুদ্ধ-গুপ্তের লিপিতে ১৬৫ গুপ্ত-সংবতে বৈশাখ মাসের দ্বাদশ পূর্ণিমা-তিথি, বৃহস্পতিবার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ওল্ডেনবর্গের মতে, ওয়ারেণের 'কাল সঙ্কলন' গ্রন্থোক্ত তালিকার গণনা-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। *

* * *

হর্ণেলের সিদ্ধান্ত।

ডক্টর হর্ণেলের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তিনি টমাসের মতানুবর্ত্তী। টমাস গুপ্ত-বংশের উচ্ছেদের কাল ৩১৯ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক ১৬৬-১৬৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালারম্ভের সূচনা স্থিরীকৃত হইয়াছে। গুপ্ত-কালের সূচনা ও আরম্ভ-মূলক এই উভয় সিদ্ধান্তই ডক্টর হর্ণেলের মতে সমীচীন। †

* * *

বেলির মন্তব্য।

স্যর এডওয়ার্ড ক্লাইভ বেলির মতে ১৮৯ (৯০)—১৯০ (৯১) খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ সিদ্ধান্তিত হয়। কাবুলের হিন্দু নৃপতিদিগের যে মুদ্রা-সমূহ গুপ্ত-সংবতে উৎকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, আরবী ভাষার সংখ্যা-সম্বলিত সেই মুদ্রা-সমূহের আলোচনায় স্যর এডওয়ার্ড বেলি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তাহাতে শৈলপতির মুদ্রায় ৬৯৮ 'গুপ্ত' এবং সপ্তম শিলাদিত্যের আলিনা-লিপিতে ২০০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকাল সূচনা—দৃষ্ট হয়। তদনুসারে শৈলপতিকে ৮৮৭ হইতে ৯১৬ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়া, মিঃ বেলি ১৮০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তিকালে গুপ্তকালারম্ভ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কালের সূচনা অন্যরূপ।

---

* Indian Antiquary, Vols. VI & X. ডক্টর ওল্ডেনবার্গ একস্থলে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালগণনার সূচনা এবং ৩১৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালের উদ্ভব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ তিনি এস্থলে ভিন্নমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

† *Centenary Review* of the Asiatic Society of Bengal, 1784 to 1883. ডক্টর হর্ণেলের মতে ১৬৬ খৃষ্টাব্দই প্রথম গণনার কাল। কিন্তু তাঁহার এ সিদ্ধান্ত জেনারেল কানিংহামের সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে।

সে মতে স্কন্দ-গুপ্তের বিরুদ্ধে বল্লভীদিগের বিদ্রোহ এবং কুমার-গুপ্তের পরলোক গমন—এই দুই ঘটনা উপলক্ষে সে কালের সূচনা হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্ত্তী বংশ-পরম্পরা গুপ্তকাল ব্যবহার করিতে থাকেন।

ফলতঃ, বেলি বিষয়-বিশেষে টমাসের অনুসরণ করিলেও, সর্ব্বত্র তাঁহার মত অনুমোদন করেন নাই। শৈলপতির পূর্ব্বোক্ত দানলিপিতে যে সকল সময়ের বা অব্দের উল্লেখ আছে, মিষ্টার টমাস তাহার যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, :বেলির পাঠ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। টমাস অনেক স্থলে জেনারেল কানিংহামের মতানুসারী হইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাই তাঁহার সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত—'ভূমার' লিপিতে 'মহামার্গশীর্ষ সম্বৎসর' লিখিত আছে। তদনুসারে কানিংহাম ১৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালের প্রারম্ভ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বেলির সিদ্ধান্ত—১৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দ। *

এইরূপে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় পরস্পর-বিরোধী নানা মতেরই অবতারণা হইয়াছে।

* *

প্রাচ্য-দেশীয় পণ্ডিতগণের মত।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ন্যায় প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণও গুপ্ত-কাল-গণনায় নানা গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনা -প্রসঙ্গে ডক্টর ভাউদাজি, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডক্টর ভাণ্ডারকার প্রভৃতির নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ডক্টর ভাউদাজীর সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতালোচনায় প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাইতেছি।

মিষ্টার টমাসের এবং ডক্টর ভাউদাজীর মতাবলম্বনে সর্ব্ব প্রথমে ডক্টর ভাণ্ডারকার স্থির করেন,—বল্লভী-বংশের দানলিপিতে যে সকল কালের উল্লেখ আছে, শকাব্দই তাহাদের মূল ভিত্তি। তদনুসারে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-সংবতের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ণেল টডেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। সেনাপতি ভট্টারকের দ্বিতীয় পুত্র দ্রোণসেনের 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভী-বংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। সেই সময় হইতেই বল্লভী-সংবতের প্রতিষ্ঠা। ডক্টর ভাণ্ডারকারের ইহাই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার এ মত পরিবর্ত্তিত হয়। বল্লবী-বংশের এবং পশ্চিম চালুক্য-বংশীয় নৃপতিগণের দানলিপির অক্ষর-সমূহের আলোচনায় তিনি শকাব্দের সহিত বল্লভী-অব্দের

* *Numisma'ic Chronicle* Third Se·ies, vol. II. প্রিন্সেপের প্রবন্ধ-সমূহে শৈলপতির মুদ্রার বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেলির প্রদত্ত সংখ্যাতালিকার তুলনায় ৮:০ খৃষ্টাব্দেই শৈলপতির কাল নির্দ্দেশ হয়। কিন্তু বেলি, শৈলপতিকে ৮৮৭ হইতে ৯১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন। শকসংবতের সম্বন্ধ-সূচনা স্বীকার করিলে প্রিন্সেপ-প্রদত্ত মুদ্রার ৮১৪ খৃষ্টাব্দের সহিত টানিয়া বুনিয়া একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে শৈলপতির কাল ৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু জেনারেল কানিংহামের মতে শৈলপতির কাল—৮০০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। (Archæological Survey of India Aol. XIV). টমাসের সিদ্ধান্তে শৈলপতি প্রায় ৮১১-১২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। (Journal of the Royal Asiatic Society F. S. Vol. IX).

সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। শকাব্দ অথবা অন্য কোনও অব্দ যে বল্লভী-সংবতের আদিভূত নহে এবং ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই যে তাহার সূচনা,—ডক্টর ভাণ্ডারকার তখন সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু তখনও ফার্গুসনের সহিত তাঁহার মতবিরোধ চলিতে থাকে। তখন তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়,—ভট্টারক-বংশে 'বল্লভ' বা 'বল্লভী' নামীয় কোনও ব্যক্তি ছিলেন না; সুতরাং ভট্টারক-বংশ হইতে বল্লভী-সংবতের উৎপত্তিমূলক সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। ভাণ্ডারকার আরও বলেন,—ভট্টারক-বংশ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলেও, ভট্টারক-বংশোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই সৌরাষ্ট্রে বল্লবী-সংবৎ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভট্টারক-বংশের সহিত অব্দের সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার নহে। যাহাই হউক, মূলতঃ কিন্তু উভয় অব্দই অভিন্ন। উহাদের গণনা-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র নহে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, 'দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ডক্টর ভাণ্ডারকার ৩১৮-১৯ খৃষ্টাব্দকেই গুপ্তকাল-প্রবর্ত্তনার সময় নির্দ্দেশ করেন। আল্‌বারুণির সিদ্ধান্ত (গুপ্ত-বংশের ধ্বংস হইতে গুপ্তকালের গণনারম্ভ) সম্বন্ধে হিন্দুগণের ভ্রান্ত ধারণার বিষয় ভাণ্ডারকার সমর্থন করিয়াছেন। সৌরাষ্ট্রে বল্লভী-বংশ সে অব্দের প্রচলন করেন। তাই সেখানে বল্লভী-সংবৎ নামেই উহা পরিচিত হয়। বল্লভীগণ—গুপ্তদিগের অধীন ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের লিপি ও দানপত্র সমূহে সেই কালেরই উল্লেখ আছে। ফলতঃ, সেনাপতি ভট্টারকের বংশের অভ্যুদয়ের সহিত গুপ্তাব্দের কোনই সম্বন্ধ নাই।

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকার হুয়েনৎ-সাং-কথিত 'টু-লু পো-পো-পো-টু' কে বল্লভীর দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে, 'পন্ত' 'রাভ' প্রভৃতি যেমন মহারাষ্ট্র-গণের সম্মানব্যঞ্জক উপাধি; সেন সিংহ ও ভট প্রভৃতিও সেইরূপ। ধ্রুবসিংহ হয় তো সাধারণতঃ 'ধ্রুবভট' নামে তখন পরিচিত ছিলেন। তাহা হইতেই হুয়েনৎ-সাং পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ করিয়াছেন। *

প্রাচ্যদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর দানলিপির আলোচনা করেন। সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি গুপ্ত কাল, বুদ্ধগুপ্তের কাল এবং মহারাজ হস্তিনের কাল—শক-সংবতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তিনি আরও বলেন,—বল্লভীগণ কর্তৃক গুপ্তগণের উচ্ছেদ সাধিত হয়। তাহারই স্মরণার্থ গুপ্তকালের প্রবর্ত্তনা। বল্লভীগণই তাহার প্রবর্ত্তক। যাহা হউক, ডক্টর রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্তেও প্রকৃত তথ্যের আভাস পাওয়া যায় না। গুপ্ত-কাল-নিরূপণে তাই পণ্ডিতগণ তাঁহার সিদ্ধান্তের সারবত্তা উপলব্ধি করেন নাই। †

* * *

* ডক্টর ভাণ্ডারকারের অভিমতের আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থপত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society, X. The Early History of Deccan প্রভৃতি।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, XLIII. গ্রন্থে ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এতদ্বিষয়ক আলোচনা করেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্যা-সমাধানে মান্দাসোর লিপি।

[সূচনায় বক্তব্য ;—সমস্যা-নিরসনে মান্দাসোর লিপি ;—পূর্ব্বানুস্মৃতি ;—গড় হিসাবে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস ;—অশোকের কাল-পরিচয়ে তুলনা ;—ফ্লিটের আলোচনার মর্ম্ম ;—বেরাবেল লিপির প্রসঙ্গ ;—লিপির কাল-নির্দ্দেশে ;—প্রতিবাদে বক্তব্য ;—বিরুদ্ধ মত খণ্ডনে যুক্তি ;—গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ ;—সংশয়-সূচনায় ;—আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ;—বহিঃপ্রমাণ ;—ঐতিহাসিক নিদর্শন ;—মীমাংসায় সমস্যা।]

* * *

সূচনায় বক্তব্য।

এক্ষণে দেখা যাউক,—পূর্ব্বোক্ত কাল-সমূহের আলোচনায় গুপ্ত-কাল সম্বন্ধে কি স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি। এ সম্বন্ধে ফ্লিট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই অবিসংবাদিতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

মান্দাসোরের লিপিই এই সমস্যা-নিরসনের প্রধান সহায়। সুতরাং অধিকদূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রথমে সেই মান্দাসোর লিপির বিষয় আলোচনা করিতেছি।

গুপ্তকাল-নিরূপণে কি ভাবে বাদ-বিতণ্ডা চলিয়াছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পূর্ব্বোক্ত গবেষণা হইতে তাহা বুঝা যায়। তখনও স্থির-সিদ্ধান্তে কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পরন্তু সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছেন ;—পূর্ব্বোক্ত বিবরণে তাহা সপ্রমাণ হয়।

* * *

মান্দাসোর লিপিতে সমস্যা-সমাধান।

আল্‌বারুণির অনুবাদে এম রিণো, ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার সমসময়ে, গুপ্ত-কাল প্রতিষ্ঠার যে অবস্থা-পরম্পরা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় এক বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য আল্‌বারুণির অনুসরণে এম রিণো ৩১৮-১৯ বা ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ গুপ্তকাল-প্রারম্ভের যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ বড় কেহ করিতে পারেন নাই।

গুপ্তগণের ধ্বংসের পর উহার প্রারম্ভ-সূচনায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৩১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোনও গুপ্ত-কালের অপেক্ষা করে। সে হিসাবে দুইটী গুপ্ত-কালের কল্পনা হয়। তাহার একটীর সূচনা ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে; অপরটীর সূচনা তাহারও পূর্ব্বে। প্রথমোক্তটী বল্লভী-বংশের কোনও রাজার প্রতিষ্ঠিত; অপরটী গুপ্তগণের প্রবর্ত্তিত। সুতরাং সুমীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত বিষম সংশয় রহিয়া যায়।

মিষ্টার টমাস, জেনারেল কানিংহাম এবং স্যর এডওয়ার্ড বেলি যে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারও যৌক্তিকতা নির্দ্দেশ প্রয়োজন। তাহা হইলেই একটা সঠিক সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সকলেরই সিদ্ধান্ত—গুপ্ত-বংশের অব্যবহিত পরেই বল্লভী-বংশের অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের আরও সিদ্ধান্ত—৩১৮ বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভী-বংশের কোনও নৃপতি বল্লভীনগর প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই ঘটনার স্মরণ জন্য অপিচ গুপ্ত-শাসনের অবসান সূচনায়, তখন হইতেই বল্লভী-সংবতের প্রারম্ভ সূচিত হয়।

এরূপ সিদ্ধান্তেও সমস্যা সমভাবেই রহিয়া যায়। সুতরাং শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে গুপ্ত-বংশের আদিভূত নৃপতিগণের কাহারও সময় নিরূপণের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে পক্ষে মান্দাসোর লিপি প্রধান অবলম্বন। গুপ্ত-কাল-নিরূপণেও ঐ লিপি প্রধান সহায়।

কথিত হয়,—মালবগণের জাতি-সংগঠনের সময় হইতে, ৫২৯ বৎসর অতীত হইলে, মান্দাসোর লিপি ক্ষোদিত হয়। লিপিতে সামন্ত বন্ধুবর্ম্মণের প্রসঙ্গে কুমার-গুপ্তের কাল—৪৯৩ গত-মালবাব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে। কানিংহামের সিদ্ধান্তমতে এই মালবাব্দ বিক্রম-সংবৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং ৫৭ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে উহার প্রারম্ভ বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতের আলোচনায় কানিংহামের এ মত ব্যর্থ হইয়াছে। যাহা হউক, লিপির মধ্যে কুমার-গুপ্তের নাম সন্নিবিষ্ট থাকায়, সমস্যা-নিরসনে বিশেষ সহায়তা করে।

গুপ্তরাজগণের মুদ্রাদির আলোচনায় কুমার-গুপ্তের বিদ্যমানকাল ৯৬ এবং ১৩০ গুপ্ত-সংবৎ সপ্রমাণ হয়। ভিল্‌সার স্তম্ভ-লিপিতে প্রথমোক্ত কালের এবং জেনারেল কানিংহামের আলোচিত মুদ্রাদিতে শেষোক্ত কালের উল্লেখ আছে। মানকুয়ার লিপিতে আবার ১২৯ গুপ্ত-সংবৎ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সমস্যা সমভাবেই রহিয়া যায়।

* * *

গড়-হিসাবে সামঞ্জস্য-সাধনে প্রয়াস।

এইরূপ অসামঞ্জস্যের মধ্যে, এইরূপ মত-বিরোধ ক্ষেত্রে, একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ তাই গড়-হিসাবে কুমার-গুপ্তের ১১৩ গুপ্ত-সংবৎ ধরিয়া লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সে হিসাবে, সেই মধ্য-পন্থার অবলম্বনে, মিষ্টার টমাসের মতে ১৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে, জেনারেল কানিংহামের মতে ২৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে, স্যর ক্লাইভ বেলির মতে ৩০৩-৩০৪ খৃষ্টাব্দে এবং ফ্লিটের মতে ৪৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালের সূচনা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

তার পর, বিভিন্ন পণ্ডিতের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের কাল-পরিমাণ হিসাবে কুমারগুপ্তের বিদ্যমানতা-জ্ঞাপক মালব-সংবৎ ৪৯৩—যথাক্রমে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০১, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২১৪, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৯০ এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬১-৬০ অব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ একটী নূতন অব্দের সূচনা করে।

২১৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের কতকগুলি মুদ্রা, মালব এবং কোটার উত্তরে নাগর নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। মিষ্টার কার্লাইল সর্ব্বপ্রথমে সেই মুদ্রা সাধারণ্যে প্রচার করেন। মুদ্রার

উপরিভাগে 'মালবানাং জয়' বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সেই সকল মুদ্রার লিপির অক্ষর-সমূহ—২৫০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রচলিত অক্ষর-সমূহের অনুরূপ। মালবজাতি যে মালবাব্দ প্রতিষ্ঠার এবং জাতি-সংগঠনের বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, সেই সকল মুদ্রা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়।

অন্য দিকে আবার, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে তাহাদের উল্লেখ আছে। সেখানে সমুদ্র-গুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত জাতি-সমূহের মধ্যে তাহাদের নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালেও যে তাহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল, লিপি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে, অভিনব অব্দের অস্তিত্ব মানিতে হইলে, ২২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের লোকান্তর হইতে সে অব্দের সূচনা স্বীকার করিতে হয়। * সে ক্ষেত্রে ৪৯৩ মালব-সংবৎ ২৭০ খৃষ্টাব্দে গিয়া পড়ে। সে হিসাবে কানিংহামের মতে কুমারগুপ্তের রাজত্বের দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মালবাব্দ (৪৯৩) নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে জেনারেল কানিংহাম অশোকের লোকান্তর কাল ২২৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণাব্দ হইতে গণনা করিয়া অশোকের রাজত্বের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কাল তিনি নিম্নরূপ নির্দ্দেশ করেন ; যথা,—

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ	ঘটনাবলি	বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ	রাজ্যকাল
৪৭৮	বুদ্ধশাক্য মুনির নির্ব্বাণ	১	
৩১৬	চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্য্য, ২৪ বৎসর	১৬৩	
২৯২	বিন্দুসার, ২৮ বৎসর	১৮৭	
২৭৭	… অশোক, উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা	২০৩	
২৭৬	… মহিন্দের জন্ম	২০৪	
২৬৪	অশোক, ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ, ৪ বৎসর	২১৫	
২৬০	রাজ্যাভিষেক …	২১৯	১
২৫৭	বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ …	২২২	৪
২৫৬	এন্টিওকাসের সহিত সন্ধি …	২২৩	৫
২৫৫	মহিন্দের দীক্ষা …	২২৪	৬
২৫১	গিরিলিপির প্রাচীনতম কাল …	২২৮	১০
২৪৯.	দ্বিতীয় গিরিলিপির কাল …	২৩০	১২
২৪৮	পার্থিয়ায় আর্সেকিদিগের বিদ্রোহ …	২৩১	১৩
২৪৬	বাক্ত্রিয়ায় ডিওডোটোসের বিদ্রোহ …	২৩৩	১৫
২৪৪	মোগলিপুত্তের অধিনায়কত্বে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্ঘ	২৩৫	১৭
২৪৩	মহিন্দের সিংহল-যাত্রা …	২৩৬	১৯
২৪২	বরাবর গুহা-লিপি …	২৩৭	১৯

* Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I.

পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ	ঘটনাবলি	বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ	রাজ্যকাল
২৬৪	অশোক, স্তম্ভলিপি-প্রচার	২[illegible]৫	২৭
২৩১	„ রাণী অসন্ধিমিত্তার পরলোকগমন	২[illegible]৮	৩০
২২৮	„ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ	২[illegible]১	৩৩
২২৬	„ বোধিবৃক্ষ-নাশে দ্বিতীয় রাণীর চেষ্টা	২[illegible]৩	৩৫
২২৫	„ অশোকের ভিক্ষুত্ব-গ্রহণ	২[illegible]৪	৩৬
২২৪	„ রূপনাথ এবং সাসারাম অনুশাসন প্রবর্ত্তন	২[illegible]৫	৩৭
২২৩	„ পরলোকগমন	২[illegible]৬	৩৮
২১৫	দশরথের নাগার্জ্জুন-গুহালিপি	২৬৪	...

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সেই ত্রিবিধ গণনায় দ্বিতীয় একটী অব্দের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত মুদ্রায় বা লিপি-সমূহে তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুতরাং সে গণনা পরিহার করিতে হয়।

এই গণনায় নির্ভর করিলে ৭৯৫ মালব-সংবতের কানাসায়া লিপির এবং ৯৩৬ মালব-সংবতের প্যারসপুর লিপি যথাক্রমে ৫৭২ এবং ৭০৩ খৃষ্টাব্দে যাইয়া পড়ে। কিন্তু অক্ষরাদির আলোচনায় সে কাল-নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত নহে।

অন্য হিসাবে, বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত বিক্রম-সংবৎ, গুপ্ত সংবৎ ১১৩+৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ =৪৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দ এবং মালব-সংবৎ ৪৯৩—৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দ=৪৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহাতে, সে কাল-নিরূপণ কুমার-গুপ্তের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে যাইয়া পড়ে।

যাহা হউক, এই 'মান্দাসোর' লিপির আলোচনায়, গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ ও সূচনা সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি,—

৩১৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌বারুণি গুপ্তবংশের অবসান স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রমাদ-পূর্ণ। এদিকে কুমার-গুপ্তের, তাঁহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের এবং কুমার-গুপ্তের পুত্র স্কন্দ-গুপ্তের কাল-পরিমাণ একই ক্রম অনুসারে গণনা করা হয়। সে হিসাবে, ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকালের সূচনা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

৯৪৫ বল্লভী-সংবতে উৎকীর্ণ ভারওয়াল্ক লিপি হইতেও তাহা সপ্রমাণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও সপ্রমাণ হয়—বিক্রম-সংবৎ অন্য কোনও নামে মালবজাতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; ৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সে সংবতের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়।

* * *

ফ্লিটের অলোচনার মর্ম্ম।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গবরমেণ্টের আনুকূল্যে, প্রভূত পরিশ্রমে, মিষ্টার ফ্লিট গুপ্তরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধিৎসুগণের মতের খণ্ডন করিয়া তিনি ৩১৯-৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-সংবতের সূচনা স্থির করিয়া লন।

ফ্লিট-সাহেব যে ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি।

প্রথমে আল্‌বারুণির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। * আল্‌বারুণির গ্রন্থের আলোচনায়, ফ্লিট প্রথমে একটা সূচনা স্থির করিয়া লন। তাহা এই,—

আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—'গুপ্ত-অব্দ' বা 'বল্লভী-অব্দ' নামে পরিচিত একটী অব্দ বা সংবৎ ভারতে প্রচলিত ছিল। তাহার কাল পরিমাণের সহিত ২৪১ বৎসর যোগে শক-সংবতের কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। তাহা হইলে ২৪১ শক-গতাব্দে সেই অব্দের বা সংবতের সূচনা হয়। তাহাতে ২৪১ শক-গতাব্দে, ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে, সেই 'গুপ্ত' বা 'বল্লভী' কালের প্রারম্ভ নির্ণীত হইতে পারে।

রিণোর অনুবাদে বুঝা যায়,—৩১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুপ্ত-বংশীয় আদি-নৃপতিগণ বিদ্যমান ছিলেন। লিপি এবং মুদ্রাদির আলোচনায়ও তাহা সিদ্ধান্তিত হয়।

৫২৯ মালব সংবতে উৎকীর্ণ 'মান্দাসোর লিপি' অনুসারে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে 'গুপ্ত বা বল্লভী কালের আরম্ভ। গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠার পর হইতে স্কন্দ-গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত যে সকল গণনার (কালের) নির্দ্দেশ আছে, তাহা এই কাল-গণনার অনুকূল নহে। ইরানের লিপির গণনা-ক্রমও 'গুপ্তকাল' নির্ণয়ের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। মোর্ব্বিতে প্রাপ্ত জয়ন্তদেবের, নেপালের মানদেবের এবং প্রথম শিবদেবের লিপির কালাদিও এ আলোচনার সহায়ক নহে।

* * *

বেরাবেল লিপির প্রসঙ্গ।

স্তরাং কি ভাবে অগ্রসর হইলে কাল-নির্দ্ধারণের প্রকৃত পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হয়। সহসা বেরাবেল লিপির প্রতি ফ্লিট দৃষ্টি-সঞ্চালন করেন। বেরাবেল লিপি—৯২৭-৯৪৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ, সপ্রমাণ হয়। ঐ লিপিতে বল্লভী-সংবৎ ব্যবহৃত হইবার প্রমাণও পাওয়া যায়।

বেরাবেলের লিপি হইতে সপ্রমাণ হয়,—২৪১ শক-সংবৎ গতে অর্থাৎ ৩১৯-৩২০ খৃষ্টাব্দে 'বল্লভী' অব্দ প্রচলিত ছিল। বিবিধ আলোচনায় ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্যই স্থির থাকে।

---

* অধ্যাপক রাইট আল্‌বারুণির প্রয়োক্ত আলোচ্য অংশের যে অনুবাদ মিষ্টার ফ্লিটকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই,—"And as regards Gupta era, they were, as is said, a people wicked and strong and so after they perished it was dated by them. And as if that Balabhi was the last of them. And behold the first of their era also posterior to Saka Era 241. And the era of astronomers is posterior to Saka era 587. And so then the years of the era of Sri-Harsha to our year that is used as an example 1488 and the year of Bikramaditya 1088 and Saka era 953 and the era of Balabhi which is also Gupta era 712." মিষ্টার রাইটের মতে 'উরিখা বিহিম' বাক্যাংশের "It was dated by them", "there was a dating by them", অথবা "people dated by them" এই ত্রিবিধ অর্থ হইতে পারে। তাঁহার মতে, গুপ্তগণের ধ্বংস সাধনের পর হইতেই যে গুপ্তকালের আরম্ভ হয়, আল্‌বারুণির উক্তিতে তাহা স্পষ্ট বুঝায় না। তবে, টানিয়া বুনিয়া সে অর্থও যে পরিগ্রহণ না করা যায়, তাহাও নহে। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—"The Guptas had been so powerful that, even when they were dead and gone, people still used their era to date by" হওয়াই সঙ্গত।

পৃঃ—ই। ৮খ—২৬

তখন 'গুপ্তকাল' সম্বন্ধে আলোচনার পথ আর একটু প্রশস্ত হয়। ফ্লিট স্থির করেন,—'গুপ্ত-কাল—গুপ্ত-গণের প্রবর্ত্তিত না হইলেও, ৩১৯ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে গুপ্ত-গণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

* * *

লিপির কাল-নির্দ্দেশে।

তখন বালকৃষ্ণ শঙ্কর দীক্ষিতের সহায়তায় লিপি-সমূহ হইতে ফ্লিট এক 'কাল' নির্দ্দেশ করেন। ফ্লিটের সে সিদ্ধান্ত এইরূপ,—

(১) এরণ-স্তম্ভে বুদ্ধগুপ্তের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে গুপ্ত-সংবৎ ১৬৫ চলিতাব্দ=শক ৪০৬ চলিতাব্দ।

(২) টডের প্রকাশিত বেরাবেল শিলালিপিতে বল্লভী-সংবৎ ৯৪৫=শক ১১৮৬ গতাব্দ।

(৩) পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজীর প্রকাশিত বেরাবেল শিলালিপিতে বল্লভী সংবৎ ৯২৭=শক সংবৎ ১১৬৭ গতাব্দ।

(৪) কয়রা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রফলকে বল্লভী-সংবৎ ৩৩০=শক-সংবৎ ৫৭০ গতাব্দ।

(৫) নেপাল হইতে পণ্ডিত ভগবানলাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত মানদেবের শিলাফলকে* চলিত গুপ্ত-সংবৎ ৩৮৬=শক-সংবৎ ৬২৭ চলিতাব্দ।

(৬) মোর্ব্বিতে প্রাপ্ত জয়ঙ্কদেবের তাম্রশাসনে গুপ্ত-সংবৎ ৫৮৫ গতাব্দ=শক-সংবৎ ৮২৬ ও ৮২৭ গতাব্দ।

(৭) পরিব্রাজক (মহারাজ হস্তিন) তাম্রফলকে ১৫৬ চলিতাব্দ=৪৭৫-৭৬ চলিত-খৃষ্টাব্দ এবং ১৬৩ চলিত-গুপ্তাব্দ=৪৮২-৮৩ চলিত-খৃষ্টাব্দ, ১৯১ চলিত-গুপ্তাব্দ=৫১০-৫১১ চলিত খৃষ্টাব্দ, ২০৯ চলিত গুপ্তাব্দ=৫২৮-২৯ চলিত খৃষ্টাব্দ।

(৮) অর্জ্জুনদেবের 'ভারওয়াল' লিপিতে ৯৪৫ চলিত-গুপ্তাব্দ=১২৬৪-৬৫ চলিত খৃষ্টাব্দ।

এই প্রকারে কাল-পরিমাণ-নির্দ্ধারণে একই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। বুঝা যায়—গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ ০=৩১৯-২০ চলিত খৃষ্টাব্দ এবং শক-সংবৎ ২৪২=গুপ্ত-সংবৎ ১। সুতরাং ২৪১ গত শকাব্দে এবং ২৪২ চলিত শকাব্দে অর্থাৎ ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ফ্লিট সাহেব গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ নির্ণয় করেন।

সে হিসাবে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ হইতে ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গুপ্ত-কালের সূচনা; আর ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী হইতে ৩২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহার প্রথম বর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। †

---

* মিষ্টার ফ্লিট মানদেবের শিলালিপির কাল ৩৮৬ গুপ্ত-সংবৎ বলিয়া উল্লেখ করেন। ডক্টর হর্ণেলও তাঁহারই অনুবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (*Journal of the Royal Asiatic Society* of Bengal for 1889). অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন না।

† বুদ্ধগুপ্তের এরণ স্তম্ভলিপির গুপ্ত-সংবৎ চলিত ১৬৫=৪৮৪-৪৮৫ চলিত খৃষ্টাব্দ। শকাব্দ হিসাবে চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের ১ম দিনে অর্থাৎ ৪৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ হইতে ৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ। পরিব্রাজক হস্তিনের শাসনের ১৫৬ চলিতাব্দ=৪৭৫-৪৭৬ চলিত খৃষ্টাব্দ। পূর্ব্বোক্ত শক-সংবৎ হিসাবে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দের

এদিকে আবার কয়রা তাম্রশাসনের ৩৩০ বৎসর এবং ভারওয়াল লিপির গুপ্ত-বল্লভী সংবৎ ৯২৭ একটু স্বতন্ত্রতা-সূচক। সে মতে, চলিত গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ ৩৩০=৬৪৮-৪৯ চলিত খৃষ্টাব্দ এবং বল্লভী-সংবৎ ৯২৭=১২৪৫-৪৬ চলিত খৃষ্টাব্দ।

এই যে সামান্য ইতর-বিশেষ, গুপ্ত-কালের আদি গণনা-পদ্ধতিতে কথঞ্চিৎ পার্থক্য-সাধনই ইহার কারণ। তাই, বিরুদ্ধবাদীর অনুমোদিত না হইলেও, ফ্লিট সাহেব সর্ব্বত্র চলিতাব্দ হিসাবে কাল-গণনা করিয়াছেন।

* * *

প্রতিবাদে বক্তব্য।

কোনও কোনও পণ্ডিত তাহাতে আপত্তি তুলিয়া কহিয়াছেন,—"ফ্লিট-সাহেব কেন যে গুপ্ত-সংবৎকে গতাব্দ না ধরিয়া চলিতাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোনও কারণ নির্দ্দেশ নাই। সেইজন্য পরিশেষে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

আল্‌বারুণি স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—বিক্রম-সংবৎ ১০৮৮, শক সংবৎ ৯৫৩ এবং বল্লভী বা গুপ্তকাল ৭১২ পরস্পর অভিন্ন। তাহা হইলে গুপ্তসংবৎ ১=শকাব্দ ২৪১=বিক্রম-সংবৎ ৩৭৬। এরূপস্থলে গুপ্ত-সংবৎ ০=শক-সংবৎ ২৪০।

সুতরাং যখন ২৪১ শক-গতাব্দ তখন ১ গুপ্ত-সংবতও গত ধরিতে হয়। এরূপ স্থলে ফ্লিটের মতে ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ না ধরিয়া ৩১৮-১৯ খৃষ্টাব্দই গুপ্ত-সংবতের আরম্ভকাল বলা সঙ্গত।

এরূপ মন্তব্যের কারণ এই যে,—৫৮৫ গুপ্তকাল গতে ফাল্গুন মাসে শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে মোর্ব্বির তাম্রফলক উৎকীর্ণ হয়। এই তাম্রশাসন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। ফ্লিট-সাহেবের মতে ৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ঐ গ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রহণের ৯ মাস ৪ দিন পরে ঐ তাম্রফলক উৎকীর্ণ হয়।

কিন্তু ৮২৫ শক গতাব্দে কার্ত্তিক বা মার্গশীর্ষে অর্থাৎ ৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখেও এক গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রহণ উক্ত তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইবার ৩ মাস ৪ দিন পূর্ব্বে ঘটে। গ্রহণের অল্পকাল পরেই তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইবার কথা। বিশেষতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যগ্রহণের কথা উক্ত না হইয়া যে ঐ গ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহণের কথা লিখিত হইবে,

---

২১এ ফেব্রুয়ারী হইতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত। ঐ শাসনের চলিতাব্দ ১৬৩=৪৮২-৮৩ চলিত খৃষ্টাব্দ; ৪৮২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ হইতে ৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত; ১৯১ চলিতাব্দ=৫১০-১১ চলিত খৃষ্টাব্দ;—৫১০ খৃষ্টাব্দের ২০এ ফেব্রুয়ারী হইতে ৫১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত। ২০৯ চলিতাব্দ=৫২৮-২৯ চলিত খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৫২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ হইতে ৫২৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ এ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। মানদেবের নেপাল লিপির ৩৮৬ চলিতাব্দ=৭০৫-৭০৬ চলিত খৃষ্টাব্দ;—৭০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ হইতে ৭০৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত। অর্জ্জুনদেবের ভারওয়াল লিপির ৯৪৫ চলিতাব্দ=১২৬৪-৬৫ চলিত খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ শককালানুসারে হিসাবে ১২৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ হইতে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত। গুপ্তবল্লভী সংবৎ ৩৩০ চলিতাব্দ=৬৪৮-৪৯ চলিত খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত। বল্লভী-সংবৎ ৯২৭ চলিতাব্দ=১২৪৫-৪৬ চলিত খৃষ্টাব্দ অথবা ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর হইতে ১২৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত। Cf. *Indian Eras* and C. Potell's *Chronology*.

তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যখন শক ৮২৬ গতাব্দ ও গুপ্ত-সংবৎ ৫৮৫ গতাব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন ২৪১ শক-সংবৎ (গত) = ১ গুপ্তকাল (গত) স্বীকার করিতে হইবে।

গুপ্তরাজগণের সমস্ত শিলালিপি আলোচনা করিলে ৩১৯ খৃষ্টাব্দই গুপ্তকালের প্রারম্ভ স্বীকার করিতে হয়। ডাক্তার পিটার্স ন, ভাণ্ডারকার এবং ওল্ডেনবর্গ এই মতের পরিপোষক। তাঁহারা নানা কারণে ফ্লিটের মত সমীচীন বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদিগের চলিত ও গত কাল সংক্রান্ত বিরুদ্ধ যুক্তির আলোচনায় ফ্লিট সাহেব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে কাল-গণনা চলিতাব্দের হিসাবই স্থিরীকৃত হইয়াছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

* * *

বিরুদ্ধমত-খণ্ডনে যুক্তি।

ফ্লিটের মতে, জ্যোতির্ব্বিদগণ তাঁহাদের গণনায় যে অব্দ বা কাল ব্যবহার করেন, গতাব্দ হিসাবেই তাহা গণনা করা হয়। ভারতের প্রদেশ-বিশেষে ব্যবহৃত অব্দ বা কাল সম্বন্ধে কোনও বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলে অর্থাৎ কাল-গণনার কোনও নির্দিষ্ট ধারার উল্লেখ না থাকিলে, সে ক্ষেত্রে তাহাকে গতাব্দ হিসাবে গণনা করাই বিধেয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভোজদেবের দেওগড় লিপির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে মাত্র ৭৮৪ শকাব্দ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উহা চলিতাব্দ কি গতাব্দ, সেখানে তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। সে ক্ষেত্রে লিপির অনুবাদকালে তাহাকে চলিতাব্দই ধরিতে হইবে। কিন্তু কাল-গণনায় তাহার স্থান—গতাব্দে।

জ্যোতিষের গণনায়, বিলুপ্ত-কালের নির্দ্ধারণে, এ বিধি অবলম্বিত হয় না। বিক্রম-সংবৎ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ৫২৯ গত মালব-সংবতের মান্দাসোর লিপির এবং ১২৮৩ গত বিক্রম-সংবতের জয়ন্তসিংহ-প্রদত্ত কাড়ি তাম্রফলকের কাল-গণনায় গতাব্দের হিসাবে ধরা হয়।

কিন্তু চলিতাব্দও যে লিপিসমূহে ব্যবহৃত হইত, মহীপালের উৎকীর্ণ গোয়ালিয়রের 'সাস্‌বাহু' মন্দির-গাত্রস্থিত লিপিই তাহার প্রমাণ। এই লিপিতেই সর্ব্বপ্রথম ১১৪৯ গতাব্দ এবং ১১৫০ চলিতাব্দ, অক্ষরে এবং সংখ্যায়, লিখিত আছে। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—এই লিপির কাল—'গুপ্ত-বল্লভী' কাল। সে কাল-গণনা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গণনাঙ্কে ব্যবহৃত হয় নাই।

'গত' বা 'চলিত' হিসাবে গুপ্ত-বল্লভী কালের উল্লেখ কোথাও নাই। সে ক্ষেত্রে গণনাঙ্কের সাধারণ নিয়মানুসারে উহাকে চলিতাব্দ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা উচিত।

বিশেষ অনুসন্ধানে মাত্র এক স্থলে গুপ্তকালের 'গতাব্দ' হিসাব দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জয়ন্তের মর্ব্বি-তাম্রশাসন উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই শাসনে ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে এক সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। তাহাতে প্রতীত হয়, সেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে মর্ব্বির দানপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কি মাসের কোন্ দিনে কোন্ সময়ে সেই সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয়, সেখানে তাহার উল্লেখ নাই।

সেই সূর্য্য-গ্রহণকে ফ্লিট ৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বরের সূর্য্যগ্রহণের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করেন। সে হিসাবে ৫৮৫ গতাব্দ আর ৫৮৬ চলিতাব্দ = ৯০৪-৯০৫ খৃষ্টাব্দ প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপ, গতাব্দ হিসাবে গণনায়, বুদ্ধগুপ্তের এরাণ স্তম্ভলিপির ১৬৫ অব্দ সে হিসাবে ৪৮৪-৪৮৫ চলিতাব্দ। অন্যান্য কাল সম্বন্ধেও ইহাই সিদ্ধান্ত। ফলতঃ, আলোচ্য গুপ্ত-কালের আদি-কাল এবং গণনা-পদ্ধতির নির্দ্দেশে ৩১৮-১৯ চলিতাব্দ ধরা যাইতে পারে। শক-সংবৎ হিসাবে গণনায় ৩১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সময়ে তাহার প্রারম্ভ সূচিত হয়।

৩৩০ অব্দের কয়রা তাম্রশাসনের এবং ৯২৭ গুপ্ত-বল্লভী সংবতের ভারওয়াল লিপির কালের সহিত সামঞ্জস্য-সাধনে সমসাময়িক অপরাপর কাল-নিরূপণে, ৩১৭-৩১৮ চলিতাব্দের কাল-সংখ্যা অথবা বিক্রম-সংবৎ হিসাবে ৩১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর হইতে ৩১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কাল-নিরূপণ সূত্রে আলোচ্য অব্দের কাল-সংখ্যা গণনা করিতে হয়।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় কথিত সূর্য্যগ্রহণ এবং ৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে সংঘটিত সূর্য্যগ্রহণ অভিন্ন প্রতিপন্ন হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত লিপির ৫৮৫ গতাব্দ এবং ৫৮৬ চলিতাব্দ = ৯০৫-৯০৬ চলিত খৃষ্টাব্দ ধরিতে হইবে।

এইরূপে, আলোচনায় প্রতীত হয়,—গণনার বিশিষ্ট ধারা বা প্রণালীর উল্লেখ না থাকায় গুপ্ত-বল্লভী সংবতের কাল—চলিতাব্দ হিসাবেই গণনা করিতে হইবে। লুপ্ত-কালের গণনায় এই গণনা পদ্ধতিই সঙ্গত তদ্ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। *

গুপ্ত-কালের প্রারম্ভ।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায়, মিষ্টার ফ্লিটের সিদ্ধান্তক্রমে গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ ০ = ৩১৯-২০ চলিত এবং গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ ১ = ৩২০—২১ চলিত খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইল। ফ্লিটের এ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু কি উপলক্ষে কোন্ নৃপতি কর্ত্তৃক গুপ্তকালের সূচনা ও প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—৩১৮, ৩১৯ অথবা ৩২০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার সমসময়ে, কোনও বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে, আলোচ্য গুপ্তকালের প্রারম্ভ সূচনা হইয়াছিল। সে হিসাবে, গুপ্তকালের আদি-নির্ণয়ে ৩২০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার সমসময়ে কোনও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়।

ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায়, গুপ্ত-কাল-প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী নয় শত বৎসরের মধ্যে গুপ্তগণের অথবা বল্লভীদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূচক কোনও বিশিষ্ট ঘটনার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। আবার আলোচ্য গুপ্ত-বল্লভী কাল, বল্লভীদিগের কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহাও নিঃসন্দেহ।

---

* *Indian Antiquary*, Vol. VI; Vide also the same, Vols. V. VII, VIII. IX. XV, XI, XIV and VI, & I. *Archaeological Survey of Western India*, Vol. III; *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society* Vol. XI.

কারণ,—প্রায় ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া বল্লভীগণ করদ-মিত্র রাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা 'সেনাপতি' ও 'মহারাজ' উপাধিতে সময় সময় বিভূষিত হইয়াছেন মাত্র। কিন্তু অব্দ-প্রতিষ্ঠার স্বাধীন ক্ষমতা তাঁহারা কখনও প্রাপ্ত হন নাই। সেনাপতি ভট্টারক, এই বল্লভী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র মহারাজ প্রথম ধ্রুবসেনের কাল—২০৭ অব্দ। সে হিসাবে, সেনাপতি ভট্টারক কর্ত্তৃক বল্লভী বংশ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই সে কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপ, গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ উভয়েই করদমিত্র সামন্ত-রাজ ছিলেন। তাঁহাদের অব্দ প্রতিষ্ঠার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না,—তাহাও বুঝা যায়।

গুপ্তবংশের প্রথম একছত্র সম্রাট—ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত। তিনি যদি এই গুপ্ত-কালের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই কাল-গণনার সূচনা হয়। কিন্তু তাহাতে বুঝা যায়,—তাঁহার পিতামহ মহারাজ গুপ্তের সময়ে সে কাল প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এতৎপ্রসঙ্গে হর্ষাব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হর্ষের অব্দ তাঁহার রাজ্য-কাল হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি ঐ বংশের তৃতীয় নৃপতি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় নৃপতি, তাঁহার পিতা ও পিতামহের (প্রভাকরবর্দ্ধন এবং দ্বিতীয় রাজ্যবর্দ্ধন) রাজ্যকাল হইতে ঐ কাল-গণনা আরম্ভ হয় নাই।

এইরূপ, পশ্চিম চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য যখন 'চালুক্য-বিক্রম-কাল' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ গণনাঙ্কের বহির্ভূত রহিয়া যান। তখন তিনি তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তির সময় হইতেই উক্ত কালগণনা সূচনা করেন।

গুপ্তকালের আলোচনায়ও সেই সিদ্ধান্তই মনে আসে। বলিতে হয়,—প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত যখন একছত্র সম্রাট হন, তখন হইতেই কালগণনা সূচিত হইয়াছিল। ফলতঃ, যে ভাবে যে দৃষ্টিতেই দেখি—যে ভাবে যে রূপেই আলোচনা করি, সিদ্ধান্ত এই হয় যে,—প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নৃপতির রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে উহার গণনা সূচিত হয় নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও, প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল হইতে গুপ্তকালের সূচনা সপ্রমাণ করিতে গেলে, নানা সংশয় আসিয়া পড়ে।" সে সংশয় সমস্যা—গুপ্তবংশের বিভিন্ন নৃপতির কাল-নিরূপণ উপলক্ষেই সংসূচিত হইয়া থাকে।

* * *

সংশয়-সূচনায়।

৯৬ হইতে ১৩০ গুপ্তাব্দের মধ্যে প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের প্রপৌত্র কুমার-গুপ্তের বিদ্যমানকাল সাব্যস্ত হয়। পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে মানকুয়ার লিপির ১২৯ অব্দই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এ হিসাবে বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যের প্রারম্ভ ধরিয়া লইয়া, কুমার-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ১২৯ বৎসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ১২৯ বৎসরে চারি পুরুষের রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। তাহাতে চারি জন নৃপতির প্রত্যেকের রাজ্যকাল গড়ে ৩২ বৎসর ৩ মাস পাওয়া যায়।

আবার যদি আমরা চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত ১২৯ বৎসর ধরিয়া লই; তাহা হইলে চারি পুরুষে চারি জন নৃপতির প্রত্যেকের রাজ্যকাল গড়ে ৩২ বৎসর ৩ মাস নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ গড় হিসাবে, উভয়বিধ গণনায় ২০ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায়।

এদিকে আবার, যদি কুমার-গুপ্তের রাজ্যাবসান পর্য্যন্ত গণনা না করা যায়, তাহা হইলে সাঞ্চী-স্তূপের ৯৩ অব্দে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যাবসান নির্দ্দেশ করিলেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সে হিসাবে তিন জন নৃপতির রাজ্যকাল ৯৩ বৎসর, আবার প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত হইতে তিন পুরুষের রাজ্যকাল ১১৩ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু পশ্চিম-চালুক্য-বংশাবলির আলোচনায় এই গড় হিসাবে বর্ষ পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।

৯৩০ শক-সংবতে চালুক্য-নৃপতি পঞ্চম বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়, এবং ১০৬০ শক-সংবতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয়—তাঁহার পরবর্ত্তী তৃতীয় পুরুষে তৃতীয় সোমেশ্বর বর্ত্তমান ছিলেন। ৯৩০ শক-সংবতে পঞ্চম বিক্রমাদিত্যের বয়স যদি ২০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে গড়ে চারি জন নৃপতির রাজ্যকালের পরিমাণ ১৫০ বৎসর হইতে পারে। সে মতে প্রতি জনের রাজ্যকাল ৩৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়।

কিন্তু শক-সংবৎ ৯৩০ হইতে ১০৩০ শক-সংবতের মধ্যে ছয়টী রাজার রাজ্যকালের পরিচয় পাই। তাহাতে ১৫০ বৎসর পূরণে প্রতি জনের রাজ্যকাল ২৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এ হিসাবে গুপ্ত-বংশের প্রথম চারি জন নৃপতির প্রত্যেকের রাজ্যকালের সহিত প্রায় সাত বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়।

তার পর, ৮৯৫ শক-সংবতে দ্বিতীয় তৈলের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৮৪ শক-সংবতে তৃতীয় তৈলের লোকান্তর পর্য্যন্ত পশ্চিম চালুক্য-রাজবংশের রাজ্যকাল—১৯০ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম চালুক্য-বংশের দশ জন রাজার পরিচয় পাই। তাহা হইলে, হিসাবে প্রত্যেকের রাজ্যকাল গড়ে ১৯ বৎসর হয়।

ফ্লিটের সিদ্ধান্তক্রমে, পূর্ব্বোক্ত চালুক্য-বংশীয় নৃপতিগণের হিসাবে, চারি জন নৃপতির প্রত্যেকের ৩২ বৎসর রাজ্যকাল সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল হইতে যে গুপ্তকাল-গণনার সূচনা হয় নাই, পরন্তু গুপ্ত-বংশীয় আদি-নৃপতিগণ অন্য কোনও বংশের অব্দ বা কাল পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন,—ফ্লিটের মতে তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* * *

আভ্যন্তরিণ প্রমাণ।

গুপ্ত-বংশের আদি-নৃপতিগণ প্রথমতঃ সামন্ত-নৃপতি ছিলেন। এই বংশের তৃতীয় নৃপতি প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মহারাজ গুপ্ত হইতে কুমারগুপ্ত পর্য্যন্ত—গুপ্ত-বংশের প্রথম দুই জন সামন্ত এবং তৎপরবর্ত্তী চারি জন নৃপতি স্বাধীন। প্রত্যেকের রাজ্য-কাল গড়ে ২০ বৎসর হিসাবে গণনা করিলে, ৩২০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গুপ্তের রাজ্যকালের প্রারম্ভ স্থিরীকৃত হইতে পারে।

এখন মহারাজ গুপ্তের যিনি প্রভুস্থানীয় অর্থাৎ মহারাজ গুপ্ত যাঁহার অধীন ছিলেন, সেই নৃপতির সন্ধান পাইলেই গুপ্তকালের প্রারম্ভ নির্ণীত হয়। কারণ, তিনিই যে গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তক, সে ক্ষেত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু তাহাতে আর এক সমস্যা আসিয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়,—প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত এবং তাঁহার পরবর্ত্তিগণ যখন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারা নিজে কোনও অব্দ প্রবর্ত্তন না করিয়া অপরের অথবা তাঁহাদের পূর্ব্বতন অধিস্বামীর প্রবর্ত্তিত অব্দ কেন ব্যবহার করিবেন? সে অব্দের ব্যবহার যে তাঁহাদের পক্ষে গৌরবজনক নহে, তাহা তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে,—সেরূপ অব্দের ব্যবহারে তাঁহাদের গৌরব নষ্ট হইয়া, অব্দ-প্রবর্ত্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। এই সকল বিষয় বুঝিয়াও তাঁহারা সে গৌরবহানিকর কার্য্য কেন করিতে যাইবেন, হৃদ্গম্য হওয়া সুকঠিন? এ সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নহে।*

যাহা হউক, গুপ্তদিগের প্রাচীন লিপি বা মুদ্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোনও তথ্যই লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আজি পর্য্যন্ত এমন কোনও ভারতীয় নৃপতির পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই নাই, ৩২০ খৃষ্টাব্দে যাঁহার রাজ্যকাল আরম্ভ হইয়াছিল। ৩২০ খৃষ্টাব্দে এমন কোনও বিশিষ্ট ঘটনাও সংঘটিত হইতে দেখি না, যাহা অবলম্বন করিয়া এই কালের আরম্ভ সূচনা হয়! অথবা গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়কালে কিংবা তাহার পূর্ব্বে এমন কোনও নৃপতির পরিচয় পাই না— যিনি 'গুপ্ত-কাল' ব্যবহার করিতেন। সুতরাং এ সমস্যার নিরসন কি প্রকারে হইতে পারে?

এ প্রসঙ্গে কেহ কেহ মধ্য-ভারতের কলচুরি-বংশের ইতিবৃত্তের প্রতি লক্ষ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পরিব্রাজক-মহারাজ হস্তিনের এবং মহারাজ উচ্ছকল্পের দলিলাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচনায় তাঁহারা স্থির করেন,—গুপ্তবংশের প্রথম আমলে কলচুরি অব্দ এবং কলচুরি রাজবংশ বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই সেই অব্দ, গুপ্ত-গণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সে সিদ্ধান্তও যুক্তিমূলক নহে। কারণ, গুপ্ত-কালের আদিনির্দ্দেশে কলচুরি অব্দের সম্বন্ধ-সূচনা কোনক্রমেই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। সে সময় কলচুরি-রাজ্য মধ্যভারতের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র এক ভূমিখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। কলচুরিগণ গুপ্তদিগের অধিস্বামী উত্তর ভারতের রাজন্যগণের সমসাময়িক ছিলেন। তদ্ভিন্ন, কলচুরিদিগের প্রভুত্ব-পরিচয়ের নিদর্শন কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত,—৩১২-৩১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্ধ্রুরাজ গোতমীপুত্র পশ্চিম ভারতের রাজধানী বল্লভী-নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে অব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুপ্ত-বংশের মহারাজ গুপ্ত, অন্ধ্রুরাজ গোতমীপুত্রের একজন অধীন সামন্ত ছিলেন। অন্ধ্রুদিগের এই পরিচয় ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই। সুতরাং ফার্গুসনের সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়।

* বল্লভীগণ গুপ্তকাল ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, তাঁহারা কখনও গুপ্তকাল ব্যবহারে আপনাদিগকে হীনগৌরব বলিয়া মনে করেন নাই। পশ্চিমভারতের বৈদেশিক আক্রমকারিগণ গুপ্ত-প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সেনাপতি ভট্টারক সেই আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করেন। তিনিও সম্ভবতঃ আদি. গুপ্তনৃপতিদিগের সামন্ত ছিলেন। কনৌজ-রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে চতুর্থ ধর্ম্মসেন তখন একছত্র সম্রাট হন। কিন্তু বল্লভীদিগের কেহই কোনও সময়ে গুপ্তকালের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

ডক্টর ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে, ১৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, গোতমীপুত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। ভাণ্ডারকারের এই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিতে গেলে, একটী বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে এমন একটী বিশিষ্ট ঘটনার সন্ধান করিতে হয়,—যাহার সহিত তিনটী বিষয়ের সম্বন্ধ সূচিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে ঘটনার সহিত গুপ্ত-বংশের সম্বন্ধ সংরক্ষণের আবশ্যক হইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ-বংশের অবসান এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট-বংশের অভ্যুদয়ের সূচনা করিতে হয়।

রাষ্ট্রকুট-বংশ যে কখনও কোনও অব্দ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সূত্র সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ক্ষত্রপ-বংশের ইতিবৃত্তে, ক্ষত্রপগণ কর্ত্তৃক 'গুপ্ত-অব্দ' ব্যবহারেরও কোনও নিদর্শন নাই। সুতরাং সকল সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়।

তাই পণ্ডিতগণ স্থির করেন—উত্তর-ভারতের কোনও 'ইন্দো-সিদীয়' বা শক-নৃপতি, মহারাজ গুপ্তের, ঘটোৎকচের এবং প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের অভ্যুদয়ের প্রথম ভাগে বিশেষ পরাক্রম-শালী ছিলেন। গুপ্ত, ঘটোৎকচ, চন্দ্র-গুপ্ত প্রভৃতি প্রথমে তাঁহারই সামন্ত ছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সেই শক-নৃপতির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। শক-নৃপতি 'শকাব্দ' ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়,—কিবা শকাব্দ, কিবা বিক্রমাব্দ—কোনটীই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গণনায় ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং কোনটীই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অতএব কাল-গণনায় গুপ্তগণ যে রূপান্তরে বা নামান্তরে ঐ অব্দ-দ্বয়ের কোনও একটীর ব্যবহার করিতেন, সে সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

তাই প্রতিপন্ন হয়,—বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দ মালব-জাতিই ব্যবহার করিতেন। মলবদিগের রাজ্যের যে যে অংশে মালবাব্দের প্রচলন ছিল, তাহার কোনও অংশই সমুদ্র-গুপ্তের পূর্ব্বে গুপ্তদিগের শাসনাধীনে আসে নাই। গুপ্ত-গণের প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ যে কলিযুগাব্দের উল্লেখ করেন, সে কলিযুগাব্দও গুপ্তগণ জানিতেন না। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়,—ভারতে তৎকালে এমন কোনও অব্দ প্রচলিত ছিল না, যাহা গুপ্তকালের আদিভূত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* * *

বহিঃপ্রমাণ।

এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতের বহিঃপ্রদেশে সেরূপ কোনও অব্দ প্রচলিত ছিল কিনা। এই উপলক্ষে প্রথমে নেপালের শিবদেবের এবং অংশুবর্ম্মণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। তাঁহাদের কাল তুলনায় সমালোচনা করিলে বুঝা যায়,—ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্তের বহির্ভাগে, নেপালে, গুপ্ত-কাল প্রচলিত ছিল। ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মানদেবের লিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মানদেব প্রভৃতি নেপালে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অবশ্য অনেকে নেপালাব্দের সহিত গুপ্ত-কালের কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—নেপালে অব্দ প্রতিষ্ঠার অথবা নেপাল হইতে অব্দ গ্রহণের সহিত বলভী-দিগের কোনই সংশ্রব ছিল না। ভট্টারক হইতে পরবর্ত্তী ছয় সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বলভীগণ 'সেনাপতি মহারাজ' নামে অভিহিত হইতেন। তাহাতে বুঝা যায়,—তাঁহারা অন্য কোনও রাজার অধীন ছিলেন। বলভীগণ নেপালে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন অথবা নেপালের

প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল, সে প্রমাণেরও অসদ্ভাব। বল্লভীদিগের মধ্যে চতুর্থ দর্শসেনই প্রথম 'একছত্র সম্রাট'। তাঁহার উপাধি—'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' ও 'পরমেশ্বর'। ৩২৬ বা ৩৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যারম্ভ। তাঁহার 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিও ছিল। তিনি বল্লভী-বংশের অন্যান্য নৃপতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে যদি আমরা বল্লভীদিগের প্রথম রাজ্যকাল ৩২৬ গুপ্তাব্দ—৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ কালাবর্ত্ত হিসাবে গণনা করি, তাহা হইলে দর্শসেনের শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক উপাধিগ্রহণের কাল—৬৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে আসিয়া পড়ে। 'মাতোয়ান-লিনের' মতে ঐ সময় রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ফলে, হর্ষবর্দ্ধন লোকান্তরিত হন। হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তরে কনোজ-রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়। তখন নেপালে অংশুবর্ম্মণ এবং মগধে আদিত্যসেন 'একছত্র' সম্রাট। সুযোগ বুঝিয়া পশ্চিম ভারতের চতুর্থ দর্শসেনও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এক্ষণে ৩২৬ অব্দ ধরিয়া গণনা করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন কাল যথাক্রমে ৪০৩ খৃষ্টাব্দে, ৪৯২ খৃষ্টাব্দে এবং ৫১৬ খৃষ্টাব্দে আসিয়া পড়ে। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভূভাগে দর্শসেনের অধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এমন কি, গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল। মাতোয়ান-লিনের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দর্শসেনের প্রভুত্ব-বিস্তৃতির পরিচয় যথার্থ হইলে, বল্লভীদিগের সনন্দাদিতে তাহার কেন-না-কোনও নিদর্শন অবশ্যই পরিদৃষ্ট হইত কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাই নাই। বল্লভী-বংশের ইতিবৃত্তে কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক ভারতের এত দূরবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্যবিস্তারের অথবা রাজ্য-বিজয়ের দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই না। তবে ভট্টারক যে মৈত্রকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সে ঘটনার বিবৃতি দেখি। কিন্তু মৈত্রকগণ তাদৃশ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন নহেন; তাঁহাদের রাজ্য বল্লভী-রাজ্যের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।

তর্কচ্ছলেও যদি দর্শসেনের নেপাল-বিজয় কাহিনী যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলেও দর্শসেন কেন যে ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত নেপালাব্দ রাজ্য-মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

তিনি নিজে গুপ্ত-কাল ব্যবহার করিতেন; তাঁহার পরবর্ত্তি-গণও সেই গুপ্ত-কালই কাল-গণনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন;—এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান। সুতরাং সেই গুপ্ত-কালের পরিবর্ত্তে তিনি নেপালে বা তাঁহার অন্য কোনও বিজিত রাজ্যে গুপ্ত-কাল ভিন্ন অন্য অব্দের প্রবর্ত্তন কেন করিবেন?

সুতরাং নেপালে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে চতুর্থ দর্শসেন প্রভুত্ব বিস্তারে সমর্থ হন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। অথবা নেপালের কোনও অব্দও 'গুপ্ত-কাল' বা 'গুপ্তাব্দ' নামে এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল না, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

* * *

ঐতিহাসিক নিদর্শন।

তার পর ঐতিহাসিক উপাদান হইতে এ সম্বন্ধে আর কি তথ্য নির্ণীত হইতে পারে, তাহা আলোচনা করিতেছি।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ নেপাল হইতে যে সকল লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত-ক্রমে, ৬৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের কাল নির্দ্দেশ হয়। তখন যে সকল বংশের নৃপতিগণ নেপালে রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাস সেই লিপির মধ্যে প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারি,—তখন নেপালে দুইটী রাজবংশ একই সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত ও বংশগত পার্থক্য ছিল। 'নেপাল-বংশাবলীর' মতে, এক বংশের নাম—'ঠাকুরী বংশ; এবং অন্য বংশের নাম লিচ্ছবী বংশ। ঠাকুরী বংশ হর্ষাব্দ ব্যবহার করিতেন; কৈলাসকুতভবন তাঁহাদের প্রধান নগর ছিল।

'বংশবলির' মতে লিচ্ছবীগণ সূর্য্য-বংশ সম্ভূত। মানগৃহ—তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহারা গুপ্তকালাবর্ত্ত সম্বলিত অব্দ ব্যবহার করিতেন। লিচ্ছবিদিগের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। ফা-হিয়ান এবং হিউয়েনৎ-সাঙের বর্ণনায় তাঁহাদিগকে বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বুঝা যায়।

লিচ্ছবি-বংশের আদিভূত প্রথম জয়দেবের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে ৩৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। গুপ্ত-রাজবংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়—প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের সহিত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পরিণয় কাল হইতে। লিচ্ছবিদিগের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে গুপ্তগণ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত লিপি প্রভৃতি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সুতরাং প্রতিপন্ন হয়,—লিচ্ছবিদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে তাঁহারা লিচ্ছবিদিগের ব্যবহৃত অব্দের সূচনাদি সম্বন্ধে সকল তথ্যই অবগত ছিলেন।

নেপালে হর্ষাব্দ প্রবর্ত্তনার দুই শতাব্দীর পর পর্য্যন্তও প্রথম জয়দেবের বংশধরগণ, গুপ্ত-কাল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কেবল যে তাঁহারাই এই অব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক রাজ্যে এবং ঠাকুরী-বংশের নৃপতিদিগের মধ্যেও সে অব্দের প্রচলন ছিল।

সে মতে সিদ্ধান্ত হয়,—গুপ্ত-গণ যখন লিচ্ছবিদিগের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে গৌরব অনুভব করিতেন, তখন সে বংশের প্রবর্ত্তিত অব্দ পরিগ্রহণে তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

মিষ্টার ফ্লিটের তাই অভিমত,—গুপ্তকাল বা গুপ্ত-সংবতের আদি—লিচ্ছবিদিগের প্রবর্ত্তিত অব্দ বা সংবৎ। ঐ অব্দ প্রতিষ্ঠার দ্বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথম—লিচ্ছবিদিগের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময় হইতে; এবং দ্বিতীয়—প্রথম জয়দেবের রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে ঐ অব্দের প্রারম্ভ সূচনা। যাহা হউক, ফ্লিটের এ অনুমানও সমীচীন নহে—সপ্রমাণ হয়।

গুপ্তগণ লিচ্ছবিদিগের সহিত সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠায় গৌরব অনুভব করিতেন সত্য; তাঁহারা হয় তো লিচ্ছবিদিগের অব্দও পরিগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু লিচ্ছবি-গৌরবে গৌরবান্বিত হইলে অব্দের নাম 'লিচ্ছবি' না রাখিয়া, তাঁহারা তাহার 'গুপ্ত' নামকরণ করিলেন কেন?

এ প্রশ্নের সুমীমাংসা সুকঠিন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও এ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তবে, গুপ্ত-বংশের সংশ্লিষ্ট এই কাল বা অব্দ গুপ্ত-দিগের প্রবর্ত্তিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণের সময় হইতেই সে কালের সূচনা হয়, আর প্রথম চন্দ্র-গুপ্তই 'গুপ্ত-কাল' প্রবর্ত্তক,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।
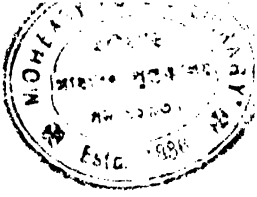
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-কাল-গণনার প্রণালী।

[সৌর ও চান্দ্র্য গণনা-পদ্ধতি ;—পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত হিসাব ;—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গণনা-পদ্ধতির তুলনা ;—বিভিন্ন অব্দের তুলনায় ;—গণনা-প্রণালীর তুলনায় ; শক-কালের গণনাক্রম-তুলনায়।]

* * *

সৌর ও চান্দ্র্য গণনা-পদ্ধতি।

গুপ্ত-কালের গণনা-পদ্ধতি—শকাব্দ গণনার ক্রম-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ;—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ইহাই অভিমত।

পণ্ডিতগণ বলেন,—সৌরদিন চান্দ্র্য মাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে তিথির হিসাবে কলিযুগাব্দের বর্ষারম্ভ স্বীকার করিতে হয়। এই হিসাবে গণনা করিলে গুপ্তকাল গণনার ক্রম-পদ্ধতি নির্ণীত হইতে পারে। শকাব্দের সহিত তাহার যে পার্থক্য, সে ক্ষেত্রে তাহা নির্দ্ধারিত হয়।

এইরূপে পণ্ডিতগণ বলেন,—উত্তর ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের শকাব্দ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে, অমাবস্যা-সংযোগের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গণনা-প্রণালীতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

উত্তর ভারতের গণনা-পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষের আরম্ভ। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের গণনা-ক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত—সেখানে পূর্ণিমার পর অমাবস্যার আরম্ভ। 'পঞ্চাঙ্গ' অর্থাৎ হিন্দু-পঞ্জিকায় সাধারণতঃ 'পূর্ণিমান্ত' এবং 'অমান্ত' রূপে তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

এ হিসাবে, উত্তর-ভারতের গণনা-ক্রমে চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ—বৎসরের শেষে এবং পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথমে যাইয়া পড়ে ; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের গণনা-ক্রমে কৃষ্ণপক্ষ মাসের প্রথমেই সূচিত হয়। সুতরাং দক্ষিণভারতের গণনাক্রমে যাহা কৃষ্ণপক্ষ, উত্তর ভারতের গণনা-পদ্ধতিতে তাহাই শুক্লপক্ষ।

এই ভাবে দক্ষিণ-ভারতের বিক্রমাব্দ গণনায় 'অমান্ত' হিসাবেই 'পক্ষ' ধরা হইয়া থাকে। সে হিসাবে এক একটী শকাব্দের অথবা এক একটী উত্তর-ভারতীয় বিক্রম-বর্ষের প্রায় সাতটী চান্দ্রমাসের পর এক একটী বিক্রমাব্দের প্রারম্ভ সূচনা হয়।

* * *

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গণনা-পদ্ধতির তুলনা।

বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা এতৎসংলগ্ন পৃষ্ঠায় একটী তালিকা প্রদান করিতেছি। তাহাতে আলোচ্য কালাদির প্রারম্ভ ও গণনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

হিসাবমত, দক্ষিণ ভারতের ১৩২১ বিক্রম-সংবৎ=শক-সংবৎ ১১৮৬। উভয়ত্রই চলিতাব্দ হিসাবে গণনা করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ১ হইতে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৫ পর্য্যন্ত যে কোনও গণনায় পূর্ব্বোক্ত গণনার সার্থকতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু চৈত্রমাসের শুক্ল-পক্ষের ১ হইতে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৫ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া ১৩২১ চলিত বিক্রম-সংবৎ=১১৮৭ চলিত শক-সংবৎ নির্দ্দিষ্ট হয়।

সুতরাং গুপ্ত বল্লভী-কালকে যদি দক্ষিণ-ভারতের বিক্রম-সংবৎ হিসাবে গণনা করা যায়, তাহা হইলে ৯৪৪ গুপ্ত-সংবতের চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত যে কাল, তাহা পাশ্চাত্যদেশীয় গণনার অপেক্ষা প্রায় দ্বাদশ চান্দ্রমাস অধিক হয়।

লিপি-সমূহ হইতে পণ্ডিতগণ স্থির করেন,—গুজরাট ও কাথিয়াবাড় প্রভৃতি রাজ্যে এক সময়ে গুপ্তবল্লভী-কাল-গণনা-পদ্ধতির সহিত স্থানীয় অব্দগণনা-প্রণালীর সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা চলিয়াছিল। ডক্টর বুলারের প্রকাশিত বল্লভীরাজ চতুর্থ দর্শসেনের (কৈর বা খেড়া) লিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। উহার কালাব্দ—৩৩০। মার্গশীর মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হয়। ঐ বৎসর—মলমাস বৎসর। তাই ঐ বৎসরে মার্গশীর বা মার্গশীর্ষ নামক এক মাস অতিরিক্ত ধরিয়া গণনা করা হইয়াছিল।

* * *

বিভিন্ন অব্দের তুলনায়।

বিচার-প্রসঙ্গে গুপ্তবল্লভী-কালের গণনা-প্রণালী মূলতঃ উত্তর ভারতের শকাব্দ-গণাপদ্ধতির অনুবর্ত্তী ধরিয়া লইলে, লিপি-বর্ণিত মার্গশীর্ষ—৫৭২ চলিত শক-সংবতে অর্থাৎ ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে যাইয়া পড়ে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বোক্ত মলমাস বা অতিরিক্ত মাস—৬৪৮ খৃষ্টাব্দ=৫৭১ চলিত শক-সংবৎ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। গুজরাটের গণনা-পদ্ধতির অনুসরণে ঐ মলমাস দক্ষিণ-ভারতের ৭০৬ চলিত-বিক্রমসংবতে নির্দ্দিষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও বৎসরে তাহার সূচনা স্থির হয় না।

দর্শসেনের পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনে গুজরাটের প্রদেশ-বিশেষের নাম উল্লেখ আছে। তাহাতে ৩৩০ অব্দ—কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ বুঝা যায়। তাহাতে আরও বুঝা যায়,—প্রকৃত ৩৩০ গুপ্ত-সংবৎ (৫৭২ চলিত শকাব্দে চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদে) উহার পরবর্ত্তী।

যাহা হউক, গুজরাটে গুপ্ত-বল্লভী সংবৎ প্রবর্ত্তনার পর, দাক্ষিণাত্যের বিক্রম-বর্ষের হিসাবে উহার আদি গণনা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল,—তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এ দিকে আবার ভারওয়াল লিপি প্রভৃতিতে গুপ্তকাল এবং কনৌজের হর্ষাব্দ প্রভৃতির প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐ সকল লিপিতে যে সকল কালের উল্লেখ আছে, তাহা ৬৩৫ হইতে ৮৫৪ অব্দের অর্থাৎ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্দ্দেশ করা হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই নেওয়ার অব্দ। *

---

* ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর মতে 'নেওয়ার' শব্দ নেপালেরই অপভ্রংশ। 'নেপাল-বর্ষ, 'নেপাল-সংবৎ' 'নেপালি অব্দ' প্রভৃতি নামেও ইহার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। *Indian Antiquary*, Vol. IX, P. 185

প্রিন্সেপের মতে নেওয়ার অব্দ অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয়। ৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থচনা, ৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে গণনারম্ভ এবং ৯৫১ অব্দে বা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিসমাপ্তি। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদ তিথি হইতে সে অব্দ-গণনার আরম্ভ।

নেওয়ার অব্দের আদি অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়,—অংশুবর্ম্মণের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ঠাকুরী বংশের জয়দেবমল্ল এই নেওয়ার অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। নেপালের সুপ্রসিদ্ধ 'বংশাবলি' গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 'বংশাবলীতে' আর একটী বিষয় দৃষ্ট হয়। তাহা কর্ণাটক-বংশের প্রতিষ্ঠা-মূলক।

কথিত নেওয়ার অব্দের নবম বৎসরে, শ্রাবণ মাসে, শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে, ৮১১ শক-সংবতে অর্থাৎ ৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে, জয়দেবমল্ল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমল্লের রাজত্বকালে, দক্ষিণ দেশ হইতে নান্যদেব আগমন করিয়া সমগ্র নেপাল অধিকার করেন। তিনি কর্ণাটক বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া নেপালে অধিষ্ঠিত হন।

কিন্তু অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়,—নান্যদেব, জয়দেবমল্লের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই পরে ক্রমশঃ নেপালের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ পাঁচ পুরুষ নেপালে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নান্যদেব সংক্রান্ত উপাখ্যান সম্বন্ধে অনেকেই অনেক সংশয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ণাটক অব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অব্দ গণনার পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কাহারও মতবিরোধ দৃষ্ট হয় না। কারণ, নেপালে বহুদিন পর্য্যন্ত সে অব্দ গণনা প্রচলিত ছিল। অধুনা পূর্ব্বোক্ত নূতন অব্দের যে কালাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে তাহার প্রারম্ভ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

'বংশবলিতে' নিম্নোক্ত কাল-পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—নান্যদেবের সাময়িক নেপাল সংবৎ ৯=৮১১ শক গতাব্দ;—শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উহার আরম্ভ। আবার ভাটগাঙের সূর্য্যস্বামী বংশান্তর্গত প্রথম হরিসিংহদেবের সাময়িক নেপাল সংবৎ ৪৪৪=১২৪৫ শক গতাব্দ। উভয়ত্রই যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাহাতে এক স্থলে ৮০২ বৎসরের এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৮০১ বৎসরের ব্যবধান হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাই কথিত অব্দের এবং শকাব্দের গণনা-প্রণালীর পার্থক্যের বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

মিষ্টার প্রিন্সেপ এবং ডক্টর ভগবান-লাল ইন্দ্রাজির সিদ্ধান্ত-ক্রমে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি হইতে ঐ সকল অব্দের আরম্ভ এবং দক্ষিণ-ভারতের বিক্রম অব্দের গণনা-প্রণালীর অনুসরণে অব্দ-সমূহের গণনা স্থিরীকৃত হয়।

* * *

গণনা-প্রণালীর তুলনায়।

এতৎপ্রসঙ্গে পক্ষাদি গণনার প্রণালী প্রধান বিচার্য্য। পাণ্ডিতগণ বলেন,—দক্ষিণ ভারতীয় বিক্রমাব্দের অনুসরণে নেপালের অব্দ-গণনা-প্রণালী পরিগৃহীত হইলেও, উত্তর ভারতের পূর্ণিমান্ত গণনা-পদ্ধতি সে অব্দ গণনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ। সে গণনায় যে দক্ষিণ ভারতীয় 'অমান্ত' গণনা-পদ্ধতিই সংরক্ষিত হইয়াছিল, আলোচনায় তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়। 'সিদ্ধি-নৃসিংহ' লিপির প্রসঙ্গে

এতদ্বিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। লিপির কাল ৯৫৭ নেপাল সংবতের শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। লিপিতে জন্মাষ্টমী পূজা সম্পাদনের বিষয় উল্লিখিত। জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সম্পাদিত হয়। সুতরাং লিপির গণনায় বুঝা যায়,—দক্ষিণ-ভারতীয় 'অমান্ত' গণনা-প্রণালী এবং উত্তর-ভারতীয় 'পূর্ণিমান্ত' গণনা-পদ্ধতির অনুসরণে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সেই অষ্টমী তিথিকেই লক্ষ্য করে।

'ঋদ্ধিলক্ষ্মী' লিপিতেও সেই একই তিথির বিষয় উল্লিখিত। সেই লিপিতে নিম্নরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"নেপালাব্দে গগনধারিণীনাগযুক্তে কিলোর্জ্জে মাসে পক্ষে
বিধুবিরহিতে সুদ্বিতীয়াতিথৌ সা কৃত্বা দেবালয়মপি রবৌ
ঋদ্ধিলক্ষ্মী প্রসন্ন চক্রে দেবী সুবিধিবিদিতং শঙ্করস্য প্রতিষ্ঠাং।"

এই লিপি হইতে ৮১০ চলিত নেপালাব্দ, কার্ত্তিক মাস, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি, রবিবার শঙ্করের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি।

এইরূপ বিবিধ আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন,—নেপাল-প্রচলিত 'নেওয়ার অব্দ' কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হয়; আর দক্ষিণ-ভারতীয় বৎসর-গণনা-পদ্ধতি সে কাল-গণনায় অনুসৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এইরূপ বিবিধ আলোচনায়, লিপি প্রভৃতির প্রমাণে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—গুপ্ত-কালের বৎসর গণনায় উত্তর-ভারতীয় 'পূর্ণিমান্ত' গণনা-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় 'অমান্ত' গণনা-পদ্ধতির সহিত উহার কোনই সংশ্রব ছিল না। * পণ্ডিতগণ আরও প্রতিপন্ন করেন,—গুপ্ত-বল্লভী সংবতের গণনা-প্রণালী সর্ব্বতোভাবে শকাব্দ গণনা-পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। †

---

* ৯৯৫ বল্লভী সংবতে উৎকীর্ণ অর্জ্জুনদেবের ভারওয়াল লিপি এবং আল্‌বারুণির গ্রন্থ ব্যতীত, গুপ্ত-সংবতের সহিত অন্ত কোনও কালের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। আল্‌বারুণির মতে গুপ্ত-বল্লভী-সংবৎ ৭১২=বিক্রম-সংবৎ ১০৮৮=শক-সংবৎ ৯৫৩।

আল্‌বারুণির নির্দ্দেশিত অব্দে মাস দিন প্রভৃতির উল্লেখ নাই। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতীয় গণনা-প্রণালীর অনুসরণে সে অব্দ-গণনার সূচনা কি না, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। গণনাকে তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আল্‌বারুণির গণনা গ্রহণ করেন নাই। ভাদ্র মাস হইতে তাহার প্রারম্ভ সূচিত হয়।

অনেকে মনে করেন, কাশ্মীর এবং তৎসন্নিহিত ভূভাগে সেই অব্দ কিছুকাল প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা। শকাব্দ গণনায় কার্ত্তিক মাসে প্রারম্ভ সূচনা হয়। সে হিসাবে শকাব্দের সহিত তুলনায় আল্‌বারুণির এতদুক্তি সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ সন্দিহান।

যাহা হউক, ১৯১ অব্দে গোপরাজের ইরাণ স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে 'শ্রাবণবহুলপক্ষ-সপ্তম্যাং' অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে এস, বি, দীক্ষিত মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন,—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথি সোমবারে শেষ হয়। ইংরাজী গণনা-হিসাবে ৫১০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন সোমবার পড়ে। এতৎপ্রসঙ্গে আল্‌বারুণি আর এক অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন।

† *Indian Antiquary*, Vols, VI, XVI, & XII. *Indian Eras*, P. 212.

শক-কালের ক্রম-গণনা।

এক্ষণে দেখা যাউক, শক-কাল-গণনায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল।

মিঃ ভজেশঙ্কর গৌরীশঙ্কর বলেন,—কাথিয়াবাড়ের পশ্চিম অঞ্চলে একটী অব্দ প্রচলিত আছে। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তাহার গণনা সূচিত হয়।

উক্ত প্রদেশের অন্যত্র বিক্রমাব্দ প্রচলিত। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে তাহার প্রারম্ভ সূচিত হয়। সুতরাং বুঝা যায়,—সে অব্দ বিক্রম-সংবতের পূর্ব্ববর্ত্তী। সে অব্দ কাথিয়াবাড় জেলার 'হালারপন্ত' মহকুমায় মাত্র প্রচলিত। সেই জন্য অব্দের নাম—'হালারি' অব্দ। অমান্ত অথবা পুর্ণিমান্ত—কোন্ হিসাবে তাহার গণনা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

সে অব্দ স্থানবিশেষে মাত্র প্রচলিত। তাই ভারওয়াল লিপির এবং খয়রা শাসনের অসামঞ্জস্য-নিরসনে সে অব্দের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না।

দক্ষিণ-ভারতেও গণনা-পদ্ধতি অনুসারে শক-কালের গণনার সহিত প্রথমে অমান্ত পক্ষ সংশ্লিষ্ট ছিল না। পশ্চিম চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর হায়দ্রাবাদ দানলিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহাতে শক-সংবৎ গতাব্দ ৫৩৪, ভাদ্র মাস (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর), অমাবস্যা তিথি এবং সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

'ইণ্ডিয়ান এন্টিকয়ারী' গ্রন্থে প্রিন্সেপ সাহেব এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার মতে লিপিতে বর্ণিত সূর্য্যগ্রহণ ৬১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই তারিখে সংঘটিত হয়। এই গণনা যে ভ্রমশূন্য নহে, প্রিন্সেপ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, শকসংবৎ গত ৫৩৪ এবং চলিত ৫৩৫ প্রকৃতপক্ষে ৬১২-৬১৩ খৃষ্টাব্দের সহিত অভিন্ন। এই সময়ে ৬১২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট সূর্য্য-গ্রহণের নির্দ্দেশ আছে। উত্তর-ভারতায় পুর্ণিমান্ত গণনায় সে দিন ভাদ্র মাসের অমবস্যা তিথি।

মিষ্টার এস বি দীক্ষিত, 'সূর্য্যসিদ্ধান্তের' গণনা অবলম্বনে প্রতিপন্ন করেন,—৩৫ গতি ৪৬ পলে তিথির পরিসমাপ্তি বলিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সংঘটিত সে গ্রহণ ভারতের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাহার অনুসরণে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অমাবস্যায় কোনও সূর্য্যগ্রহণ সংঘটনের উল্লেখ নাই। সুতরাং লিপি-বর্ণিত ৬১২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে সংঘটিত সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে সকলেই সন্দেহের ভাব প্রকাশ করেন। 'বাদামী' অঞ্চলে সূর্য্যগ্রহণ সম্পূর্ণরূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল—লিপিতে উল্লিখিত দেখি।

তাই মনে হয়,—সে সূর্য্যগ্রহণ ৬১৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই সংঘটিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতায় পুর্ণিমান্ত গণনা-প্রণালীক্রমে ঐ দিনে ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথি আসিয়া পড়ে। এই দুই সূর্য্যগ্রহণের মধ্যে যেটীকেই গ্রহণ করা যাউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই উত্তর ভারতীয় পুর্ণিমান্ত গণনা-ব্যবস্থাই চান্দ্র-পক্ষ-গণনায় পরিগ্রহণ করিতে হয়।

তার পর, রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় গোবিন্দের কেনারি-দেশীয় অনুশাসন। সেই শাসনে, ৭২৬ শক-সংবৎ, ষষ্টিসম্বৎসরাব্দযুক্ত সুভানু সংবৎসর, কৃষ্ণপক্ষ, পঞ্চমী তিথি এবং বৃহস্পতিবার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কিন্তু উল্লিখিত শকাব্দ গত অথবা চলিত, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নাই। শক-

সংবৎ ৭২৬ গতাব্দ মূল ভিত্তিরূপে নির্দ্দেশ করিলে, অমান্ত-প্রণালীক্রমে, ৭২৭ চলিত শকাব্দের আলোচ্য তিথি, ৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে শুক্রবারে যাইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্ণিমান্ত পদ্ধতি অনুসারে ৪ঠা আগষ্ট বৃহস্পতিবারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

উত্তর ভারতীয় 'ষষ্টিসম্বৎসর কালাব্দ' পদ্ধতিক্রমে ৭২৬ চলিত শকাব্দে (৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন) 'সুভানু সম্বৎসরের' প্রারম্ভ স্বীকার করিতে হয়। তাহার পরই ৭২৭ চলিত শকাব্দে (৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন) 'তারণ সংবৎসরের' আরম্ভ। অতএব বুঝা যায়, নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বোক্ত কাল-গণনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং চলিতাব্দ-হিসাবেই গণনা সমীচীন। এদিকে, দক্ষিণ-ভারতীয় সম্বৎসর কালাব্দ গণনা অনুসারে, সুভানু সংবৎসর = ৭২৬ চলিত শকাব্দ (৮০৩-৮০৪ খৃষ্টাব্দ) নির্দ্দিষ্ট হয়।

৭২৫ গত শকাব্দ অনুসারে, অমান্ত গণনা-ক্রমে, ঐ বৎসরের আলোচ্য পঞ্চমী তিথি ৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল শনিবার এবং পূর্ণিমান্ত গণনাক্রমে ১৭ই মার্চ্চ শুক্রবার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আবার রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম আমোঘবর্ষের সিরুর লিপিতে শক-সংবৎ ৭৮৮, ব্যায় সম্বৎসর, জ্যৈষ্ঠ মাস, অমাবস্যা তিথি, আদিত্য বা রবিবার এবং সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। এখানেও ঐ শকসংবৎ চলিত কি গত, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

৭৮৮ চলিত শক-সংবতে (৮৬৫-৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) অমাবস্যা তিথিতে কোনও সূর্য্যগ্রহণ সংঘটনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণভারতীয় রীতি অনুসারে ব্যায়-সংবৎসর = ৭৮৯ চলিত শক-সংবৎ (৮৬৬-৮৬৭ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতিক্রমে ৭৮৮ চলিত শক-সংবতে (৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর) ইহার প্রারম্ভ সূচিত হয়। ইহার পর ৭৮৯ চলিত শক-সংবতে (৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর) সর্ব্বজিৎ সম্বৎসরের আরম্ভ। তাহাতে, ৭৮৮ শক-গতাব্দ অনুসারে, পূর্ণিমান্ত গণনাক্রমে কথিত অমাবস্যা তিথি ৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে শুক্রবারে পরিসমাপ্ত হয়। সে সময়ে কোনও সূর্য্যগ্রহণ হয় নাই।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় অমান্ত গণনা-পদ্ধতি অনুসারে ঐ বৎসর ১৬ই জুন রবিবার যাইয়া পড়ে, ঐ সময়ে সূর্য্য-গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। বেলা অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় তিথির পরিসমাপ্তি। তাহা হইলে সূর্য্যগ্রহণ ভারতের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছিল সপ্রমাণ হয়।

সুতরাং আলোচনায় সপ্রমাণ হয়,—৮০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে, দক্ষিণ ভারতে শককাল-গণনায় চান্দ্রপক্ষীয় 'অমান্ত' গণনা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল। *

* * *

* গুপ্তকালের আলোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থপত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—Beal's *Budhist Record of Western World*, Vol. I; Princep's Essays, Vol. I & II; *Indian Antiquary*, Vols. I—XV; *Alberuni's India*-Translation; Cowasjee Patell's *Chronology*; Cunnigham's *Indian Eras*; *Nepal Bangsabali*; *Suryya Sidhanta*, *Brahma Sidhanta* and *Aryya Sidhanta*; Dr. R. G. Bhandarkar's *Early History of the Dekkan*; Professor K. L. Chatri's *Tables*; *Kal Sankalita Dynasties of the Kenarese Districts*; Leggi's *Travels of Fa Hien*; Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III.

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তকাল-গণনায় লিপি।

[সূচনায় বক্তব্য ;—মান্দাসোর লিপি ;—লিপির অবস্থান ও নামকরণ ;—
লিপির প্রতিপাদ্য ;—লিপির পরিচয় ;—মর্ম্ম।]

* * *

সূচনায় বক্তব্য।

গুপ্ত-কাল অবধারণে লিপির প্রামাণ্যই প্রধানতঃ পরিগৃহীত হয়। সেই সকল লিপির মধ্যে এলাহাবাদ স্তম্ভের এবং মন্দোসোরের লিপিই প্রত্নতত্ত্ববিদগণের প্রধান অবলম্বন।

তদ্ভিন্ন, জুনাগড়ের পার্ব্বতগাত্রস্থিত লিপি, ঝাড়োয়ার প্রস্তরলিপি, এলাহাবাদের প্রস্তর-গাত্রক্ষোদিত সমুদ্রগুপ্তের প্রবর্ত্তিত লিপি, এরণের লিপি, উদয়গিরির গুহালিপি, কাহাউম স্তম্ভলিপি, মানকুয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তির গাত্রে ক্ষোদিত কুমারগুপ্তের প্রবর্ত্তিত লিপি, বিথারির স্তম্ভলিপি প্রভৃতিও প্রমাণ-স্বরূপ উল্লিখিত হইয়া থাকে।

নিম্নে সেই লিপির পরিচয় প্রভৃতি প্রদান করিতেছি; যথা—

* * *

মান্দাসোর লিপি।

ডক্টর ফ্লিট এই মান্দাসোর লিপির আবিষ্কর্তা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দাসোর লিপি প্রচার করেন। 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী' গ্রন্থের পঞ্চদশ খণ্ডে এই লিপির পরিচয় আছে।

প্রথমতঃ সুলিভান এই লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দাসোর হইতে জেনারেল কানিংহামের নিকট ইহার এক হস্তলিপি প্রেরণ করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই লিপি ডক্টর ফ্লিটের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি তাঁহার সহকারীকে মান্দাসোরে প্রেরণ করেন। ফলে বর্ত্তমান লিপি এবং তৎসঙ্গে যশোধর্ম্মের স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হয়। মিষ্টার সুলিভান যখন সে অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, তখন শেষোক্ত লিপি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

* * *

লিপির অবস্থান ও নামকরণ।

মান্দাসোর বা দাসোর—প্রাচীন 'দাসপুর' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। সিওনা নদীর উত্তর-পশ্চিম তীরে 'দাসপুর' অবস্থিত। দাসোর অধুনা মধ্যভারতের অন্তর্গত পশ্চিম মালবে, মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

মান্দাসোর অপেক্ষা দাসোর নামই অধুনা প্রচলিত। তত্রত্য জনসাধারণ, বিশেষতঃ কৃষকগণ, মান্দাসোর বলিতে দাসোরকেই নির্দ্দেশ করে। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের সনন্দাদিতে

এবং দলিলপত্রে 'দাসোর' নামই প্রচলিত। তবে পারস্ত-ভাষায় লিখিত দলিলাদিতে মান্দাসোর নামের বহুল প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। দাসোরে শিবমন্দিরের সম্মুখে, নদীর তীরদেশে, এই লিপি প্রথম দৃষ্ট হয়।

দাসোর বা মান্দাসোর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সে কিংবদন্তী—পুরাকালে দশরথ নামে এক রাজা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে 'দাসপুর' নামকরণ হইয়াছিল।

প্রথমে পনেরটী জনপদ লইয়া দাসপুর রাজ্য সংগঠিত হয়। সেই পনেরটী পল্লীর মধ্যে—কিল্‌চিপুর, জানকুপুরা, রামপুরিয়া, চন্দ্রপুরা, বালাগঞ্জ প্রভৃতি প্রধান। পরবর্ত্তিকালে ঐ পনেরটী জনপদের পাঁচটী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন দশটী জনপদ লইয়া দাসপুর সংগঠিত হয়।

কিন্তু কি কারণে দাসপুরের 'মান্দাসোর' নাম হইয়াছিল, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজির মতে এক সময়ে দাসপুরের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। সেই মন্দ-ভাগ্য-সূচনায় দাসপুরের 'মান্দাসোর' নাম হয়। তিনি আরও বলেন,—মুসলমান-দিগের আক্রমণে যখন নগর বিধ্বস্ত এবং হিন্দুর মন্দিরাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তখন হইতেই দাসপুর 'মান্দাসোর' নামে অভিহিত হইতে থাকে।'

মুসলমান আক্রমণের এবং দাসপুর জনপদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তত্রত্য অধিবাসি-বৃন্দ তখন হইতে উহার 'মন্দদাসপুর' বা 'মান্দাসোর' নামকরণ করিয়াছিল। কথিত হয়, মুসলমান আক্রমণের পর হইতে দাসপুরে আর ব্রাহ্মণের বাস নাই। এমন কি, ব্রাহ্মণেরা সেই হইতে দাসপুরের কোনও স্থানেরই জল পান করেন না।

মিষ্টার ই এইচ গ্রাউসের মতে 'মাড়' এবং 'দাসপুর'—এতদুভয়ের সমবায়ে 'মান্দাসোর' নাম সংগঠিত হওয়া সম্ভবপর। বর্ত্তমান আফ্‌জালপুরের অপর নাম—মাড়। মান্দাসোরের দক্ষিণপূর্ব্বে এই 'মাড়' বা আফ্‌জালপুর অবস্থিত। অনেকে বলেন,—'দাসপুর-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

* * *

লিপির প্রতিপাদ্য।

মান্দাসোরের লিপিতে 'কুমার-গুপ্ত' নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। লিপিতে তিনি 'পৃথিবীপতি' বলিয়া উল্লিখিত। লিপির কুমার-গুপ্ত এবং গুপ্ত-বংশের কুমার-গুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। দাসপুর—কুমারগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুমারগুপ্তের অধীনে বিশ্ববর্ম্মণের পুত্র বন্ধুবর্ম্মণ সে সময়ে দাসপুর রাজ্য শাসন করিতেন।

লিপিতে নানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় সে লিপিতে প্রাপ্ত হই। গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণ ও মধ্য ভাগ হইতে বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে দাসপুরে আগমন করিতেন, গুজরাটের 'লাট-বৈশ্য' হইতে রেশমবস্ত্র-ব্যবসায়িগণ দাসপুরে আসিত, বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকগণ বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করিত এবং কেহ বা জাতীয় ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল,—লিপিতে সে সকল পরিচয়ই বিদ্যমান।

লিপির মধ্যে সূর্য্যের উপাসনার বিষয় পরিবর্ণিত। বন্ধুবর্ম্মণের শাসন সময়ে রেশম

বস্ত্রব্যবসায়িগণ দাসপুরে সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৯৩ অব্দে সেই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়,—অনুসন্ধিৎসুগণ তাহাই সিদ্ধান্ত করেন।

৪৯৪ গুপ্তাব্দে (৭৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দে) 'সহস্য' (ডিসেম্বর জানুয়ারী) মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে মন্দির সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে, মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত বণিক-সম্প্রদায় পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। তখন, ৫২৯ গুপ্তাব্দ গত হইলে ৫৩০ চলিত গুপ্তাব্দে (৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে) 'তপস্য' (ফেব্রুয়ারী —মার্চ্চ) মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। এই ৫৩০ চলিত-গুপ্তাব্দেই মান্দাসোর লিপি প্রবর্ত্তিত ও উৎকীর্ণ হয়। কুমার-গুপ্তের আদেশে বৎসভটি লিপির লিখনকার্য্য সম্পন্ন করেন।

* * *

লিপির পরিচয়।

১। সিদ্ধম্॥ যে বৃত্ত্যর্থমুপাস্যতে সুরগণৈঃ সিদ্ধৈশ্চ সিদ্ধ্যর্থিভির্ধ্যানৈকাগ্র-পরৈর্ব্বিধেয়-বিষয়ৈর্ম্মোক্ষার্থিভির্যোগিভিঃ। ভক্ত্যা তীব্রতপোধনৈশ্চ মুনিভিঃ শাপপ্রসাদক্ষমৈ র্হেতুর্যো জগতঃ ক্ষয়াভ্যুদয়য়োঃ পায়াত স বো ভাস্করঃ। তত্ত্বজ্ঞানবিদোঽপি যস্য ন বিদুর্ব্রহ্মর্ষ

২। য়োঽভ্যুদ্যতাঃ কৃৎস্নং যশ্চ গভস্তিভিঃ প্রবিসৃতৈঃপুষ্যাতি লোকত্রয়ম্। গন্ধর্ব্বামর-সিদ্ধকিন্নরনরৈঃ সংস্তূয়তেঽভ্যুত্থিতো ভক্তেভ্যশ্চ দদাতি যোঽভিলষিতম্ তস্মৈ সবিত্রে নমঃ॥ যঃ প্রত্যহং প্রতিবিভাত্যুদয়াচলেন্দ্রবিস্তীর্ণতুঙ্গশিখরস্খলিতাংশু-জালঃ ক্ষিবাঙ্গনা-

৩। জনকপোলতলাভিতাম্রঃ পায়াৎস বসুকিরণাভরণো বিবস্বান্। কুসুমভারানত-তরুবরদেবকুলসভাবিহাররমণীয়াৎ। লাটবিষয়ান্নগাবৃতশৈলাজ্জগতি প্রথিতশিল্পাঃ। তে দেশপার্থিবগুণাপহৃতাঃ প্রকাশমধ্বাদিজান্যবিরলান্যসুখা

৪। ন্যপাস্য। জাতাদরা দাসপুরং প্রথমং মনোভিরন্বাগতাঃ সসুতবন্ধুজনাঃ সমেত্য॥ মত্তেভগন্দতটভিচ্যুতদানবিন্দুসিক্তোপলাচলসহস্রবিভূষণায়াঃ। পুষ্পাবনম্রতরুমণ্ড-বটমংশকায়া ভূমেঽপরণতিলকভূতমিদং ক্রমেণ॥ তটোত্থবৃক্ষচ্যুতা-

৫। নেকপুষ্পবিচিত্রতীরান্তর্জলানি ভান্তি। প্রফুল্লপদ্মাভরণানি যত্র সরাংসি কারণ্ডব-সংকুলানি। বিলোলবিচিচলিতারবিন্দপতদ্রজঃ পিঞ্জরিতৈশ্চ হংসৈঃ। স্বকেশ-রোদারভরাবভুগ্নৈঃ কাচিৎ সরাংস্যম্বুরুহৈশ্চ ভান্তি। স্বপুষ্পভারাবনতৈর্নগেন্দ্রৈর্ম্মদ-

৬। প্রগল্ভালিকুলস্বনৈশ্চ। অজস্রগাভীশ্চ পুরাঙ্গনাভির্ব্বনানি যস্মিন্ সমলঙ্কৃতানি। চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থশুক্লান্যধিকোন্নতানি। তড়িল্লতাচিত্রসিতাভ্রকূট-তুল্যোপমানানি গৃহাণি যত্র। কৈলাসতুঙ্গশিখরপ্রতিমানি চান্যান্যাভান্তিদীর্ঘবলভী-

৭। নি সবেদিকানি। গন্ধর্ব্বশব্দমুখরাণি নিবিষ্টচিত্রকর্ম্মাণি লোলকদলীবনশোভিতানি॥ প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতানি ধরাম্ বিদার্য্যৈব সমুত্থিতানি। বিমানমালাসদৃশানি যত্র গৃহাণি পূর্ণেন্দুকরামলানি। যদ্ভাট্যাভিরম্যসবিস্তয়েন চপলোর্ম্মিণা সমুপগূঢ়ম্।

৮। রহসি কুচশালিনীভ্যাম্ প্রীতিরতিভ্যাম্ সমরাঙ্গমিব॥ সত্যক্ষমাদমশমব্রতশৌচ-

ধৈর্য্যস্বাধ্যায়বৃত্তবিনয়স্থিতিবুদ্ধ্যুপেতৈঃ। বিদ্যাতপোনিধিভিরস্ময়িতৈশ্চ বিপ্রৈর্যদ্
ভ্রাজতে গ্রহগণৈঃ খমিব প্রদীপ্তৈঃ॥ অথ সমেত্য নিরন্তর সঙ্গতৈরহরহঃ প্রবিজৃম্ভিত-

৯। সৌহৃদাঃ। নৃপতিভিঃ সুতবতপ্রতিমানিতাঃ প্রমুদিতান্যভসন্ত সুখম্ পুরে। শ্রাবণ
সুভগম্ ধানুর্বৈদ্যম্ দৃঢ়ম্ পরিনিস্থিতাঃ সুচরিতশতাসঙ্গাঃ কেচিদ্বিচিত্রকথাবিদঃ।
বিনয়নিভৃতাঃ সম্যগ্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গপরায়ণাঃ প্রিয়মপরুষম্ পাঠ্যম্ চান্যে ক্ষমা বহুভাষিতুম্

১০। কেচিৎ স্বকর্ম্মণ্যধিকাস্তথান্যৈর্বিজ্ঞায়তে জ্যোতিষমাত্মবেদ্ভিঃ। অদ্যাপি চান্যে
সমরপ্রগল্ভাঃ কুর্ব্বন্ত্যরিণমহিতম্ প্রসহ্য। প্রজ্ঞা মনোজ্ঞবধবঃ প্রথিতোরুবংশা-
বংশানুরূপচরিতাভরণাস্তথান্যে। সত্যব্রতাঃ প্রণয়িণমুপকারদক্ষা বিশ্রম্ভ-

১১। পূর্ব্বমপরে দৃঢ়সৌহৃদশ্চ॥ বিজিতবিষয়সঙ্গৈর্ধর্ম্মশীলৈস্তথান্যৈর্মৃদুভিরধিকসত্ত্ব-
লোকযাত্রামরৈশ্চ। স্বকুলতিলকভূতৈর্মুক্তরাগৈরধিকমভিবিভাতি শ্রেণীরেব-
মপ্রকারৈঃ॥ তরুণ্যকান্ত্যুপচিতোঽপি সুবর্ণহারতাম্বূলপুষ্পবিধিনা সম-

১২। লঙ্কৃতোঽপি। নারীজনঃ প্রিয়মুপৈতি ন তাবদগ্র্যাম্ যাবন্নপট্টময়বস্ত্রযুগানি
ধত্তে। স্পর্শবতা বর্ণান্তরবিভাগচিত্রেণ নেত্রসুভগেন। যৈঃ সকলমিদম্ ক্ষিতিতল-
সমলঙ্কৃতম্ পট্টবস্ত্রেণ॥ বিদ্যাধরীরুচিরপল্লবকর্ণপূরবাতেরিতাস্থিরতরম্ প্রবিচিন্ত্য

১৩। লোকম্। মনুষ্যমর্থনিচয়াংশ্চ তথা বিশালাংস্তেষাম্ শুভামতিরভূদচলা ততস্তু॥
চতুঃসমুদ্রান্তবিলোলমেখলাম্ সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্। বনান্তরবান্তস্ফুটপুষ্প-
হাসিনীম্ কুমারগুপ্তে পৃথিবীম্ প্রশাসতি॥ সমানধীঃ শুক্রবৃহস্পতিভ্যাম্
ললামভূতো ভুবি

১৪। পার্থিবানাম্॥ রণেষু যঃ পার্থসমানকর্ম্মা বভূব গোপ্তা নৃপ বিশ্ববর্ম্মা॥ দীনানু-
কম্পনপরাঃ কৃপাণার্ত্তবর্গসন্ধাপ্রদোঽধিকদয়ালুরনাথনাথঃ। কল্পদ্রুমঃ প্রণয়িনামভয়ম্
প্রদশ্চ ভীতস্য যো জনপদস্য চ বন্ধুরাসীৎ। তস্যাত্মজঃ স্থৈর্য্যনয়োপপন্ন বন্ধুপ্রিয়ো

১৫। বন্ধুরিব প্রজানাম্॥ বন্ধ্বর্ত্তিহর্ত্তা নৃপ-বন্ধুবর্ম্মা দ্বিড্দৃপ্তপক্ষক্ষপণৈকদক্ষাঃ॥ কান্তো
যুবা রণপটুর্ব্বিনয়ান্বিতশ্চ রাজাপি সন্নুপসৃতো ন মদৈঃ স্ময়াদ্যৈঃ। শৃঙ্গারমূর্ত্তিরভি-
ভাত্যনলঙ্কৃতোঽপি রূপেণ যাঃ কুসুমচাপ ইব দ্বিতীয়ঃ। বৈধব্যতীব্রব্যসনক্ষতানাম্

১৬। স্মৃত্বা, যমদ্যাপ্যরিসুন্দরীণাম্। ভয়াদ্ভবত্যায়তলোচনানাম্ ঘনস্তনায়াসকরঃ
প্রকম্পঃ॥ তস্মিন্নেব ক্ষিতিপতিবৃষে বন্ধুবর্ম্মণ্যুদারে সম্যক্ স্ফীতম্ দশপুরমিদম্ পালয়-
ত্যুন্নতাংশে। শিল্পাবাপ্তৈর্ধনসমুদয়ৈঃ পট্টবয়ৈরুদারম্ শ্রেণিভূতৈর্ভবনমতুলম্ কারিতম্

১৭। দীপ্তরশ্মেঃ। বিস্তীর্ণতুঙ্গশিখরম্ শিখরিপ্রকাশমভ্যুদ্গতেন্দ্বমলরশ্মিকলাপগৌরম্।
যদ্ভাতি পশ্চিমপুরস্য নিবিষ্টকান্তচূড়ামণিপ্রতিসমন্নয়নাভিরামম্॥ রামাসনাথ-
রচনেদরভাস্করাংশুবহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে॥ চন্দ্রাংশুহর্ম্ম্যতল-

১৮। চন্দনতালবৃন্তহারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে॥ রোধ্রপ্রিয়ঙ্গুতরুকুন্দলতা-
বিকোশপুষ্পাসবপ্রমুদিতালিকলাভিরামে। কালে তুষারকণাকর্কশশীতবাত-
বেগাপ্রনৃতলবলিনগণৈকশাখে॥ সমরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনাবিপুলকান্তপীনোরু-

১৯। স্তনজঘনঘনালিঙ্গননির্ভর্ৎসিততুহিনহিমপাতে॥ মালবানাম গণস্থিত্যা যাতে

শতচতুষ্টয়ে। ত্রিনবত্যধিকেহব্দানামৃতৌ সেব্যঘনস্বনে॥ সহস্যমাসশুক্লস্য প্রশস্তেহহ্নি ত্রয়োদশে। মঙ্গলাচরবিধিনা প্রাসাদোহয়ম্ নিবেশিতঃ॥ বহুনা সমতিতেন

২০। কালেনান্যৈশ্চ পার্থিবৈঃ। ব্যশির্য্যতৈকদেশোহস্য ভবনস্য ততোহধুনা॥ স্বযশো-বৃদ্ধয়ে সর্ব্বমত্যুদারমদারয়া সংস্কারিতমিদম্ ভূয়ঃ শ্রেণ্যাঃ ভানুমতো গৃহম্॥ অত্যুন্নতমবদাতম্ নভঃস্পৃশন্নিব মনোহরৈঃ শিখরৈঃ। শশিভান্বোরভ্যুদয়েষমলময়ুখায়তন-

২১। ভূতম্। বৎসরশতেষু পঞ্চসু বিশংত্যধিকেষু নবসু চাব্দেষু। যাতস্বভিরম্য তপস্য মাসশুক্লদ্বিতীয়ায়াম্॥ স্পষ্টৈরশোকতরুকেতকসিন্দুবারলোলতিমুক্তকলতামদয়ন্তিকানাম্। পুষ্পোদ্গমৈরভিনবৈরধিগম্য নূনমৈক্যাম্ বিজৃম্ভিতশরে হরপূতদেহে

২২। মধুপানমুদিতমধুকরকুলোপগিতনগয়ৈকপৃথুশাখে॥ কালে নবকুসুমোদ্গম-দন্তুরকান্তপ্রচুররোধ্রে॥ শশিনেব নভো বিমলং কৌস্তুভমণিনেব শার্ঙ্গিণো বক্ষঃ। ভবনবরেণ তথেদম্ পুরমখিলমলঙ্কৃতমুদারম্। অমলিনশশি-

২৩। লেখাদন্তুরম্ পিঙ্গলানাং পরিবহতি সমূহং যাবদীশো জটানাং বিকটকমল-মালামংশশক্তাং চ শার্ঙ্গী ভবনমিদমুদারং শাশ্বতন্তাবদংস্তু॥ শ্রেণ্যাদেশেন চেয়ং প্রযত্নেন রচিতা বৎসভট্টিনা॥

২৪। স্বস্তি কর্ত্তৃলেখকবাচকশ্রোতৃভ্যঃ॥ সিদ্ধিরস্তু॥

* * *

মর্ম্মার্থাংশ।

সিদ্ধি অধিগত হউক। জীবনকারণ, সুরনরসিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে সবিতা-দেবতাকে উপাসনা করেন, মোক্ষার্থী যোগিগণ অনন্যচিত্ত হইয়া যাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অপিচ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির জন্য ভক্তি-সহকারে জ্ঞানিজন যাঁহার উপাসনায় নিরত রহেন; যিনি জগতের আদি কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার কটাক্ষে সংসাধিত হয়; তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানিজনও যাঁহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে অসমর্থ; যিনি আপনার কিরণসম্পাতে ত্রিজগৎকে সংরক্ষিত করেন; দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর-নর—সকলেই যাঁহার শুভ্রজ্যোতির মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়া থাকেন। যাঁহার উদয়ে জগৎ সঞ্জীবিত হয়, যিনি সর্ব্বাভিলষিত বিধান করেন, সেই সবিতাদেবতাকে নমস্কার করি। প্রতিদিন উষঃকালে উদয়াচলের তুঙ্গশৃঙ্গে যাঁহার অংশুমালা স্খলিত হয়, যিনি মাদকদ্রব্যপায়ী মত্ততাপ্রাপ্ত রমণীর তাম্রবর্ণ কপোলতলসদৃশ ঘোর রক্তবর্ণ, সেই সূর্য্যদেব সিদ্ধিদান করুন।

৩। পুষ্পসম্ভারভারাবনততরুবর, রমণীয় দেবকুলসভাবিহারপরিশোভিত লাট জেলা হইতে দাসপুর নগরে জগতে-সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকুশল বণিকগণ আগমন করেন। তাঁহারা পুত্র পরিজন-সমভিব্যবহারে তথায় আগমন করিয়া সূর্য্যদেবের উপাসনার নিমিত্ত মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি।

[পরিচয় ও অবস্থান ;—মূল লিপি ;—মর্ম্মানুবাদ ;—বিবিধ।]

* * *

পরিচয় ও অবস্থান।

এলাহাবাদের এই স্তম্ভলিপি—এলাহাবাদের সন্নিকটে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী স্তম্ভের গাত্রে আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রগুপ্তের প্রবর্ত্তিত লিপি বলিয়া এই লিপি পরিচিত। কথিত হয়,—সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়-বর্ণন ব্যপদেশে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও পরলোকপ্রাপ্তি এবং গুপ্তরাজগণের প্রশংসাবাদ এই লিপিতে পরিবর্ণিত দেখি।

লিপিতে মহেন্দ্রগিরির উল্লেখ দেখিতে পাই। কানিংহামের মতে মাহিয়ারের (মোইহার, মেহার, মেহিয়ার মাইহের, মাইহির প্রভৃতি নামেও পরিচিত) নিকটবর্ত্তী উচ্চচূড় পর্ব্বতটী মহেন্দ্রগিরি নামে অভিহিত।

মাহিয়ার ষ্টেটের প্রধান নগরী এই মাহিয়র, মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড বিভাগে অবস্থিত। অনেকের অনুমান—মহেন্দ্রগিরি হইতে মাহিয়ার নামকরণ হইয়াছিল।

* * *

মূল লিপি।

যঃ কুল্যৈঃ স্বৈ ... আতস ...

যস্য ...

পুংব ... ত্র

স্ফারদ্ব ... ওদ্ধংসিত ... প্রবিতত

যস্য প্রজ্ঞানুসঙ্গোচিতসুখমনসঃ শাস্ত্রতত্ত্বার্থভর্ত্তুঃ ... স্তব্ধো ... নি ... নোচ্ছ্রি ...

সৎকাব্যশ্রীবিরোধান-বুধগুণিতগুণাজ্ঞাহতানেব কৃত্বা বিদ্বল্লোকেভি ... স্ফুটবহু-

কবিতাকীর্ত্তিরাজ্যম্ ভুনক্তি ॥

৭। আর্য্যো হিত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ণিতৈঃ রোমভিঃ সভ্যেষুচ্ছ্বসিতেষু তুল্য-

কুলজম্লানাননোদ্বিক্ষিতঃ

৮। স্নেহব্যালুড়িতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণাচক্ষুষা যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলং

পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি

৯। দৃষ্ট্বা কর্ম্মাণ্যনেকান্যমনুজসদৃশন্যদ্ভুতোদভিন্নহর্ষাভাবৈরাস্বাদয় ... ... কেচিৎ।

১০। বীর্য্যোত্তপতাশ্চ কেচিচ্ছরণমুপগতা যস্য বৃত্তে প্রণামেপ্যর্ত্তে ... ...

১১। সংগ্রামেষু স্বভুজবিজিতা নিত্যমুচ্ছাপকারাঃ স্বঃ স্বো মানপ্র ... ...

১২। তোষোত্তৈঙ্গৈঃ স্ফুটবাহুরসস্নেহফুলের্ম্মনোভিঃ পশ্চাত্তপং ব... মংসান্বসন্তম্...

১৩। উদ্বেলোদিতবাহুবীর্য্যরভসাদেকেন যেন ক্ষণাদুন্মুল্যাচ্যুত নাগসেন-গ ...

১৪। দণ্ডৈগ্র্যহয়তৈব কোটা-কুলজং পুষ্পাহ্বয়ে ক্রীড়তা সূর্য্যে নে ... টত ...

১৫। ধর্ম্মপ্রাচীরবন্ধঃ শশিকরশুচয়ঃ কীর্ত্তয়ঃ সপ্রতানা বৈদুষ্যং তত্ত্বভেদী প্রশম ... কুয কুট্টার্থম্

১৬। অধ্যেয়ঃ সূক্তমার্গঃ কবিমতিবিভবোৎসারণঞ্চাপি কাব্যম্ কোহনুস্যাদেষোহস্য ন স্যাদ্‌গুণমাবিদুষম্ ধ্যানপাত্রং য একঃ॥

১৭। তস্য বিবিধসমরশতাবতারণদক্ষস্য স্বভুজবলপরাক্রমৈকবন্ধোঃ পরাক্রমাঙ্কস্য পরশুশরশঙ্কুশক্তিপ্রাশাসিতোহমর-

১৮। ভিন্দিপাল-নারাচবৈতস্তিকাদ্যনেকপ্রহরণ-বিরূদ্ধকুলব্রণ-শতাঙ্কশোভাসমুদায়াপচিত-কান্ততরবর্ষমাণাঃ

১৯। কৌশলক-মহেন্দ্র-মহাকান্তারক-ব্যাঘ্ররাজ-কৌরাডক-মন্তরাজ-পৈষ্ঠপুরক-মহেন্দ্র-গিরি কৌট্টুরক-স্বামিদত্তৈরন্দপল্লক দমন-কাঞ্চেয়ক-বিষ্ণুগোপাবমুক্তক-

২০। নীলরাজ-বৈঙ্গেয়ক-হস্তিবর্ম্ম-পালক্কোগ্রসেন-দৈবরাষ্ট্রক-কুবের কৌস্থলপূরক-ধন-ঞ্জয়-প্রভৃতি-সর্ব্বদক্ষিণাপথরাজগ্রহণমোক্ষানুগ্রহজনিতপ্রতাপোন্মিশ্রমাহাভাগ্যস্য

২১। রুদ্রদেব-মতিল-নাগদত্ত-চন্দ্রবর্ম্ম-গণপতিনাগ-নাগসেনাচ্যুত-নন্দী-বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যা-বর্ত্তরাজ-প্রসভোদ্ধরেণোদ্বৃত্ত-প্রভাবমহতাঃ পরিচারকিকৃত-সর্ব্বাটবিকরাজস্য

২২। সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্রিপুরাদিপ্রাত্যন্ত-নৃপতিভির্ম্মালবার্জ্জুনায়ন-যৌধে-য়মদ্রকাভির-প্রার্জ্জুন-সনকানিক-কক-খারাপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণ-প্রণামাগমন-

২৩। পরিতোষিত-প্রচণ্ডশাসনস্য অনেকভ্রষ্টরাজ্যোৎসন্নরাজবংশ-প্রতিষ্ঠাপনোদ্ভুত-নিখিল-ভুবনবিচরণ-শান্তযশসঃ দৈবপুত্র-সাহি-সাহানুসাহি-শক-মুরুন্দৈঃ সৈংহলকাদিভিশ্চ

২৪। সর্ব্বদ্বীপবাসিভিরাত্মনিবেদন-কন্যোপায়নদান গুরুত্মদঙ্ক স্ববিষয়ভুক্তি শাসন্যাচনাদ্যু-পায়সেবাকৃতবাহুবীর্য্যপ্রসবধরণীবন্ধস্য পৃথিব্যামপ্রতিরথস্য

২৫। সুচরিতশতালঙ্কৃতানেকগুণগণোৎসিক্তিভিশ্চরণতল-প্রমৃষ্টান্যনরপতিকীর্ত্তেঃ সার্দ্ধ-সাধুদয়প্রলয়হেতুপুরুষস্যাচিন্ত্যস্য ভক্ত্যাবনতিমাত্রগ্রাহ্যমৃদুহৃদয়স্যানুকম্পাবতোহ-নেকগোশতসহস্রপ্রদায়িনঃ

২৬। কৃপাণ-দীনানাথাতুরজনোদ্ধারণসমন্ত্রদীক্ষদ্যুপগতমনসাঃ সমিদ্ধস্য বিগ্রহবতো লোকানুগ্রহস্য ধনদ-বরুণেন্দ্রান্তকসমস্য স্বভুজবলবিজিতানেকনরপতিবিভবপ্রত্যর্পণা-নিত্যব্যাপৃতায়ুক্তপুরুষস্য

২৭। নিশিতবিদগ্ধমতিগান্ধর্ব্বললিতৈর্ব্রীড়িতত্রিদশপতিগুরু-তুম্বুরু-নারদাদের্ব্বিদ্বজ্জনো-পজীব্যানেক-কাব্যক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিত-কবিরাজশব্দস্য সুচিরস্তোতব্যানেকাদ্ভুতো-দারচরিতস্য

২৮ লোকসময়ক্রিয়ানুবিধানমাত্রমানুষস্য লোকধাম্নো দেবস্য মহারাজ-শ্রী-গুপ্ত-প্রপৌত্রস্য মহারাজ-শ্রীঘটোৎকচপৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রী-চন্দ্রগুপ্তপুত্রস্য

২৯ লিচ্ছবি-দৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রী-সমুদ্রগুপ্তস্য সর্ব্বপৃথিবীবিজয়জনিতোদয়ব্যাপ্তনিখিলাবনিতানাম্ কার্ত্তিমিতস্ত্রিদশপতি-

৩০। ভবনগমনাবাপ্তললিতসুখবিচরণামাচক্ষাণ ইব ভুবো বহুবয়মুচ্ছিতঃ স্তম্ভঃ যস্য প্রদানভুজবিক্রমপ্রশমশস্ত্রবাক্যোদয়ৈরুপর্য্যুপরিসঞ্চয়োচ্ছিতমনেকমার্গম্ যস্য

৩১। পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ পশুপতের্জ্জটান্তগুহানিরোধ-পরিমোক্ষ-শীঘ্রমিব পাণ্ডু গাঙ্গং পয়ঃ। এতচ্চ কাব্যমেষামেব ভট্টারকপাদানাম্ দাসস্য সমীপ-পরিসর্পণানুগ্রহোন্মিলিতমতেঃ

৩২। খাদ্যতপাকিকস্য মহাদণ্ডনায়ক-ধ্রুবভূতিপুত্রস্য সন্ধিবিগ্রহিককুমারামাত্য মহাদণ্ডনায়কস্য হরিসেনস্য সর্ব্বভূতহিত-সুখায়াস্ত

৩৩। অনুষ্ঠিতম্ চ পরমভট্টারকপাদানুধ্যাতেন মহাদণ্ডনায়ক-তিলভট্টকেন॥

* * *

মর্ম্মানুবাদ।

লিপি সমুদ্রগুপ্তের গৌরব-গাথায় পূর্ণ। সুতরাং সমগ্র লিপির অনুবাদ অনাবশ্যক। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং বংশপরিচয় যে অংশে সন্নিবিষ্ট, তাহারই মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।

(১৫) তিনি ধর্ম্মপ্রাণতায় ধর্ম্মকেও পরাজিত করিয়াছিলেন; জ্ঞানে বৃহস্পতি হীনপ্রভ হইয়াছিলেন; যশের বিমল জ্যোতি শারদচন্দ্রমার জ্যোতিকে পরিম্লান করিয়াছিল। পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। ফলতঃ, তিনি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বীরত্বে এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অতুলনীয়।

(১৩) তিনি অচ্যুত এবং নাগসেনকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, কোটা এবং পুষ্পনগরী তাঁহার পদানত হইয়াছিল।

(১৯) কোশলক, মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কেরলের মন্তরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্র, পার্ব্বত্য দেশীয় কোট্টুরাজ স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লার দমন, কাঞ্চার বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, ভেঙ্গীর হস্তিবর্ম্মণ, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কোস্থলপুরের ধনঞ্জয় প্রভৃতি দাক্ষিণাপথের সমস্ত নৃপতি তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।

(২১) রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দীন, বলবর্ম্মণ প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য সকল নৃপতিবৃন্দ অপিচ পার্ব্বত্য রাজগণ সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(২২) সমতট, দেবক (ডবাক) কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর এবং অন্যান্য রাজ্য, মালবগণ, অর্জ্জুনায়নগণ, যৌধেয়গণ, মদ্রকগণ, আভীরগণ, প্রার্জ্জুনগণ, শনকানিকগণ, ককগণ ও খরপারিকগণ সমুদ্র-গুপ্তকে করপ্রদানে পরিতুষ্ট করিতেন এবং উপঢৌকনাদি প্রদান করিতেন। তাঁহারা সকলেই সমুদ্র-গুপ্তের আজ্ঞাবহ ছিলেন। সমুদ্র-গুপ্ত সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

(২৩) দৈবপুত্রগণ, সাহীগণ, সাহানুসাহীগণ, শকগণ এবং মুরুণ্ডগণ সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নানাবিধ উপঢৌকনাদি প্রদান করিতেন।

(২৪) সমুদ্র-গুপ্ত বিজিত রাজগণের কাহাকেও সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, কাহাকেও বা রাজপ্রত্যর্পণে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

(২৬) সমুদ্র-গুপ্ত দয়ার অবতার, অসহায় নিরন্নের পিতৃমাতৃস্থানীয় এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। তিনি ধনদ (কুবের), বরুণ এবং ইন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন (অর্থাৎ তিনি বিত্তৈশ্বর্য্যে কুবের, দয়ায় ও করুণায় বরুণদেব এবং শক্তিসামর্থ্যে ইন্দ্রের ন্যায় ছিলেন)।

(২৭) ইন্দ্রের গুরু কশ্যপ এবং তুম্বুরু ও নারদ প্রভৃতি পরাজিত হন অর্থাৎ সমুদ্র-গুপ্ত অসাধারণ জ্ঞানী এবং গীতবাদ্য বিশারদ ছিলেন।

(২৮) সমুদ্রগুপ্ত নররূপে দেবতা ছিলেন। তিনি মহারাজ গুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ ঘটোৎকচের পৌত্র এবং মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। লিচ্ছবিরাজকন্যা মহাদেবী কুমারদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

(৩১) পশুপতির জটানির্ম্মুক্ত সুরধুনী গঙ্গা যেমন বিভিন্ন-মুখে প্রধাবিতা হইয়া বিভিন্ন দেশজনপদের পবিত্রতা-সাধন করিয়াছিলেন; সমুদ্রগুপ্তের সুবিমল যশোভাতি তেমনি বিভিন্ন-মুখে প্রতিভাত হইয়া ভুবনত্রয় আলোকিত ও পবিত্রতাসম্পন্ন করিয়াছিল। ইত্যাদি।

* * *

বিবিধ।

এলাহাবাদের এই স্তম্ভলিপি বিবিধ তথ্যের সন্ধান দেয়। সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে ভারতের এবং ভারতের বহির্ভাগের বহু জনপদের এবং নৃপতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সমুদ্র-গুপ্তের প্রভুত্ব সুদূর সিংহলে এবং অক্ষাস নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, লিপিতে উল্লিখিত সাহী প্রভৃতি বাক্যে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ করি। পারস্যের যিনি অধিপতি, তিনিই 'সাহী' বা 'সা' উপাধিভূষণে ভূষিত। লিপিতে সেই 'সাহী' এবং 'সাহানুসাহী' পদদ্বয়ের উল্লেখে মনে হয়,—পারস্য প্রভৃতি জনপদ এবং রুশিয়া সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল।

সমুদ্র-গুপ্তের নিকট সিংহল-রাজের উপঢৌকনাদি-প্রেরণেও সেই পরিচয় প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারি,—সিংহলরাজও তখন সমুদ্র-গুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং রাজকর-হিসাবে প্রতি বৎসর বহু অর্থ প্রেরণ করিতেন।

সমুদ্র-গুপ্ত একজন সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন,—লিপিতে তাহারও নিদর্শন বর্ত্তমান। লিপিতে আছে,—"শিশিতবিদগ্ধমতিগন্ধর্ব্বললিতৈর্ব্রীড়িতত্রিদশপতিগুরু-তুম্বুরু-নারদাদের্ব্বিদ্বজ্জ-নোপজীব্যানেকক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিতকবিরাজশব্দস্য সুচিরস্তোতব্যানেকাদ্ভুতোদরচরিতস্য।" ইহাই সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতার নিদর্শন। সঙ্গীতবিদ্যার অপর নাম—গান্ধর্ব্ব বিদ্যা। অভিধানে গন্ধর্ব্ব শব্দের এক পর্য্যায়—"গীতিরূপাঃ বাচঃ।" ললিত প্রভৃতি রাগরাগিণীর নাম। সঙ্গীত-বিদ্যায় সমুদ্র-গুপ্ত দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ গায়ক তুম্বুরু এবং নারদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের কবি-প্রতিভাও অসাধারণ ছিল। তাঁহার কবিত্ব-শক্তির তুলনা ছিল না। সঙ্গীত-বিদ্যায় এবং কবিত্বে পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই সমুদ্র-গুপ্ত শ্রেষ্ঠ 'কবিরাজ' উপাধিভূষণে ভূষিত।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ লিপি।

[জুনাগড়ের পার্ব্বত্য-লিপি ;—লিপির অবস্থান ;—লিপির প্রতিপাদ্য ;—মূল লিপি ;—লিপির দ্বিতীয় অংশ ;—উদয়গিরি লিপি ;—অবস্থান ও পরিচয় ;—লিপির উদ্দেশ্য ;—লিপির পরিচয় ;—লিপির মর্ম্ম ; কাহাউম স্তম্ভ-লিপি ;—অবস্থান-নির্দ্দেশ ;—লিপির উদ্দেশ্য ;—লিপির পরিচয় ;—লিপির মর্ম্ম ;—ঘাঢ়োয়ার প্রস্তর-লিপি ;—অবস্থান ও আবিষ্কার ;—প্রথম লিপি ;—দ্বিতীয় লিপি ;—লিপির পরিচয় ;—বিথারি স্তম্ভ-লিপি ;—অবস্থান-নির্দ্দেশ ;—লিপির আদর্শ ;—মর্ম্মাভাস ;—মানকুয়ার লিপি ;—লিপির অবস্থান ;—লিপির আদর্শ ;—মর্ম্মাভাস ;—বিবিধ।]

* * *

জুনাগড়ের পার্ব্বত্য-লিপি।

(স্কন্দগুপ্ত—১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৮ অব্দ)।

জেম্স্ প্রিন্সেপ সর্ব্বপ্রথমে 'বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' জুনাগড়ের এই লিপি প্রচার করেন। পরে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল সার জর্জ্জ লি'গ্রাণ্ড জেকব এবং এন এল ওয়েষ্টগার্ড, সহকারী জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই লিপির এক লিথোগ্রাফ-প্রকাশে সমর্থ হয়েন। *

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভাউদাজী কর্ত্তৃক লিপির পাঠ প্রচারিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভাউদাজীর প্রকাশিত সেই লিপি এবং অনুবাদ, অধ্যাপক এগলিং সংশোধিত এবং পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন। †

* * *

লিপির অবস্থান।

জুনাগড়—জুনাগড়-রাজ্যের প্রধান নগর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাথিয়াবাড় জেলায় অবস্থিত। লিপিতে জুনাগড়ের প্রাচীন নামের উল্লেখ নাই। রুদ্রদামনের লিপিতে 'গিরিনগর' নাম পরিদৃষ্ট হয়। অনেকের অনুমান,—'গির্ণার' পর্ব্বতের নামানুসারে জুনাগড়ের নামকরণ হইয়াছিল। •

'লিপিতে 'উজ্জয়ত' নাম দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন,—উহাই জুনাগড়ের প্রাচীন নাম। লিপির পাঠ হইতে নগরটীকে পর্ব্বত-সংলগ্ন বলিয়া বুঝা যায়। জুনাগড়ের পর্ব্বত-

---

* Bombay Branch of Royal Asiatic Society's Journal, Vol. I.

† Archæological Survey of Western India, Vol. II.

গাত্রের পশ্চিম দিকে এই লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। জুনাগড়ের এই পর্ব্বতে অশোকের প্রবর্ত্তিত চৌদ্দটী অনুশাসন এবং মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের একটী অনুশাসন উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

* * *

লিপির প্রতিপাদ্য।

জুনাগড় লিপির প্রথমেই গুপ্তবংশীয় নৃপতি স্কন্দগুপ্তের নামোল্লেখ আছে। প্রারম্ভেই বিষ্ণুদেবতার বন্দনা; তার পরই তাৎকালিক রাজার গুণানুকীর্ত্তন-মূলক পাঁচটী শ্লোক রহিয়াছে। লিপিতে দেখিতে পাই,—সৌরাষ্ট্র কুমার-গুপ্তের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। কুমারগুপ্তের অধীনে প্রাণদত্ত সৌরাষ্ট্র শাসন করিতেন।

প্রাণদত্ত যে ভাবে আপনার পুত্রকে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, লিপিতে সে পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই লিপিতে গুপ্তরাজগণের রাজনীতির এবং প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় পাই। ১৩৬ গুপ্ত-সংবতের (৪৫৫—৫৬ খৃষ্টাব্দে) প্রোষ্ঠপদ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) মাসের ষষ্ঠ দিবসে অতিবৃষ্টির জন্য সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। চক্রপালিতের তত্ত্ববিধানে সেই বাঁধের সংস্কার কার্য্য এবং পুনর্নির্ম্মাণ সমাহিত হইয়াছিল।

প্রায় দুই মাসের পর ১৩৭ গুপ্তাব্দে (৪৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দে) সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। লিপির দ্বিতীয় অংশে স্কন্দ-গুপ্তের উল্লেখ আছে। লিপিতে প্রকাশ,—১৩৮ গুপ্তাব্দে (৪৫৭—৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) চক্রপালিত, চক্রভৃৎ নামক বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; আর তদুপলক্ষে এই লিপি প্রচারিত হইয়াছিল।

* * *

মূল লিপি (প্রথম অংশ)।

১। সিদ্ধম্॥ শ্রিয়মভিমতভোগ্যাং নৈককালাপনীতাং ত্রিদশপতিসুখার্থং যো বলেরাজহার। কমলনিলয়নায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ

২। স জয়তি বিজিতার্ত্তির্ব্বিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ॥ তদনু জয়তি শশ্বৎ শ্রীপরিক্ষিপ্তবক্ষাঃ স্বভুজজনিতবীর্য্যো রাজরাজাধিরাজঃ। নরপতি-

৩। ভুজগানাং মানদর্পোৎফণানাং প্রতিকৃতিগরুড়াজ্ঞাং নির্ব্বিষীঞ্চাবকর্ত্তা॥ নৃপতি-গুণনিকেতঃ স্কন্দগুপ্তঃ পৃথুশ্রীঃ চতুরুদধিজলান্তং স্ফীতপর্য্যন্তদেশাম-

৪। বনীমবনতারির্যঃ চকারাত্মসংস্থাং পিতরি সুরসখিত্বং প্রাপ্তবত্যাত্মশক্ত্যা॥ অপিচ জিতমেব তেন প্রথয়ন্তি যশাংসি যস্য রিপবোঽপি আমূলভগ্নদর্পা নিব···ম্লেচ্ছদেশেষু॥

৫। কর্ম্মেণ বুদ্ধ্যা নিপুণং প্রধার্য্য ধ্যাত্বা চ কৃৎস্নান্ গুণদোষহেতুন্। ব্যাপেত্য সর্ব্বান্মনুজেন্দ্রপুত্রং লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যং বরয়াঞ্চকার॥ তস্মিন্ নৃপে শাসতি নৈব কশ্চিদ্ধর্ম্মাদপেতো মনুজঃ প্রজাসু।

৬। আর্ত্তো দরিদ্রো ব্যসনি কদর্য্যো দণ্ড্যো ন বা যো ভৃশপীড়িতঃ স্যাৎ॥ এবং স জিত্বা পৃথিবীং সমগ্রামং ভগ্নাগ্রদর্পান্ দ্বিষতশ্চ কৃত্বা। সর্ব্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৄন্ সঞ্চিন্তয়ামাস বাহুপ্রকারম্॥ স্যাৎ কোঽনুরূপো

৭। মতিমান্-বিনীতো মেধাস্মৃতিভ্যামনপেতভাবঃ। সত্যার্জবৌদার্য্যনয়োপপন্নো

মাধুর্য্যদাক্ষিণ্যযশোঽন্বিতশ্চ। ভক্তোঽনুরক্তো নৃবিশেষযুক্তঃ সর্ব্বোপধাভিশ্চ বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ॥ আনৃণ্যভাবোপগতান্তরাত্মাঃ সর্ব্বস্য লোকস্য হিতে প্রবৃত্তঃ॥

৮। ন্যায়ার্জ্জনেঽর্থস্য চ কঃ সমর্থঃ স্যাদর্জ্জিতস্যাপ্যথ রক্ষণে চ। গোপায়িতস্যাপি (চ) বৃদ্ধিহেতৌ বৃদ্ধস্য পাত্রপ্রতিপাদনায়॥ সর্ব্বেষু ভৃত্যেষ্বপি সংহতেষু যো মে প্রশিষ্যান্নিখিলান্ সৌরাষ্ট্রান্॥ আজ্ঞাতমেকঃ খলু প্রাণদত্তো ভারস্য তস্যোদ্বহনে সমর্থঃ॥

৯। এবং বিনিশ্চিত্য নৃপাধিপেন নৈকানহোরাত্রগণান্ স্বমত্যা। যঃ সংনিযুক্তোঽর্থনয়া কথঞ্চিৎ সম্যক্-সুরাষ্ট্রাবনীপালনায়॥ নিযুজ্য দেবা বরুণং প্রতীচ্যাং স্বস্থা যথা নোন্মনসো বভুবুঃ। পূর্ব্বেতরস্যাং দিশি প্রাণদত্তং নিযুজ্য রাজা ধৃতিমাংস্তথাভূৎ॥

১০। তস্যাত্মজো হ্যাত্মজভাবযুক্তো দ্বিধেব চাত্মাত্মবশেন নীতঃ। সর্ব্বাত্মনাত্মেব চ রক্ষণীয়ো নিত্যাত্মবানাত্মজকান্তরূপঃ। রূপানুরূপৈর্ললিতৈর্ব্বিচিত্রৈঃ নিত্যপ্রমোদান্বিতসর্ব্বভাবঃ। প্রবুদ্ধপদ্মাকরপদ্মবক্ত্রো নৃণাং শরণ্য শরণাগতানাম্॥

১১। অভবদ্ভুবি চক্রপালিতোঽসবিতি নাম্না প্রথিতঃ প্রিয়ো জনস্য। স্বগুণৈরনপস্কৃতৈরুদাত্তৈঃ পিতরং যশ্চ বিশেষয়াঞ্চকার॥ ক্ষমা প্রভুত্বং বিনয়ো নয়শ্চ শৌর্য্যং বিনা শৌর্য্যমহার্চ্চনং চ। বাক্যং দমো দানমদীনতা চ দাক্ষিণ্যমানৃণ্যমশূন্যতা চ। সৌন্দর্য্যমার্য্যেতরৎ নিগ্রহশ্চ অবিস্ময়ো ধৈর্য্যমুদীর্ণতা চ।

১২। ইত্যেবমেতেঽতিশয়েন যস্মিন্নবিপ্রবাসেন গুণা বসন্তি। ন বিদ্যতেঽসৌ সকলেঽপি লোকে যত্রোপমা তস্য গুণৈঃ ক্রিয়েত। স এব কার্ৎস্ন্যেন গুণান্বিতানাং বভূব নৃণামুপমানভূতঃ॥ ইত্যেবমেতানধিকানতোঽন্যান্ গুণান্ পরীক্ষ্য স্বয়মেব পিত্রা। যঃ সংনিযুক্তো নগরস্য রক্ষাং বিশিষ্য পূর্ব্বান্ প্রচকার সম্যক্॥

১৩। আশ্রিত্য বীর্য্যং সুভুজদ্বয়স্য নান্যস্য নরস্য দর্পং। নেদ্বেজয়ামাস চ কঞ্চিদেবমস্মিন্ পুরে চৈব শশাস দুষ্টাঃ। বিশ্রম্ভমল্পে ন শশাম যোঽস্মিন্ কালে ন লোকেষু সনাগরেষু। যো লালয়ামাস চ পৌরবর্গান্ (———) পুত্রান্ সুপরীক্ষ্য দোষান্। সংরঞ্জয়াং চ প্রকৃতির্বভূব পূর্ব্বস্মিতাভাষণমানদানৈঃ

১৪। নির্যন্ত্রণানোঽন্যগৃহপ্রবেশৈঃ সম্বর্দ্ধিতপ্রীতিগৃহোপচারৈঃ। ব্রাহ্মণ্যভাবেন পরেণ যুক্তঃ শকলঃ শুচির্দ্দানপরো যথাবৎ। প্রাপ্যাংস কালে বিষয়ান্ সিশেবে ধর্ম্মার্থয়োশ্চাপ্যবিরোধনেন। যো (————————) প্রাণদত্তাস ন্যায়বানত্র কিমস্তি চিত্রং। মুক্তাকলাপাম্বুজপদ্ম-শীতাচ্চন্দ্রাৎ কিমুষ্ণং ভবিতা কদাচিৎ॥

১৫। অথা ক্রমেণাম্বুদকাল আগতে নিদাঘকালং প্রবিদার্য্য তোয়দৈঃ। ববর্ষ তোয়ং বহু সন্ততং চিরং সুদর্শনং যেন বিভেদ চাত্বরাৎ। সম্বৎসরাণামধিকে শতে তু ত্রিংশদ্ভিরন্যৈরপি ষড়্ভিরেব। রাত্রৌ দিনে প্রৌষ্ঠপদস্য ষাষ্ঠ্যে গুপ্তপ্রকালে গণনাং বিধায়।

১৬ ইমাশ্চ য রৈবতকাদ্বিনির্গতাঃ পলাশিনীয়ং সিকতাভিলাষিনী। সমুদ্রকান্তাঃ চিরবন্ধনোষিতাঃ পুনঃ পতিং শস্ত্রযথোচিতম্ যযুঃ। অবেক্ষ্য বর্ষাগমজং মহোদ্ভ্রমং মহোদধেরূর্জ্জয়তা প্রিয়েপ্সুনা। অনেকতীরান্তজপুষ্পশোভিতো

১৭ নদীময়ো হস্ত ইব প্রসারিতঃ। বিষাদ্যমানাঃ খলু সর্ব্বতো জনাঃ কথং কথং কার্য্য-

মিতি প্রবাদিনঃ। মিথো হি পূর্ব্বাপররাত্রমুত্থিতা বিচিন্তয়াং চাপি বভুবুরুৎ-সুকাঃ। অপীহ লোকে সকলে সুদর্শনং পুমান্ হি দুর্দর্শনতাং গচ্ছেৎ ক্ষণাৎ।

১৮। ভবেন্ন্ সাম্বো নিধিতুল্যদর্শনং সুদর্শনং (— — — — — — — — —)॥ (— — — — — — —) বণে স ভূত্বা পিতুঃ পরাং ভক্তিমপি প্রদর্শ্য। ধর্ম্মং পুরোধায় শুভানুবন্ধং রাজ্ঞো হিতার্থং নগরস্য চৈব॥ সম্বৎসরাণামধিকে শতে তু

১৯। ত্রিংশদ্ভিরন্যৈরপি সপ্তভিশ্চ। প্র (— — — — — —) শাস্ত্রচেতা বিশ্বোহথম্ন-জ্ঞাতমহাপ্রভাবঃ। আজ্যপ্রণামৈঃ বিবুধানথেষ্ট্বা ধনৈর্দ্বিজাতিনপি তর্পয়িত্বা। পৌরাংস্তথাভ্যর্চ্চ্য যথার্হমানৈঃ ভৃত্যাংশ্চ পূজ্যান্ সুহৃদশ্চ দানৈঃ

২০। গ্রৈষ্মস্য মাসস্য তু পূর্ব্বপক্ষে (— — — — — — প্র) থমোঽহ্নি সম্যক্। মাসদ্বয়েনাদরবান্ স ভূত্বা ধনস্য কৃত্বাবয়মপ্রমেয়ম্। আযামতো হস্তশতং সমগ্রং বিস্তারতঃ ষষ্টীরথাপি চাষ্টৌ।

২১। উৎশেধতোঽন্যৎ পুরুষাণি সপ্ত (— — — — হ)স্তশতদ্বয়স্য। ববন্ধ যত্নান্মহতা নৃদেবানভ্যর্চ্চ সম্যগ্ ঘটিতোপলেন। অজাতিদুষ্টপ্রথিতং তটাকং সুদর্শনং শাশ্বতকল্পকালম্॥

২২। অপি চ সুদৃঢ়সেতুপ্রান্তবিন্যস্তশোভারথচরণসমাহ্বক্রৌঞ্চহংসাসধৃতম্। বিমল-সলিল (— — — — — — — — — — —) ভুবি ত (— — — — — —) দ (— — — — — — — — —) র্কঃ শশী চ।

২৩। নগরমপি চ ভূয়াদ্বৃদ্ধিমৎপৌরজুষ্টং দ্বিজবহুশতগীতব্রহ্মনির্ণষ্টপাপং। শতমপি চ সমানামিতিদুর্ভিক্ষ (— —)॥ (ইতি সুদ) র্শনতটাকসংস্কারগ্রন্থরর্চ্চনা স (মাপ্তা)॥

* * *

লিপির দ্বিতীয় অংশ।

২৪। দৃপ্তারিদর্পপ্রণুদঃ পৃথুশ্রিয়ঃ স্ববংশকেতোঃ সকলাবনীপতেঃ রাজাধিরাজাদ্ভুতপুণ্য-কর্ম্মণঃ (— — — — — — — — — — — —)॥ (— —) দ্বীপস্য গোপ্তা মহতাং চ নেতা দণ্ডদ্বি (—) নাং

২৫। দ্বিশতং দমায়। তস্যাত্মজেনাত্মগুণানিতেন গোবিন্দপাদার্পিতজীবিতেন। (— —)॥ (— — — — — — — — — — — — —) শ্বং বিষ্ণোশ্চ পাদ-কমলে সমবাপ্য তত্র। অর্থব্যয়েন

২৬। মহতা মহতা চ কালেনাত্মপ্রভাবনতপৌরজনেন তেন। চক্রং বিভর্ত্তি রিপু (— —)। — — — — — — — — — — — — — — — —) তস্য স্বতন্ত্র-বিধিকারণমানুষস্য।

২৭। কৃত মরক্রমতিনা চক্রভৃতঃ চক্রপালিতেন গৃহং। বর্ষশতেহষ্টাত্রিংশে গুপ্তানাং কাল ……… । (——————————————————————————) র্থিমুখিতমিবোর্জয়তোহফলস্য

২৮। কুর্ব্বৎ প্রভুত্বমিব ভাতি পুরস্য মূর্দ্ধ্নি॥ অন্যচ্চ মূর্দ্ধনি সু (——————————)॥

২৯। রুদ্ধবিহঙ্গমার্গং বিভ্রাজতে (·

* * *

উদয়গিরি গুহালিপি।

(দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত)।

উদয়গিরি-লিপি—দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের প্রবর্ত্তিত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম এই লিপি আবিষ্কার করেন। তাঁহার 'ভিল্সা টোপ' নামক গ্রন্থে লিপির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার প্রিন্সেপ এই লিপি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ সঙ্কলন করেন। * সেই সময়ে মিষ্টার টমাসও এই লিপির একটী পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল পাঠে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম তাঁহার শেষ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে সকল সমস্যা মিটিয়া যায়। †

* * *

অবস্থান ও পরিচয়।

উদয়গিরি—মধ্যভারতে সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসারগড় জেলার প্রধান নগর ভেল্সার দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদয়গিরি নামক পল্লীর পূর্ব্ব প্রান্তে এই লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে, পল্লীর দক্ষিণাংশে, একটী গুহা-মন্দির আছে। লিপির নাম অনুসারে জেনারেল কানিংহাম ঐ গুহার 'চন্দ্রগুপ্ত গুহা' (Chandragupta Cave) নামকরণ করিয়াছেন।

সেই গুহা-মন্দিরে দুইটী দেবমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। তাহা একটী মূর্ত্তি—পত্নীদ্বয় সহ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর, এবং অপরটী দ্বাদশবাহুবিশিষ্ট দেবীর। মূর্ত্তি-দুইটী কোন্ দেবতার, তৎসম্বন্ধে মতান্তর রহিয়াছে। কেহ দেবী-মূর্ত্তিটীকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; কেহ আবার তাহাকে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি বলেন। পর্ব্বত-গাত্রের বহির্ভাগে প্রবেশদ্বারের কিঞ্চিৎ উত্তরে, গুহা-মধ্যে ঐ মূর্ত্তিদ্বয় অঙ্কিত রহিয়াছে।

---

* Princep's Essays, Vol. I.

† Archæological Survey of India, Vol. X.

লিপির উদ্দেশ্য।

লিপিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের উল্লেখ আছে। প্রকাশ,—৮২ গুপ্ত-কালে (৪০১-২ খৃষ্টাব্দে), আষাঢ় মাসের (জুন-জুলাই মাসে) শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গুহামন্দিরটী বিষ্ণু-দেবতার। তাহা হইতে লিপিকে অনেকে বিষ্ণুদেবতা-সম্বন্ধী লিপি বলিয়া অভিহিত করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ 'সনকানিক'-বংশীয় কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়।

লিপির পরিচয়।

১। "সিদ্ধম্॥ সম্বৎসরে ৮০ ২ আষাঢ়মাসশুক্লৈকাদশ্যাম্।
পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ-শ্রী-চন্দ্রগুপ্তপাদানুধ্যায়তস্য।
২। মহারাজ-ছাগলগ-পৌত্রস্য মহারাজ-বিষ্ণুদাসপুত্রস্য
সানাকানিকস্য মহারাজ চলস্যায়ম্ দেয়-ধর্ম্মাঃ॥"

* * *

লিপির মর্ম্ম।

সিদ্ধি লাভ হউক। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের পদ চিন্তা করিতে করিতে ৮২ অব্দের আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে, ছাগলগের পৌত্র মহারাজ বিষ্ণুদাসের পুত্র সনকানিক মহারাজ চলের ধর্ম্মবিষয়ক এই দান (সুসিদ্ধ হউক)।

কাহাউম স্তম্ভলিপি।

(স্কন্দগুপ্ত—১৪১ গুপ্তাব্দ।)

ডক্টর ফ্রান্সিস বুকানন (হ্যামিল্টন) ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটী প্রদেশের জরিপ আরম্ভ করেন। তাঁহার মন্তব্য-সম্বলিত রিপোর্ট ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' ডাইরেক্টরাদিগের নিকট প্রেরিত হয়।

সেই রিপোর্ট হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার মণ্টগোমরি মার্টিন তাঁহার 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম 'কাহাউম লিপির' উল্লেখ করেন। সেই বৎসরই জেমস প্রিন্সেপ লিপির পরিচয় ও পাঠ প্রচার করিয়াছিলেন। *

ডক্টর ফিট্‌জিরাল্ড হল কর্ত্তৃক লিপির প্রথম কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। † তার পর জেনারেল কানিংহাম লিপির আর একটী পাঠ প্রকাশ করেন।

পরিশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজি 'কাহাউম' পরিদর্শন করিয়া, লিপির একটী সংশোধিত পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

---

* Journal Bengal Asiatic Society, Vol. VII.

† Journal of the American Oriental Society, Vol. VI.

অবস্থান-নির্দ্দেশ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত দেওরিয়া বা দেওয়ারিয়া তহশীলের প্রধান নগর—সালামপুর। মাঝৌলির দক্ষিণ হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে সালামপুর অবস্থিত। প্রাচীন ককুভ বা ককুভগ্রামে (আধুনিক কাহাউম বা কাহাওয়াম পল্লীতে) এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত।

পাঁচটী নগ্নমূর্ত্তির ভিত্তির উপরিভাগে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজির মতে সেই মূর্ত্তিপঞ্চক পাঁচ জন জৈন-তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি। স্তম্ভে পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত সেই পাঁচটী মূর্ত্তি—আদিনাথ, শান্তিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্ব এবং মহাবীর—সেই পাঁচ জন প্রধান তীর্থঙ্কর বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

লিপিতে গুপ্তরাজ স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্বের বিষয় উল্লিখিত। প্রকাশ—১৪১ গুপ্তাব্দে (৪৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। মদ্রনামক জনৈক ব্যক্তি সেই পাঁচ জন জৈন-তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ কাহাউমের এই স্তম্ভ ও লিপি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

* * *

লিপির পরিচয়।

১। "সিদ্ধম্। যস্যোপস্থানভূমির্নৃপতিশতশিরঃ পাত বাতাবধূতা
২। গুপ্তানাম্ বংশ যস্য প্রবিসৃত যশসস্তস্য সর্ব্বোত্তমার্দ্ধেঃ
৩। রাজ্যে শক্রোপমস্য ক্ষিতিপশতপতেঃ স্কন্দগুপ্তস্য শান্তে
৪। বর্ষে ত্রিংশদ্দশৈকোত্তরকশততমে জ্যৈষ্ঠমাসি প্রপন্নে
৫। খ্যাতেস্মিন্‌গ্রামরত্নে ককুভ ইতি জনৈঃ সাধুসংসর্গপূতে
৬। পুত্রো যঃ সোমিলস্য প্রচুরগুণনিধের্ভট্টিসোমো
৭। তৎসূনু রুদ্রসোমঃ পৃথুলমতিযশা ব্যাঘ্র ইত্যন্যসংজ্ঞো
৮। মদ্রস্তস্যাত্মজোঽভূদ্দ্বিজগুরুযতিষু প্রায়শঃ প্রীতিমান যঃ
৯। পুণ্যস্কন্ধম্ স চক্রে জগদিদমখিলম্ সংসরদভিক্ষ ভীতো
১০। শ্রেয়োঽর্থম্ ভূতভূত্যৈ পথি নিয়মবতমর্হতাদিকর্ত্তৄন্
১১। পঞ্চেন্দ্রান্ স্থাপয়িত্বা ধরণীধরময়নসন্নিখাতস্ততোঽয়ম্
১২। শৈলস্তম্ভঃ সুচারুর্গিরিবরশিখরাগ্রোপমঃ কীর্ত্তিকর্ত্তঃ॥"

* * *

লিপির মর্ম্ম।

সিদ্ধি লাভ হউক। শত সহস্র নৃপতির মস্তকপতনজনিত বাত্যাসঞ্চালনে যাঁহার দরবারগৃহ প্রকম্পিত হইত, যিনি গুপ্তবংশোদ্ভব, দিগ্‌দিগন্ত যাঁহার বিমল যশোভাতিতে বিভাসিত, ঐশ্বর্য্য-সম্পদে যিনি অতুলনীয়, যিনি শক্রের সমতুল্য এবং যিনি শতসংখ্যক নৃপতির অধিপতি, সেই স্কন্দ-গুপ্তের শান্তিময় রাজত্বে ১৪১ অব্দের (গুপ্তাব্দের) জ্যৈষ্ঠ মাসে

(৫) সাধুসংসর্গপূত ককুভ নামক গ্রামে ভট্টিসোম নামক জনৈক উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার পিতার নাম সোমিল। তাঁহার পুত্র—জ্ঞানগুণান্বিত রুদ্রসোম। তিনি 'ব্যাঘ্র' নামে অভিহিত হইতেন। রুদ্রসোমের পুত্র দেবদ্বিজে মতিমান মদ্র,

(৯) পৃথিবী সর্ব্বদা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া শঙ্কান্বিত হন। দেবকার্য্যে মনোভি-নিবেশ করিয়া তিনি পুণ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ মদ্র ধর্ম্মার্জ্জনে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি-পঞ্চক প্রতিষ্ঠিত করেন। যাঁহারা অর্হৎত্ব-প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করেন অপিচ যাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ-স্থানীয়, মূর্ত্তিপঞ্চক সেই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মগণের। তার পর তিনি এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার যশঃপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

* * *

ঘাঢ়োয়া প্রস্তর-লিপি।

ঘাঢ়োয়োর প্রস্তর-লিপিতেও গুপ্তকালের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারগুপ্তের রাজত্ব-কালে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। লিপির অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালের, তাঁহার সুশাসনের এবং বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমার-গুপ্ত দান-সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই দান-সত্রের সংরক্ষণ জন্য সুচারু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—লিপিতে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। লিপির যে অংশ অধুনা বর্ত্তমান, বিচ্ছিন্ন হইলেও, গুপ্ত-বংশের—বিশেষতঃ কুমার-গুপ্তের বদান্যতার ও দানশীলতার পরিচয়ে সে বিচ্ছিন্ন অংশেরও অশেষ উপযোগিতা উপলব্ধি হয়।

কুমার-গুপ্ত দুইটী দান পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন;—দীন-দুঃখী অন্ধ-আতুরের জন্য সে সত্রে বাসস্থানের এবং আহারাদির ব্যবস্থা ছিল; কুমার-গুপ্ত অশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন,—লিপিতে সে পরিচয়ও প্রাপ্ত হই। তদ্ভিন্ন, সত্রের সংরক্ষণ এবং পরিচালন জন্য কুমার-গুপ্ত ভূমি ও অর্থ প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন,—তাহারও নিদর্শন সে লিপিতে দেখিতে পাই। ফলতঃ, কুমার-গুপ্তের ধর্ম্মপ্রাণতা এবং জনহিতৈষণা—এই লিপিতে সুন্দর পরিস্ফুট।

* *

অবস্থান ও আবিষ্কার।

এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ঘাঢ়োয়া-পল্লীতে, ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে, এই লিপি আবিষ্কৃত হয়। রাজা শিবপ্রসাদ—এই লিপির আবিষ্কর্ত্তা।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম সর্ব্বপ্রথম এই লিপি সাধারণ্যে প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে লিপির পাঠও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত হয়,—দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের প্রবর্ত্তিত লিপির অব্যবহিত নিম্নভাগে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

* * *

প্রথম লিপি।

১। জিতং ভগবতা। প(রমভাগবতমহারাজাধিরাজ)-

২। শ্রী-কুমারগুপ্ত-রাজ্য-(সম্বৎসরে) ... ...

৩। দিবসে ১০ (অস্যাং দিবসপূর্ব্বায়াং) ... ...

… সদা-সত্র-সামান্য …

(দ) ত্তা দীনারাঃ ১০ (ত) …

তি সত্রে চ দীনারাষ্ট্র …

ন্দাৎস পঞ্চমহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদিতি

গোবিন্দ লক্ষ্যা… …

* * *

দ্বিতীয় লিপি।

ঘাঢ়োয়ার প্রস্তর-গাত্রে কুমার-গুপ্তের উৎকীর্ণ আর এক লিপি দৃষ্ট হয়। ৯৮ গুপ্তাব্দে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল—প্রমাণ পাওয়া যায়। এ লিপিও রাজা শিবপ্রসাদ আবিষ্কার করেন। এলাহাবাদ জেলার ঘাঢ়োয়া পল্লীতে প্রায় একই স্থানে এই লিপি অবস্থিত।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম লিপির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।

লিপির অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। প্রথমাংশে রাজার নাম পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় না। লিপির কাল ৯৮ গুপ্ত-সংবৎ (৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দ) বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন, পূর্ব্ববর্ত্তী লিপির ন্যায় কুমার-গুপ্তের দানের বিষয় উল্লিখিত। পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র পরিরক্ষণ ও পরিচালন জন্য কুমার-গুপ্ত ১৭ সতের দিনার দান করিয়াছিলেন,—লিপিতে এই উক্তি মাত্র দৃষ্ট হয়।

* * *

লিপির পরিচয়।

১। [জিতং ভগবতা॥ পর] মভ (া) ভগবত (মহারাজাধি)-

২। (রাজ-শ্রী) কুমার-গুপ্ত-রাজ্যসম্বৎসরে ৯০ ৮ …

৩। … … (অস্যাং দিবস) পূর্ব্বায়াং পট্ট

৪। … … নেনাত্মপুণ্যোপচ-

৫। য়ার্থং … কালীয়ং সদাসত্র—

৬। … … কস্য তলকনিবনসে

৭। … … ত্যং দিনারাঃ দ্বাদশ

৮। … … স্যাঙ্কুরোত্তস্তচ্চ…

৯। … … (সং) যুক্ত (ঃ) স্যাদিতি।

* * *

বিথারি স্তম্ভলিপি।

বিথারির প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ-গাত্রে এই লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ট্রেজিয়ার লিপি-সমন্বিত সেই স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। স্তম্ভের পাদদেশে লিপি ক্ষোদিত ছিল। কিন্তু স্তম্ভের পাদদেশ কর্দ্দমাক্ত থাকায় প্রথমে কেহ এই লিপির সন্ধান পান না। *

* Cf. Journal of the Asiatic Society of Bengal, V,

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেমস্ প্রিন্সেপ সর্ব্বপ্রথম এই লিপির বার্ত্তা সাধারণ্যে প্রচার করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' ডবলিউ এইচ মিল, লিপির পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম উক্ত লিপির এক লিথো গ্রহণ করিয়া 'আর্কিয়লজিক্যালসার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে প্রচার করিয়াছিলেন। *

তার পর ডক্টর ভগবান লাল ইন্দ্রাজির প্রদত্ত হস্তলিপি হইতে ডক্টর ভাউদাজি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লিপির একটী সংশোধিত পাঠ এবং অনুবাদ প্রকাশ করেন। † পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভগবানলাল ইন্দ্রাজি কর্ত্তৃক মূল সহ লিপির একটী অনুবাদ এবং লিপির 'ফটো' প্রকাশিত হয়। ‡

* * *

অবস্থান-নির্দ্দেশ।

বিথারি পল্লী—সৈয়দপুরের পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। বিথারি—গাজিপুর জেলার সৈয়দপুর তহশীলের একটী প্রধান নগর। লিপির প্রমাণে বুঝা যায়,—লিপিটী স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্ব-কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

লিপিতে কোনও সময়ের উল্লেখ নাই। তবে বুঝা যায়,—'শার্ঙ্গীন' নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। দেবতার প্রতিষ্ঠায় দেব-পূজার জন্য নগর-জনপদাদি দানের প্রসঙ্গ লিপির মধ্যে উল্লিখিত দেখি।

* * *

লিপির আদর্শ।

১। সিদ্ধম্। সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তুঃ পৃথিব্যামপ্রতিরথস্য চতুরুদধিসলিলাস্বাদিতযশসো ধনদবরুণেন্দ্রান্তকসমস্য

২। কৃতান্তপরশোঃ ন্যায়াগতানেকগোহিরণ্যকোটীপ্রদস্য চিরোৎসন্নাশ্বমেধাহর্ত্তুর্ম্মহা-রাজ-শ্রী-গুপ্ত-প্রপৌত্রস্য

৩। মহারাজ-শ্রী-ঘটোৎকচপৌত্রস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রী-চন্দ্রগুপ্তপুত্রস্য লিচ্ছবিদৌহিত্রস্য মহাদেব্যাম্ কুমারদেব্যা-

৪। মুৎপন্নস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রী-সমুদ্রগুপ্তস্য পুত্রস্তৎপরিগৃহীতো মহাদেব্যাম্ দত্তদেব্যামুৎপন্নঃ স্বয়মপ্রতিরথঃ

৫। পরমভাগবতো মহারাজাধিরাজ-শ্রী-চন্দ্রগুপ্তস্য পুত্রস্তৎপদানুধ্যাতো মহাদেব্যাম্ ধ্রুব-দেব্যামুৎপন্নঃ পরম-

৬। ভাগবতো মহারাজাধিরাজ-শ্রী-কুমার-গুপ্তস্য। প্রথিতপৃথুমতি স্বভাবশক্তেঃ পৃথুযশসঃ পৃথিবীপতেঃ পৃথুশ্রীঃ

৭। পি (তৃ) পা(র)গতপাদপদ্মবর্ত্তী প্রথিতযশঃ পৃথিবীপতিঃ সুতোঽয়ম্ জগতি ভু (জ)-বলাদযো (দ্ধো) গুপ্তবংশৈকবীরঃ প্রথিতবিপুল-

---

* Archæological Survey of India, I.

† Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, X.

‡ Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, XVI.

৮। ধাম্না নামতঃ স্কন্দ-গুপ্তঃ সুচরিতচরিতানাম্ যেন বৃত্তেন বৃত্তম্ ন বিহতমমলাত্মা তানধিদাবিনীতঃ বিনয়-

৯। বল সুনীতৈর্ব্বিক্রমেণ ক্রমেণ প্রতিদিনমভিযোগাদীপ্সিতম্ যেন লব্ধা স্বাভিমতা-বিজীগিষা-প্রোন্মতানাম্ পরেষাম্ প্রাণি-

১০। হিত ইব লে(তে সং)বিধানোপদেশঃ। বিচালতকুললক্ষ্মীস্তম্ভনায়োদ্যতেন ক্ষিতিতল-শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা সমু-

১১। দিতবলকোষান্ পুষ্যমিত্রাংশ্চ জিত্বা ক্ষিতিপচরণপীঠে স্থাপিতো বামপাদঃ। প্রসভমনুপমৈর্ব্বিধ্বস্ত শস্ত্রপ্রতাপৈর্ব্বিনা (— —) মু

১২। (— — —) ক্ষান্তিশৌর্য্যৈর্নি রুধম্ চরিতমমলকীর্ত্তের্গীয়তে যস্য শুভ্রাং দিশিদিশি পরিতুষ্টৈরাকুমারম্ মনুষ্যৈঃ। পিতরি দিবমুপেতে

১৩। বিপ্লুতম্ বংশলক্ষ্মীম্ ভুজবলবিজিতারির্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য ভূয়ঃ জিতমিতি পরিতোষান্মা-তরম্ সহস্রনেত্রম্ হতরিপুরিব কৃষ্ণো দেবকিমভ্যুপে-

১৪। তাঃ॥ স্বৈর্দ্দণ্ডৈঃ (— — —) রত্যু (—) ৎ-প্রচলিতম্ বংশম্ প্রতিষ্ঠাপ্য যো বাহুভ্যামবনীম্ বিজিত্য হি জিতেষ্বার্ত্তেষু কৃত্বা দয়াম নোৎসিক্তো (ন) চ বিস্মিত প্রতিদিনম্

১৫। সম্বর্দ্ধমানদ্যুতিঃ গীতৈশ্চ স্তুতিভিশ্চ ভণ্ডকজন যম্ প্রাপয়ত্যার্য্যতাম॥ হূনৈর্যস্য সমাগতস্য সমরে দোর্ভ্যাম্ ধরা কম্পিতা ভীমাবর্ত্তকরস্য

১৬। শত্রুষু শরা (— — — — — —) বিবচিতম্ প্রখ্যাপিতো (—) ই (—) ই (—) ন দ্যোতি (—) নভিসু লক্ষ্যত ইব শ্রোত্রেষু গঙ্গাধ্বনিঃ

১৭। স্বপিতুঃ কীর্ত্তি (— — — — — — — — — — — —) কর্ত্তব্য প্রতিমা কাচিৎ-প্রতিমাম্ তস্য শার্ঙ্গিণঃ

১৮। সুপ্রতিশ্চকারেমাম্ যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ ইহ চৈনম্ প্রতিষ্ঠাপ্য সুপ্রতিষ্ঠিতশাসনঃ গ্রামমেনম্ স বিদধে পিতুঃ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে॥

১৯। অতো ভগবতো মূর্ত্তিরিয়ম্ যশ্চাত্র সংস্থিতঃ উভয়ম্ নির্দ্দিদেশাসৌ পিতুঃ পুণ্যায় পুণ্যধিরিতি॥

* * *

মর্ম্মাভাস।

১। সিদ্ধি অধিগত। নৃপতিগণের উচ্ছেদকারী, জগতে অপ্রতিরথ, চতুরুদধিসলিলা-স্বাদিতযশ, ধনদ-বরুণেন্দ্র-সমতুল, কৃতান্তপরশ, ন্যায়ানুগত, কোটীগোহিরণ্যদাতা, চিরোৎসন্ন-অশ্বমেধ-যজ্ঞের আহরণকারী অর্থাৎ পুনঃপ্রবর্ত্তক, সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ গুপ্তের প্রপৌত্র,

। প্রথিতযশা মহারাজ ঘটোৎকচের পৌত্র, পৃথিবীবিখ্যাত মহারাজাধিরাজ চন্দ্র-গুপ্তের পুত্র, লিচ্ছবিদৌহিত্র, মহাদেবী কুমার-দেবীর গর্ভসঞ্জাত বিশ্ববিজয়ী মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র

৪। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সহধর্ম্মিণী মহাদেবী দত্তদেবীর গর্ভজাত, অপ্রতি-রথ পরমভাগবত মহারাজাধিরাজ চন্দ্র-গুপ্তের পাদানুধ্যায়ী মহাদেবী ধ্রুবদেবীর গর্ভোৎপন্ন পরমভাগবত মহারাজধিরাজ সুপ্রসিদ্ধ কুমার-গুপ্তের

৬-৯। পুত্র প্রথিতযশ প্রভূতপ্রজ্ঞ পিতৃপাদপদ্মানুগামী অমিততেজা গুপ্তবংশাবতংস গুপ্তবংশৈকবীর বিপুলধাম ভুজবলোত্তিন্নশত্রু মহারাজাধিরাজ স্কন্দ-গুপ্তের (উৎকীর্ণ)। সেই স্কন্দগুপ্ত পরাক্রান্ত শত্রুর উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন; সচ্চরিত্রে এবং কূটরাজনৈতিক কর্ম্মকুশলতায় তিনি একে একে অপনার অভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১০-১৪। বিচলিতকুললক্ষ্মীস্তম্ভনোদ্যত অর্থাৎ বংশের হীনগৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়া তিনি তিন রাত্রি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্যমিত্রদিগকে পরাভূত করিয়া প্রভূত শক্তি-সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া, ক্ষিতিপচরণপৃষ্ঠে আপনার বামপদ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমল যশোগীতি আবালবৃদ্ধবনিতা গান করিত।

১৫-১৬। তিনি যখন হুনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভুজবলে পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার অস্ত্রের ঝঞ্জনা গঙ্গা-গর্জ্জনধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

১৭-১৮। সেই সুপ্রসিদ্ধ স্কন্দগুপ্ত শার্ঙ্গীর এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পিতৃকীর্ত্তি পুনরুদ্দীপনার্থ দেবতার নামে তিনি এই জনপদ উৎসর্গ করিলেন।

১৯। সেইজন্য পিতার ধর্ম্মপ্রণতার নিদর্শন-স্বরূপ পুণ্যাত্মা মহারাজাধিরাজ এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জনপদাদি দেবতার নামেও উৎসর্গ করিলেন।

* *

মানকুয়ার লিপি।

মানকুয়ার এই লিপি কুমার-গুপ্তের রাজত্ব-কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল,—লিপিতেই তাহা প্রকাশ আছে। লিপির মধ্যে 'মহারাজ' বিশেষণ দৃষ্ট হয়। অনেকের সিদ্ধান্ত,—তখন শ্বেত-হুনদিগের আক্রমণে কুমার-গুপ্তের রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধির পরিবর্ত্তে তাঁহার 'মহারাজা' উপাধি সন্নিবিষ্ট।

প্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন,—এ লিপি গুপ্ত-বংশের কুমার-গুপ্তের নহে; কুমারগুপ্ত নামে অন্য কোনও করদ-নৃপতি ইহার প্রবর্ত্তক। কিন্তু আলোচনায় কুমার-গুপ্ত নামধেয় কোনও করদ-নৃপতির পরিচয়, মুদ্রায় বা লিপিতে প্রাপ্ত হই না। লিপির মধ্যে যে কালের উল্লেখ আছে, সে কাল—কুমার-গুপ্তের রাজ্যকালকেই নির্দ্দেশ করে।

সুতরাং 'মহারাজ' উপাধি যে কুমার-গুপ্তকেই নির্দ্দেশ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই 'মহারাজ' উপাধি হইতে দুইটী ভাব মনে আসে। এক ভাবে—কুমার-গুপ্তের অপ্রতিষ্ঠার বা প্রতিষ্ঠাহীনতার পরিচয় পাই; অন্য ভাবে—হুনগণের এবং পুষ্পমিত্রের নিকট কুমারগুপ্তের পরাজয়-স্বীকারের আভাস পাই। বিথারি লিপিতে এ বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। লিপিটী কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

এ সময় যে ধর্ম্মে পুনরায় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, গুপ্ত-গণ যে স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, লিপির অন্তর্গত 'নম বুধান' এবং 'ভিক্ষু বুদ্ধমিত্রেণ' অংশ হইতেই তাহা বুঝিতে পারি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন,—বৌদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-কল্পে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রকাশ,—১২৯ গুপ্তাব্দে (৪৪৮-৪৪৯ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টাদশ দিবসে, বুদ্ধদেবের উদ্দেশে অপিচ সর্ব্বদুঃখবিনাশন জন্য, লিপি উৎকীর্ণ হয়।

* * *

লিপির অবস্থান।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজি এই লিপি আবিষ্কার করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম লিপির পাঠ এবং ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়। * তার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ভগবানলাল ইন্দ্রাজি লিপির মূল ও অনুবাদ বোম্বায়ের এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। †

মানকুয়ার অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বলেন,—'মানকুয়ার' যমুনার দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লী,—এলাহাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশের করচাইল তহশীলের আরইল পরগণার প্রধান নগর আরয়ল বা আরৈল-নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, নয় মাইল দূরে মানকুয়ার অবস্থিত। উপবিষ্ট একটী বৌদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে এই লিপি ক্ষোদিত আছে। মানকুয়ার একটী উদ্যানে এই লিপি পরিদৃষ্ট হয়। কথিত হয়,—সে উদ্যানটী গোঁসাই অথবা দেওযরিয়ায় বা দেওয়ারিয়ার এলাকাধীন। প্রকাশ,—সে উদ্যানের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান।

* * *

লিপির প্রতিকৃতি।

ওঁ নম বুধান। ভগবতো সম্যক্‌সম্বুদ্ধস্য স্বমতাভি
রুদ্ধস্য ইয়ম্ প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিতা ভিক্ষু বুদ্ধমিত্রেণ
২। সম্বৎ ১০০ ২০ ৯ মহারাজ-শ্রী-কুমার-গুপ্তস্য রাজ্যে
জ্যৈষ্ঠমাসে দি ১০ ৮সর্ব্বদুঃখপ্রহাণার্থম্।"

* * *

মর্ম্মাভাস।

বুদ্ধগণের প্রতি প্রণতি। মহারাজ কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালে ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র কর্ত্তৃক ১২৯ অব্দে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব্ববিধ দুঃখ দূরীকরণ মানসে (অর্থাৎ পরমার্থিক মঙ্গল-লাভের জন্য) অষ্টাদশ দিবসে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়।

... ...

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—প্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মের প্রভাব, আর অপ্রতিষ্ঠায় ধর্ম্মের অভাব। এই লিপি জ্বল দৃষ্টান্ত বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। স্বধর্ম্মে পরিত্যাগ করায় গুপ্ত-বংশের। হয়,—লিপি সেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* * *

* Archæological Survey of India, Vol. X.

† Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society, Vol. XVI.

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তবংশের রাজগণ।

[সূচনায় ;—আদি-নির্ণয়ে ;—গুপ্তগণের প্রাচীনত্ব ;—মহারাজ গুপ্ত ;—
মহারাজ ঘটোৎকচ ;—বিবিধ।]

* * *

সূচনায়।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় যাহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, গুপ্তরাজগণ তাঁহাদের অন্যতম। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মূলে যে ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান দেখি, গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠায়ও ধর্ম্মের সেই একই প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। যেমন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তিতে তেমনি গুপ্ত-গণের অভ্যুদয়ে সেই একই প্রভাব বিদ্যমান।

• • •

আদি-নির্ণয়ে।

গুপ্তবংশের আদি নির্ণয় সুকঠিন। লিপিতে যে বংশ-পরিচয় দেখিতে পাই, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—মহারাজ গুপ্ত এই গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গুপ্ত 'মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের উপাধি ছিল—'মহারাজাধিরাজ।' ইহা হইতে বুঝিতে পারি,—তখন গুপ্ত-বংশের তাদৃশ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তখন পাটলিপুত্র—মহারাজ গুপ্তের রাজধানী ছিল। আর তাঁহার রাজ্য-সীমা—পাটলিপুত্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই।

মহারাজ গুপ্তের নাম লইয়া নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কেহ কেহ গুপ্তকে শ্রী-গুপ্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অধ্যাপক লাসেনের মতে—তাঁহার নাম কেবল 'গুপ্ত' ছিল। তিনি কখনও শ্রী-গুপ্ত নামে পরিচিত হন নাই। ডক্টর ফ্লিট এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কেহ আবার বলেন,—বৌদ্ধ-ভিক্ষু উপগুপ্তের পিতার নাম—গুপ্ত ছিল। সে মতে, তিনিই গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা—এই মহারাজ গুপ্ত। *

অধ্যাপক র‍্যাপ্সন একটী 'মোহর' (seal) প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে 'গুতস্য' পদ পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষার 'গুপ্তস্য' পদের অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষায় 'গুতস্য' হওয়ার বিষয়ই মনে হয়। ডক্টর হর্ণেলের আবিষ্কৃত মৃৎ-মোহরে 'শ্রীর-গুপ্তস্য' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। মৃৎমোহরটী তৃতীয় শতাব্দীর প্রবর্ত্তনা। যাহা হউক, মহারাজ গুপ্ত হইতেই যে গুপ্ত-বংশের উদ্ভব, সর্ব্বপ্রকারে তাহা সিদ্ধান্তিত হয়।

---

* দিব্যাবদানে উপগুপ্ত অন্ত্যজ জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেখানে উপগুপ্তের পিতা 'গান্ধিক' বা গন্ধবিক্রেতা বলিয়া পরিচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস অন্ধকারময়। সে অন্ধকার-জাল ভেদ করিয়া গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতার অভ্যুদয়-কাল নিরূপণ, একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক সময়ে কুশন-রাজ্য মগধের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে কুশন-রাজ্যের অবসান হয়। তাহারই ধ্বংসাবশেষ হইতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, সপ্রমাণ হয়। মহারাজ গুপ্ত সেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

* * *

গুপ্ত-গণের প্রাচীনত্ব।

গুপ্ত-গণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। বিষ্ণু-পুরাণে, বায়ু-পুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে এবং মৎস্য-পুরাণে গুপ্ত-বংশের উল্লেখ দেখিতে পাই। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের উপসংহারপাদে গুপ্তরাজ-গণের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই তাহা এই,—নাগবংশীয় সাত জন মথুরাপুরী ভোগ করিবেন। গুপ্তবংশীয়গণ মথুরা, অনুগঙ্গ, প্রয়াগ, অযোধ্যা ও মগধ—এই সকল জনপদ উপভোগ করিবেন। শাস্ত্রবাক্য সিদ্ধ হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণ সমগ্র ভারতে আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের প্রভাব পারিপার্শ্বিক বৈদেশিক রাজা-সমূহেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈদেশিক রাজগণ—গুপ্ত-নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং গুপ্ত-রাজগণকে রাজকর এবং বিবিধ উপঢৌকনাদি প্রদানে তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করেন।

* * *

ঘটোৎকচ।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্ত তাদৃশ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার লোকান্তরে পুত্র ঘটোৎকচ রাজ্যলাভ করেন। তাঁহারও প্রতিষ্ঠার কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই। ইতিহাসে তিনি মহারাজ ঘটোৎকচ নামে পরিচিত।

ঘটোৎকচের নাম লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। ডক্টর ব্লকের মতে 'মহারাজ ঘটোৎকচ' এবং 'ঘটোৎকচ-গুপ্ত' অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। 'বাসার' বা বৈশালীতে প্রাপ্ত মোহর—তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের মূলীভূত। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথও এই মতের পরিপোষক। মোহরের উপরিভাগে 'শ্রীঘটোৎকচগুপ্তস্য' পদ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ঘটোৎকচ-গুপ্ত নামে পরিচিত হইলেও মোহরে মহারাজ ঘটোৎকচ নাম অঙ্কিত না হইবার কোনই কারণ নির্দ্দেশ হয় না।

তবে বৈশালীতে পরিদৃষ্ট মোহরের তারিখের সহিত ঘটোৎকচ-গুপ্তের মোহরের তারিখাদির তুলনায় সমালোচনায় বিষয়টী বিশদীকৃত হইতে পারে। এ পক্ষে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের সহধর্ম্মিণী মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর মোহরাঙ্কিত তারিখ প্রভৃতিই প্রধান অবলম্বন।

ধ্রুবস্বামিনী এবং ধ্রুবাদেবী অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। তাঁহার মোহর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কালের শেষভাগে অঙ্কিত হয়। তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজ গোবিন্দগুপ্ত বৈশালীর শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। গোবিন্দগুপ্তের দরবারে, তাঁহার সমসাময়িক যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, অধিকাংশ মোহরে তাঁহাদের নামও অঙ্কিত আছে।

ডক্টর ভাণ্ডারকারের মতে—মোহরগুলি যে সকল স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, সে

সকল স্থানে কর্ম্মচারিবৃন্দের কার্য্যস্থল ছিল। এইরূপে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করেন,—এক শতাব্দী পূর্ব্বের মোহরাদি কর্ম্মচারিগণের অধিগত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঘটোৎকচ এবং ঘটোৎকচ-গুপ্ত কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না।

তাই মনে হয়, মহারাজ ঘটোৎকচের সহিত যে ঘটোৎকচ-গুপ্তের নাম উল্লিখিত হয়, তিনি গুপ্তরাজ ঘটোৎকচের সভাসদ ছিলেন। বহু দিবস একত্র অবস্থান হেতু তিনি গুপ্তবংশীয়দিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার নামের প্রথমে সম্মানসূচক 'শ্রী' শব্দ ব্যবহৃত হইত। নচেৎ, তাঁহার নাম ঘটোৎকচ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজার নামে কর্ম্মচারীর নামকরণ, বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আমরা মনে করি,—পূর্ব্বোক্ত মোহর হয় তো ঘটোৎকচ-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, যুবরাজ অবস্থায়, উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

রাজবংশের অপর সকলের অপেক্ষা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য, নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দ সংযোজিত হইত। 'শ্রী' সেই স্বতন্ত্রতা-ব্যঞ্জক এবং শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক উপাধি-বিশেষ।*

যাহা হউক, ঘটোৎকচ তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন না বলিয়াই ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ পরিচয় নিবদ্ধ নাই। তাঁহার রাজ্যকাল অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার রাজ্যাবসানে তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গুপ্তবংশের এই শাখাই সমধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। তাঁহাদের অন্যান্য শাখা তখন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জনপদে উপনিবিষ্ট ছিল।

* * *

বিবিধ।

মহারাজ গুপ্ত হইতে দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত পর্য্যন্ত গুপ্ত-বংশে দশ জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ রাজ্য-কাল-নির্দ্দেশে মহারাজ গুপ্তের এবং ঘটোৎকচ-গুপ্তের নাম বর্জ্জন করিয়া, প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত হইতে গুপ্ত-গণের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করেন। সে মতে সেই আট জন নৃপতির রাজ্যকাল যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা এই,—

রাজার নাম।	গুপ্ত-সংবৎ।	খৃষ্টাব্দ।
প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত	১—২৮	৩১৯—৩৪৭
সমুদ্র-গুপ্ত	২৯—৮০	৩৪৮—৩৯৯
দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত	৮১—৯৪	৪০০—৪১৩
প্রথম কুমার-গুপ্ত	৯৫—১৩১	৪১৩—৪৫০
স্কন্দ-গুপ্ত	১৩১—১৪৮	৪৫০—৪৬৭
পুর-গুপ্ত	১৪৯—১৭১ (?)	৪৬৮—৪৯০
নরসিংহ-গুপ্ত	১৭২—২০১	৪৯১—৫২০
দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত	২০২—২১৪	৫২১—৫৩৩

এ মতে নানা অসমঞ্জস্ত দাঁড়াইয়া যায়। পূর্ব্ব-প্রদত্ত তালিকার সহিত মিলাইলেই তাহা বোধগম্য হইবে। এ হিসাবে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল প্রায় ২০ বৎসর পিছাইয়া পড়ে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য নৃপতির রাজ্যকালেও সেই হিসাবে অসামঞ্জস্য দাঁড়ায়।

---

* এখন যেমন সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী 'যুবরাজ', 'ক্রাউন প্রিন্স' (Crown Prince), 'প্রিন্স-অব-ওয়েলস' (Prince of Wales) প্রভৃতি স্বতন্ত্রতা-ব্যঞ্জক এবং বিশিষ্ট সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত হন, তখন 'শ্রী' শব্দও সেইরূপ বিশিষ্টতা জ্ঞাপক ছিল বলিয়া মনে করি।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত।

[সৌভাগ্যের সূচনা ;—লিচ্ছবি-জাতির পরিচয় ;—গুপ্তগণের জাতি-নির্ণয় ;—
চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্য-পরিচয় ;—গুপ্ত-কাল ;—বিবিধ বক্তব্য।]

* * *

সৌভাগ্য-সূচনায়।

প্রথম চন্দ্র-গুপ্ত হইতেই ভারতে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা। আর সে প্রতিষ্ঠার মূলীভূত—লিচ্ছবি-জাতি। লিচ্ছবি-জাতির সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই চন্দ্র-গুপ্ত প্রতিষ্ঠার তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধেই গুপ্ত-গণের সৌভাগ্যের সূচনা হয়।

* * *

লিচ্ছবি-জাতির পরিচয়।

'লিচ্ছবি' জাতির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। পুরাবৃত্তে লিচ্ছবি-জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনু-সংহিতায় লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সেখানে ঝল্ল, মল্ল, নট, করণ, খস, দ্রবিড় প্রভৃতি জাতির সহিত লিচ্ছবি-জাতির পরিচয় আছে। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরশজাত। কিন্তু মাতা ভিন্ন-জাতীয়া বলিয়া ক্ষত্রিয়ের সমপদবী তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। তাই সংহিতা-গ্রন্থে তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আছেন।

অজাতশত্রুর রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আট শত বৎসর লিচ্ছবি-জাতির প্রতিষ্ঠার কোনও নিদর্শনই ইতিহাসের অঙ্কে স্থান লাভ করে নাই। গুপ্তরাজ চন্দ্র-গুপ্তের সহিত কুমারদেবীর পরিণয়ের সময় হইতেই ইতিহাসে লিচ্ছবি-জাতির প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তবে, তৎপূর্ব্বে, লিচ্ছবিগণ তিব্বতে এবং নেপালে বর্ত্তমান ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তদ্বিষয়ে প্রমাণ-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দিনে লিচ্ছবি-জাতি বৈশালী রাজ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল,—সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১১১ খৃষ্টাব্দে নেপালে তাহাদের একটী শাখা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল। 'নেপাল-বংশাবলির' মতে তাহারা (লিচ্ছবি-জাতি) সূর্য্য-বংশীয় রাজা দশরথের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

যাহা হউক, লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণের পর হইতেই চন্দ্র-গুপ্তের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। যে ভাবেই হউক, তখন হইতেই তাঁহার রাজ্যসীমা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। মগধ এবং অন্যান্য জনপদ ক্রমে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

লিচ্ছবি-জাতির সহিত চন্দ্র-গুপ্তের বিবাহ-সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভাগ্যাকাশে আর একবার সৌভাগ্য-রবির বিকাশ হইয়াছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ভারতে শৌর্য্য-বীর্য্য

আর একবার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়ে ভারতের যে গৌরব-গরিমায় নিদর্শন ইতিহাসের অঙ্ক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, যে সূত্রেই হউক, এই বৈবাহিক-সম্বন্ধ-বন্ধনে চন্দ্র-গুপ্ত লিচ্ছবি-জাতির সর্ব্ববিধ প্রভুত্ব-শক্তি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। রাজকন্যার সহিত চন্দ্র-গুপ্তের এই উদ্বাহবন্ধন, ভারতের ইতিহাসে এক নূতন আলেখ্য চিত্রিত লিচ্ছবি করিয়াছে।

বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজগণ প্রধানতঃ মগধের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পুষ্যমিত্রের লোকান্তরের পর মগধ-রাজ্য যখন ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিয়া বসে। সুরক্ষিত প্রাচীর-পরিখা ধ্বংস করিয়া তাহারা পাটলি-পুত্র নগরে প্রবেশ করে।

কিন্তু চন্দ্র-গুপ্তের সহিত কুমারদেবীর পরিণয়-কালে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিয়া ছিলেন কিনা, তৎসম্বন্ধে মতান্তর আছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, তখন পাটলি-পুত্র লিচ্ছবিদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু পরিব্রাজক ইৎ-সিং বলেন,—গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের সময় হইতেই পাটলিপুত্রে গুপ্ত-বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* * *

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-পরিচয়।

ইতিহাসে দেখিতে পাই,—চন্দ্র-গুপ্ত একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। লিচ্ছবিদিগের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি প্রতিষ্ঠান্বিত হন। লিচ্ছবি-জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে গুপ্ত-রাজগণ যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, সমুদ্র-গুপ্ত প্রভৃতির লিপিতে সে পরিচয় বিদ্যমান। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার একদিকে চন্দ্র-গুপ্তের এবং কুমারদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্য দিকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সেখানে লক্ষ্মী সিংহবাহিনী এবং তাঁহার পদতলে 'লিচ্ছবি' শব্দ সন্নিবিষ্ট। কুমারদেবীর এবং চন্দ্র-গুপ্তের প্রতিমূর্ত্তির নিম্নভাগেও তাঁহাদিগের নামোল্লেখ আছে। * চন্দ্র-গুপ্তের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত লিপিতে বিশেষ গর্ব্বের সহিত এই লিচ্ছবি-সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়,—লিচ্ছবিদিগের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর হইতেই গুপ্ত-বংশের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য-রবির বিমল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

রাজ্য-প্রাপ্তির পর চন্দ্র-গুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন; আর কুমারদেবী 'মহাদেবী' বলিয়া অভিহিত হন। চন্দ্র-গুপ্ত নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন; সেই মুদ্রায় তাঁহার নামের সহিত 'মহাদেবী' কুমারদেবীর নামও সংযোজিত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবর্ত্তিত লিপি অথবা মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার রাজ্য-সীমা নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্দ্দেশ করেন। তবে সমুদ্র-গুপ্তের

* 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে' মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। রিভেট এবং কার্ণাক সেই মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেই মুদ্রাসমূহ 'রিভেট কার্ণাক কলেকশন' (Rivett-Carnac Collection) নামে অভিহিত। উক্ত সংগ্রহের মধ্যে 'লিচ্ছবি'-নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।—*Catalogue of Coins in Indian Museum*, Vol. I.

লিপি প্রভৃতি হইতে তাঁহার রাজ্যের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বুঝিতে পারি,—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল বর্ত্তমান এলাহাবাদ (প্রয়াগ) পর্য্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সে মতে ত্রিহুত, দক্ষিণ বিহার, অযোধ্যা এবং পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহ চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ফলতঃ, অল্পকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও চন্দ্র-গুপ্ত তাঁহার রাজ্যসীমা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* * *

গুপ্ত-কাল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত চন্দ্র-গুপ্তের সময় হইতেই গুপ্ত-কালের প্রবর্ত্তনা। তাঁহারা বলেন,—এই 'অব্দ' প্রবর্ত্তনায়ই ইতিহাসে চন্দ্র-গুপ্তের প্রতিষ্ঠা। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী হইতে ৩২১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ অব্দের প্রথম বৎসর নিরূপিত হয়।

মহারাজাধিরাজ চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যারম্ভের বৎসর হইতে গুপ্তাব্দ গণনার সূত্রপাত হয়,—প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ তাহা স্বীকার করেন। চন্দ্র-গুপ্ত ৩৩৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রায় পনের বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। * গুপ্তবংশের বংশলতায় একাধিক চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় আছে। তাই তিনি প্রথম 'চন্দ্রগুপ্ত' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

* * *

বিবিধ বক্তব্য।

গয়া জেলায় প্রাপ্ত সমুদ্র-গুপ্তের এক তাম্রশাসনের অঙ্কাদি দৃষ্টে অনেকে সমুদ্র-গুপ্তকেই গুপ্ত-বংশের প্রথম সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ তাম্রশাসনে ৯ সংবৎ লিখিত আছে।

কিন্তু কেহ কেহ ঐ পাঠ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে,—৯ অঙ্কের পরিবর্ত্তে উহা ১৯ অথবা ২৯ হওয়াই সমীচীন। তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—মহারাজাধিরাজ সমুদ্র-গুপ্ত বহুদিনের অপ্রচলিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ডক্টর ফ্লিট এই তাম্রশাসনের মৌলিকত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে ফ্লিট নিম্নরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। যথা,—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সমুদ্র-গুপ্তের যে সকল লিপি এবং তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অক্ষর—এই লিপির অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অধিকন্তু গয়ার লিপির রচনা এবং অক্ষর অত্যন্ত আধুনিক।

কিন্তু ফ্লিটের এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। স্থান-ভেদে ভাষা এবং অক্ষরের পার্থক্য—সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। সুতরাং লিপির আধুনিকত্ব এবং সমুদ্র-গুপ্তের অব্দ প্রবর্ত্তনা-মূলক ও গুপ্তবংশের আদি-নৃপতি-প্রতিপাদক যুক্তি-সমূহ কদাচ অনুমোদন করা যায় না।

* চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাঁহার পিতা ঘটোৎকচের রাজ্যকাল ২৯০—৩১০ খৃষ্টাব্দ এবং গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ গুপ্তের রাজ্যকাল ২৭০—২৯০ খৃষ্টাব্দ স্থির হয়। ২৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভের পর মহারাজাধিরাজ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হয়েন।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-গুপ্ত।

[ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা—সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি;—সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়,—দিগ্বিজয়ের পরিচয়,—লিপিতে দিগ্বিজয়ের বর্ণনা;—বিজিত রাজা ও রাজ্যের পরিচয়;—বিজিত পার্ব্বত্য-জাতি;—বিজিত সীমান্ত-রাজ্য;—অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ;—বৈদেশিক নৃপতির পরিচয়;—অশ্বমেধ-যজ্ঞ;—এরণ লিপি;—সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল;—বিবিধ জ্ঞাতব্য;—সমুদ্রগুপ্ত ও কাচ;—সিংহলরাজ মেঘবর্ণের দৌত্য;—গয়ায় বৌদ্ধ-বিহার।]

* *

ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা।

প্রাচ্যে সমুদ্র-গুপ্ত, আর প্রতীচ্যে নেপোলিয়ন;—ইতিহাসে উভয়েই সমপদবীতে সমাসীন। উভয়েই উচ্চাভিলাষী, উভয়েই বিজয়-লিপ্সু। প্রভেদ এই যে,—নেপোলিয়ন স্বার্থসাধন-পথের পথিক; আর সমুদ্র-গুপ্ত বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক।

নেপোলিয়নের প্রভাবে প্রতীচ্যে যেমন নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল; সমুদ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠায়, উন্মাদনার নবোদ্যমে, প্রাচ্য তেমনি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—নবজাগরণে মৃত-কল্পদেহে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

এক হিসাবে, সমুদ্র-গুপ্তের প্রতিষ্ঠায়ই গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা;—এক হিসাবে সমুদ্র-গুপ্তের প্রচেষ্টায়ই গুপ্ত-সাম্রাজ্য ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। সমুদ্র-গুপ্তের অভ্যুদয় ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যেমন মৌর্য্য-বংশের ইতিহাসে, তেমনই গুপ্ত-বংশের ইতিহাসে—সেই একই শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করি। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মাদনায় মৌর্য্য-নৃপতিগণ যেমন বিচ্ছিন্ন ভারত-সাম্রাজ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-সাধনে গুপ্ত-বংশও তেমনই বিক্ষিপ্ত সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবল—শ্রেষ্ঠবল; সেই বলে বলীয়ান হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইতিহাসে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা।

* *

সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি।

পুত্রগণের মধ্যে পিতা সমুদ্র-গুপ্তকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ-ক্রমে নির্ব্বাচন না হইলেও সে নির্ব্বাচন আশানুরূপই হইয়াছিল। সিংহীর উদরে সিংহ-শাবকই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। চন্দ্র-গুপ্ত তাহা জানিয়াই, লিচ্ছবী রাজদুহিতা কুমার-দেবীর গর্ভজাত পুত্র সমুদ্র-গুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

নির্ব্বাচন সার্থক হইয়াছিল। সমুদ্র-গুপ্ত পিতৃন্যস্ত বিশ্বাসের অপলাপ করেন নাই। পরন্তু অক্ষরে অক্ষরে তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—বিবিধ উন্নতি-সাধনে সমুদ্র-গুপ্ত ভারত-সাম্রাজ্যকে যে শ্রেষ্ঠ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ভারতের ইতিহাসে তাই সমুদ্র-গুপ্ত শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া আছেন। সমুদ্র-গুপ্ত যে রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, তেমন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বিশাল সাম্রাজ্য তাহার পূর্ব্বে ভারত বহুদিন প্রত্যক্ষ করে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * *

সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সমুদ্র-গুপ্তের বিজয়লিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। বহুকালের সঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষা। পিতার বর্ত্তমানে সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সুযোগ ঘটে নাই। তাই সিংহাসন-লাভ করিয়াই সমুদ্র-গুপ্ত দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

রাজ্য-জয়েই রাজশক্তির পরীক্ষা। দেশ-বিজয়েই শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয়। সমুদ্র-গুপ্ত বুঝিয়াছিলেন,—দিগ্বিজয়ী না হইলে, রাজ-সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াই দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে, পারিপার্শ্বিক নৃপতিগণ তাহার অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। সিংহাসনাধিরোহণের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। সেই উপলক্ষে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

* * *

দিগ্বিজয়ের পরিচয়।

সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়ের বিশদ চিত্র—এলাহাবাদের স্তম্ভ-গাত্রে অঙ্কিত দেখি। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, মৌর্য্য-সম্রাট অশোক ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্তম্ভ-গাত্রে তাঁহার অনুশাসন-সমূহ ক্ষোদিত ছিল। এলাহাবাদের সেই স্তম্ভ-গাত্রেই সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়ের লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

যুদ্ধের অবসানে, দিগ্বিজয়ের স্মৃতি-সংরক্ষণে, সমুদ্র-গুপ্ত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ একজন পণ্ডিতের উপর সেই দিগ্বিজয়-কাহিনী-বর্ণনের ভার অর্পিত হয়। সমুদ্র-গুপ্ত খাঁটি হিন্দু ছিলেন; ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাঁহার অশেষ পারদর্শিতা ছিল।

ধর্ম্মে সমদর্শন-নীতি—তাঁহার রাজনীতির মূল সূত্র হইলেও, তিনি অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ-গাত্রেই সে দিগ্বিজয়-কাহিনী—সে নরশোণিত-প্রবাহের চিত্র—সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। স্তম্ভের এক দিকে অশোকের লিপি—'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' বিঘোষিত করিতেছিল; অন্য দিকে সমুদ্র-গুপ্তের লিপিতে জীঘাংসা-নীতির বিজয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল।

সমুদ্র-গুপ্তের উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল। তাই আজি আমরা তাঁহার রাজ্য-বিজয়ের প্রকৃত আলেখ্যের সন্ধান পাইয়াছি। এলাহাবাদের সে স্তম্ভ সমুদ্র-গুপ্তের বিজয়-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, আজ পৃথিবীর প্রতি কেন্দ্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করিতেছে।

কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও খৃষ্ট-জন্মের ৩৬২ বৎসর পরে সে লিপি উৎকীর্ণ

হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লিপিতে দিগ্বিজয়ের পৌর্ব্বাপৌর্য্য নির্দ্দেশ হয় নাই বটে; কিন্তু লিপির ভৌগোলিক বিবরণ-সমূহ বিশেষ মূল্যবান, প্রতিপন্ন হয়।

* * *

লিপিতে দিগ্বিজয়-বর্ণন।

এলাহাবাদ লিপির প্রারম্ভেই সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-লাভের এবং তাঁহার যুবরাজ-পদপ্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। লিপির লেখক তিলভট্টক সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয় চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়,—(১) দাক্ষিণাত্যের এগারটী জনপদ, (২) আর্য্যাবর্ত্তের নয়টী রাজ্য, (৩) সীমান্ত-প্রদেশের সমুদায় নৃপতি এবং (৪) যাবতীয় পার্ব্বত্য জাতি সমুদ্র-গুপ্তের পদানত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশই সমুদ্র-গুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল—সকল প্রদেশেই তাঁহার প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। স্থূলতঃ, তিনিই এক হিসাবে ভারতের 'একছত্র সম্রাট।'

এলাহাবাদের লিপিতে যে ভাবে সে পরিচয় পরিবর্ণিত, ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আর্য্যাবর্ত্ত-বিজয়-প্রসঙ্গে লিপিকার বলিয়াছেন,—

"রুদ্রদেব-মতিল-নাগদত্ত-চন্দ্রবর্ম্ম-গণপতিনাগ-নাগ-
সেনাচ্যুত-নন্দী-বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যাবর্ত্তরাজপ্রসভো-
দ্ধরণোদ্বৃত্তপ্রভাবমহতাঃ পরিচারকক্বত্যসর্ব্বাটবিকরাজস্য।"

লিপির উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারি,—তখন আর্য্যাবর্ত্তে নয়টী বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেই নয়টী রাজ্যে তখন যাঁহারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা যথাক্রমে—রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্ম, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিগণের মধ্যে তখন তাঁহারাই প্রধান—'রুদ্রদেব-বলবর্ম্মাদ্যনেকার্য্যবর্ত্তরাজ' বাক্যে তাহাই বুঝিতে পারি।

ঐ নয় জন ব্যতীত আরও বহু রাজা ও নগর-জনপদ সমুদ্র-গুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল,—লিপির পূর্ব্বোক্ত উক্তি হইতেই তাহাও বুঝা যায়। ফলতঃ, আর্য্যাবর্ত্ত বলিতে তখন যে ভূভাগ নির্দ্দিষ্ট হইত, সেই ভূভাগের সর্ব্বত্র সমুদ্র-গুপ্ত 'একছত্র সম্রাট' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

তার পর করদ-রাজগণের উল্লেখ দেখি। তাঁহাদের কেহ বা যুদ্ধে নিহত, কেহ বা যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন, কাহাকেও বা হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। লিপিতে সেই সকল রাজার নিম্নরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই; যথা,—

"কৌশলক-মহেন্দ্র-মহাকান্তারক-ব্যাঘ্ররাজ-কৌবাড়ক-
মন্তরাজ-পৈষ্টপুরক-মহেন্দ্রগিরি-কৌট্টুরক-স্বামি-
দত্তৈরন্দপল্লক-দমন-কাঞ্চেয়ক-বিষ্ণুগোপাবমুক্তক॥"

এখানে কোশলরাজ মহেন্দ্রের পরিচয় পাই। আর পরিচয় পাই—মহাকান্তাররাজ ব্যাঘ্রের, পিষ্টপুররাজ মহেন্দ্রের, কেরলরাজ মণ্টের, কোট্টুররাজ স্বামিদত্তের, কাঞ্চিরাজ বিষ্ণু-গোপের এবং অবমুক্তপতি নীলরাজের।

সীমান্ত-প্রদেশের নৃপতিগণের এবং তাঁহাদের রাজ্যের নিম্নরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই; যথা,—

"সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্রিপুরাদি-
প্রত্যন্ত-নৃপতিভির্মালবার্জ্জুনায়ন-যৌধেয়-মদ্রকা-
ভীর-প্রার্জ্জুন-সনকানিক-কক-খারাপরিকা-
দিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণপ্রণামাগমন।"

ফলতঃ, সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্রীপুর, মালব, অর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকানিক, কক, খরপারিক, সিংহল প্রভৃতি সীমান্ত নৃপতিগণকে জয় করিয়া তাহাদের রাজ্য আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

বৈদেশিক যে সকল রাজা সমুদ্র-গুপ্তের পতাকা-মূলে মস্তক অবনত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দৈবপুত্র, সাহি, সাহানুসাহি, শক, মুরুন্দ, সিংহলক প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। লিপিতে তদ্বিষয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়; যথা,—

"পরিতোষিত-প্রচণ্ড-শাসনস্য অনেক-ভ্রষ্ট-
রাজ্যোৎসন্ন-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাপনোদ্ভূত-নিখিল-
ভুবনবিচরণ-শান্তযশসঃ দৈবপুত্র-সাহি-সাহানু-
সাহি-শক-মুরুন্দৈঃ সৈংহলকাদিভিশ্চ"

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে,—তখন ভারতের এমন কোনও নগর-জনপদ [illegible] নগর-জনপদ সমুদ্র-গুপ্তের প্রাধান্য-স্বীকারে তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ [illegible] নাই।

* * *

বিজিত রাজা ও রাজ্যের পরিচয়।

সমুদ্র-গুপ্তের বিজিত রাজ্যের ও রাজার পরিচয় লিপি হইতে [illegible] উপলব্ধ হয়। সমুদ্র-গুপ্তের পর অথবা বর্ত্তমানে লিপিবর্ণিত রাজ্য কি নামে পরিচিত [illegible] তাহার অনুসন্ধানে যাহা অবগত হই, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

সে উপলক্ষে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণা অধিকাংশ-ক্ষেত্রে সম্পাদিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতি-গণের মধ্যে গণপতিনাগ—পদ্মাবতীর বা নারোয়ারের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মুদ্রা আজিও ভারতের অনেক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

নাগসেনের সম্বন্ধে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। কেহ কেহ তাঁহাকে 'নাগ'-বংশের এক রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'হর্ষচরিতে' এই নাগসেনের নামই উল্লিখিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। পদ্মাবতীর নাগবংশ-সম্ভূত হইলে, নাগসেনের নাম, গণপতিনাগের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। পদ্মাবতীর সিংহাসনে একই সময়ে একই বংশের দুই জন নৃপতি সমাসীন থাকিবার উক্তি অসামঞ্জস্যমূলক বলিয়াই মনে হয়।

তবে সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়ে বহু বৎসর অতীত হইয়াছিল। তাই মনে হয়,—গণপতিনাগের পর যখন নাগসেন সিংহাসন লাভ করেন, তখন সমুদ্র-গুপ্ত পুনরায় তাঁহাকেও পরাজিত ও পদানত করিয়াছিলেন। অথবা নাগসেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার রাজ্যও স্বতন্ত্র ছিল। গণপতিনাগের সমসময়ে তিনি সে রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

রাজা অচ্যুতের প্রবর্ত্তিত মুদ্রার সহিত নাগগণের মুদ্রার সাদৃশ্য-দৃষ্টে র‍্যাপ্সন সিদ্ধান্ত করেন,—নাগদত্ত এবং নাগসেন এই বংশ সম্ভূত। লিপিতে যে নয় জন রাজার নাম উল্লিখিত, তাঁহারা সকলেই নাগবংশ-সম্ভূত। নাগবংশের সেই নয় জন নৃপতির নয়টী বিভিন্ন রাজ্য তখন এক-সূত্রে গ্রথিত ছিল। সেই রাজ্য-সমবায় তখন 'নবনাগ-রাজ্য' নামে অভিহিত হইত। পুরাণে আর্য্যবার্ত্তের এই নয় জন নৃপতি 'নব-নাগ' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। 'পদ্মাবতী' তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

লিপিতে পার্ব্বত্য-প্রদেশের রাজার উল্লেখ আছে। তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বোক্ত নয় জন নৃপতির সমসাময়িক। নরোয়ারে তাঁহাদের পাঁচ জনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেই মুদ্রার প্রমাণে সকলেই নাগবংশীয় প্রতিপন্ন হন। *

বাণের কাব্যগ্রন্থে পদ্মাবতীতে এক নাগ-বংশের পরিচয় আছে। সেখানে 'নাগ-কুল' শব্দ দেখিতে পাই। কবি বাণ লিখিয়াছেন,—"নাগকুলজন্মানঃ নাগসেনস্য।" ঐ বাক্যের অর্থ যদি "নাগবংশের উত্তরাধিকারী" হয়; তাহা হইলে, এলাহাবাদ লিপির নাগসেন আর বাণের কাব্য-গ্রন্থোক্ত নাগসেন এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, তাঁহাকে গণপতিনাগের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

কিন্তু লিপির বর্ণনা অনুসারে তিনি গণপতিনাগের সমসাময়িক। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়,—নাগবংশ-সম্ভূত হইলেও তিনি গণপতিনাগের সমসময়ে আর্য্যাবর্ত্তেরই স্বতন্ত্র এক ভূভাগের অধিপতি ছিলেন।

অহিচ্ছত্রার সন্নিকটে যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 'অচু' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'অচু' হইতে 'অচ্যুত' নামের পরিকল্পনা। সাদৃশ্য-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—সমুদ্র-গুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতি অচ্যুত 'অহিচ্ছত্রা' নগরে রাজত্ব করিতেন। এতদ্ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য বিজিত নৃপতির কোনও পরিচয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

* * *

বিজিত পার্ব্বত্য-জাতি।

দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে যে পার্ব্বত্য-জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত—তাঁহারা সকলেই মধ্য-ভারতের অধিবাসী। তখন মধ্যভারত বনজঙ্গলসমাকুল ছিল,—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। মধ্যভারতের পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতি-সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়াই সম্ভবতঃ সমুদ্র-গুপ্ত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যাঁহারা সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের বিজয়ে সমুদ্র-গুপ্তের গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই নৃপতি-দিগের মুক্তি দান করিয়া সমুদ্র-গুপ্ত উন্নত হৃদয়ের এবং দয়াদাক্ষিণ্যের আদর্শ প্রকটন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেই প্রথমে কোশল-দেশ তাঁহার পদানত হয়। তখন মহেন্দ্র সেই

* মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যে গোয়ালিয়র নগর—প্রাচীন নারোয়ার নগরের স্মৃতি প্রকটিত করিতেছে। এখনও উহা নারোয়ার নামেই পরিচিত।

দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পার্ব্বত্য এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ্যের উল্লেখ লিপি-মধ্যে দেখিতে পাই।

কিন্তু এই ব্যাঘ্ররাজই বা কে, আর মহাকান্তারই বা কোথায় অবস্থিত, লিপিতে তাহার কোনও নির্দ্দেশ নাই। অনেকে আরণ্য-রাজাদিগকে বর্ত্তমান উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তখন ওড্র-দেশ বলিতে উড়িষ্যাকে বুঝাইত। ওড্র-দেশ অরণ্য-সমাকুল বন্য-প্রদেশ কিনা, তাহার নির্দ্দেশ নাই। উড়িষ্যাই যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আরণ্য-রাজ্য হইবে, তাহা হইলে লিপিতে স্পষ্টতঃ 'ওড্র' নাম অনুল্লেখের কোনও হেতু দেখি না।

যাহা হউক, সমুদ্র-গুপ্তের বিপুল বাহিনী গোদাবরী খণ্ডের অন্তর্গত পিষ্টপুরের মহেন্দ্রকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে যথাক্রমে বর্ত্তমান কোল্লেরু হ্রদের সমীপবর্ত্তী কাউরালার মণ্টরাজকে, অবমুক্তার নীলরাজকে এবং ভেঙ্গীর হস্তিবর্ম্মণকে পরাভূত করেন।

অতঃপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া সমুদ্র-গুপ্ত কাঞ্চীরাজ বিষ্ণুগোপের রাজ্যে উপস্থিত হন। কথিত হয়—বিষ্ণুগোপ পহ্লব-বংশোদ্ভব ছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন।

তার পর, সমুদ্র-গুপ্ত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। পথে পলক্করাজ উগ্রসেন বশীভূত হইলে সমুদ্রগুপ্ত স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেবরাষ্ট্রের কুবের এবং এরণ্ডপল্লের রাজা দমনকে পরাজিত করেন।

'দেবরাষ্ট্র' এবং 'এরণ্ডপল্ল' দক্ষিণ-ভারতে অবস্থিত। পল্লকের স্থান—নেল্লোর জেলায় নির্দ্দিষ্ট হয়; মহারাষ্ট্র-দেশ—'দেবরাষ্ট্র' নামে এবং এরণ্ডপল্ল—খান্দেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুঝা যায়,—স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সমুদ্র-গুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে লিপিতে দিগ্বিজয় পরিবর্ণিত, এলাহাবাদের সেই স্তম্ভলিপি হইতে আরও বুঝা যায়,—পার্ব্বত্য এবং আরণ্য নৃপতিগণের রাজ্য, সমুদ্র-গুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অনেকেরই রাজ্য তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তবে সেই সকল রাজ্যের অধিপতিবৃন্দ করদরাজরূপে সমুদ্র-গুপ্তকে প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ প্রদান করিতেন।

• • •

বিজিত সীমান্ত-রাজ্য।

সীমান্ত-রাজ্যের পরিচয়ে সমুদ্র-গুপ্তের মহত্ত্বের আর এক চিত্র প্রকটিত দেখি। পূর্ব্ব-সীমান্তের সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল এবং কর্ত্রীপুর তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এই সকল রাজ্যও সমুদ্র-গুপ্তের রাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বটে; তবে সকলেই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কর-প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত রাজ্য-সমূহের অবস্থান-নির্দ্দেশে প্রধানতঃ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ—সমতট বলিয়া অভিহিত। সে হিসাবে বর্ত্তমান বঙ্গ এবং কলিকাতা সহর পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

সমতট এবং কামরূপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডবাকের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সে মতে, বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী উহার অন্তর্গত বলিয়া বুঝা যায়। নেপাল এবং কামরূপের অবস্থান বিষয়ে কোনও মতান্তর নাই। হিমালয়-শৈলশ্রেণীর পাদদেশে পশ্চিম দিকের ভূভাগ 'কর্ত্তৃপুর' নামে অভিহিত হইত। কুমায়ুন, আলমোরা, গাড়োয়াল এবং কাঙ্গড়া প্রভৃতি ঐ অংশের অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমের সীমানা যমুনা-নদী নির্দ্দিষ্ট হয়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, পাঞ্জাবে, যৌধেয় এবং মদ্রকগণ, দক্ষিণে মালব, অর্জ্জুনায়ন এবং আভিরগণ, সমুদ্র-গুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। প্রার্জ্জুন, সনকানিক, কক, খরপারিক প্রভৃতি রাজাও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। সুতরাং সিন্ধু নদের চন্দ্রভাগা পর্য্যন্ত সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল, বুঝা যায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নির্দ্দেশে যৌধেয় রাজ্য শতদ্রুর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। পাঞ্জাবের মধ্যভাগ—মদ্রক নামে অভিহিত। অর্জ্জুনায়ন, মালব এবং আভীরগণ রাজপুতানা এবং মালবের অধিবাসী। এ হিসাবে চম্বল বা শম্বর নদী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-দিকের সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়।

* * *

অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ।

সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-সীমা এইরূপে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে গঙ্গার বদ্বীপ, পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল (শম্বর), উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা—এই সীমাবেষ্টনের অন্তর্বর্ত্তী ভূমিখণ্ড সমুদ্র-গুপ্তের নিজ শাসনাধীন ছিল।

এতদ্ভিন্ন, সীমান্তবর্ত্তী আসাম ও গঙ্গার বদ্বীপ, হিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী সমতলভূমি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মালব ও রাজপুতানার স্বাধীন জাতি এবং দক্ষিণ-ভারতের যাবতীয় নগরজনপদ, সমুদ্র-গুপ্তের প্রাধান্য-স্বীকারে রাজকর প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল।

কেবল ভারতে নহে; ভারতের বহির্ভাগেও সমুদ্র-গুপ্তের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সীমান্তের বহির্ভাগে যাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, সেই দৈবপুত্র, সাহী, সাহানুসাহী, শক, মুরুণ্ড এবং সিংহলের অধিবাসিগণ সমুদ্র-গুপ্তের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তুষ্টি-সম্পাদনে কেহ বা সুন্দরী রমণী উপহার দিয়াছিলেন, কেহ বা স্বর্ণমুদ্রায় তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্ত রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। বৈদেশিক নৃপতির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ-স্থাপনে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাই সাম্রাজ্যের ভিত্তি-ভূমি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু লিপিবর্ণিত বৈদেশিক নৃপতিগণকে সমুদ্র-গুপ্ত পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন কিনা, লিপিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে সিংহল-দেশের রাজার সহিত মিত্রতা-স্থাপনের পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। লিপিতে সিংহলরাজ কর্ত্তৃক উপঢৌকন প্রেরণের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

চীনাদিগের গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাই—বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ জন্য সিংহলরাজ সমুদ্র-গুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; অনুরোধ জানাইয়াছিলেন,—সিংহলদেশীয় যাত্রীর সুবিধার জন্য তিনি যেন বুদ্ধগয়ায় একটী বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্র-গুপ্ত, সিংহল-রাজের সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। লিপিতে সেই বিষয়ই সন্নিবিষ্ট আছে।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা ক্ষত্রপদিগের রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সমুদ্র-গুপ্তের প্রাধান্য সহসা স্বীকার না করায় সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় ক্ষত্রপ প্রভাবের পরিচয় পাইয়া কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন। লিপির অন্তর্গত 'শক'-শব্দে দ্বিবিধ মত দেখিতে পাই। কেহ সৌরাষ্ট্রের শকদিগকে, কেহ আবার গান্ধার এবং কাবুলের কুশন-নৃপতিকে ঐ শক শব্দে নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, ঐরূপ নির্দ্দেশে ভারতের বহির্ভাগেও সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

বৈদেশিক নৃপতির পরিচয়।

বৈদেশিক জাতির পরিচয়ে এক অভিনব তথ্যের সন্ধান পাই। লিপিতে বৈদেশিক নৃপতি-গণের নামের মধ্যে "দৈবপুত্র-শাহি-শাহানুসাহি-শক মরুন্দৈঃ" পরিদৃষ্ট হয়। তখন ঐ সকল শব্দে তখন কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইত, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

অনেকের সিদ্ধান্ত—চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে শক বা কুশনগণ ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন, 'দৈবপুত্র' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। এক সময়ে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহাদের অধীন ছিল; এমন কি, ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও তাঁহারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে সমুদ্র-গুপ্তের এই অভিযান।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—'দৈবপুত্র' শব্দ উপাধিবাচক। চীনা ভাষায় 'দৈবপুত্র' শব্দ 'টিয়েন-ট্জু' রূপে পরিব্যক্ত। চীনাদিগের অনুকরণে কুশনগণ ঐ উপাধি গ্রহণ করেন। 'সাহানুসাহী'—ইরাণ-দেশের উপাধি। উহার অর্থ—'সম্রাটের সম্রাট।' সকলের প্রভু বা স্বামী অর্থে ইরাণ দেশে ঐ পদ প্রযুক্ত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—বাক্ত্রিয়ার শকদিগের সেই উপাধি ভারতীয় শকনৃপতিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে, 'সাহানুসাহী' উপাধি ভারতীয় 'মহারাজাধিরাজ' উপাধির সমতুল। আরা-জেলার লিপিতে ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান। সেখানে দ্বিতীয় কাডফিসেস এবং কনিষ্ক 'মহারাজাধিরাজ সাহী' উপাধিযুক্ত। তার বাসুদেবের উপাধি—'রাজাধিরাজ সাহী।'

'দেবপুত্র' উপাধি প্রথমতঃ প্রাচীন রাজগণের সাধারণ উপাধি ছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে সে উপাধিতে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিপতিকে বুঝাইত। কুশন বা শকরাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইলে, 'দেবপুত্র' স্থানীয় রাজার উপাধি রূপে পরিকল্পিত হয়। অবশ্য তখন চীনগণ ভারতের নৃপতি বুঝাইতে 'টি-পৌও-কো-টান-লো' (te-pouo-co-tan-lo) অর্থাৎ 'দেবপুত্র' শব্দে প্রয়োগ করিত। 'সম্রাট' বুঝাইতে চীনারা 'টিয়েন-জু' (t'ien-tzu) বলে। সুতরাং 'দেবপুত্র' শব্দ ভারতের কোনও প্রদেশ-বিশেষের শক-নৃপতিকেই লক্ষ্য করে।

'কিদার'-কুশনগণ এক সময়ে 'শাহি' উপাধি গ্রহণ করে। সমুদ্র-গুপ্তের বহু পরবর্ত্তী কালে তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। গান্ধার-প্রদেশের শকনৃপতিগণের অনুকরণে, ভারতীয় শকজাতি 'শাহী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল,—প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের ইহাই ধারণা। কিন্তু 'শাহী শাহানুশাহী' উপাধি দৃষ্টে ভারত সম্রাটের সমকক্ষ কোনও বৈদেশিক নৃপতির বিষয়ই মনে হয়। ইরাণ-দেশের অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও রাজ্যের তিনি অধিপতি ছিলেন।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'শাহী শাহানুসাহী' উপাধি দৃষ্টে, সেই উপাধির সহিত সাসানীয় নৃপতি দ্বিতীয় সাপোর সম্বন্ধ খ্যাপন করেন। কেহ কেহ আবার অক্সাস-নদীর তীরবর্ত্তী নৃপতিকে লক্ষ্য করেন। অধিকাংশের মতে, দ্বিতীয় সাপোর অপেক্ষা অক্সাস-তীরবর্ত্তী কুশন-নৃপতিই লক্ষ্য-স্থানীয়। 'শক' বলিতে এখানে কাবুলের এবং গান্ধারের শক-নৃপতিদিগের কুশন-প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়া থাকে।

মুরুন্দ-জাতি লইয়াও নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়। শকদিগের সহিত তাহাদের নামের উল্লেখ দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'সিদীয়' বা কুশন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 'কু-নান' অর্থাৎ শ্যামরাজ্যে চীনাগণ দূত প্রেরণ করেন। চীনাদের রিপোর্টে ভারতের রাজা 'মেও-লৌন' (Meon-loun) নামে অভিহিত। টলেমির গ্রন্থে মরুণ্ডগণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা তখন গঙ্গানদীর পশ্চিমে ব-দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। জৈনগ্রন্থে মরুণ্ডগণ কান্যকুব্জের অধিপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

চীনাদিগের বর্ণনার সহিত টলেমির মন্তব্যের সামঞ্জস্য-দর্শনে এবং জৈনগ্রন্থের উক্তিতে তাহার সমর্থন দৃষ্টে, পাশ্চাত্যের সিদ্ধান্ত হয়—মরুণ্ড-জাতি পাটলিপুত্র-নগরেই বসবাস করিত।

এদিকে পুরাণে বৈদেশিক জাতির মধ্যে মুরুণ্ড-গণের নাম দেখিতে পাই। তাহারা শক, যবন এবং তুখারদিগের ন্যায় এক সময়ে ভারতে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল, পুরাণে সেই উক্তি দেখি। মৎস্যপুরাণে তাহারা 'ম্লেচ্ছসম্ভব' এবং বায়ুপুরাণে তাহারা 'আর্য্যম্লেচ্ছ' বলিয়া অভিহিত। * সুতরাং বুঝা যায়,—খৃষ্ট-শতাব্দীর প্রারম্ভে মুরুণ্ড-জাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল। তখন তাহাদের রাজসীমা বহু দূর বিস্তৃত ছিল।

সম্ভবতঃ মুরুণ্ড-জাতির অধঃপতনের পরই গুপ্ত-বংশের প্রসার বিস্তৃত হয়। এ হিসাবে, সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে, মুরুণ্ডজাতি আরও পশ্চিমে সরিয়া যায়। অধ্যাপক লাসেনের মতে, মুরুণ্ড-জাতি লম্বাকের অধিবাসী ছিল। সে মতে কাবুল—নদীর উত্তরে আলিয়াল এবং কুমার নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কথিত হয়, ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া তুখার-জাতি পরিশেষে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

যাহা হউক, সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপিতে বৈদেশিক যে পাঁচ জন নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের রাজ্যের অবস্থান নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে ; যথা,—

(১) গঙ্গা-নদীর মোহানায় হিমালয়ের পাদদেশে মুরুণ্ডা-জাতির রাজ্য ; (২) মুরুণ্ডা-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে শকগণ - বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কাশ্মীরের কতকাংশে এবং পাঞ্জাবের উত্তরাংশে ; (৩) দেবপুত্রগণ পাঞ্জাবের অবশিষ্ট অংশে অবস্থিত ছিল। (৪-৫) 'শাহানুশাহী' এবং 'শাহী' ভারত-সীমান্তের বহির্ভাগে গান্ধার প্রদেশে 'শাহী' এবং কাবুলে 'শাহানুসাহী'। সম্ভবতঃ ভারত-সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অক্সাস নদীর তীর পর্য্যন্ত শাহানুশাহী-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

ফলতঃ, সমুদ্র-গুপ্ত 'পৃথিবীর যাবতীয় নৃপতিকে পরাজিত করিয়া' তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়া

* বায়ুপুরাণে মরুণ্ড ও মুরুণ্ড, মৎস্যপুরাণে পুরুণ্ড ও পুরণ্ড, ভাগবতে মুরণ্ড ও গুরুণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মরুণ্ড এবং বিষ্ণুপুরাণে মুণ্ড প্রভৃতি নাম পরিদৃষ্ট হয়।

লইয়াছিলেন,—লিপিতে সেই উল্লেখ দেখিতে পাই। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে সমুদ্রগুপ্ত বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বহুমূল্য রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনে সমুদ্র-গুপ্ত যে ধনসম্পদ প্রাপ্ত হন, ঐতিহাসিকগণের মতে, তাহার তুলনা হয় না। দিগ্বিজয়ে সমুদ্র-গুপ্ত যে মূল্যবান ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে উপহার দিয়াছিলেন। এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে সে পরিচয়ও বিদ্যমান আছে। সেখানে কবি বলিয়াছেন,—

"তোষোত্তুঙ্গৈঃ স্ফুটবাহুরসস্নেহফুল্লৈর্ম্মনোভি পশ্চাত্তপং ব...মংসাদ্বসন্তম্...
উদ্বেলোদিতবাহুবীর্য্যরভসাদেকেন যেন ক্ষণাদুন্মূল্যাচ্যুত-নাগসেন-গ...

... ...

তস্য বিবিধসমরশতাবতারণদক্ষস্য স্বভুজবলপরাক্রমৈকবন্ধোঃ পরাক্রমাঙ্কস্য

... ...

লিচ্ছবি-দৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধিরাজ-শ্রী-সমুদ্রগুপ্তস্য
সর্ব্বপৃথিবীবিজয়জনিতোদয়ব্যাপ্তনিখিলাবনিতলাম্ কীর্ত্তিমিতস্ত্রিদশপতি..."

* * *

অশ্বমেধ-যজ্ঞ।

দিগ্বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্র-গুপ্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ উদযাপন করেন।

পুষ্পমিত্রের পর উত্তর-ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞ এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। সমুদ্র-গুপ্ত সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সে যজ্ঞে বিজিত রাজ্যের নৃপতিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। করদ ও মিত্র-রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ, ভারতের বহির্ভাগস্থ বৈদেশিক নৃপতি—সকলেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

অশ্বমেধ-যজ্ঞ উপলক্ষে সমুদ্র-গুপ্তের দানের অবধি ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার এবং গো-ভূমি-গ্রামাদি দান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, অনুসন্ধানে তাহার কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রার উপরিভাগে অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের স্মরণার্থ সমুদ্র-গুপ্ত যজ্ঞাশ্বের একটী প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।* কিন্তু এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে অশ্বমেধের কোনও উল্লেখ নাই। তাই মনে হয়, অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বেই এলাহাবাদ-স্তম্ভের ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

* * *

দানশীলতার পরিচয়।

সমুদ্র-গুপ্তের দানের পরিসীমা ছিল না। কেবল অশ্বমেধ উপলক্ষে নহে; তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতাগুণে তিনি সময় সময় দেবতা-ব্রাহ্মণে বহু অর্থ দান করিতেন। তদ্ভিন্ন অনাথ দরিদ্র

---

* লক্ষ্ণৌ-এর যাদুঘরে অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। সেই প্রতিমূর্ত্তির গাত্রে যে লিপি অঙ্কিত ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—সে লিপি প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ। কিন্তু সে সময় সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য। তাই কাহারও কাহারও সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়। লিপির একটী বাক্য—"গুপ্তস্য দেয়ধর্ম্ম।"

অনুষ্ঠানেও তাঁহার অজস্র দানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। এরণ লিপিতে তাঁহার দানের এবং বীরত্বের পরিচয় দেদীপ্যমান দেখি। * নিম্নে সেই লিপি যথাযথ উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

* * *

এরণ লিপি।

৭। ... ... সুবর্ণদানে।
৮। ... রিতা নৃপতয়ঃ পৃথুরাঘবাদ্যাঃ
৯। ... বভূব ধনদান্তকতুষ্টিকোপতুল্যাঃ
১০। ... মানয়েন ... সমুদ্রগুপ্তঃ
১১। ... প্য পার্থিবগণস্সকলাঃ পৃথিব্যাম্
১২। .. স্তস্থরাজ্যবিভবদ্ধৃতমাষ্টিতোঽভূৎ
১৩। ... ন ভক্তিবিনয়বিক্রমতোষিতেন
১৪। ... (যো) রাজশব্দবিভবৈরভিসেচনাদ্যৈঃ
১৫। .. নীতাঃ পরমতুষ্টিপুরস্কৃতেন
১৬। ... ভো নৃপতিরপ্রতিবার্য্যবীর্য্যঃ
১৭। . স্য পৌরুষপরাক্রমদত্তশুল্কা
১৮। . হস্ত্যশ্বরত্নধনধান্যসমৃদ্ধিযুক্তা
১৯। .... ণ-গৃহেষু মুদিতা বহুপুত্রপৌত্র-
২০। (স)ংক্রামিণী কুলবধূঃ ব্রতিনী নিবিষ্টা
২১। যস্যোর্জ্জিতম্ সমরকর্ম্ম পরাক্রমেদ্ধম্
২২। (—) যশাঃ সুবিপুলমপরিবভ্রমিতি
২৩। (—) নি যস্য রিপবশ্চ রণোর্জ্জিতানি
২৪। স্বপ্নান্তরেস্বপি বিচিন্ত্য পরিত্রাসন্তি
২৫। ... ... প্তঃ স্বভাগনগর অরিকিণপ্রদেশে
২৬। ... ... সংস্থাপিতস্য স্বযশসঃ পরিবৃংহণ
২৭। ... ... ভো নৃপতিরাহ যদা...

* ১৮৭৪-৭৫ অথবা ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম কর্তৃক সমুদ্রগুপ্তের এরণ লিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ লিপি 'আর্কিয়লজিকাল সার্ভে' গ্রন্থে (Archæological Survey of India, Vol. X.) প্রকাশ করেন।

বীণা নদীর পশ্চিম তীরে এরণের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এরণের প্রাচীন নাম—এরিকিনা। মধ্য-প্রদেশের সাগর-জেলার খুড়াই তহশিলের 'খুড়াই' নগরের এগার মাইল দূরে পশ্চিমোত্তর কোণে এই লিপি বালুকাময় প্রস্তর (Sand stone) গাত্রে ক্ষোদিত।

রক্তবর্ণ বালুকাময় প্রস্তর-গাত্রে সম্রাট সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। লিপিতে সমুদ্র-গুপ্তের দানমাহাত্ম্য এবং শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় আছে। লিপির প্রথম ভাগের ছয় ছত্র এবং শেষ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ নানা গবেষণায়ও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

মর্ম্মাভাস।

লিপির আবশ্যক অংশ-সমূহের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি ; যথা,—

(৭) সুবর্ণাদি এত বহুল পরিমাণে দান করিতেন যে, পৃথু, রাঘব এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ নৃপতিগণের খ্যাতিও পরিম্লান হইয়াছিল।

(৯) সমুদ্র-গুপ্ত ধনদ এবং অন্তকের সমকক্ষ ছিলেন। পৃথিবীর তাৎকালিক সমস্ত নৃপতিকে তিনি পরাজিত করিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিত্ত-সম্পত্তি তিনি হরণ করিয়াছিলেন।

(১৩) তিনি সাহসে অতুলনীয়, রাজনীতিতে বিশারদ এবং অশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজোচিত বিবিধ অনুষ্ঠানে যশস্বী হইয়াছিলেন ; তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি পরাহত করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না।

(১৭) তাঁহার পত্নী ধর্ম্মপ্রাণা পতিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাতে মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব ... ছিল। তিনি বহু হয় হস্তী রত্ন ধন ধান্য প্রভৃতিতে সমৃদ্ধিযুক্ত ছিলেন ; বহু ... কলকণ্ঠে তাঁহার রাজপ্রাসাদ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত।

(২১) তাঁহার সমরকর্ম্ম পরাক্রমমণ্ডিত এবং তাঁহার যশঃজ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত ছিল। তাঁহার বৈরিগণ স্বপ্নেও তাঁহার পরাক্রমের বিষয় চিন্তা করিয়া ভয়ে অভিভূত হইত।

(২৫) তাঁহার প্রমোদ নগর 'এরিকিণ' নগরে, তাঁহার গৌরবচিহ্নস্বরূপ এই শিলালিপি প্রতিষ্ঠিত হইল।

* *

সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-কাল।

সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল নির্দ্দেশে সমস্যায় পড়িতে হয়। সে সম্বন্ধে কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকায় নানা বিতর্কের সূত্রপাত দেখিতে পাই।

প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল ২৫ বৎসর ধরিলে, তাঁহার মৃত্যুর পর সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি ৩৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। চীনা-ভাষার গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় সিলভেন লেভি সপ্রমাণ করেন—সমুদ্র-গুপ্ত সিংহলরাজ মেঘবর্ণের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে সমুদ্র-গুপ্ত ৩২৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন। উজেসিংহের গণনার অনুসরণে ভিন্সেণ্ট স্মিথ ৩৩১ খৃষ্টাব্দে মেঘবর্ণের লোকান্তরকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ডক্টর ফ্লিট, নানা বিতর্কের পর মেঘবর্ণের রাজত্বকাল ৩৩২-৭৯ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। তাহাতে সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি ৩৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু এলাহাবাদের লিপি হইতে বুঝিতে পারি,—দিগ্বিজয়ের পর সিংহল-রাজের দূত মগধের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাতে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে দূতের আগমন প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ফ্লিটের গণনায়, সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-কালের শেষভাগে দূতের আগমন স্থির হইয়া যায়।

সুতরাং সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, সমুদ্র-গুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণ-কাল ৩৩৫ বা ৩৪০ খৃষ্টাব্দে এবং লোকান্তর কাল ৩৮০ অথবা ৩৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু কেহ কেহ সমুদ্র-গুপ্তের লোকান্তর-কাল ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করেন।

চন্দ্র-গুপ্ত যেমন সমুদ্র-গুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ; সমুদ্র-গুপ্ত

সেরূপ কোনও নির্ব্বাচন করেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রধানা মহিষী দত্তদেবীর গর্ভসম্ভূত চন্দ্র-গুপ্ত পিতৃত্যক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। চন্দ্রগুপ্ত—ইতিহাসে 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়াও অভিহিত হইতেন।

* * *

বিবিধ জ্ঞাতব্য।

সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে মুদ্রাঙ্কন জন্য ভারতে 'টাকশাল' প্রতিষ্ঠিত ছিল,—সমুদ্র-গুপ্তের মুদ্রাদির আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। সমুদ্র-গুপ্তের প্রবর্ত্তিত কোনও মুদ্রায় তাঁহার দিগ্বিজয়ের নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। অনেকের তাই সিদ্ধান্ত—দিগ্বিজয়ের পরবর্ত্তিকালে সমুদ্র-গুপ্ত মুদ্রার প্রবর্ত্তন করেন এবং তদুদ্দেশ্যে মুদ্রাযন্ত্র 'টাকশাল' স্থাপিত হয়। কিন্তু এ মতও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। ভারতের টাকশালে খৃষ্ট-জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় সে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমুদ্র-গুপ্তের পাণ্ডিত্যের অবধি ছিল না। তাঁহার প্রতিভারও তুলনা নাই। তিনি যেমন অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তেমনি জ্ঞানে গুণে এবং বিদ্যাবত্তায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সমকক্ষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনায় কখনও তিনি গীতবাদ্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কখনও তিনি কবির কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন, কখনও বা তিনি গম্ভীর শাস্ত্র-তত্ত্বের মীমাংসায় পণ্ডিতগণের সহিত বিতর্কে নিরত আছেন; কখনও বা কূট-রাজ-নৈতিক সমস্যার সমাধানে সমুদ্র-গুপ্ত অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। ফলতঃ, সমুদ্র-গুপ্ত কেবল বিজিগীষু নৃপতি ছিলেন না। পরন্তু তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক—একাধারে তাঁহাতে সকলই বর্ত্তমান ছিল।* পাণ্ডিত্যের বিকাশ এবং পণ্ডিত-সম্মিলনী—সমুদ্র-গুপ্তের রাজত্বের একটী প্রধান বিশেষত্ব।

সমুদ্র-গুপ্ত সাহিত্যের অনুরাগী এবং সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকের মতে, বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ ঘটনা তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ে সমদর্শিতারও প্রকৃষ্ট পরিচয়। ফলতঃ, আদর্শ-নৃপতি এবং আদর্শ রাজ্য বলিতে যাহা উপলব্ধ হয়, সমুদ্র-গুপ্ত সেই আদর্শ নৃপতি এবং তাঁহার রাজ্য সেই আদর্শ রাজ্য।

চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ গির্ণারের এক লিপিতে সমুদ্র-গুপ্তের সাহিত্য-সেবার পরিচয় প্রাপ্ত হই। সমুদ্র-গুপ্ত শ্রেষ্ঠ কাব্য-রচনায় পারদর্শী ছিলেন, সেখানে সেই উক্তিই দেখিতে পাই। সেই কবি-প্রতিভার জন্য সমুদ্রগুপ্ত 'কবিরাজ' উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই একই লিপিতে সমুদ্র-গুপ্তের বিমল যশঃজ্যোতিঃ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-সলিলের সহিত উপমিত হইয়াছে। শঙ্করের জটাজাল বিমুক্ত হইয়া পুণ্যতোয়া সুরধুনীর শুভ্র-সলিল-

---

* এরণ, এলাহাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ লিপিতে এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এরণ-লিপিতে 'সুবর্ণদান' দৃষ্টে সমুদ্র-গুপ্তের দানশীলতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কণের ও ভারতে টাকশাল বিদ্যমানতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। গয়ার লিপিতে আছে—"ন্যায়াগতানেকগোহিরণ্যকোটীপ্রদস্য।" এতদ্বাক্যে সমুদ্র-গুপ্তের ন্যায়পরতার এবং দানশীলতার নিদর্শন দেখিতে পাই। আবার এলাহাবাদ লিপির "গন্ধর্ব্বললিতৈঃ" বাক্যে তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা সপ্রমাণ হয়।

রাশি যেমন বিভিন্ন মুখে প্রধাবিত হইয়াছিল, সমুদ্র-গুপ্তের যশঃজ্যোতিও সেইরূপ দিগ্দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। গির্ণার লিপির সেই বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেক-কাব্য-ক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিত-কবিরাজ-শব্দস্য।" "যশঃ। পুণাতি ভুবনত্রয়ং পশুপতের্জ্জটান্তরগুহানিরোধ-পরিমোক্ষশীঘ্রমিব পাণ্ডু গাঙ্গ্যং পয়ঃ॥" *

ভারতের এই যে একচ্ছত্র সম্রাট, যাঁহার রাজ্য-সীমা—করদ ও মিত্রতা সূত্রে এক হিসাবে সিংহল হইতে অক্সাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোনও সন্ধানই আমরা অবগত হইতে পারি নাই। বিগত আশী বৎসরের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে, লিপি এবং মুদ্রাদি হইতে যে প্রমাণ-পরম্পরা সংগৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে গুপ্ত-বংশের অশেষ কীর্ত্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছি। আর তাহাতে ভারতের ইতিহাসের গৌরবময় এক অঙ্কের যবনিকা উম্মোচিত হইতেছে।

* * *

সমুদ্র-গুপ্ত ও কাচ।

সমুদ্র-গুপ্তের মুদ্রাদিতে 'কাচ' নাম দেখিতে পাই। লিপি প্রভৃতিতে যেমন সমুদ্র-গুপ্তের 'সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা', কৃতান্তপরশু, অপ্রতিরথ, অশ্বমেধপরাক্রম প্রভৃতি উপাধি পরিদৃষ্ট হয়; সমুদ্র-গুপ্তের 'কাচ' উপাধি বা নামও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। কেহ কেহ বলেন,—সমুদ্র-গুপ্তের আদি নাম—কাচ। দিগ্বিজয়ের পর, শক্তিমত্তা-প্রকাশক 'সমুদ্র-গুপ্ত' নাম পরিগৃহীত হইয়াছিল। 'কাচ'-নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে অভিজ্ঞগণ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সমুদ্র-গুপ্তের মুদ্রার সহিত ঐ সকল মুদ্রা বিশেষ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। তাই অনেকে 'কাচ' ও সমুদ্র-গুপ্ত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কেহ আবার কাচকে সমুদ্র-গুপ্তের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, 'কাচ' ও সমুদ্র-গুপ্ত যদি ভিন্ন হন, তাহা হইলে, তাঁহার রাজ্য-কাল অল্প দিন মাত্র (কয়েক মাস মাত্র) স্থায়ী হইয়াছিল, বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন 'কাচের' সম্বন্ধে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ সিদ্ধান্তও তাঁহার প্রবর্ত্তিত কয়েকটী স্বর্ণ-মুদ্রা অবলম্বনে করিতে হয়। নচেৎ, সমুদ্র-গুপ্তই যে তাঁহার পিতার নির্ব্বাচিত এবং সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী,—এলাহাবাদের লিপিতেই সে পরিচয় বর্ত্তমান। যথা,—

"আর্য্যো হিত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ণিতৈঃ রোমভিঃ সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বিক্ষিতঃ স্নেহব্যালুড়িতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষীণা চক্ষুষা যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি দৃষ্টা কর্ম্মাণ্যনেকান্য-মনুজসদৃশান্যদ্ভুতোদ্ভিন্নহর্ষাভাবৈরাস্বাদয় ... ... কেচিৎ।" †

---

* Cf Indian Antiquary, Vol. XLI., P. 126.

† জর্ম্মাণ পণ্ডিত বুলার এই অংশের নিম্নপ্রকার অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন; যথা,

'Here is a noble man!' With these words the father embraced him, with shivers of joy that spoke of his affection and looked at him, with eyes heavy with tears and overcome with love—the courtiers breathing freely with joy and the kinsmen of equal grade looking up with sad faces and said to him: "Protect then this whole earth."—Buhler in *Indian Antiquary*, 1913, P. 176.

সিংহল-রাজ্যের দৌত্য।

সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়-সূত্রে, বহু দিনের পর, পুনরায় ভারতের সহিত সিংহলের নৈকট্য স্থাপিত হয়। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের বৌদ্ধ-নৃপতি শ্রী-মেঘবর্ম্ম (মেঘবর্ণ) ভারতে দুই জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রেরণ করেন। কথিত হয়, ভিক্ষুদ্বয়ের এক জন সিংহল-রাজের ভ্রাতা ছিলেন। বুদ্ধ-গয়ায় বোধি-দ্রুমের পূর্ব্ব দিকে অশোক যে বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধ-বিহার পরিদর্শন, তাঁহাদের ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল।

তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বশতঃ, আগন্তুকদ্বয় ভারতে তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হন নাই। সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহারা সিংহল-রাজকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। 'বৌদ্ধদিগের ভারতে আর স্থান নাই'—তখন তাঁহারা এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু রাজাকে বলিয়াছিলেন,—'তাঁহারা ভারতে এমন কোনও স্থান পান নাই, যেখানে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন।'

রাজা মেঘবর্ণ এই অভিযোগে মর্ম্মাহত হন এবং ভিক্ষুদ্বয়ের প্রতি ভারত-বাসীর দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিকারের সঙ্কল্প করেন। ভারতে, বৌদ্ধদিগের তীর্থ-স্থানে বিহার-নির্ম্মাণে যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বদ্ধপরিকর হন। সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য সমুদ্র-গুপ্তের দরবারে সিংহল-রাজ মেঘবর্ণ দূত প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে সিংহল-দেশীয় প্রসিদ্ধ বহুমূল্য মণি-মাণিক্য উপঢৌকন প্রেরণে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বৌদ্ধদিগের জন্য ভারতে বিহার-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—সিংহল-রাজের উপঢৌকনে পরিতুষ্ট হইয়া এবং সেই উপঢৌকনকে রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, সমুদ্র-গুপ্ত ভারতে বৌদ্ধ-মন্দির-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। দূতগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সিংহল-রাজ মেঘবর্ণকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। নানা জল্পনা-কল্পনার পর বোধিদ্রুমের সন্নিকটে বিহার-নির্ম্মাণ সাব্যস্ত হয়।

কিছুদিন পরে বোধিদ্রুমের উত্তরে, সুদৃশ্য একটী ত্রিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। মেঘবর্ণের তাম্র-শাসনে প্রকাশ—ত্রিতল সেই বিহারে ছয়টী সুবৃহৎ গৃহ ছিল। বিহারের তিনটী চূড়া বহুমূল্য রত্নাদিতে খচিত হইয়াছিল। আর বিহারের চারি দিক ত্রিশ বা চল্লিশ ফিট উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনৎ-সাং যখন ভারতে আগমন করেন, তখনও সে বিহার বিদ্যমান ছিল। 'মহাযান' শাখার স্থবির-সম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক ভিক্ষু তখন সে বিহারে বাস করিতেন। সিংহল হইতে যে সকল যাত্রী আগমন করিতেন, বিহারে মহাসমাদরে তাঁহাদের আতিথ্য-সৎকার করা হইত।

সিংহল-রাজ কর্ত্তৃক ভারতে বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ—ভারতে গুপ্ত-নৃপতিগণের শ্রেষ্ঠ রাজনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ধর্ম্মে সমদর্শনই ইহার মূলীভূত। এই সমদর্শন-নীতিই গুপ্ত-দিগের প্রতিষ্ঠার মেরুদণ্ড-স্থানীয়। *

---

* বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-পত্র দ্রষ্টব্য; যথা,—'মহাবংশ' (অনুবাদ); Indian Antiquary, 1902, p. 192.

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য

[প্রতিষ্ঠার মূল ;—মালব-বিজয় ;—ক্ষত্রপদিগের পরিচয় ;—কাল-সম্বন্ধে বিতর্ক ;—চরিত্রের বিবিধ আদর্শ ;—চন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত ;—পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ;—মুদ্রার পরিচয় ;—মহাকবি কালিদাসের প্রসঙ্গ ;—উপসংহার।]

প্রতিষ্ঠার মূল।

পিতৃ-নির্ব্বাচনে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধি-মত্তায়, বিদ্যাবত্তায় দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত পিতার অপেক্ষা নিতান্ত হীন ছিলেন না। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান—চন্দ্রগুপ্ত! তাই পিতৃ-কীর্ত্তি বংশ-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! নির্ব্বাচন সার্থক হইয়াছিল!

যে শক্তির প্রেরণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমুদ্র-গুপ্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরব-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেই শক্তির সেই প্রেরণায়ই দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। তাই সাম্রাজ্য-গৌরব, বংশ-গৌরব, পিতৃ-গৌরব পরিবৃদ্ধির পক্ষে চন্দ্র-গুপ্ত সকল শক্তি নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন।

হৃদয়ে ধর্ম্মের উন্মাদনা লইয়া চন্দ্র-গুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন;—ধর্ম্মের পবিত্র আলোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাই চন্দ্র-গুপ্তের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়,—গুপ্ত-বংশের যশোগৌরব দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলতঃ, ধর্ম্মপ্রাণতাই চন্দ্র-গুপ্তের প্রতিষ্ঠার মূলীভূত,—স্বধর্ম্মপালনেই তিনি প্রতিষ্ঠান্বিত।

* * *

মালব-বিজয়।

সমুদ্র-গুপ্তের বহু সন্তানের পরিচয় পাই। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষী দত্তাদেবীর গর্ভজাত দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কথিত হয়, কিছু কাল যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, চন্দ্র-গুপ্ত পিতার পরিচালনাধীনে রাজ-কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তার পর, সমুদ্র-গুপ্তের লোকান্তরে চন্দ্র-গুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সিংহাসনে অধিরোহিণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ চন্দ্র-গুপ্ত। সুতরাং তখন হইতে তিনি 'দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত' নামে অভিহিত হন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্য-বিজয়-লিপ্সা বলবতী হইয়া উঠে। সমুদ্র-গুপ্ত ভারতের দক্ষিণ ভূভাগ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র-গুপ্ত পিতার সে অভিযান পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র-বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

এই উপলক্ষে তিনি আরব-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। মালব, গুজরাট, এবং সৌরাষ্ট্র দেশ তাঁহার পদানত হয়। তখন সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ-বংশের নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের ভাষায় তাঁহারা 'পশ্চিম-দেশীয় ক্ষত্রপ' (Western Satraps) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মালব এবং সৌরাষ্ট্র সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হয় নাই। কিন্তু এইবার দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত তাহা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তখন সৌরাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি ধন-সম্পদে অশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তখন সৌরাষ্ট্র-দেশ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

সৌরাষ্ট্র এবং মালব-বিজয়—গুপ্ত-গণের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই দুই রাজ্য অধিকৃত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। তখন সৌরাষ্ট্রের পথে বৈদেশিক বাণিজ্য চলিতেছিল। মিশরের 'আলেকজান্দ্রিয়া' বন্দরের মধ্য দিয়া প্রতীচ্যের সর্ব্বত্র ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হইতেছিল। সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি গুপ্ত-সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশই সে বাণিজ্যের সুবিধা প্রাপ্ত হইল।

মালব এবং সৌরাষ্ট্রের শক-নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া চন্দ্র-গুপ্ত (দ্বিতীয়) সেই প্রদেশে রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন করেন। সেই মুদ্রার এক দিকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্গণের মতে, ক্ষত্রপদিগের অনুকরণে চন্দ্র-গুপ্ত সেই মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

* * *

ক্ষত্রপদিগের পরিচয়।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে, সৌরাষ্ট্রে ও মালবে, দুইটী ক্ষত্রপ-বংশের পরিচয় পাই। তাঁহাদের একটী শাখা মহারাষ্ট্র-দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম-ঘাট-পর্ব্বত-সংলগ্ন নাসিকে তাঁহাদের রাজধানী ছিল; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ গৌতমীপুত্র কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ পরাজিত হন। ১২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের রাজ্য অন্ধ্র-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ক্ষত্রপ-বংশ চষ্ঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। মালবের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। চষ্ঠনের পৌত্র প্রথম রুদ্রদমন, ১২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, গৌতমী-পুত্রের পুত্র দ্বিতীয় পুলমায়ীকে পরাজিত করিয়া, অন্ধ্ররাজ্য অধিকার করিয়া লন।

তখন ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল সৌরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া, মালব, কচ্ছ, সিন্ধুদেশ, কোঙ্কণ এবং অন্যান্য জনপদে ক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদমনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। উজ্জয়িনীতে চষ্ঠনের এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজধানী ছিল। তখন উজ্জয়িনী হইতে ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি বিদেশে পর্য্যন্ত, ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল।

কেবল বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া নহে;—উজ্জয়িনী তখন শিক্ষা-দীক্ষায়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শ্রেষ্ঠ-সভ্যতার উৎসস্থানীয় ছিল। তখন উজ্জয়িনীর যশোগৌরব এমনই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, এখনও পাশ্চাত্যের নিকট উজ্জয়িনী 'ভারতের গ্রীণউইচ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সমুদ্র-গুপ্ত দিগ্বিজয়ী হইলেও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বিজয়ে তখন অগ্রসর হন নাই। দাক্ষিণাত্যই তখন তাঁহার প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। তখন ক্ষত্রপ-নৃপতি রুদ্রদমনের

বংশধর এক রুদ্রদমনের পুত্র ক্ষত্রপ রুদ্রসেন, সমুদ্র-গুপ্তের বিজয়োল্লাসে সন্ত্রস্ত হইয়া, তাঁহার নিকট দূতপ্রেরণে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রপ-রাজ্য-বিজয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একজন 'গোঁড়া' হিন্দু ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রগাঢ় অনুরাগী হইলেও তিনি বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। আনুষ্ঠানিক পার্থক্য থাকিলেও বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত ছিল।

কিন্তু ক্ষত্রপগণ বৈদেশিক, ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্নমতাবলম্বী; চন্দ্রগুপ্ত তাই ভারত হইতে অহিন্দুকে বহিষ্কারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—সৌরাষ্ট্র এবং মালবের ক্ষত্রপরাজ্য আক্রমণ করিয়া, ক্ষত্রপ সত্যসিংহের পুত্র রুদ্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত এবং নিহত করিলেন। এইরূপে ক্ষত্রপ-রাজ্য গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। ভারতে 'শক' নামের চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। *

৩৮৮ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে ক্ষত্রপদিগের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

* * *

কাল সম্বন্ধে বিতণ্ডা।

যেমন গুপ্তকাল লইয়া, তেমনি চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্যকাল লইয়াও অনেক মতান্তর দেখিতে পাই। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু অন্য মতে আবার তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ৩৮০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। সে মতে তিনি ৪১৩ বা ৪১৪ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

উদয়গিরির গুহা-লিপি অনুসারে ৮২ গুপ্তাব্দ=৪০১-২ খৃষ্টাব্দের ঐ বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশ দিবস। শশাঙ্কের বংশধর কোনও গুপ্ত-নৃপতির উৎসর্গ পত্র ঐ লিপিতে দেখিতে পাই। দানপত্রে সেই রাজা মহারাজ ছাগলগের পৌত্র এবং বিষ্ণুদাসের পুত্র বলিয়া অভিহিত। রাজা নিজেকে 'শ্রী-চন্দ্রগুপ্ত-পদানুধ্যাত' বলিতেছেন। বুঝা যায়—সে রাজা চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের একজন সামন্ত বা করদ ছিলেন। আরও বুঝিতে পারি,—তিনি যেমন চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিলেন, তাঁহার পিতৃপিতামহও তেমনি সমুদ্র-গুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

মথুরার লিপিতে চন্দ্রগুপ্তের নামটী পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু সে লিপি যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, লিপির অন্তর্গত 'সমুদ্র-গুপ্তস্য পুত্রেণ' বাক্যে তাহা উপলব্ধ হয়।

* * *

চরিত্রের বিবিধ আদর্শ।

সাঞ্চীর লিপি হইতেও একটা কালের নির্দ্দেশ হয়। ৯৩ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসের (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) চতুর্থ দিবসে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিতে উদানের

* কিন্তু হর্ষচরিতে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ক্ষত্রপ-বিজয়ের ইতিবৃত্ত ভিন্নরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই,—চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রপ-নৃপতি রুদ্রসিংহের রক্ষিতার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। রুদ্রসেন তখন পরস্ত্রীর সহিত বিহারে প্রমত্ত ছিলেন। কিন্তু চন্দ্র-গুপ্তের এরূপ চরিত্র-চিত্র ইতিহাস অনুমোদন করে না।

পুত্র আম্রকার্দ্দবের দানের পরিচয় আছে। আম্রকার্দ্দব ঐ দান-পত্রে ২৫ দিনার এবং 'ঈশ্বর-বাসক' নামক গ্রাম দান করিয়াছেন। তখন 'কাকনাবোটায়' 'আর্য্য-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সঙ্ঘের ভিক্ষুদিগের ভরণ-পোষণ জন্য এবং বিহারের আলোর ব্যয় নির্ব্বাহ কল্পে রাজা পূর্ব্বোক্ত ২৫ দিনার দান করিয়াছিলেন, প্রতিপন্ন হয়।

পণ্ডিতগণের অনুমান—আম্রকার্দ্দব, চন্দ্র-গুপ্তের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি চন্দ্র-গুপ্তের অন্যতম মন্ত্রী।

সাঞ্চীর এই লিপিতে 'অনেকসমরাবাপ্তবিজয়যশস্পতাকঃ' বাক্য দেখিতে পাই। তাহাতে মনে হয়,—চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; আর চন্দ্রগুপ্তের নিকট বিবিধ অনুগ্রহ লাভে সমৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তিনি চন্দ্র-গুপ্তের নামে এই দান করিয়াছিলেন।

উদয়-গিরির এক লিপিতে পাটলিপুত্র নগরে গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানীর পরিচয় পাই। সেখানে পর্ব্বত-গাত্রে শিবের উদ্দেশ্যে একটী গুহা ক্ষোদিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী বীরসেন ঐ গুহা প্রতিষ্ঠিত করেন। গুহাগাত্রাঙ্কিত লিপিতে দেখিতে পাই,—চন্দ্রগুপ্ত পৃথিবী-বিজয়ে অভিলাষী হইয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে উদয়গিরিতে গমন করিয়াছিলেন।

লিপির বর্ণনায় বুঝা যায়,—চন্দ্রগুপ্ত যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন সেই গুহা এবং লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। লিপিতে পাটলিপুত্র—গুপ্ত-নৃপতিগণের রাজধানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে; আর সে স্থান তখন পাটলিপুত্রের অধীন বলিয়া বর্ণিত আছে।

ঘাঢ়োয়া লিপির প্রমাণে চন্দ্রগুপ্তের দানের নিদর্শন বিদ্যমান। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত 'পরম-ভাগবতমহারাজাধিরাজ' বলিয়া অভিহিত। কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে দশ দিনার দানের পরিচয় সে লিপিতে প্রাপ্ত হই। লিপি ৮৮ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪০৭-৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত বলিয়া প্রকাশ আছে। এইরূপে, বিবিধ প্রমাণে চন্দ্রগুপ্তের অশেষশক্তিমত্তার এবং দানশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, তখনকার রাজা প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য—তাহাদিগের বিবিধ কল্যাণ-সাধনে রাজকোষ শূন্য করিতেন; পরন্তু বিলাস-ব্যসনে অনুরাগী ছিলেন না,—প্রাচীন ভারতের নৃপতিবৃন্দের চরিত্র-চিত্র অঙ্কনে সেই আদর্শই দেখিতে পাই।

পরার্থে উৎসৃষ্টপ্রাণ ছিলেন তাঁহারা;—তাঁহাদের রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল—প্রজারঞ্জন; তাই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই। তেমন রাজা—তেমন রাজধর্ম্ম—তেমন আদর্শ—বুঝি বা কোনও দেশ কখনও দেখে নাই অথবা দেখিবে না।

* * *

চন্দ্র ও চন্দ্রগুপ্ত।

কোনও কোনও লিপিতে কেবলমাত্র 'চন্দ্র' নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। কেহ কেহ 'চন্দ্র' এবং চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন সপ্রমাণ করেন; * কেহ আবার উভয়ের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে প্রয়াসী হন।

এই বিরোধের মূল—'মেহারোল' লিপি। 'চন্দ্র' নামক কোনও নৃপতির রাজ্য-বিজয়-স্মরণার্থ ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা হইতে রাজা চন্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত বিজয়

* ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই মতের পরিপোষক। তাঁহারা বলেন,—চন্দ্র-গুপ্ত এবং চন্দ্র অভিন্ন।

উপলক্ষে সিন্ধু-নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি। সেই সময় যাহারা চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল,—তাহারা 'ভঙ্গ' জাতি বলিয়া উল্লিখিত।

সিন্ধু-নদের সপ্ত-মোহানায় চন্দ্র বহ্লীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বৃহৎ-সংহিতায় এই 'বহ্লীক' জাতি উত্তর ভারতের অধিবাসী বলিয়া অভিহিত। 'বৃহৎ-সংহিতার' মতে তাহারা 'বাল্‌খ' প্রদেশের অধিবাসী। এই বহ্লীক-জাতি যদি 'বাল্‌খ' প্রদেশের অধিবাসী হয়, তাহা হইলে, চন্দ্র বাল্‌খ-দেশ জয় করিয়াছিলেন, বুঝা যায়। কিন্তু উদ্ধৃত লিপিতে চন্দ্রের বাল্‌খ-প্রদেশে গমনের কোনও নিদর্শন বিদ্যমান নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের তাই সিদ্ধান্ত—পহ্লব এবং যবনদিগের স্থায় বৈদেশিক কোনও জাতি 'বহ্লীক' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইলে, চন্দ্রের নিকট তাহারা পরাজিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, লিপিটী প্রবর্ত্তকের লোকান্তরের পর ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয়। তাষাও গুপ্ত-লিপির ভাষার অনুরূপ নহে। সেই লিপিতে কয়েকটী জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। লিপিতে কোনও বংশলতা প্রদত্ত হয় নাই। লিপিতে চন্দ্রের নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। লিপিতে 'চন্দ্রাভেন সমগ্র-চন্দ্র-সদৃশীম্' বাক্য সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল তাহাই নহে; লিপি হইতে বুঝিতে পারি,—রাজা পরমভাগবত; 'তিনি বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন।'

কিন্তু চন্দ্র-গুপ্তের প্রিয় 'পরমভাগবত' বাক্যের উল্লেখ না থাকায় অনেকে চন্দ্রের সহিত চন্দ্র-গুপ্তের অভিন্নতা প্রতিপাদনে পরাঙ্মুখ হন। আরও, লিপিতে চন্দ্রের শৌর্য্য-বীর্য্য বর্ণনে বলা হইয়াছে,—'তাঁহার বীরত্বের সুবাসে দক্ষিণ সমুদ্রের বায়ু সুবাসিত হইত।' চন্দ্র-গুপ্তের এবং সমুদ্র-গুপ্তের সম্বন্ধে এই উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। তবে 'বিক্রম', 'পরাক্রম' প্রভৃতি শব্দই সমুদ্র-গুপ্তের অধিকতর প্রিয় ছিল। কিন্তু লিপিতে 'বীর্য্য' পদের প্রয়োগ আছে। ইহাও চন্দ্র-গুপ্তের বা সমুদ্র-গুপ্তের সহিত চন্দ্রের অভিন্নতা-প্রতিপাদনের পরিপন্থী।

তবে মেহারোলির লিপির কাল বিচারে সে লিপির কাল—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেই নির্দ্দিষ্ট হয়। * সে সময়ে চন্দ্র-গুপ্ত বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং লিপি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। অপিচ, চন্দ্রগুপ্ত এবং চন্দ্র যে অভিন্ন, সে ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্তও অসঙ্গত নহে। লিপির আক্ষরিক প্রতিকৃতি গুপ্তকালের অক্ষরাদির প্রতিকৃতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হইলেও, উহা গুপ্ত-রাজগণের রাজত্বকালেই যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

কারণ, গুপ্তদিগের অন্যান্য লিপির মধ্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, আর সে প্রভাবের ফলে, সেই সকল লিপিতে বৌদ্ধপ্রভাবমূলক ভাষা ও বর্ণের যে সমাবেশ দেখিতে পাই, তাহাতে আলোচ্য লিপিতে সেই বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে, অক্ষরের প্রতিকৃতি এবং লিপির প্রকৃতি যে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায়, আমাদের মতে, লিপির অন্তর্গত চন্দ্র এবং গুপ্ত-নৃপতি চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হন।

* ডক্টর হর্ণেল এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই লিপিকে পঞ্চম শতাব্দীর লিপি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা নিম্নলিখিত পত্র-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইবে। যথা,—Indian Antiquary, Vol. XXI, pp. 43-44; Early History of India. p. 278.

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন।

৪০৫-১১ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—তখন দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফা-হিয়েন তাৎকালিক ভারতের নৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই সত্য; তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মালোচনায় এমনই নিবিষ্ট ছিলেন যে, সাংসারিক ব্যাপারে আদৌ তিনি মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

তবে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাৎকালিক ভারতের সমৃদ্ধি-প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। তখনকার বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থাদির বিষয় পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার সমসাময়িক মুদ্রা এবং লিপি হইতে বুঝিতে পারি,—ভারতের তাৎকালিক সম্রাট হিন্দু ছিলেন এবং তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

তখনও পাটলিপুত্রই গুপ্ত-গণের রাজধানী ছিল। তখনও পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি-গৌরবের পরিসীমা ছিল; আর মগধ তখন ঐশ্বর্য্য-গৌরবে প্রতিষ্ঠার উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়ের পর, সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, রাজধানী পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-সীমান্তে পাটলিপুত্র। এত দূর সীমান্ত হইতে বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন-সুপালন সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে; তাই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হয়। সমুদ্র-গুপ্তের সময় হইতেই রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সমুদ্র-গুপ্ত অযোধ্যায় 'টাকশাল' স্থাপন করিয়াছিলেন,—মুদ্রাদি হইতে সপ্রমাণ হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন,—সেই টাকশালে রৌপ্য-মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও তখনও পাটলিপুত্র ঐশ্বর্য্য-সম্পদে গরীয়ান ছিল। তখনও গুপ্ত-সম্রাট সময় সময় সে রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। সমুদ্র-গুপ্ত এবং চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য অধিকাংশ সময় অযোধ্যায় থাকিতেন বটে; কিন্তু পাটলিপুত্র রাজধানীর শ্রেষ্ঠত্ব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্ত্তিকালে, পরিব্রাজক হুয়েন সাং (৬৪০ খৃষ্টাব্দে) পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তখন পাটলিপুত্র অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। তখন লোক-সংখ্যা এক সহস্রের অধিক নহে।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালেও পাটলিপুত্রের পূর্ব্বগৌরব প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়াস হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালে অযোধ্যাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পাল-বংশের রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র-নগরের সংস্কার-সাধনের প্রয়াস হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

যাহা হউক, ফা-হিয়ান প্রায় ছয় বৎসর ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব-কালের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রজারঞ্জক ছিলেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের ধন-সমৃদ্ধির সহায়তা করিতেন,—পরিব্রাজকের গ্রন্থে সে নিদর্শন বিদ্যমান।

প্রথম বার ফা-হিয়ান যখন ভারতে আগমন করেন, তখন অশোকের প্রাসাদ প্রভৃতি দর্শনে

পরিব্রাজক বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নগরীর নির্ম্মাণ-কৌশল দর্শনে ফা-হিয়ানের মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল। সে নগর যে মানুষের নির্ম্মিত নহে—তখন তিনি তাহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস—সে নগর দেবতার নির্ম্মিত।

তখন পাটলিপুত্রে দুইটী সুবৃহৎ বিহার ছিল। তাহার একটীতে 'মহাযান' এবং অপরটীতে 'হীনযান' সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বাস করিতেন। ফা-হিয়ান সেখানে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। তিন বৎসরে সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়নে এবং বৌদ্ধগ্রন্থশাস্ত্র-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তখন প্রতি বৎসর গীত-বাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রা বাহির হইত। ফা-হিয়ান সে সকল শোভাযাত্রা-দর্শনে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ফা-হিয়ান তদ্বিষয় আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট করেন।

ফা-হিয়ানের বর্ণনায় মগধ-সাম্রাজ্যের অশেষ শ্রীসম্পদের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ফা-হিয়ান তখন মগধকে 'মধ্য-ভারত' বা 'মধ্য-রাজ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তখন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-সমূহে মগধ-রাজ্য পূর্ণ ছিল। কোথাও ধর্ম্মশালা বিদ্যমান,—সেখানে পরিব্রাজকদিগের বাসস্থানাদির ব্যবস্থা ছিল; কোথাও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত,—অসংখ্য পীড়িতের ঔষধদাদির ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হইত।* কোথাও অন্নসত্র, কোথাও জলসত্র প্রভৃতি—আর্ত্তের আর্ত্তি-নিবারণে নিযুক্ত ছিল।

সিন্ধু-নদীর তীর হইতে মথুরাভিমুখে গমনকালে, প্রায় পাঁচ শত মাইল পরিমিত পথে, ফা-হিয়ান প্রায় কুড়িটী বৌদ্ধ-বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। তখনও সেই অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

মথুরার দক্ষিণ দিকে মালব-রাজ্য। মালব-রাজ্যে প্রবেশ করিলে পরিব্রাজকের কৌতূহল অধিকতর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। জনসাধারণের পরিমিতব্যয়িতায় তিনি চমৎকৃত হন। মালবের জলবায়ু মনোরম। মালবের অধিবাসিগণ সকলেই সুখী এবং সমৃদ্ধ।

পরিব্রাজক ফা-হিয়ান মালবের শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক আদর্শ সভ্যতার নিদর্শন। চীনদেশের শাসন-প্রণালীর সহিত তুলনায় তিনি বলিয়াছেন,—'মালবের অধিবাসীদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী রেজেষ্টারী করিতে হয় না অথবা বিচারকের নিকটও তাহারা বিরোধ-মীমাংসার জন্য গমন করে না।' তীর্থযাত্রীদিগকে ছাড়পত্র (Passport) লইয়া গমনাগমন করিবার আবশ্যক হয় না। স্বাধীন ইচ্ছামত তাহারা গমন করিতে পারে। চীন দেশের প্রথার অপেক্ষা ভারতের ফৌজদারী বিধি তাদৃশ কঠোর নহে। ফাঁসী দেওয়া

* ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে এই দাতব্য চিকিৎসালয় সংক্রান্ত নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাই,—

"Hither come", We are told, "all poor and helpless patients suffering from all kinds of infirmities. They are well taken care of and a doctor attends them; food and medicine being supplied according to their wants. Thus they are made quite comfortable, and when they are well, they may go away."—Travels, Chapter XXVII, Giles's version.

ভারতবাসী জানে না। রাজদ্রোহীর দক্ষিণ হস্ত কর্তন করা হয় বটে; কিন্তু সে দৃষ্টান্তও অতি বিরল। স্বল্প অপরাধের জরিমানাই প্রধান দণ্ড।

রাজার খাসমহল হইতেই কেবল রাজস্ব সংগৃহীত হয়। রাজকীয় কর্মচারিগণ রাজকোষ হইতে নির্দিষ্ট হারে বেতন প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেজন্ত সাধারণকে করভারে প্রপীড়িত হইতে হয় না। যাঁহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহারা উৎপন্ন-শস্তের নির্দিষ্ট অংশ রাজকর স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। কৃষাণগণ ইচ্ছা করিলেই সে রাজকীয় ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। সে জন্ত তাহাদের কোনও বাধ্যবাধকতা ন্যাই। *

এক হিসাবে রাজা জনসাধারণের ক্রিয়াকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। রাজস্বের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ। নগর বা পল্লীর প্রধানগণ রাজকর সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রদান করেন। তজ্জন্ত রাজার বিশেষ কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কর আদায়ে শৈথিল্য করিলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এক হিসাবে স্বায়ত্তশাসন বলিতে যাহা বুঝায়, তখন ভারতে সেইরূপ শাসন-প্রণালীই প্রচলিত।

তখন ভারতে প্রাণিহত্যা ছিল না। অন্ততঃ পরিব্রাজকের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কসাই ছিল না, শূকর বা মোরগ ক্রয়-বিক্রয় হইত না। তখন মাদক-দ্রব্য বা মদ্য-ব্যবসায়ী ভারতের কোনও প্রদেশেই পরিব্রাজকের নয়নপথে পতিত হয় নাই। গৃহপালিত পশুর ক্রয়-বিক্রয়ও তখন প্রচলিত ছিল না। চণ্ডাল-গণ তখন শিকার-ব্যবসায়ী ছিল। মৎস্যাদি তাহারাই বিক্রয় করিত।

পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—তখন ভারতে দস্যুভয় ছিল না। রাজা জনহিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিতেন। সাধারণের উন্নতিকর সুখসমৃদ্ধিসাধক সকল ব্যবস্থাই জনসাধারণের উপর ন্যস্ত ছিল। পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে ভারতে যেমন সুশাসন-সুপালনের ব্যবস্থা ছিল, তেমন আদর্শ শাসন-প্রণালী কল্পনায়ও স্থান পায় না। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের সমৃদ্ধির দিনে, বৌদ্ধ বা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা যেমন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন; রাজা চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তাঁহার সমদর্শন গুণে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে কোনরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না।

তখন ক্রয়-বিক্রয়ে কৌড়ি ব্যবহৃত হইত। পরিব্রাজক স্বর্ণ-মুদ্রা দেখেন নাই। তাহাতে অনেকে মনে করেন,—তখন কোনরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে স্বর্ণ-মুদ্রার আবশ্যক হয় নাই বলিয়াই পরিব্রাজকের এই সিদ্ধান্ত। নচেৎ, সমুদ্র-গুপ্তের সময় হইতেই ভারতে মুদ্রালয় 'টাকশাল' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার বহু পূর্ব্বেও—প্রথম কাডফাইসেস ও কনিষ্কাদির রাজত্ব-কাল হইতেই টাকশালে মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

---

* এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বলেন,—"It is abundantly proved by the literature of the Hindus, and by the testimony of Greek and Chinese travellers, that the system of agricultural slavery, which prevailed in Europe in the Middle Ages, was never known in India."—R. C. Dutt, *Civilisation in Ancient India*, II. P. 56.

বৌদ্ধ-বিহারাদিতে এবং হিন্দুর প্রতিষ্ঠান-সমূহে রাজার দানের অবধি ছিল না—পরিব্রাজকের বর্ণনায় সে দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই। প্রতি রাজার রাজত্বকালে ক্ষোদিত দলিলাদি প্রদান করা হইত। পরবর্ত্তিগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইতেন না।

* * *

রাজকর্ম্মচারীর পরিচয়।

ভারত-সম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ-ব্যবস্থায় যে সকল উপায়-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, মুদ্রাদিতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। 'বসাড়' বা বৈশালীর খনন-কালে ডক্টর ব্লক চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকালের কতকগুলি মৃৎনির্ম্মিত শিলমোহর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'মহারাজাধিরাজ শ্রী-গোবিন্দ-গুপ্তে'র মাতা, 'মহারাজাধিরাজ শ্রী-চন্দ্র-গুপ্তের' সহধর্ম্মিণী 'মহাদেবী-শ্রী-ধ্রুবস্বামিনীর' নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। *

ঐ সকল মুদ্রায় গুপ্ত-নৃপতিগণের কতকগুলি কর্ম্মচারীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। সে পরিচয়ে বুঝিতে পারি—তখন সুশাসন-সুপালন জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞ কর্ম্মচারী দায়িত্ব-পূর্ণ বিশেষ বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তন্মধ্যে একজন কর্ম্মচারীর নাম—'কুমারামাত্যাধিকরণ'। তিনি যুবরাজের মন্ত্রিগণের মধ্যে প্রধান। তিনি 'যুবরাজ' নামেও অভিহিত হইতেন। সুতরাং বুঝা যায়,—রাজ্যের উত্তরাধিকারী—সচরাচর 'যুবরাজ' নামে অভিহিত হন নাই তিনি আবার কখনও কখনও 'ভট্টারক' বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

আর একজন কর্ম্মচারীর 'বলাধিকরণ' উপাধি ছিল। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রধান স্থানীয়। এক হিসাবে তাঁহাকে 'প্রধান সেনাপতি' বলা যাইতে পারে। তাঁহারও 'যুবরাজ' এবং 'ভট্টারক' উপাধির পরিচয় পাই।

'রণভাণ্ডারাধিকরণ' নামে আর একজন কর্ম্মচারীর পরিচয় সেই শিলমোহর হইতে প্রাপ্ত হই। তিনি সমর-বিভাগের রাজকোষের প্রধান অধ্যক্ষ। তদ্ভিন্ন 'দণ্ডপাশাধিকরণ'—পুলিশের প্রধান অধ্যক্ষ। বিনয়াসুর (মহাপ্রতিহার) এবং তরভর প্রভৃতির কোনও পরিচয় নাই। 'মহাদণ্ডনায়ক'—প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন যুবরাজের প্রধান মন্ত্রী, বৈশালীর প্রধান কর্ম্মচারী, তিরাভুক্তির প্রধান দণ্ডনায়ক প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মচারীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। মুদ্রাদিতে আর সে সকল কর্ম্মচারীর নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

উদনকূপ নামক জনপদের শাসন-প্রণালী অন্যরূপ ছিল। সেই জনপদ 'পরিষদ' কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এখন যেমন 'পঞ্চায়ত ইউনিয়ন', উদন-কূপ জনপদের শাসক-সম্প্রদায় তাহারই অনুরূপ। ইহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের ভাব মনে আসে। সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ

* অনেকে গোবিন্দ-গুপ্ত এবং কুমার-গুপ্ত অভিন্ন প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। বংশলতার গোবিন্দ-গুপ্ত—কুমার-গুপ্তের ভ্রাতৃস্থানীয়। তিনি বৈশালীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নামের সহিত 'মহারাজা' উপাধি সংযুক্ত দেখি। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ 'রাজপুত্র' তখন 'মহারাজ' এবং রাজা 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া অভিহিত হইতেন।

ঐ জনপদ শাসন করিতেন;—গুপ্ত-সম্রাট সে শাসন-পরিষদের কার্য্য-কলাপে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না;—পরিব্রাজকের বর্ণনায় তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। *

পরিব্রাজক ফা-হিয়ান কিছু কাল সিংহলে অবস্থান করিয়া, যবদ্বীপে গমন করেন। সেখানে তখন ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু-ধর্ম্মের 'গোঁড়ামিতে' তখন সেই দ্বীপ পরিপূর্ণ। পাঁচ মাস যব-দ্বীপে অবস্থান করিয়া পরিব্রাজক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

পরিব্রাজকের স্বদেশ-গমনকালে এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। যে পোতে তিনি গমন করিতেছিলেন, সেই পোতের অধ্যক্ষ তাঁহার প্রাণবধের প্রয়াস পান। সে উপাখ্যান এই,—

যব-দ্বীপে পাঁচ মাস অবস্থানের পর ফা-হিয়ান স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি যে অর্ণবপোতে গমন করিতেছিলেন, সেই পোতে প্রায় দুই শত চালক ছিল। তাহারা পঞ্চাশ দিনের উপযোগী আহার্য্য সঙ্গে লইয়াছিল। এক মাস সমুদ্র পথে চলিবার পর বিষম ঝটিকাবর্ত্তে পোত বিপর্য্যস্ত হয়। তখন জাহাজের কোনও এক ব্রাহ্মণ যাত্রী পরিব্রাজককে উদ্দেশ করিয়া কাপ্তেনকে বুঝাইলেন,—'জাহাজে ঐ যে একজন শ্রমণ রহিয়াছে, ঐ শ্রমণই আমাদের যত দুর্ভাগ্যের মূল। সুতরাং এই শ্রমণকে নিকটবর্ত্তী কোনও দ্বীপে নামাইয়া দেওয়া হউক। এই শ্রমণের সঙ্গ পরিহার করিতে পারিলেই আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হইবে। একজনের জন্য আমরা সকলে মরিব কেন?"

কাপ্তেন বুঝিলেন। শ্রমণকে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু সেই অবস্থায় জাহাজের কয়েকজন যাত্রী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে বাধা দিতে লাগিলেন এবং পরিব্রাজকের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় বিরাশী দিন পরে পোতখানি চীনের দক্ষিণ উপকূলে যাইয়া পৌঁছিল। এইরূপে পরিব্রাজকের জীবন রক্ষা হইল।

* * *

মুদ্রার পরিচয়।

চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বহু প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলিতে মৌলিকতার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্ব-কালে যে সকল মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার এক দিকে পদ্মোপরি উপবিষ্ট দেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। তৎপূর্ব্বে সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত।

এতদ্ভিন্ন কোনটীর উপরিভাগে পালঙ্ক, কোনটীয় উপরিভাগে ছত্র অঙ্কিত ছিল। অনুসন্ধিৎসুগণ এই দুই শ্রেণীকেই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করেন। চন্দ্র-গুপ্ত আর এক শ্রেণীর মুদ্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার এক দিকে 'ঘোড়শোয়ার' অঙ্কিত ছিল।

সমুদ্র-গুপ্তের অধিকাংশ মুদ্রায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সহিত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত হয়। তিনি যেন সেই ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, মূর্ত্তি-দৃষ্টে তাহাই উপলব্ধি হইত। সেই ভাবেই তাহার নিম্নদেশে গাথা উৎকীর্ণ ছিল।

চন্দ্র-গুপ্ত, পিতার এই আদর্শের পরিবর্ত্তন-সাধন করেন। তাঁহার মুদ্রায় ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে

* Cf. Vogel's account of the State officials of Chamba in the *Antiquities of Chamba State*, Vol. I. pp. 120—136.

সিংহের মূর্ত্তি স্থানলাভ করে ; আর তদুপযোগী গাথা তাহাতে উৎকীর্ণ হয়। চন্দ্রগুপ্ত যেন সেই সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত—সিংহমূর্ত্তি এমনিভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল।

এইরূপে আমরা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে চতুর্ব্বিধ মুদ্রার পরিচয় পাই। (১) পালঙ্ক অঙ্কিত মুদ্রা, (২) ছত্র অঙ্কিত মুদ্রা, (৩) ঘোড়শোয়ার অঙ্কিত মুদ্রা, এবং (৪) সিংহের সহিত যুদ্ধমূলক মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা। এই চতুর্ব্বিধ মুদ্রাই দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব-কালে প্রচলিত ছিল।

পণ্ডিতগণ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালেই তাম্র এবং রৌপ্য-মুদ্রা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার লোকান্তরের পর প্রথম কুমার-গুপ্তের এবং স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্ব-কালে বাহুল্য-রূপে পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ মুদ্রা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র কুমার-গুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কুমার-গুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তির কাল ৪১৩ অথবা ৪১৪ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য ঐ সময়েই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজ্য-কালেও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যশোগৌরবে দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল। তখনও বিভিন্নমুখী উন্নতিতে ভারতের প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না।

* * *

মহাকবি কালিদাস।

চন্দ্র-গুপ্তের প্রসঙ্গে কালিদাসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নের' একতম ছিলেন, সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কিন্তু এই কালিদাসই বা কে আর বিক্রমাদিত্যই বা কে, তৎসম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে।

বিক্রমাদিত্য নামে ভারতে একাধিক নৃপতির পরিচয় পাই। কাশ্মীরে এক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন,—'রাজতরঙ্গিণীতে' তাহার উল্লেখ দেখি। আবার উজ্জয়িনীতে এক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন, তিনি কারুরের যুদ্ধে শকদিগকে বিতাড়িত করেন,—সে পরিচয়ও ইতিহাসের অঙ্কে স্থান পাইয়া আছে। এদিকে আবার গুপ্ত-বংশেও একাধিক বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাই। দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; আবার পুর-গুপ্তও 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া অভিহিত হইতেন।

এইরূপে ভারতের ইতিহাসে আমরা চারি জন বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাইলাম। 'নবরত্ন' ইহাদের কোন্ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা সমলঙ্কৃত করিতেন,—ইহাই প্রধান বিচার্য্য।

পুরাবৃত্তের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—কাশ্মীরের বিক্রমাদিত্য এবং শকারি বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। আর গুপ্ত-বংশে যাঁহারা 'বিক্রমাদিত্য' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিদ্যমান-কাল—খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী। সুতরাং কোন্ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে, কোন্ সময়ে কালিদাস কোন্ রাজার সভাসদ ছিলেন,—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এ ক্ষেত্রে যদি আমরা কালিদাসের বিদ্যমান-কাল স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্যা-সমাধানের পথ কতকটা প্রশস্ত হইতে পারে। তাই প্রথমে কালিদাসের কাল-নির্দ্দেশ-ক্রমে এই বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসায় অগ্রসর হওয়াই প্রয়োজন মনে করি।

কালিদাসের কাল-নিরূপণে নানা সমস্যার অবতারণা দেখিতে পাই। সে সমস্যা-জাল উত্তীর্ণ করিয়া প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া প্রথম-দৃষ্টিতে বিশেষ আয়াস-সাধ্য বলিয়াই প্রতীত হয়। সেই জন্য অন্য-কালের তুলনায় অগ্রসর হওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

বাণের 'হর্ষচরিতে' এবং আইহোড় লিপিতে 'কালিদাসের' নাম দেখিয়া এক শ্রেণীর পণ্ডিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কালিদাসের সময় নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কালিদাস এবং কামন্দকীর তুলনায় কালিদাসের কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হয়।

রঘুবংশের নবম সর্গে কালিদাস শিকারের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। গতিবিশিষ্ট সামগ্রী শিকারের সুবিধার বিষয় বর্ণন-ব্যপদেশে কালিদাস কহিতেছেন,—

"পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্।
শ্রমজয়ং প্রগুণং চ করোত্যসৌ তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দ্বিতীয় অঙ্কেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাই। সে উক্তি; যথা,—

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ।
সত্ত্বানামপিলক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যা হি ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্‌বিনোদঃ কুতঃ হি ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে বুঝিতে পারি,—কালিদাস ধনুর্ব্বিদ্যার এবং লক্ষ্যভেদের ও মৃগয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। মন্বাদি-সংহিতা-শাস্ত্রে মৃগয়া প্রভৃতি পাপকার্য্য মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তাহা হইলেও কালিদাস মন্বাদির বিরুদ্ধ-মতই পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

এদিকে 'কামন্দকীয় নীতিসারে' ভিন্ন মত দেখিতে পাই। কামন্দকী শিকারের গুণবর্ণন করিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রাণিহত্যা যে পাপজনক এবং নিষিদ্ধ, সে ভাবও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গতিশীল বস্তুর শিকারে ব্যায়াম হয়, অজীর্ণ নষ্ট হয়, শরীরের স্থূলতা কমিয়া যায়, এবং পরিশ্রমে অবসাদ জন্মে না। এতৎসম্বন্ধে 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"জিতশ্রমত্বং ব্যায়াম আমমেদকফক্ষয়ঃ। চরস্থিরেষু লক্ষ্যেষু বাণসিদ্ধিরনুত্তমা ॥
মৃগয়ায়াং গুণানেতানাহুরন্যে ন তৎ ক্ষমম্। দোষাঃ প্রাণহরাঃ প্রায়স্তমাত্তদ্ব্যসনম্ মহৎ।"

কালিদাসের এবং কামন্দকীর তুলনায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। উভয়ে একই ভা শিকারের গুণবর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের মন্তব্যের সমালোচনার ভাব নীতিসা উপলব্ধ হয়। কামন্দকীর উক্তি হইতে বুঝিতে পারি,—তাঁহার সময়ে কালিদাসের শিকা সম্পর্কীয় মন্তব্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল; আর কামন্দক কালিদাসের প্রতিবাদে সাধারণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কালিদাসের বিদ্যমান-কাল-নির্ণয়ের একটা সূত্র পাওয়া যাইে পারে। কামন্দকীর কাল যদি স্থির নির্ণয় হয়, তাহা হইলে কালিদাসের কাল-নির্ণয়ের পথ সুগম হইয়া আসে। কামন্দকীর কাল সম্বন্ধে দুইটী সূত্রের সন্ধান পাই। সেই দুইটী সূত্র,— প্রথম—'উৎপলের টীকা' এবং দ্বিতীয়—'বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি।'

উৎপল—বৃহৎ-সংহিতার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সেই টীকার কাল—৮৮৮ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই টীকায় উৎপল, কামন্দকীয় নীতিসার হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে বামন 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতে "কামং কামন্দকী নীতিরস্যা রম্যা দিবানিশম্" বাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। বামন ৮০০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন সিদ্ধান্তিত হয়। *

এতদ্ভিন্ন, ভবভূতি তাঁহার 'মালতীমাধবে' কামন্দকী নামে এক কূটরাজনীতিক রমণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতি যে মহিলার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে মহিলা তাঁহার সমসময়ে বিদ্যমান ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তখন কামন্দকীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ সমাদৃত ছিল। ভবভূতি তাঁহার নাম অবশ্যই অবগত ছিলেন। ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভবভূতির বিদ্যমানতা স্থিরীকৃত হয়।

এদিকে আবার 'কামন্দকীয় নীতিসারে' কতকগুলি রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের কেহ ষড়যন্ত্রের ফলে, কেহ বা বিষপ্রয়োগে নিহত হন (৫১-৫৪ শ্লোক)। 'বরাহমিহির' যে সকল রাজার নাম করিয়াছেন, নীতিসারেও তাঁহাদের নাম দেখিতে পাই; যথা,—

"শস্ত্রেণ বেণী বিনিগুহিতেন বিদূরথং স্বমহিষী জঘান।"—বরাহমিহির।

"বেণ্যাং শস্ত্রং সমাধায় তথা চাপি বিদূরথম্।"—কামন্দকীয় নীতিসার।

তাই মনে হয়, বরাহমিহির 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতেই পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, বরাহমিহিরের গ্রন্থে 'নীতিসার' উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু নীতিসারে 'বরাহমিহিরের' বৃহৎসংহিতার বা বরাহমিহিরের নাম-মাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। তাই কামন্দকী বরাহমিহিরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই সিদ্ধান্ত হন। সুতরাং 'কামন্দকীয় নীতিসার' যে বৃহৎ-সংহিতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে হিসাবে সপ্তম শতাব্দীরও পূর্ব্বে কামন্দকীর কাল নির্দ্দেশ করিতে পারি। আর কামন্দকীর কাল সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হইলে, কালিদাসের কাল সে হিসাবে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

এখন পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে যদি এমন কোনও রাজার পরিচয় পাই, যিনি 'বিক্রমাদিত্য' নামে অভিহিত হইতেন এবং যিনি শকদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে ভারতে যে রাজার পরিচয় পাই, তিনি গুপ্তবংশাবতংস মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত, 'বিক্রমাদিত্য' নামে অভিহিত হইতেন। তিনি 'পশ্চিম-দেশীয় সাত্রাপি' অভিধেয় শকদিগকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। ভারতে তৎকর্তৃক শকদিগের আধিপত্য উচ্ছিন্ন হয়। এ হিসাবে, তাঁহাকেই 'শকারি' বলা যাইতে পারে। কেন-না, তাঁহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত আর ভারতে শকদিগের নাম শুনা যায় নাই।

* Journals of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society for 1909, and Indian Antiquary, Vol. XL.

এদিকে আবার কনৌজে গুপ্তদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠারও পরিচয় প্রাপ্ত হই। সমুদ্র-গুপ্তের লিপিতে 'পুষ্পপুর' রাজধানীর উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিটের মতে, 'পুষ্পপুর'— 'কুসুমপুর' নামে অভিহিত হয়। পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—কনৌজে (কান্যকুব্জে) গুপ্ত-নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ তাই গুপ্তদিগকে 'কনৌজের গুপ্ত' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

হর্ষচরিতে আবার কুমার-গুপ্ত প্রভৃতি 'মালবরাজপুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হর্ষচরিতের চতুর্থ উল্লাসে আছে,—"মালবরাজপুত্রৌ কুমারগুপ্তমাধবগুপ্তনামানৌ।" অর্থাৎ, কুমার-গুপ্ত এবং মাধব-গুপ্ত নামক মালরাজপুত্রদ্বয়। এ হিসাবে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তই মালবরাজ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হন। কুমার-গুপ্ত তাঁহারই পুত্র। উজ্জয়িনী নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায়, কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যের আনুষঙ্গিক প্রায় সকল ঘটনাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলিয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত—মালবের অধিপতি ছিলেন, তিনি শকদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামও 'বিক্রমাদিত্য' ছিল। এ ক্ষেত্রে (দ্বিতীয়) চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকেই কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ৪১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে কালিদাসের বিদ্যমানতা স্থিরীকৃত হয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তির কথা উঠিতে পারে। প্রথম—শকদিগের ধ্বংসের সময় হইতে যে বিক্রম-সংবতের প্রবর্ত্তনা, দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্বকালে শকদিগের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ কোনও অব্দ বা সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। দ্বিতীয়—শ্রীহর্ষ, বৎস প্রভৃতির সমসাময়িক রাজ-কবিগণ যেমন তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সেই সেই রাজার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন, কালিদাসের গ্রন্থের কোথাও বিক্রমাদিত্যের গুণানুকীর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় না।

সেই জন্য আপত্তিকারিগণ কালিদাসকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। অবশ্য এ সকল বিশেষ জটিল সমস্যা। এ সমস্যার মীমাংসা দুরূহ।

এদিকে আবার বরাহমিহির যদি 'নবরত্নের' অন্তর্ভুক্ত হন, আর যদি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সকল সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়। এইরূপ বিতর্ক-স্থলে অনেকে কালিদাসের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন,—কালিদাস নামে কোনও কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। রঘুবংশ প্রভৃতি স্বতন্ত্র ব্যক্তির রচনা। *

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। একাধিক বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমানতা এবং নানা মুনির নানা মত—এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। বিক্রমসংবৎ হয় তো অন্য কোনও বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অন্য কোনও প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে বিক্রমাদিত্য ইঁহার অনেক পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত হয়।

সুতরাং কালিদাস এবং বরাহমিহির খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্ত-সম্রাট মহা-রাজাধিরাজ (দ্বিতীয়) চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা সমলঙ্কৃত করিতেছিলেন,—পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহাই সপ্রমাণ হয়।

* * *

---

* অধ্যাপক লাসেন প্রভৃতি এক সময়ে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

সমর্থক পাশ্চাত্য-মত।

বিক্রম-সংবতের প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের বিদ্যমান-কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৫৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিক্রম-সংবতের প্রবর্ত্তনা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অধিকাংশের মতে সেই বিক্রমাদিত্য এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন প্রতিপন্ন হন। তাঁহারা বলেন,—কাল-নির্ণয়ের বিতণ্ডামূলেই পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের সূচনা হইয়াছে। নচেৎ, উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিন্ন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে চন্দ্র-গুপ্ত-বিক্রমাদিত্য যে উজ্জয়িনী জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, কালিদাসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * কিন্তু কিথ তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন,—কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। † 'রঘুবংশের' চতুর্থ সর্গে হূনদিগের পরাজয়মূলক শ্লোকাদি লিপিবদ্ধ আছে। চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য হূনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ডক্টর হর্ণেল অবশ্য কালিদাসকে আরও পরবর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান। ‡ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রমাণের একান্ত অভাব। কালিদাসের 'ঋতু-সংহার', 'মেঘ-দূত' প্রভৃতি চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব-কালেই রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে, চন্দ্র-গুপ্তের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কুমার-গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত, কবি গুপ্ত-রাজধানীতে বিদ্যমান ছিলেন, সপ্রমাণ হয়। সে মতে, চন্দ্র-গুপ্তের সময় হইতে কালিদাসের প্রতিষ্ঠার সূচনা, আর কুমার-গুপ্তের রাজত্ব-কালে তাঁহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তবে স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এইরূপে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে সিদ্ধান্ত হয়,—যখন গুপ্ত-নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠা-গৌরবের উচ্চ চূড়ায় সমাসীন, কালিদাস সেই সময়েই ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'নবরত্ন'—গুপ্ত-সম্রাটদিগেরই গৌরব গাথা বিঘোষিত করিতেছে।

ফলতঃ, তখন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্ভ্রম-গৌরবের উচ্চ-চূড়ায় সমাসীন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাই গুপ্ত-কালকে, রাণী এলিজাবেথের এবং ষ্টুয়ার্ট-বংশের রাজা-কালের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ভারতে যেমন কালিদাস, ইংলণ্ডে তেমনই সেক্সপিয়ার।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য"—গুপ্ত-রাজত্বেরই গৌরব বলিয়া মনে করি। আর্য্যভট্ট এবং বরাহমিহিরের গণিত ও জ্যোতিষ, কালিদাসাদির কাব্য—গুপ্ত-গণের অশেষ গৌরবের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। §

---

* Mc. Donnell *History of Sanskrit Literature*. 1900, p. 324.

† Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 433–39. গ্রন্থে মিষ্টার কিথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ‡ Ibid, 1909, P. 112.

§ এ সম্বন্ধে মিষ্টার কে (Kay) যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"The period when mathematics flourished in India commenced about A. D. 400 and ended about 650, after which deterioration set in."

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার-গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য।

[রাজ্য-কাল সম্বন্ধে মন্তব্য ;—মুদ্রায় ও লিপিতে পরিচয় :—কুমার-গুপ্ত ও বসুবন্ধু ;—বিরুদ্ধ মতের আলোচনা।]

রাজ্য-কাল সম্বন্ধে মন্তব্য।

চন্দ্র-গুপ্তের লোকান্তরে পুত্র কুমার-গুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কুমার-গুপ্ত—চন্দ্র-গুপ্তের প্রধানা মহিষী ধ্রুবাদেবীর গর্ভসম্ভূত। কুমার-গুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' নামেও অভিহিত হইতেন। ইতিহাসে তিনি 'প্রথম কুমার-গুপ্ত' নামে পরিচিত।

কুমার-গুপ্তের রাজত্ব-কালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। সে পক্ষে ঐতিহাসিক উপাদানের একান্ত অসদ্ভাব। তবে সমসাময়িক লিপি ও মুদ্রাদি হইতে প্রতিপন্ন হয়, কুমার-গুপ্তের রাজত্ব কালেও গুপ্ত-বংশের গৌরব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরন্তু তাঁহার সময়েও রাজ্যের সীমা-পরিমাণ বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে কথঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল,—সে পরিচয় প্রাপ্ত হই।

পিতামহের পদাঙ্কানুসরণে কুমার-গুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞের সূচনা যে তাঁহার বৃথা-গর্ব্বের পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাহা যে কুমার-গুপ্তের শ্রেষ্ঠ-রাজশক্তিরই পরিচায়ক, তাহার নিদর্শন লিপি প্রভৃতির প্রমাণে বর্ত্তমান।

কুমার-গুপ্তের রাজত্ব-কালেই চীনে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। চীনাদিগের গ্রন্থে ভারতের তাৎকালিক সম্রাটের নাম 'ইয়ে-আই' (Yue-ai) দেখিতে পাই। তাঁহার রাজ্যের নাম—'ক-পি-লি' (Ka-pi-li) রাজ্য। ক-পি-লি রাজ্য তখন কি নামে অভিহিত হইত, অদ্য তাহা আজি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। *

কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতে 'শ্বেত হুন'-গণ প্রবেশ করে। তাহাতে শেষ জীবনে কুমার-গুপ্ত বিশেষ অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন।

* * *

মুদ্রায় ও লিপিতে পরিচয়।

লিপি-সমূহে কুমার-গুপ্তের বিবিধ গুণের নিদর্শন পাই। ঘাঢোয়ার লিপিতে প্রকাশ,—ধর্ম্মকর্ম্মোদ্দেশ্যে কুমার-গুপ্ত বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ভিল্‌সার (৯৬ গুপ্তাব্দ = ৪১৫-১৬ খৃষ্টাব্দ) লিপি, একটী 'প্রতোলি' (সিংহদ্বার) এবং একটী সত্র নির্ম্মাণের স্মৃতি বক্ষে ধারণ

* Watters, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1898, P. 540.

করিয়া আছে। কুমার-গুপ্তের এই বদান্যতার স্মৃতি-রূপে ধ্রুবমহাসেন-প্রতিষ্ঠিত 'স্বামি-মহাসেনের' (কার্ত্তিকেয়ের) মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর-গাত্রে এক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে কুমার-গুপ্তের রাজত্বের ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

গাঢোয়ার আর একটী লিপিতে সত্রের সংরক্ষণে দ্বাদশ দিনার দানের বিষয়, উদয়-গিরির (১০৬ গুপ্তাব্দ=৪২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ) এক (৯৮ গুপ্ত-সংবৎ) লিপিতে কুমার-গুপ্তের প্রশাসনের নিদর্শন বিদ্যমান দেখি।

ফয়জাবাদ জেলায় করমদণ্ডে একটী লিঙ্গ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ লিঙ্গ-মূর্ত্তির সহিত একটী লিপি আছে। প্রকাশ,—১১৭ গুপ্তাব্দে=৪৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপির মধ্যে পৃথ্বী-সেনের নাম পরিদৃষ্ট হয়। প্রকাশ—পৃথ্বি-সেন 'মন্ত্রী' এবং 'কুমারামাত্য' ছিলেন। পরিশেষে তিনি কুমার-গুপ্তের 'মহাবলাধিকর্ত্ত' অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,—লিপিতে সে উল্লেখও দেখিতে পাই।

লিপিতে আরও দেখি,—পৃথ্বীসেনের পিতা শিখরস্বামিন্, দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের রাজত্ব-কালে, 'মন্ত্রী' এবং 'কুমারামাত্য' ছিলেন। তিনিও পরিশেষে 'মহাবলাধিকর্ত্ত' অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে বুঝিতে পারি,—তাঁহারা গুপ্ত নরপতিগণের অধীনে পুরুষানুক্রমে রাজ-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালে বহুল পরিমাণে মুদ্রার প্রবর্তন হইয়াছিল। অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমার-গুপ্তের মুদ্রায় বহু প্রকারের আদর্শের পরিচয় পাই। তাহাতে বুঝিতে পারি,—তাঁহার কোনও মুদ্রায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের যজ্ঞক অশ্বাদি অঙ্কিত ছিল, কোনটীতে অশ্বারোহীর, কোনটীতে সিংহবধের, কোনটীতে ধনুকধারীর প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছি।

আবার ময়ূরের, হস্তীর ও হস্তিচালকের, তরবারি সহিত যোদ্ধার এবং প্রতাপশালিক যুক্ত প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত মুদ্রার প্রবর্তনাও কুমার-গুপ্তের রাজ্য-কালের ঘটনা। এইরূপে আমরা যতবিধ আদর্শ-সম্বলিত মুদ্রার পরিচয় কুমার-গুপ্তের রাজত্ব-কালে প্রাপ্ত হই।

কুমার-গুপ্ত ও বসুবন্ধু।

কুমার-গুপ্তের প্রসঙ্গে বসুবন্ধুর নাম উল্লিখিত হয়। বসুবন্ধু—একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থকার। বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাঁহার অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। কুমার-গুপ্ত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কুমার-গুপ্তের পৃষ্ঠপোষণে এবং সহায়তায় বসুবন্ধু প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—বসুবন্ধু সমুদ্র-গুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ, নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মতের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি। *

* Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland for 1905.

বামনের 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে একটী শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। সে শ্লোকটী এই,—

"সোঽয়ং সংপ্রতি চন্দ্রগুপ্ততনয়শ্চন্দ্রপ্রকাশো যুবা
জাতো ভূপতিরাশ্রয়ঃ কৃতধিয়াং দিষ্টয়া কৃতার্থশ্রমঃ॥
আশ্রয়ঃ কৃতধিয়ামিত্যস্য বসুবন্ধুসাচিব্যোপক্ষেপপরত্বাৎ সাভিপ্রায়ত্বম্।"

উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ,—যুবা, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ও প্রতিভাশালী, সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র যুবা 'চন্দ্রপ্রকাশ' এক্ষণে সম্রাটপদে সমাসীন হইয়াছেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন করা কর্ত্তব্য।' এখানে 'আশ্রয়ঃ কৃতধিয়াং' অর্থাৎ 'সাহিত্যিকদিগের পৃষ্ঠপোষক' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—বসুবন্ধু মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন, এখানে 'সাচিব্যঃ' পদে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ততনয়শ্চন্দ্রপ্রকাশঃ' বাক্যে এখানে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমার-গুপ্তকে বুঝাইতেছে। কুমার-গুপ্তই এখানে 'চন্দ্রপ্রকাশ' নামে পরিচিত।

সিদ্ধান্ত এইরূপই হইয়া থাকে। বামনের উক্তিতে কুমার-গুপ্তই যে বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়।

সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থকার পরমার্থও সেই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন,—আশী বৎসর বয়সে, বালাদিত্যের (নরসিংহ-গুপ্তের) রাজত্বকালে, বসুবন্ধু লোকান্তরগমন করেন। বালাদিত্যের অপর নাম—নরসিংহ-গুপ্ত। নরসিংহগুপ্ত—কুমারগুপ্তের পৌত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—বসুবন্ধু গুপ্ত-বংশের কুমার-গুপ্ত, স্কন্দ-গুপ্ত এবং নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য—তিন জনেরই সমসাময়িক ছিলেন।

বসুবন্ধুর জীবনী পরমার্থ সঙ্কলন করিয়া ছিলেন। পরমার্থও একজন সাহিত্যিক এবং সুলেখক। তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাই,—অযোধ্যার বিক্রমাদিত্য এবং বালাদিত্য—বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন,—পরমার্থের উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায়,—স্কন্দ-গুপ্তই অযোধ্যার সেই বিক্রমাদিত্য ছিলেন। স্কন্দ-গুপ্তেরই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ছিল। কিন্তু স্কন্দ-গুপ্তের 'বিক্রমাদিত্য' উপাধির পরিচয় পাই না।

ডক্টর টাকাকুসুরও অভিমত—স্কন্দ-গুপ্তই বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনিই বিক্রমাদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। পরমার্থের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া টাকাকুসু ৪২০-৫০০ খৃষ্টাব্দে বসুবন্ধুর বিদ্যমান কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণে এবং পরমার্থের সিদ্ধান্তক্রমে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বসুবন্ধুকে স্কন্দ-গুপ্তের সমকালীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লন এবং স্কন্দ-গুপ্তের 'বিক্রমাদিত্য' উপাধির বিষয়ও তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন।

বসুবন্ধুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'অভিধর্ম্মকোষ'। সঙ্ঘভদ্র এক সময় সেই 'কোষ' গ্রন্থ সম্বন্ধে বসুবন্ধুর সহিত তর্কমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করেন। বসুবন্ধুর উত্তরে জানান,—যদি তিনি পরাজিতও হন, তাহাতে তাঁহার কোষ-গ্রন্থের কোনই ক্ষতি হইবে না।

বাণ আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—"ত্রিসরণপরৈঃ পরমোপাসকৈঃ শুকৈরপি শাক্যশাসনকুশলৈঃ কোশং সমুপদিশদ্ভিঃ।" এখানে 'কোশ' শব্দের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিয়াছেন,—"কোশো

বৌদ্ধসিদ্ধান্তো বসুবন্ধুকৃতঃ।" বাণের এতদুক্তিতে বসুবন্ধুর জনপ্রিয়তারই পরিচয় প্রাপ্ত হই। 'গুপ্তবংশ মহাবাক্য' নামক বসুবন্ধুর রচিত গ্রন্থে সিংহাসন-প্রাপ্তি উপলক্ষে কুমার-গুপ্তের অভিনন্দন লিপিবদ্ধ আছে। তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কুমার-গুপ্ত প্রভৃতির সহিত বসুবন্ধুর সম্বন্ধ-সূচনার পরিচয় পাওয়া যায়। বসুবন্ধু তাঁহাদেরই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, সপ্রমাণ হয়।

বিরুদ্ধ-মতের আলোচনা।

পণ্ডিতগণের কেহ কেহ আবার বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহাদের মতে সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই বসুবন্ধু গুপ্ত-নৃপতিগণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ছিলেন। কৈশোরে পিতা চন্দ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে সমুদ্র-গুপ্ত বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষণ এবং সহায়তা আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-সমন্বিত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সমুদ্র-গুপ্তের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বসুবন্ধুর সাহচর্য্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে সময় সমুদ্র-গুপ্ত—চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্রপ্রভ, বালাদিত্য, পরাদিত্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন।

* কোনও কোনও মতে গুপ্ত-বংশের নৃপতিগণ বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী প্রতিপন্ন হন। গুপ্তগণের আদিবাস বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ হইতেই ভারতে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়,—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

এই মতের পরিপোষক যাঁহারা, তাঁহারা আপনাদের মতের সমর্থক কতকগুলি যুক্তির প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কালিদাসের রচনা এবং সমুদ্র-গুপ্তের রাজধানীর অবস্থান প্রভৃতির বর্ণনাই প্রধান।

কালিদাসের রচনায় যে ভাব এবং উপমা প্রভৃতি সমাবিষ্ট আছে, তাহার মূল বঙ্গদেশীয় ভাব ভাষা এবং নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি। কালিদাসের সংস্কৃতও বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ। ইত্যাদি। কালিদাসের গ্রন্থ-পত্রে, রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে যে সকল নগর জনপদের বর্ণনা আছে, বঙ্গদেশের বিশেষ বিশেষ নগর জনপদের উদ্দেশেই সে সকল বর্ণনা গ্রন্থ-পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়-বর্ণনই কালিদাসের লক্ষ্য। রঘুকে উপলক্ষ করিয়া কালিদাস সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণন করিয়াছেন।

তার পর কালিদাসের গ্রন্থ-পত্রে 'শালি ধান্যের' উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশ ভিন্ন সে শালি ধান্য অন্য কোথাও জন্মে না। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশই নদী-বহুল। কালিদাসের বর্ণনায় যে সকল নদ-নদীর উল্লেখ আছে, সে সকল এই বঙ্গদেশেরই নদ-নদীসমূহ। কালিদাসও বাঙ্গালার বাঙ্গালী। 'কালিদাস' নামেই তাহা সপ্রমাণ হয়। অপিচ, সমুদ্র, চন্দ্র, কুমার, স্কন্দ প্রভৃতিও বাংলা দেশেরই নাম।

মেঘদূতে যে পর্ব্বতাদির এবং নদী-হ্রদের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল বঙ্গদেশ। উপমা প্রভৃতিও বঙ্গদেশকেই লক্ষ্য করে। বঙ্গদেশের সমাজ, বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন প্রভৃতি কালিদাসের লক্ষীভূত।

তবে যে তাঁহার ভাষায় প্রাকৃত ভাষার সমাবেশ দোষ, তাহার মূল - বৌদ্ধপ্রভাব। সমুদ্র-গুপ্তের দিগ্বিজয়কালে কালিদাস তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। সমুদ্রগুপ্ত যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং যে সকল বৈদেশিক নগর জনপদের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সে সকল দেশের প্রাকৃতিক এবং সমাজনৈতিক চিত্রও তাই প্রয়োজনমত তাঁহার গ্রন্থপত্রে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই।

সমুদ্র-গুপ্ত যে বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী যে বঙ্গদেশেই ছিল, তাহার এক প্রধান নিদর্শন—সমুদ্রগড় গ্রাম। নবদ্বীপের সন্নিকটে ই আই-রেলের পার্শ্বে, সমুদ্রগড় অবস্থিত। এই মতের পরিপোষক যাঁহারা, ঐ সমুদ্রগড়কেই তাঁহারা সমুদ্র-গুপ্তের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন,—সমুদ্র-গুপ্তের নামানুসারে সমুদ্রগড়ের নামকরণ হইয়াছিল।

কিন্তু এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, লিপি বা মুদ্রাদিতে তাঁহার সে পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। বসুবন্ধুর গ্রন্থেও অথবা পরমার্থ প্রভৃতি সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের গ্রন্থ-পত্রেও সমুদ্র-গুপ্তের সেরূপ কোনও নাম-পরিচয় দেখিতে পাই নাই। অপিচ, গুপ্ত-বংশে যখন বালাদিত্য, পরাদিত্য প্রভৃতি নাম পরিদৃষ্ট হয়; সে ক্ষেত্রে, অন্য কোনও বিশিষ্ট প্রমাণের অবর্ত্তমানে, সমুদ্র-গুপ্তের বালাদিত্য, পরাদিত্য প্রভৃতি নামের পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়,—বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বসুবন্ধু, সমুদ্র-গুপ্তের সমসাময়িক নহেন। পরন্তু তিনি কুমার-গুপ্ত, স্কন্দ-গুপ্ত প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষণে পুরিপুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই সচীব মধ্যে গণ্য ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-পরম্পরায় তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য 'পৃথিবীর ইতিহাসের' সপ্তম ও ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিক্রমাদিত্য নামধেয় একাধিক রাজার পরিচয় গ্রন্থপত্রে প্রাপ্ত হই। এই গুপ্ত-বংশেই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিযুক্ত একাধিক রাজার পরিচয় পাই। তদ্ভিন্ন, উজ্জয়িনীতে এক বিক্রমাদিত্য ছিলেন; কাশ্মীরেও এক বিক্রমাদিত্য ছিলেন। ইঁহাদের কোন্ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবার, শ্রীহর্ষের রাজ-কবি 'হর্ষচরিত', বৎসেশ্বর রাজ-কবি 'বৎসচরিত' রচনা করিয়া, যেমন তাহাদের পৃষ্ঠপোষক নৃপতিগণের গুণগান করিয়াছেন, কালিদাসের গ্রন্থেই বা কালিদাসের পৃষ্ঠপোষকের নাম গন্ধ নাই কেন?

তার পর এখন যেমন গ্রীষ্মাবাস, শীতাবাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তখনও যে সে ব্যবস্থা ছিল না, তাহাই বা কি করিয়া বলিতে পারি। সমুদ্রগড়ে সমুদ্র-গুপ্তের রাজধানী বা ঐরূপ কোনও 'বাসের' ব্যবস্থা থাকাও অসম্ভব নহে। বঙ্গদেশ—সমুদ্র-গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এলাহাবাদ স্তম্ভের গাত্রস্থিত লিপি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। আরও নাটোরে এবং ফরিদপুরে সমুদ্র গুপ্তের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সুশাসন সুপালন জন্য রাজধানী স্থানান্তর করণের দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই। সুতরাং পণ্ডিত-দিগের সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক মনে করিতে পারি না। তবে তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু লিপি এবং মুদ্রাদির প্রমাণে সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। লিপির ও মুদ্রার আলোচনায় বুঝিতে পারি,—গুপ্ত-বংশের নৃপতিগণের উৎকীর্ণ এবং প্রবর্ত্তিত প্রায় অধিকাংশ লিপি এবং মুদ্রাই উত্তর ভারতে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু একটা মুদ্রাও, বঙ্গের কোথাও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।

দিগ্বিজয়ের স্মারক লিপি এলাহাবাদ স্তম্ভ-গাত্রে, দানের এবং সত্রাদি প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক লিপি প্রভৃতি কাহাউম, বিথারি, মানকুয়া, ঘাঢ়োয়া প্রভৃতি স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাদিও ঐ সকল অঞ্চলেই সংগৃহীত হয়। তাই মনে অন্য ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মনে তাই স্বতই প্রশ্ন উঠে, যদি গুপ্ত সম্রাটগণ বঙ্গদেশ-বাসী বাঙ্গালীই হইবেন, তাহা হইলে, বঙ্গদেশে তাঁহাদের বিশিষ্ট কোনও স্মৃতি-চিহ্ন না থাকিবার কারণ কি?

মুসলমানগণ যখন এদেশে আগমন করেন, তখন নবাব বাদসাহাদিগের নামানুসারে নগর জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মসজিদ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত-বংশের নৃপতিগণ বঙ্গের অধিবাসী হইলে বঙ্গদেশে তাঁহাদের তেমন কোনও কীর্ত্তি-স্মৃতি না থাকিবার কারণ কি? জন্ম-ভূমি বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশে বিদেশীর মধ্যে মুদ্রাই বা তাঁহারা কেন প্রবর্ত্তিত করিলেন, আর লিপি প্রভৃতিই বা কেন উৎকীর্ণ হইল?

এ সকল প্রশ্ন অবশ্য বিশেষ সমস্যা-সমাকুল। এই জটিল প্রশ্নের সুমীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, গুপ্ত রাজগণ যে বাঙ্গালী এবং বঙ্গদেশবাসী ছিলেন,—সে সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই।

* Indian Antiquary, Vol. XLII and V. A. Smith, Early History of India,

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-বংশের অন্যান্য নৃপতি।

[পতনের সূচনায় ;—স্কন্দ-গুপ্ত ;—বিজিত শত্রুগণ ;—স্কন্দ-গুপ্তের সুশাসনের নিদর্শন ;—লোকান্তরে ;—পুর-গুপ্ত প্রকাশাদিত্য ;—পুর-গুপ্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতণ্ডা ;—নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য ;—দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত ;—গুপ্ত-বংশের শেষ নৃপতি ;—গুপ্ত-বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ;—মালবের গুপ্ত-গণ ;—বল্লভী রাজ-বংশ ; ভারতে শ্বেত হূনগণ ;—গুর্জ্জরগণ ;—উপসংহার বিবিধ বক্তব্য।]

* * *

পতনের সূচনায়।

কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগ হইতেই গুপ্ত-বংশের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। তখন বৌদ্ধ-প্রভাবের সূচনা হইয়াছে। মানকুয়ার লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শেষ জীবনে কুমার-গুপ্ত তাই অশেষ উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি যদি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেন ;—তিনি যদি সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম্মে মতিমান থাকিতে সমর্থ হইতেন ;—তাহা হইলে বোধ হয়, গুপ্ত-বংশের সে প্রতিষ্ঠার পতন হইত না ! তাঁহারই রাজত্ব-কালে রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন, গুপ্ত-বংশের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল, আর সেই নষ্ট-শ্রী পুনরুদ্ধারে তাঁহার বংশধরদিগকে অশেষ আয়াস-স্বীকার করিতে হইয়াছিল,—স্কন্দ-গুপ্তের 'বিথারি স্তম্ভলিপি' তাহার উজ্জ্বল আলেখ্য বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। লিপিতে তাই দেখিতে পাই,—"পিতরি দিবমুপেতে বিপ্লুতম্ বংশলক্ষ্মীম্।"

* * *

স্কন্দ-গুপ্ত।

এই অবস্থায় স্কন্দগুপ্ত, পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং সেই নষ্ট-শ্রী পুনরুদ্ধারে তাঁহাকে যে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বিচলিত-কুললক্ষ্মীকে' অবিচলিত করিতে স্কন্দ-গুপ্ত কখনও ভূমি-শয্যায়, কখনও অনিদ্রায়, কখনও অনাহারে দিন কাটাইয়াছেন। বিথারির লিপিতে সেই পরিচয় যে ভাষায় পরিব্যক্ত, তাহা পাঠ করিলে অন্তরে স্বতঃই করুণার সঞ্চার হয়। সে গাথা,—

"বিচলিতকুললক্ষ্মীস্তম্ভনায়োদ্যতেন ক্ষিতিতলশয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা
সমুদিতবলকোষান্ পুষ্যমিত্রাংশ্চ জিত্বা ক্ষিতিপচরণপীঠে স্থাপিতো বামপাদঃ।

কিন্তু তাহাতেও স্কন্দ-গুপ্ত বিচলিত হন নাই। তিনি আপনার ভুজবলে পুষ্যমিত্রাদি বিবিধ শত্রুকে পরাজিত করিয়া, বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লিপি হইতে বুঝিতে পারি,—কুমার-গুপ্তের জীবিতকালেই এই অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি

পুত্রের বিজয়-লাভ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিজয়-লাভের সম্বাদ পাইবার পূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করেন। ১৩৬ গুপ্তাব্দ=৪৫৫ খৃষ্টাব্দে স্কন্দ-গুপ্ত রাজ্য-প্রাপ্ত হন।

* *

বিজিত শত্রুগণ।

স্কন্দ-গুপ্ত যে সকল শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে পুষ্যমিত্রগণ এবং হুনগণই প্রধান। পুষ্যমিত্র-গণের পরিচয় লিপিতে পাই না। বিষ্ণু-পুরাণে পুষ্পমিত্রদিগের নাম দেখিতে পাই। তাই মনে হয়,—তাহারই লিপিতে উক্ত পুষ্যমিত্র। সম্ভবতঃ তাহারা করদ ছিল। কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াস পায়।

হর্ণেলের মতে পুষ্যমিত্রগণ—মৈত্রকদিগের সহিত অভিন্ন হয়। তাহাদের প্রধানস্থানীয় ভট্টারক বল্লভী-বংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জুনাগড় লিপিতে যাহারা 'ম্লেচ্ছ' নামে অভিহিত, হর্ণেলের মতে তাহাদেরও 'পুষ্যমিত্র' নামে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা।

হুন-গণ হয় তো 'মৈত্রক' নামে অভিহিত হইত। যাহা হউক, হুন এবং ম্লেচ্ছ এক জাতির মধ্যে গণ্য হইলে, ৪৫৫ হইতে ৪৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের ভারত-প্রবেশ সপ্রমাণ হয়।

* *

সুশাসনের নিদর্শন।

জুনাগড় লিপিতে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের এবং স্কন্দ-গুপ্তের প্রজা-বাৎসল্যের পাই। তাঁহার আদেশে সুদর্শন-হ্রদের সংস্কার-কার্য্য সাধিত হয়। চক্রপালিতের তত্ত্বাবধানে হ্রদের বাঁধ সংস্কৃত হইয়াছিল। স্কন্দ-গুপ্তের অধীনে চক্রপালিত সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দ-গুপ্তের যশোভাতি ম্লেচ্ছ-দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

লিপিতে প্রকাশ,—স্কন্দ-গুপ্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তখন বৈদেশিক জাতির উপদ্রব এত অধিক হইয়াছিল যে, রাজ্য-সীমা সংরক্ষণের জন্য স্কন্দ-গুপ্ত বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—জুনাগড় লিপির "সর্ব্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৃন্' বাক্যে তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। স্কন্দ-গুপ্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন, তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে বাস করিত—'কাহাউম লিপি' তাহার নিদর্শন। সেখানে স্কন্দ-গুপ্ত ইন্দ্রের সহিত উপমিত হইয়াছেন। যথা,—

> "গুপ্তানাং বংশ যস্য প্রবিসৃত যশসস্তস্য সর্ব্বোত্তমার্দ্ধেঃ
> রাজ্যে শক্রোপমস্য ক্ষিতিপশতপতেঃ স্কন্দ-গুপ্তস্য শান্তে রাজ্যে।"

* *

লোকান্তরে।

প্রায় দেড় শত বৎসর গুপ্ত-নৃপতি-গণের প্রতিষ্ঠা-গৌরব তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ছিল। এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

প্রথম কুমার-গুপ্তের লোকান্তরের পর হইতেই গুপ্ত-বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে থাকে;—ভারতের ভাগ্যাকাশে অন্ধকারের সূচনা হয়। কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে পুষ্যমিত্রগণ গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের ফলে গুপ্ত-বংশের ভিত্তি টলায়মান হয়। স্কন্দ-গুপ্তের বিপুল প্রয়াসে শত্রু পরাজিত হয়। বংশের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৪৫৫ খৃষ্টাব্দে, স্কন্দ-গুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, হূন-গণ ভারত আক্রমণ করে। মধ্য-এসিয়ার বন্ধুর পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া হূনগণ—গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু স্কন্দ-গুপ্তের শ্রেষ্ঠ-বাহুবলে তাহারা পরাজিত হয়।

কিন্তু পুনরায় ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে আর একদল আক্রমণকারী গান্ধার অধিকার করে। তখন গান্ধারে কুশন-বংশীয়-গণ রাজত্ব করিতেন। নবাগত হূন-সর্দ্দার তাঁহাকে নিহত করিয়া গান্ধার-রাজ্য অধিকার করে এবং সেখান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের পুনঃপৌনিক আক্রমণে স্কন্দ-গুপ্ত বিধ্বস্ত হন। যৌবনের সে উত্থ্য তখন চলিয়া গিয়াছে। বার্দ্ধক্যের অবসাদে শক্তি-সামর্থ্য হরণ করিয়াছে। স্কন্দ-গুপ্ত হূন-দিগের আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হইলেন না। তাহাদের সহিত যুদ্ধে স্কন্দ-গুপ্ত পরাজিত ও নিহত হইলেন।

বহুদিন-ব্যাপী যুদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। স্কন্দ-গুপ্ত অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া, নিকৃষ্ট মুদ্রা প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে মুদ্রায় কৃত্রিমতা স্থান প্রাপ্ত হইল।

৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দ-গুপ্ত পরলোকগমন করেন। পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি 'কর্ম্মাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দ-গুপ্তের পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার লোকান্তরে তাঁহার ভ্রাতা পুর-গুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রত্নতত্ত্বানুসরণে পুর-গুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তিকাল ৪৮০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়।

* * *

পুর-গুপ্ত প্রকাশাদিত্য।

পুর-গুপ্ত যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ—সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি—গুপ্ত-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ, পুর-গুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তির সমসময়ে গুপ্ত-বংশের গৌরব অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুর-গুপ্তের রাজত্বের প্রধান ঘটনা মুদ্রার পুনঃসংস্কার। স্কন্দ-গুপ্তের রাজত্ব-কালে, যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, যে নিকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, পুর-গুপ্ত সেই সকল মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া, পুনরায় সুবর্ণ মুদ্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

পুরগুপ্ত মাত্র পাঁচ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পর ৪৮৫ খৃষ্টাব্দে, পুত্র নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

* * *

অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতণ্ডা।

কেহ কেহ পুর-গুপ্তের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—শেষজীবনে স্কন্দ-গুপ্তই 'পুর-গুপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এ সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, সামান্য আলোচনায়ই তাহা সপ্রমাণ হয়।

বিথারিতে আবিষ্কৃত মোহরে পুর-গুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ শ্রী-পুরগুপ্ত' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেখানে তিনি প্রথম কুমার-গুপ্তের পুত্র এবং মহাদেবী অনন্তদেবীর গর্ভ-সম্ভূত। প্রথম কুমার-গুপ্তের উত্তরাধিকারী বলিয়াও পুর-গুপ্ত সেখানে উল্লিখিত হইয়াছেন।

এদিকে পুর-গুপ্তের পরও গুপ্ত-বংশের দুই পুরুষের নাম বংশ-লতায় পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—পুর-গুপ্তের পুত্র নরসিংহ-গুপ্ত (বৎসদেবীর গর্ভ-জাত) এবং নরসিংহ-গুপ্তের পুত্র মহালক্ষ্মীদেবীর গর্ভসম্ভূত দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—স্কন্দ-গুপ্তের সহিত পুর-গুপ্ত কি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। উত্তরে ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগকে পরস্পর বৈমাত্র ভ্রাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আরও এক সমস্যামূলক প্রশ্নের অবতারণা হইয়া থাকে। বসুবন্ধুর জীবনীতে পরমার্থ বলিয়াছেন,—অযোধ্যাপতি বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ-গ্রন্থকার বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁহার মহিষীকে এবং যুবরাজ বালাদিত্যকে বসুবন্ধুর নিকট শাস্ত্র-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। বালাদিত্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে বসুবন্ধু অযোধ্যায় নীত হন।

পরমার্থের পূর্ব্বোক্ত উক্তি হইতে পুর-গুপ্তকেই 'বিক্রমাদিত্য' বলিতে হয়। তাঁহার পুত্র নরসিংহ-গুপ্ত—'বালাদিত্য' নামেও অভিহিত হইতেন। কিন্তু হর্ণেল প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে স্কন্দ-গুপ্তই বিক্রমাদিত্য। তিনিই আবার পুর-গুপ্ত।

কিন্তু স্কন্দ-গুপ্ত যে পুর-গুপ্ত নহেন পরন্তু উভয়েই যে স্বতন্ত্র,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান। পুর-গুপ্তের মুদ্রার এক অংশে 'শ্রী-বিক্রমঃ' পদ পরিদৃষ্ট হয়। আবার কোনও কোনও মুদ্রায় 'আদিত্য' পদ সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং পুর-গুপ্তই যে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিযুক্ত ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়।

দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রবর্ত্তিত 'ধনুর্দ্ধর-মূর্ত্তি' অঙ্কিত মুদ্রার একদিকে 'শ্রী বিক্রমঃ' শব্দ এবং 'ছত্রাঙ্কিত' মুদ্রার একদিকে 'বিক্রমাদিত্য' শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পুর-গুপ্তের 'বিক্রমাদিত্য' সংজ্ঞায় পরমার্থের উক্তির সহিতও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়।

পুর-গুপ্ত, স্কন্দ-গুপ্তের বৈমাত্র কি সহোদর ভ্রাতা—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে তাঁহারা উভয়ে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* *

নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্য।

বালাদিত্যের রাজত্বকালে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। প্রথম কুমার-গুপ্তের রাজত্বকালে যে বিষ-বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বালাদিত্যের রাজত্ব-কালে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে লাগিল। ধর্ম্মে সমদর্শন-নীতি এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা গুপ্ত-নৃপতিগণে সুপ্রতিষ্ঠার মূলীভূত। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে তাঁহারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইলেন, অপিচ যখন তাঁহাদের সমদর্শন-নীতির অভাব ঘটিল; তখনই তাঁহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

কুমার-গুপ্তের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে,—মানকুয়ার লিপিই তাহার সাক্ষ্য। ক্রমে সেই বীজ পরবর্ত্তী নৃপতিদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তখন স্বধর্ম্মে—হিন্দুধর্ম্মে ক্রমশঃ তাঁহাদের অনুরাগ কমিয়া আসে। নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্যের রাজত্বকালে, তাহার পূর্ণ প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। বালাদিত্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুরাগী হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মগধের নালান্দায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হয়। কুলধর্ম্মের খর্ব্বতা-সাধনে বালাদিত্য পরধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হন।

এইরূপে গুপ্ত-বংশের শেষ-নৃপতিগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় ক্রমশঃ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত হয়। নরসিংহ-গুপ্তের রাজত্বকালে হূনগণ পুনঃপুনঃ ভারত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। হূন-সর্দ্দার মিহিরকুল তাঁহার নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়। কিন্তু বালাদিত্য তখন বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মাদনায় মিহিরকুলের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। মিহিরকুল তখন পঞ্জাবে গমন করিয়া কাশ্মীরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অভিজ্ঞগণের মতে,—বালাদিত্যের এই অদূরদর্শিতাই পরিশেষে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংসের মূলীভূত হইয়াছিল।

* * *

দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত।

বলাদিত্যের লোকান্তরে তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত সাম্রাজ্য লাভ করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ বলেন,—দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের সঙ্গে সঙ্গেই গুপ্ত-বংশের অবসান হয়। দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের পর মগধে যে দুই এক জন গুপ্ত-বংশীয় নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা নামে মাত্র রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহই তাদৃশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের রাজ্য-কালের বিশেষ কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাতেই গুপ্ত-বংশের অবসান স্থির হয়। তখন গুপ্ত-গণ পশ্চিম-প্রদেশের আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে। তখন কেবলমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব্বদিকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের পর যাঁহারা গুপ্ত-নৃপতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের রাজ্য মগধেই সীমাবদ্ধ ছিল। গুপ্ত-বংশে সেইরূপ এগার জন বিভিন্ন নৃপতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। গুপ্ত-গণের শেষ নৃপতিগণের সঙ্গে সঙ্গে মৌখারিগণ মগধে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সে রাজ্য কি ভাবে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। তবে বুঝা যায়,—কখনও উভয়ের মধ্যে মিত্রতা-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আবার কখনও তাঁহারা পরস্পর শত্রুতাচরণে নিযুক্ত ছিলেন। পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

* * *

শেষ গুপ্ত-নৃপতি।

পরবর্ত্তী গুপ্ত-নৃপতিগণের মধ্যে আদিত্য-সেন, বিশেষ প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কথিত হয়,—তিনি স্বাধীনতা অবলম্বনে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তরের পর ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। এতদ্ভিন্ন আদিত্য-সেনের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় জীবিত-গুপ্ত গুপ্ত-বংশের শেষ নৃপতি বলিয়া উক্ত হন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার রাজ্য-কালের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। তাহার পর মগধে 'গুপ্ত' নাম বিলুপ্ত হয়।

অতঃপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধে পাল-বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তখন আবার একবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখা সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ভারতের গৌরব-রবি শেষ-রশ্মি বিকীরণ করিয়া চিরতরে অস্তমিত হয়।

* * *

গুপ্ত-বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

লিচ্ছবি-রাজকন্যার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধই—গুপ্ত-বংশের গৌরব-প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের অনুসরণে, লিচ্ছবি-রাজদুহিতার পরিণয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তবংশের অবসান পর্য্যন্ত, প্রধান প্রধান ঘটনাবলির নির্ঘণ্ট এবং কাল প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা,—

খৃষ্টাব্দ।	প্রধান ঘটনা।	মন্তব্য।	
৩০৮	লিচ্ছবি-রাজকন্যার সহিত প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের পরিণয়		
৩২০	স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণ	গুপ্ত-কাল প্রবর্ত্তন। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী ১ গুপ্তাব্দের সূচনা।	
৩৩০	**সমুদ্র-গুপ্তের সিংহাসনাধিরোহণ**		
৩৩০—৩৬	উত্তর-ভারতে অভিযান		
৩৪৭—৫০	দক্ষিণ-ভারতে অভিযান		
'৫১	অশ্বমেধ যজ্ঞ		
৩৬০	সিংহলরাজ-কর্তৃক উপঢৌকনাদি সহ দূত প্রেরণ		
৩৭৫	**দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের সিংহাসন-প্রাপ্তি**		
৩৯৬	পশ্চিম-ভারত-বিজয়		
৪০১	উদয়-গিরি লিপি	৮২	গুপ্তাব্দ
৪০৫—১১	পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভারতে আগমন	৮৬-৯২	,,
৪০৭	ঘাঢ়োয়া লিপি	৮৮	,,
৪০৯	রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন (পশ্চিম-ভারতের আদর্শে)	৯০	,,
৪১২	সাঁচীর লিপি	৯৩	,,
৪১৩	**প্রথম কুমার-গুপ্তের সিংহাসন-লাভ**	৯৪	,,
৪১৫	ভিলসার লিপি	৯৬	,,
৪১৭	ঘাঢ়োয়া লিপি	৯৮	,,
৪৩২	মথুরা এবং বঙ্গের অন্তর্গত নাটোরের লিপি *	১১৩	,,
৪৩৬	মান্দাসোর লিপি	১১৭ গুপ্তাব্দ=৪৯৩ বল্লভী-সংবৎ	
,,	বারাদি লিপি	১১৭	গুপ্তাব্দ
৪৪০	রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন	১২১	,,
৪৪৩	ঐ	১২৪	,,
৪৪৭	ঐ	১২৮	,,

* বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফরিদপুরে এবং রাজসাহী-জেলার নাটোরে গুপ্তবংশের দুইখানি লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাম্রফলকে উৎকীর্ণ নাটোরের লিপির কাল ৪৩২ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। ফরিদপুরের লিপি যশোধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে ঐ লিপি সমুদ্র-গুপ্ত কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

খৃষ্টাব্দ	প্রধান ঘটনা।	মন্তব্য।
৪৪৮	রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন এবং মানকুয়ার লিপি	১২৯ গুপ্তাব্দ
৪৪৯	রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন	১৩০ ,,
৪৫০	পুষ্যমিত্রদিগের সহিত যুদ্ধ	১৩১ ,,
৪৫৪	রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্ত্তন	১৩৫ ,,
৪৫৫	,,	১৩৬ ,,
৪৫৫	**স্কন্দ-গুপ্তের সিংহাসন লাভ; হূনদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ**	**১৩৬** ,,
৪৫৬	গির্ণার হ্রদের বাঁধ সংস্কার	১৩৭ ,,
৪৫৭	গির্ণারে মন্দির নির্ম্মাণ	১৩৮ ,,
৪৬০	কাহাউম স্তম্ভলিপি (গোরক্ষপুর জেলা)	১৪১ ,,
৪৬৩	রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্ত্তন	১৪৪ ,,
৪৬৪	ঐ	১৪৫ ,,
৪৬৫	ইন্দোরের লিপি (বুলন্দসহর জেলা)	১৪৬ ,,
৪৬৭	রৌপ্য-মুদ্রা প্রবর্ত্তন	১৪৮ ,,
৪৭০—৮০	দ্বিতীয় হূন-যুদ্ধ	১৫১—৬১ ,,
৪৭৩	মান্দাসোর লিপি	৫৩০ চলিত মালবাব্দ
৪৭৭	পালি লিপি	১৫৮ গুপ্ত-সংবৎ
৪৮০	**পুরগুপ্তের (প্রকাশাদিত্য) সিংহাসন-লাভ**	
৪৮৫	**নরসিংহ-গুপ্ত বালাদিত্যের সিংহাসন-লাভ**	
৪৯০—৫১০	তোরামন	
৪৯০—৭৭০	বহ্লবী-বংশের প্রতিষ্ঠা	
৫১০—৫৪০	মিহিরগুল (মিহিরকুল)	৫২৮ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হয়
৫২০	গান্ধারের শ্বেত-হূনরাজের সহিত সুং-উনের সাক্ষাৎ	
৫২৮	বালাদিত্য এবং যশোধর্ম্মণ কর্ত্তৃক মিহিরকুলের পরাজয়	
৫৩০	**দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের সিংহাসন-লাভ**	
৫৩৫—৭২০	মগধের পরবর্ত্তী গুপ্ত-নৃপতিগণ	
৫৯৫—৬২৫	বহ্লভীর এবং 'মা-লো-পো' রাজ্যের শিলাদিত্য	

* * *

মালবের গুপ্ত-গণ।

মালব-দেশের পশ্চিম সীমায় গুপ্ত-বংশের আর দুই জন নৃপতি প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে বুদ্ধগুপ্ত এবং ভানুগুপ্ত নামে পরিচিত। ৫৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫১০ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাশ্চাত্য-মতে তাঁহারা স্কন্দ-গুপ্তের বংশধর। তাঁহারা হুনদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রতিপন্ন হয়।

* * *

বহ্লবী-রাজবংশ।

গুপ্ত-বংশের সহিত বহ্লবী-বংশের নৈকট্য সপ্রমাণ হয়। গুপ্তকাল আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, মৈত্রক-বংশীয় ভট্টারক কর্ত্তৃক বহ্লভী-বংশ স্থাপিত হয়। সৌরাষ্ট্রের পূর্ব্ব-সীমানায় বহ্লবী নগরে তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবতঃ 'বহ্লভী'-নগরের নাম অনুসারেই ভট্টারকের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'বহ্লভী' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশের প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হই। পরে আরবগণ কর্ত্তৃক বহ্লভী-বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়। বহ্লভী-বংশের আদি-নৃপতিগণ সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা হুনদিগের নিকট পরাজিত হইয়া কর-প্রদানে বাধ্য হন। তার পর হুনদিগের উচ্ছেদ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাং যখন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সৌরাষ্ট্র-প্রদেশে বহ্লভীগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তখন সৌরাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। গুণমতি এবং স্থিরমতি—বৌদ্ধভিক্ষুদ্বয় তখন উপদেষ্টার পদে সমাসীন।

ইৎ-সিং এবং হুয়েনৎ-সাং উভয়েই দাক্ষিণ-বিহারের নালান্দার এবং পশ্চিম ভারতের বহ্লভীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। মালব-দেশও তখন বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। মালব (সো-লা-পো) তখন শিক্ষা-দীক্ষায় গরীয়ান হইয়াছিল। উভয় রাজ্য স্বতন্ত্র হইলেও, রাজনৈতিক বিধানে উভয়ই তখন অভিন্ন ছিল। রাজা হর্ষের জামাতা ধ্রুবদত্ত তখন ঐ দুই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

অতঃপর বল্লবী-রাজ্যের অধঃপতনে বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। প্রথমে বল্লভী গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরিশেষে বল্লভী-দিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি-লোপের সঙ্গে সঙ্গে, বল্লভী-রাজ্য হইতেও বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এইরূপে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর জনপদে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্বাধীন সামন্তের অধীন হইয়া পড়ে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

* * *

ভারতে শ্বেত-হুনগণ।

গুপ্ত-বংশের ইতিহাস আলোচনায় 'হুন'দিগের ইতিবৃত্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। চন্দ্র-গুপ্ত বিক্রমাদিত্য অশেষ আয়াসে ভারত হইতে যে হুনদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন, সেই হুন-জাতীয় লুণ্ঠন-ব্যবসায়িগণ গুপ্ত-বংশেরই রাজত্ব-কালে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগ হইতেই তাহারা ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়। পরিশেষে এমন অবস্থা ঘটে যে,—যে গুপ্ত-গণ হুনদিগের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই হুনগণই আবার গুপ্ত-সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করে।

মধ্য এসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে হুন-জাতি বাস করিত। লুণ্ঠনাদি তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদি-বাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দল অক্সাস নদীর উপত্যকা-প্রদেশের অভিমুখে অগ্রসর হয়; অন্য দল ইউরোপে বল্গা-নদীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

৩৭৫ খৃষ্টাব্দে হুনগণ ইউরোপের পূর্ব্ব সীমায় উপস্থিত হয়। গথ-দিগকে দানিয়ুব নদীর দক্ষিণে বিতাড়িত করিয়া, হুনগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গথ-রাজ ভলেন্সের সহিত হুনদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে হুনদিগের সহিত যুদ্ধে গথরাজ পরাজিত ও নিহত হন। বল্গা এবং দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হুনগণ অধিকার করে। ইউরোপে তাহাদের অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হয়।

তখন হুন-সর্দ্দার আটিলা এমনই পরাক্রমশালী হইয়াছিল যে, রোমের প্রভুত্ব পর্য্যন্ত সে তখন গ্রাহ্য করিত না। যাহা হউক, ৪৭০ খৃষ্টাব্দে আটিলার মৃত্যু হয়। আটিলার মৃত্যুর পর বিংশ বর্ষের মধ্যেই ইউরোপ হইতে হুনদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইউরোপে হুনদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও এসিয়ায় তাহাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। তখন তাহারা অক্সাস নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের বিভিন্ন জাতির সমবায় তখন 'শ্বেত হুন' নামে পরিচিত হয়।

ক্রমে তাহারা পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পারস্যের তাৎকালিক সম্রাট ফিরোজকে নিহত করে। ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য তাহাদের পদানত হয়। কাবুলের কুশন নৃপতিগণ তাহাদের আক্রমণে উন্মূলিত হন। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে, কুমার-গুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, যখন তাহারা ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়, স্কন্দ-গুপ্ত বাধা প্রদান করেন। হুনগণ পরাজিত হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

প্রায় দশ বৎসর পরে, হুন-সর্দ্দার তোরামনের অধিনায়কত্বে পুনরায় তাহারা গান্ধার-রাজ্য বিধ্বস্ত করে। পরে তাহারা পেশোয়ার অতিক্রমে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদসাধনে প্রয়াস পায়।   খৃষ্টাব্দে তোরামন মালব-রাজ্য অধিকার করিয়া তথায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় ভানু-গুপ্ত, বল্লভীরাজ এবং অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিগণ তাহার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হন। *

৫১০ খৃষ্টাব্দে তোরামনের লোকান্তরের পর, তাঁহার পুত্র মিহিরকুল রাজ্যলাভ করেন।

* তোরামনের নামে তিনটী লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যভারতের সাগরজেলার এরাণ লিপি, লবণ-পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত কুরা নামক স্থানে একটী এবং মধ্যভারতে গোয়ালিয়রে একটী। শেষোক্ত লিপি মিহিরকুলের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তোরামনের মুদ্রায় ৫২ সংখ্যা আছে। তাহাতে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—৪৪৮ খৃষ্টাব্দে হুন-দিগের প্রতিষ্ঠিত কোনও অব্দ হইতে ঐ বৎসর গণনা করা হইয়াছিল। তোরামনের মুদ্রার কতক সৌরাষ্ট্র দেশের শকদিগের মুদ্রার অনুকরণে, কতক গুপ্তদিগের মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। Fleet, *Gupta Inscriptions*, Epigraphika Indika Vol. I, and J. A. S. B, Vol. LXIII, Part I.

শাকলে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। * এইরূপে অক্সাস নদীর তীর পর্য্যন্ত হুনদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। বাল্‌খ নগরে তাহাদের আর এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিহিরকুলের নৃশংসতার অবধি ছিল না। মিহিরকুলের দৌরাত্ম্যে তখন ভারত প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল মিহিরকুলের অত্যাচারে ভারত মরু-সদৃশ হইয়া পড়ে। অবিরল নর-শোণিত-প্রবাহে ভারতভূমি প্লাবিত হয়। হুনগণ জীবন্ত মানুষকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পুড়াইয়া মারে। শস্যক্ষেত্র অগ্নিদানে ভস্মীভূত হয়। ফলতঃ, তখন হুনদিগের অত্যাচার-উৎপীড়নে ভারতের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না।

অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। রাজশক্তি জাগরিত হইল। মগধরাজ বালাদিত্য এবং মধ্য-ভারতের তাৎকালিক সম্রাট যশোধর্ম্মণ উভয়ে একযোগে হুন-সর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন। ৫২৮ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইল।

মিহিরকুলের এই পরাজয়ে তাহার ভ্রাতা শাকলে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। যাহা হউক, পরাজিত হইয়া মিহিরকুল কিছুদিন নিরুদ্দেশ হয় এবং কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কাশ্মীর-রাজ তাহাকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ক্রূর-প্রকৃতি মিহিরকুল, সত্বরই কাশ্মীরে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত করে। সেই বিদ্রোহের ফলে মিহিরকুল তাহার উপকারককে নিহত করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু মিহিরকুলের ভাগ্যে সে রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটে নাই। এক বৎসরের মধ্যেই মিহিরকুল পরলোক গমন করে। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার সমসময়ে মিহিরকুলের লোকান্তর হয়।

মিহিরকুলের পরাজয়ের ফলে হুনদিগকে শীঘ্রই ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্কদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হুনদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। পারস্যের সম্রাট খস্রু অনুশিরভানের সহিত মিলিত হইয়া তুরস্কগণ ৫৬৩ হইতে ৫৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্বেত-হুনদিগকে বিধ্বস্ত করে। তখন কপিশা পর্য্যন্ত তুর্কিদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এইরূপে হুনদিগের অধঃপতন সাধিত হইয়াছিল।

* * *

গুজারগণ।

অতঃপর ভারতে গুজার ও রাজপুত প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতে থাকে। পণ্ডিতগণের মতে গুজারগণ বৈদেশিক। কেহ কেহ তাহাদিগকে হুনদিগেরই সংস্রবযুক্ত বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ রাজপুতানায় তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবু-পর্ব্বতের ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভিনমাল নামক স্থানে অথবা শ্রীমলে তাহাদের রাজধানী ছিল। কিছুকাল পরে ভিনমালের গুজার-প্রতিহাররাজ কনৌজ অধিকার করিয়া উত্তর-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হন।

* *

* মিহিরকুল, মিহিরগুল—দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়। শিয়ালকোট এবং চাঁদিনগরে মিহিরকুলের মুদ্রা প্রভূতপরিমাণে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ঝঙ এবং গুজরাণওয়ালা জেলায়ও মুদ্রা দৃষ্ট হয়। Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1908, part I.

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

থানেশ্বর রাজ্য।

[প্রভাকরবর্দ্ধন ;—রাজ্যবর্দ্ধন ;—হর্ষবর্দ্ধন ;—শশাঙ্ক-বিজয় ;—রাজ্য-বিস্তার ;—দাক্ষিণাত্যে পরাজয় ;—বহ্লভী-বিজয় ;—রাজ্য-শাসনবিধি ;—ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ;—চীনে দৌত্য ;—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।]

* * *

প্রভাকর-বর্দ্ধন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে থানেশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হয়। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তখন রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। মালবের নৃপতিগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হন, পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী হুন-গণ বিধ্বস্ত হয় এবং গুর্জ্জরের গুজারগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে পারিপার্শ্বিক জাতি-সমূহকে বশীভূত করিয়া, রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন রাজশক্তি দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র—রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন। উভয়েই হুনদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। যুদ্ধ যখন ঘোরতরভাবে চলিতেছিল, সেই সময় প্রভাকর-বর্দ্ধনের পীড়ার সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ পাইয়া হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাজ্যবর্দ্ধনের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব ঘটিল। তখনও হুনগণের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই। তাই রাজ্যবর্দ্ধন, পিতার পীড়ার সংবাদেও, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে ফিরিতে সমর্থ হইলেন না।

* * *

রাজ্য-বর্দ্ধন।

ভবিতব্য সংঘটিত হইল। যথাসময়ে প্রভাকরবর্দ্ধন পরলোক গমন করিলেন। তখন কে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন,—ইহা লইয়া বিতণ্ডা চলিল। রাজ্যবর্দ্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে। তিনি হয় তো না ফিরিতেও পারেন। এই অবস্থায় রাজ-সংসারে দুইটী দল সৃষ্টি হইল। হর্ষবর্দ্ধনকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে রাজ্যবর্দ্ধন বিজয় লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ষড়যন্ত্র বিফল হইল। রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় তাঁহাকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। তিনি সংবাদ পাইলেন,—মালব-রাজ, রাজ্যবর্দ্ধনের ভগ্নীপতি গ্রহবর্ম্মণ মৌখারিকে নিহত করিয়া ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়াছে এবং লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছে।

প্রায় দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্যবর্দ্ধন মালব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অল্পায়াসেই মালব-রাজ পরাজিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। মালব-রাজের মিত্রভূত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলেন।

এই দুঃসংবাদ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট পৌঁছিল। তিনি আরও সংবাদ পাইলেন,—তাঁহার ভগ্নী পলায়ন করিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতের অরণ্য-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। কিন্তু সে লুক্কায়িত স্থানের কোনই সন্ধান মিলিল না। যাহা হউক, এই সকল সংবাদে রাজ-মধ্যে বিষাদ-কালিমার ছায়াপাত হইল। হর্ষবর্দ্ধন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

* * *

হর্ষবর্দ্ধন।

রাজ্য-বর্দ্ধনের আকস্মিক লোকান্তরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্যবর্দ্ধন নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং হর্ষবর্দ্ধনই সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে সিংহাসন গ্রহণে ইতস্ততঃ করেন। সিংহাসনারোহণের পরও তিনি 'রাজোপাধি' গ্রহণ করেন না। তখনও তিনি 'যুবরাজ' নামেই আপনাকে পরিচিত করিতেন। 'ফাং চি' নামক চীনাদিগের গ্রন্থে, গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—হর্ষ তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূর অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। রাজ্য-লাভের প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে হর্ষবর্দ্ধন 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। হর্ষের সিংহাসন আরোহণের বৎসর হইতেই একটী অব্দ প্রচলিত হয়। সেই অব্দের নাম—'শ্রীহর্ষাব্দ'। ৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহার সূচনা।

* * *

শশাঙ্ক-বিজয়।

রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া হর্ষ, রাজা শশাঙ্ককে দমন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে বিধবা ভগ্নীর উদ্ধারের জন্যও চেষ্টা হইল। যুদ্ধে শশাঙ্ক পরাজিত হইলেন। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের অরণ্য মধ্যে ভগ্নীর সন্ধান পাইয়া হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিলেন।

রাজ্য-বিস্তার।

গৌড়রাজ শশাঙ্ককে বিধ্বস্ত করিয়া, হর্ষ রাজ্যবিজয়ে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। সমগ্র ভারত-বিজয়ে চেষ্টা চলিতে লাগিল। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। যুদ্ধের নিয়মাদির বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়া হর্ষ নববিধানে সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যদলে ৫০০০ হস্তী, ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। এই দুর্দ্দমনীয় সৈন্যের সাহায্যে হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিলেন।

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাং, হর্ষের দিগ্বিজয়ের এক সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—"হর্ষ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সকল রাজাকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার হস্তী কোনদিন সাজসজ্জা ত্যাগ করে নাই;—পদাতিকগণও উষ্ণীষ খুলে নাই।" প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ এবং বঙ্গদেশের অধিকাংশ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। হর্ষবর্দ্ধন প্রায় ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

* * *

দাক্ষিণাত্যে পরাজয়।

বিজয়দৃপ্ত হর্ষবর্দ্ধন জীবনে একবারমাত্র পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করিয়াছিলেন। চালুক্য-বংশের নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশী তখন দাক্ষিণাত্যের একছত্র নৃপতি বলিয়া বিঘোষিত হন।

হর্ষবর্দ্ধন এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য প্রভূত সৈন্য ও সেনাপতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কোনও চেষ্টাই ফলবতী হইল না। নর্ম্মদা-তীরে হর্ষবর্দ্ধন প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং সেখান হইতেই তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্তই তখন তাঁহার রাজ্যসীমা নিবদ্ধ রহিল। ৬২০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

* * *

বহ্লবী বিজয়।

অতঃপর হর্ষবর্দ্ধন বহ্লভীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তখন দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (ধ্রুবভ্রত —দ্বিতীয়) বহ্লবীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ধ্রুবসেন ৬৪২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া বরোচের রাজার শরণাপন্ন হন। যাহা হউক, পরিশেষে ধ্রুবসেন সন্ধি-স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই অভিযানে আনন্দপুর, কিচা (কচ্ছ), সোরথ এবং পশ্চিম মালব (মো-লা-পো) হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

* * *

রাজ্য-শাসন-বিধি।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য—হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মালব গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র প্রদেশ তাঁহার নিজ শাসনাধীন ছিল। দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনের ভার সেই সেই দেশের সামন্ত নৃপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশাসনে আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। বর্ষাকালে যখন দেশভ্রমণ অসম্ভব হইয়া উঠিত,- তখন তিনি রাজধানীতে থাকিয়া, রাজধানীর সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেন। তাঁহার ন্যায়-বিচারে অপরাধীর দণ্ড হইত। সাধু-সজ্জন পুরস্কার লাভ করিত।

পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাং ভারতের তাৎকালিক শাসন-শৃঙ্খলা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন উৎপন্ন-দ্রব্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর নির্দ্ধারিত ছিল। কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত; রাজকর বা ট্যাক্স অতি অল্প ছিল। রাজকীয় কার্য্যের জন্য প্রজাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হইত। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ব্যবস্থায় হর্ষবর্দ্ধনের দানের অবধি ছিল না।

অশোকের পদাঙ্কানুসরণে হর্ষবর্দ্ধন দরিদ্র এবং রোগীদিগের জন্য স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরে এবং রাজ্যের বিভিন্ন পল্লীতে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মালয় প্রতিষ্ঠা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-স্থাপন, হর্ষবর্দ্ধন প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন;—সেই লক্ষ্য পথে গমন করিয়া, জনহিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রবর্তনে হর্ষ আদর্শ নৃপতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

রাজকীয় কাগজপত্র-সংরক্ষণের ভার প্রত্যেক প্রদেশে বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রজার শিক্ষোন্নতির জন্য হর্ষবর্দ্ধন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণই বিদ্যার অধিক চর্চ্চা করিতেন।

হর্ষবৰ্দ্ধন গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি কবি ও সুলেখক। তিনি ব্যাকরণে অশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনখানি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সেই তিনখানি নাটক—নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা—তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কথিত হয়,—'কাদম্বরী'-প্রণেতা বাণভট্ট হর্ষবৰ্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

* * *

ধর্ম্ম-বিশ্বাস।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি হর্ষবর্দ্ধনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রথমে তিনি হীনযান বা হীনায়ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরিশেষে তিনি 'মহাযান' বা মহায়ন সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রাণিহত্যা একেবারে নিষিদ্ধ হয়। কথিত হয়,—'বোধিদ্রুম' প্রতিষ্ঠা-কল্পে হর্ষবর্দ্ধন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে ধর্ম্মবিশ্বাস কোনও নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যে বংশে হর্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশের যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা—তিনি সেই ধর্ম্মই পালন করিতেন। হর্ষের পিতা সূর্য্যের উপাসক ছিলেন। হর্ষের ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হর্ষ—শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধ—তিনেরই উপাসনা করিতেন।

শেষজীবনে হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণ আপনাপন ইচ্ছামত কেহ বা হিন্দু-ধর্ম্ম, কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিত। রাজ-দরবারে বৌদ্ধদিগকে প্রতিপত্তিশালী দেখিয়া হিন্দুগণ ক্ষুব্ধ হইলেও, তখন জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধর্ম্ম-বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পায় নাই।

* * *

ধর্ম্ম-সঙ্ঘ।

হিউয়েনৎ-সাঙের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে বিচার-মীমাংসার নিমিত্ত ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জে একটী সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় বহু রাজা এবং বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন সমবেত হন। এই উৎসব বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। উৎসবের পরিসমাপ্তি কালে এক দুর্ঘটনা ঘটে। বহুব্যয়ে সেই সম্মিলন-ক্ষেত্রে হর্ষ এক অস্থায়ী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সহসা তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। বিহারের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হয়। কথিত হয়,—সেই সময় হর্ষ সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র আগুন নিবিয়া যায়। তখন হর্ষের পবিত্র-হৃদয়ের জয়জয়কার পড়ে।

এই উপলক্ষে হর্ষ যখন স্তূপের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণ-সংহারের প্রয়াস পায়। হর্ষবর্দ্ধন তখন স্তূপ হইতে অবতরণ করিতেছিলেন। যাহা হউক, সেই গুপ্তঘাতক বন্দী হয়।

প্রশ্নের উত্তরে ঘাতক বলে,—'বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই প্ররোচনায় সে রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে।'

তৎক্ষণাৎ সম্মিলনে সমাগত ব্রাহ্মণগণ বন্দী হন। তাঁহাদিগকে নানা প্রশ্ন করা হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অপরাধ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজার পক্ষপাতিতার জন্য তাঁহারাই বিহারে অগ্নিদান করিয়াছেন এবং রাজাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাদেরই পরামর্শে গুপ্তঘাতক নিযুক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের এই উত্তর শুনিয়া, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

যাহা হউক, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে পুনরায় শ্রীহর্ষ সভা আহ্বান করেন। সেখানে বহু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। সেই উৎসব প্রায় ৭৫ দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগকে হর্ষবর্দ্ধন প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করেন।

* * *

চীনে দৌত্য।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে চীনের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন একজন ব্রাহ্মণকে দূত-রূপে চীনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তার পর থানেশ্বর রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তর হয়। তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। মন্ত্রী অর্জ্জুন বা অরুণাসব সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। তিনি চীনদেশীয় লুণ্ঠনকারীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্ত, বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মুসলমান-প্রাধান্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। তখনকার ইতিহাস বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। খণ্ড-রাজ্যের খণ্ড ইতিহাসই তখনকার ভারতের ইতিহাস।

* * *

সপ্তম শতাব্দীর বিশিষ্ট ঘটনা।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতেতিহাসে যে সকল বিশিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের অনুসরণে নিম্নে সেই সকল ঘটনার নির্ঘণ্ট প্রদান করিতেছি,—

৬০০ খৃষ্টাব্দ	চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ৎ-সাঙের জন্ম।
	শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের উৎপীড়ন।
৬০৫	থানেশ্বরে রাজ্য-বর্দ্ধনের সিংহাসন-প্রাপ্তি।
৬০৬	হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-লাভ।
৬০৬—৬১২	হর্ষ কর্ত্তৃক উত্তর-ভারত বিজয়।
৬০৮	চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য-লাভ।
৬০৯	দ্বিতীয় পুলিকেশীর যুবরাজ-পদে অভিষেক।
৬১২	হর্ষের রাজোপাধিগ্রহণ, হর্ষাব্দের প্রবর্ত্তন, ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনারম্ভ।
৬১৫	কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন (ভ্রাতার সাহায্যে) ভেঙ্গীর শাসন-কর্ত্তা।
৬১৮	চীনের প্রথম সম্রাট কাওট্সুর সিংহাসনাধিরোহণ।

৬১৯—৬২০ „ শশাঙ্কের গঞ্জাম-লিপি।
৬২০ „ দ্বিতীয় পুলিকেশীর নিকট হর্ষের পরাজয়।
৬২২ „ মুসলমান অব্দ হিজ্‌রা প্রবর্ত্তন।
৬২৭ „ চীন-সম্রাট 'টাই-সুঙের' রাজ্য-লাভ।
৬২৮—২৯ „ হর্ষের বাঁশখেরা লিপি।
৬২৯ „ হুয়েনৎ-সাঙের ভ্রমণ আরম্ভ।
৬৩০ „ শ্রোং-ট্‌সন-গাম্পোর তিব্বত-সিংহাসন প্রাপ্তি।
৬৩০—৩১ „ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন লিপি।
৬৩৫ „ হর্ষ কর্ত্তৃক বহ্লবী-বিজয়।
৬৩৬ „ আলোপেন কর্ত্তৃক চীনে নেষ্টোর-সম্প্রদায়ের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার।
৬৪১ „ হর্ষ কর্ত্তৃক চীনে দূত প্রেরণ; তিব্বতরাজ গাম্পোর সহিত চীন-রাজ-দুহিতা ওয়েন-চেঙের পরিণয়; নাহাভেন্দ নামক স্থানে আরবদিগের নিকট সাসানীয় নৃপতি জেজ্‌দজির্দ্দের পরাজয়; আরবগণ কর্ত্তৃক মিশর রাজ্য অধিকার।
৬৪২ „ চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর লোকান্তর।
৬৪৩ „ হর্ষ কর্ত্তৃক গঞ্জামে অভিযান; হুয়েনৎ-সাঙের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ; চীনরাজ-দূত 'লি-ই-পিয়াও এবং ওয়ান-হিউয়েনৎ-সি'; কনৌজে এবং প্রয়াগে হর্ষের বৌদ্ধ-সম্মিলন; হুয়েনৎ-সাঙের প্রত্যাবর্ত্তন।
৬৪৫ „ হুয়েনৎ-সাঙের চীনে উপস্থিতি।
৬৪৬ „ ওয়াং-হিউয়েনৎ-সির দ্বিতীয় দৌত্য।
৬৪৭ „ হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তর।
৬৪৭—৪৮ „ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকার। চীনা, নেপালী ও তিব্বতীয়দিগের নিকট তাঁহার পরাজয়। হিউয়েনৎ-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ।
৬৪৯ „ চীন-সম্রাট টাই-ট্‌-সুঙের পরলোকগমন। কাওৎ-সুঙের সিংহাসন-প্রাপ্তি।
৬৫৭ „ ওয়াং-হিউয়েনৎ-সির তৃতীয় বার দৌত্য।
৬৬১—৬২ „ চীন-সাম্রাজ্যের সীমা-বৃদ্ধি।
৬৬৪ „ হুয়েনৎ-সাঙের লোকান্তর।
৬৭০ „ তিব্বতীয়-দিগের যুদ্ধে চীনের পরাজয়।
৬৭১ „ পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের ভ্রমণ আরম্ভ।
৬৭৫—৮৫ „ নালান্দায় ইৎ-সিঙের অবস্থিতি।
৬৯১ „ ইৎ-সিঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখন।
৬৯৫ „ ইৎ-সিঙের চীনে প্রত্যাবর্ত্তন।
৬৯৮ „ তিব্বত-রাজ গাম্পোর পরলোকগমন।

* * *

উৎসবে দান।

হর্ষবর্দ্ধনের দানশীলতার তুলনা হয় না। তিনি সম্মিলন উৎসবে প্রভূত অর্থ দান করিতেন। পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাঙের বর্ণনায় প্রকাশ,—

পাঁচ বৎসরে রাজকোষে যে ধনরত্ন সঞ্চিত হইত, হর্ষবর্দ্ধন উৎসব উপলক্ষে সে সকলই দান করিতেন। তাঁহার ন্যায় দানবীর অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। দান করিতে করিতে তিনি এমনই প্রমত্ত হইতেন যে,—হয়, হস্তী এবং সৈনিকের সাজসজ্জা প্রভৃতি রাজ্যরক্ষার সরঞ্জাম ব্যতীত আর যাহা কিছু থাকিত, সকলই তিনি বিলাইয়া দিতেন।

মূল্যবান রত্নরাজি, পোষক পরিচ্ছদ, স্বর্ণালঙ্কার—হার, দুল, বলয়, মুক্তার মালা, মাণিক্য, রাজপোষাক, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি কিছুই বাকি থাকিত না। এইরূপে সর্ব্বস্ব দান করিয়া রাজা হর্ষবর্দ্ধন ভিক্ষুকের বেশে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট গমন করিতেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মন্দির-প্রবেশে বুদ্ধদেবের উপাসনা করিতেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া হর্ষবর্দ্ধনের আত্মতৃপ্তির অবধি থাকিত না।

উৎসবে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হইত, পরিব্রাজকের গ্রন্থে তাহারাও আভাস আছে। উৎসবের প্রথম দিন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, বহু দান-ধ্যান হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সূর্য্যের এবং শিবের পূজা আরাধনা। তদুপলক্ষেও হর্ষবর্দ্ধন প্রচুর দান করিতেন। তবে প্রথম দিনের দানের তুলনায় এই দুই দিন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ দান হইত।

চতুর্থ দিনে দশ সহস্র বৌদ্ধভিক্ষুকে বিবিধ সামগ্রী দান করা হইত। তন্মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা, মণিমাণিক্য, পোষক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য-পানীয় পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য প্রধান স্থান অধিকার করিত। পরবর্ত্তী বিংশ দিবস ব্রাহ্মণগণ রাজানুগ্রহ লাভ করিতেন। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিবিধ সামগ্রী দান প্রাপ্ত হইতেন। তার পর দশ দিন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দান করা হইত। অবশিষ্ট কয়েক দিন রাজা হর্ষবর্দ্ধন দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অতিবাহিত করিতেন।

বহুসংখ্যক অনাথ আতুর ভোজ্য পেয় এবং বিদায়াদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইত। এইরূপে উৎসবে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইত। উৎসব উপলক্ষে রাজা হর্ষবর্দ্ধন যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফকিরের বেশে ভিক্ষা মাগিতেন।

* * *

উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য।

হূন প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীর উপদ্রবে ভারত এমনই বিপন্ন বিপর্য্যস্ত হয় যে, তখন হর্ষবর্দ্ধনের কঠোর শাসনও ভারতের পক্ষে বিশেষ শান্তিপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকালে হূন-দস্যুর উৎপীড়নাশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে,—ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিভীষিকা অন্তর্হিত হইয়াছে;—হর্ষবর্দ্ধনের একাধিপত্য ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তখনও সিন্ধু-দেশে এবং গুজরাটে আরবগণের অত্যাচার প্রশমিত হয় নাই সত্য; কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে সে অত্যাচারের কণা-মাত্র প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। ৫২৮ খৃষ্টাব্দে হূন-সর্দ্দার মিহিরকুলের পরাজয়ের পর, প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল, ভারতের অভ্যন্তরে

বৈদেশিকগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গজনীর মামুদের আক্রমণে, ভারতের সেই সাম্যে বৈষম্য আনয়ন করে।

পাঁচ শতাব্দীকাল ভারত নিরাপদে তাহার বিভিন্নমুখী উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়। এই পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে, মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের ন্যায় অথবা গুপ্ত-নৃপতিগণের বা হর্ষের ন্যায় পরাক্রমশালী এমন কোনও রাজার পরিচয় প্রাপ্ত হই না, ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া যাঁহার নাম উল্লেখ করিতে পারি।

এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে, ৮৪০—৮৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, কনোজের মিহিরভোজ একবার উত্তর ভারত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই। কিন্তু তাঁহার রাজ্যেশ্বর বা তাঁহার পরিচায়ক কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের সন্ধান পাই না।

তখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই সকল খণ্ড-রাজ্য স্বাধীনতা অবলম্বনে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় পরস্পর দ্বন্দ্বে নিমগ্ন ছিল। তখন কলিঙ্গ, কামরূপ, কাশ্মীর, নেপাল, উজ্জয়িনী, মধ্যভারত, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের পরিচয় পাই। আর সেই সকল জনপদ প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার অন্তর্বিপ্লবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও হীন-বল হইয়া পড়ে।

একতাই যে শক্তি—সঙ্ঘ-শক্তিই যে প্রতিষ্ঠার মূল-সূত্র, তখন তাঁহারা সে নীতি-সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে,—নগণ্য হইলেও বহু তৃণের সমবায়ে যে রজ্জু নির্ম্মিত হয়, সে রজ্জুর দ্বারা মত্তহস্তীকেও বন্ধন করা যাইতে পারে।

সঙ্ঘ-শক্তির অভাবেই ভারত শত্রুর পদানত হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু-রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন আরব, তুরস্ক, আফগান প্রভৃতি জাতি অনায়াসে বা অল্পায়াসে তাহাকে পুনঃপুনঃ বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে।

সাহিত্য-সম্পদই দেশের উন্নতির নিদর্শন। গুপ্তগণের রাজত্ব-কালে যে আদর্শ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল;—এ সময় সে আদর্শ-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাই। বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যে সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে উৎসাহ-দানের ত্রুটি ছিল না সত্য. কিন্তু কালিদাস প্রভৃতির আদর্শ, সে সময় অল্পই পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ক্রমে সাহিত্যের অবনতি হইতে থাকে।

ধর্ম্ম-সম্পর্কেও সেই একই ভাব প্রত্যক্ষ করি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার তখন ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। কেবলমাত্র মগধে পাল-বংশের ধর্ম্মপালের এবং তাঁহার বংশধরগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গেল। আর হিন্দুধর্ম্মের সহিত অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করিল।

সাহিত্যে এবং ধর্ম্মে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-নীতির, শিল্প-সৌন্দর্য্যের এবং কারু-চাতুর্য্যেরও অবনতি সঙ্ঘটিত হইল। ফলতঃ, হর্ষবর্দ্ধনের লোকান্তরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক বিবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ভারত ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি।

[স্বাধীন বঙ্গের শাসন-তন্ত্র ;—স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি ;—গোপালদেব ;—ধর্ম্মপাল-দেব ;—দেবপাল-দেব ;—প্রথম বিগ্রহপাল-দেব ;—নারায়ণপাল ;—রাজ্যপাল ;—দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ;—মহীপাল-দেব ;—নরপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল ;—দ্বিতীয় মহীপাল ;—পাল-বংশের অন্যান্য নৃপতি ;—বিবিধ প্রসঙ্গ ;—পাল-বংশের বংশ-লতা ;—উপসংহার।]

* * *

স্বাধীন বঙ্গের শাসনতন্ত্র।

বঙ্গদেশ যে চিরদিনই পরাধীন ছিল না,—বঙ্গের বিজয়-বৈজয়ন্তী এক সময়ে যে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিভিন্ন জনপদে উড্ডীন হইয়াছিল ;—"পৃথিবীর ইতিহাসে" * 'প্রাচীন বঙ্গের গৌরব বিভব' প্রসঙ্গে তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে।

স্মৃতির অন্তরালভূত দূর অতীতের সে আলেখ্যের আবরণ উন্মোচনের জন্য বিশেষ প্রয়াসের আবশ্যক নাই। ইতিহাসের নিত্য-প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠায় যাহা জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে, তাহারই এক অঙ্ক উদ্ঘাটন করিতেছি।

এই সেদিনও—মুসলমানগণের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বেও—বঙ্গের কি অবস্থা ছিল, পর্য্যবেক্ষণ করুন দেখি? হইতে পারে—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ জ্বলন।—হইতে পারে—মুমূর্ষু ধার্ম্মিকের অন্তিমকালীন স্মিতমুখ! কিন্তু সে স্মৃতি কখনই বিস্মৃত হইবার নহে।

অধুনা এই বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-প্রয়াসী শিক্ষা-স্পর্দ্ধান্বিত সমাজ যে আকাশ-কুসুম কল্পনার আবেশে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের ইতিহাসে সেই আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা লক্ষ্য করুন। বৈদেশিকগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণে ভারতবর্ষ যখন বিব্রত হইয়াছিল, সেই সময় বঙ্গদেশে স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল এবং প্রজাগণই আপনাদের প্রতিভূস্বরূপ রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এখন যাহার জন্য বঙ্গবাসী লালায়িত, তখন বঙ্গে তাহাই প্রবর্ত্তিত ছিল।

কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। সে ক্ষেত্রে যাহা স্বাভাবিক, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ এবং সেই অবসরে দস্যুতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, অরাজক বঙ্গে তাহারই লীলাখেলা চলিতে থাকে। সেই সময়ের অবস্থা তিব্বৎ-দেশীয় লামা তারানাথ, তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে উড়িষ্যায়, বঙ্গে ও পূর্ব্বদেশের পাঁচটী বিভাগে, আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ এক একটী ক্ষুদ্র রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

তখন সমগ্র বঙ্গদেশের কেহ অধিপতি ছিলেন না। সুতরাং দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, লুণ্ঠন ও দস্যুতা প্রভৃতি অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। এই অবস্থায় বঙ্গের সঙ্ঘবদ্ধ হন;—সমগ্র বঙ্গের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে: করেন। তখন, প্রজাগণের নির্দ্ধারণক্রমে বঙ্গের নৃপতি নির্ব্বাচিত হয়েন।

* * *

স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি।

বঙ্গের প্রজাগণের নির্ব্বাচিত বঙ্গের সেই স্বাধীন নৃপতির নাম—গোপালদেব। যে পাল-বংশের নাম বিশ্ববিশ্রুত হইয়া আছে, গোপালদেব সেই পাল-বংশের প্রথম নৃপতি। বঙ্গের প্রজাগণই গোপালদেবকে বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

গোপালদেবের পিতা যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম—দয়িতবিষ্ণু। তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলিয়া প্রখ্যাত। দয়িতবিষ্ণুর বংশধরগণ, প্রজা কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া, প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ কাল বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর বিরচিত 'রামচরিত' এবং ঘনরাম-প্রণীত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' এই পাল-বংশের বংশ-পরিচয় দৃষ্ট হয়।

কুমারপালের সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের 'কমৌলি তাম্রশাসনে' পাল-রাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত আছে। 'রামচরিত' খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হয়। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনও ঐ সময়ে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' ইহার পরবর্ত্তিকালের রচনা।

গোপাল-দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল-দেবের রাজত্বকালে, হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে,—'ধর্ম্মপাল রাজভটাদি বংশপতি হরিভদ্র ধর্ম্মপাল-দেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার কথা—রামচরিত, ধর্ম্মমঙ্গল ও বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্র-শাসন অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক হওয়া উচিত। *

দয়িতবিষ্ণুর পুত্র—বাপ্যট। তাঁহার পুত্র গোপাল। তিনি প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইনি 'প্রথম গোপালদেব' বলিয়া বিখ্যাত। খালিমপুরে আবিষ্কৃত গোপাল-দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল-দেবের তাম্র-শাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—"মাৎস্য-ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা-রাত্রির জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-চূড়ামণি গোপাল সেই প্রসিদ্ধ রাজা বাপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এই তাম্র-শাসনের অন্তর্গত "মাৎস্যন্যায়" বাক্যে অরাজকতা বুঝায়। মৌর্য্য-বংশের চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী—চাণক্য তাঁহার 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে 'মাৎস্যন্যায়ের' এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন;—

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ান বলং হি
গ্রসেতে দণ্ডধরাভাবে তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি।"

---

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণ উক্ত মত অবলম্বন করিয়া বলেন যে,—বঙ্গের পালগণ রাজভটের বংশজাত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ মতও পরিদৃষ্ট হয়।

অর্থাৎ,—যখন রাজশক্তি অপ্রণীত থাকে, তখন মাৎস্য-ন্যায়ের প্রভাব হয়,—উপযুক্ত দণ্ড-ধরের অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে। সেই কারণেই গুপ্ত-গণের প্রভাবের উৎপত্তি হইয়াছে।' এখানে 'গুপ্ত' শব্দে মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মগধের গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় জীবিত-গুপ্তের মৃত্যুর পর, বঙ্গে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা, কামরূপের রাজা হর্ষদেব, গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাট ধ্রুবধারাবর্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, গৌড়ের প্রজাবৃন্দ একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গোপালদেব।

গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পৌত্র দেবপালদেবের প্রদত্ত (মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে,—"তাঁহার প্রচুর সৈন্যবাহিনী ছিল ... ... এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিবার পর, আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া হস্তীদিগকে স্বচ্ছন্দ-গমনের আদেশ দিলেন।" 'সমুদ্র পর্য্যন্ত জয়ের' অর্থ বোধ হয় দক্ষিণ রাঢ় ও 'ব'-দ্বীপের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর * তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায়,—গোপালদেবের পত্নীর নাম—'দৈদ্দদেবী' ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন—গোপালদেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

কেহ বলেন,—'যখন গৌড়মগধবাসিগণ রাষ্ট্রকূট ও গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজাদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত, তখন গোপালদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গুর্জ্জরের রাজা দ্বিতীয় নাগভট এবং রাষ্ট্রকূটের রাজা ধ্রুবধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে হইলে, নব-প্রতিষ্ঠিত পাল-বংশের অধিকার বোধ হয় গোপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কখনই আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন দিতে পারিতেন না। শত্রুর দ্বারা বিধ্বস্ত নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তী পদ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না।'

এই হেতুবাদে প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন যে,—চীনদেশীয়দিগের আক্রমণ শেষ হইলে, গোপালদেব গৌড়, মগধ ও বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অনুমান হয়,—গোপালদেব ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

* * *

ধর্ম্মপাল।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর দৈদ্দদেবীর গর্ভজাত পুত্র ধর্ম্মপালদেব গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পাল-রাজগণের মধ্যে ধর্ম্মপালদেবই উত্তরাপথে পাল-বংশের অধিকারের

* The Inscription of Khalimpur.

প্রথম স্থাপয়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্র ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক।

এই ধর্ম্মপালের কালনির্ণয় সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ আলেক-জাণ্ডার কানিংহাম স্থির করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপাল ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাম্বে-নগরে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন প্রকাশ-কালে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপাল দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি নূতন খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবের প্রকৃত কাল-নির্ণয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন,—ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বলেন,—ধর্ম্মপাল, গুর্জ্জর প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—ধর্ম্মপালদেব ৮১৫-৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বিতর্ক যাহাই হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অনুসরণে, আমরা ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্ম-পালের রাজ্যাভিষেক-কাল নির্দ্দেশ করিলাম। কারণ, ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভট, চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করেন। এইরূপ তুলনায় সিদ্ধান্ত হয়,—তাহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজত্ব-কালে শাণ্ডিল্যবংশীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন।

* * *

দেবপালদেব।

ধর্ম্মপালদেবের লোকান্তরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জরগণ বহুদিন উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে ভরসা করে নাই। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের কোনও স্থানে বোধ হয়, দেবপালদেবের সহিত রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জ্জর রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে এবং ভট্টগুরব মিশ্রের শিলাস্তম্ভ-লিপিতে দেবপালের বিন্ধ্য-পর্ব্বতে গমনের উল্লেখ আছে।

মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে ও বাদালের স্তম্ভলিপি প্রভৃতিতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা এই,—দেবপালদেব যুদ্ধ অভিযানের সময় বিন্ধ্য-পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থানে তাঁহার সহিত দক্ষিণাপথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। যুদ্ধাভিযানকালে দেবপাল সসৈন্যে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছিলেন এবং কম্বোজজাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির ১৩শ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়,—দেবপালদেব উৎকল-গণকে, হূনগণকে, দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাই,—'দেবপাল এক দিকে হিমালয় অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্মৃতি

ঈশ্বর, এক দিকে বরুণনিকেতন মহাসমুদ্র, অন্য দিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন (ক্ষীরোদ সমুদ্র)—এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন।' অদ্যাবধি দেবপালের রাজত্বকালের একখানি শিলালিপি এবং একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মুঙ্গেরের তাম্রশাসন দেবপালদেবের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রকাশ—দেবপালদেব প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপানি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

কথিত হয়,—"দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল (নামক) নৃপতি মতঙ্গজমদাভিষিক্তশিলাসংহতিপূর্ণ রেবা নদীর (উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্য-পর্ব্বত) হইতে (আরম্ভ করিয়া) মহেশললাট-শোভিইন্দুকিরণশ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণ-রাগরঞ্জিত উভয় জলরাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

আরও কথিত হয়,—কেদারমিশ্রের "বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর (দেবপালদেব) উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূন-গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাবরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেদারমিশ্র যখন দেবপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন, তখন দেবপালদেব দীর্ঘকাল গৌড়বঙ্গমগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

* * *

প্রথম বিগ্রহপাল।

দেবপালদেবের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপালের বংশে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রথম গোপাল-দেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল সিংহাসন লাভ করেন।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, বঙ্গের প্রজাগণ কর্ত্তৃক বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশ প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর কাল হিন্দু-নৃপতির শাসনাধীনে স্বাধীন রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল।

* * *

সম্বন্ধ-নির্ণয়ে।

দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডাঃ হর্ণেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন,—বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন। তিনি দেবপালের পুত্র। কিন্তু মতান্তরে বিগ্রহপাল বা শূরপাল—প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র বলিয়া সিদ্ধান্তিত হন।

প্রথম বিগ্রহপালদেব যে সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন গুর্জ্জর-জাতি প্রথম ভোজদেবের অধীনে আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ে ব্যাপৃত ছিল।

ভোজদেব ভিন্ন ভিন্ন খোদিত লিপিমালায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম বিগ্রহপাল ও

নারায়ণপাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজ্যকালে পালরাজগণ মগধ ও তীরাভুক্তির অধিকাংশ ভোজদেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপাল হৈহয়-রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লজ্জাদেবীর গর্ভে নারায়ণপালের জন্ম হয়।

* * *

নারায়ণপাল।

প্রথম বিগ্রহপালের পর হৈহয়বংশীয়া লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নারায়ণপালদেব বাংলার সিংহাসন লাভ করেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত অনেক স্থান অন্য রাজা অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

এই সময় গুর্জ্জর-রাজ প্রথম ভোজরাজ বারাণসী অধিকার করিয়া মগধ আক্রমণ করেন। সাগরতালে আবিষ্কৃত ভোজদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়,—ভোজদেব তাঁহার প্রবল শত্রু বঙ্গদেশীয়দিগকে কোপানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

* * *

রাজ্যপাল।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল বঙ্গের সিংহাসন লাভ করেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রামগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়,— রাজ্যপাল বহু গভীর জলাশয় ও উচ্চ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গ নামক জনৈক রাজার কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। *

* *

দ্বিতীয় গোপাল।

রাজ্যপালদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় গোপালদেব যখন গৌড়ের রাজা, তখন মহীপালদেব গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজত্বের প্রথম বৎসরে নালন্দ নগরে একটী বাগেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধগয়ায় একটী বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হয়।

* * *

দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।

দ্বিতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চান্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্ম্মদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হই,—যশোবর্ম্ম ১০১১ বিক্রমাব্দের

* 'গৌড়লেখমালা' গ্রন্থে এই পাল-বংশের বিশেষ আলোচনা আছে।

(৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জ্জর রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালের পালবংশীয় রাজগণ গৌড়দেশের অধিকারচ্যুত হন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাঢ় প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালদেব ও দেবপালদেবের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তরশিল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি এই সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পর পালরাজবংশের অবনতির সহিত গৌড়ীয় শিল্পেরও অবনতি ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পাল বংশের নৃপতিগণ হীনবল হইয়া পড়েন। পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান।

* * *

মহীপালদেব।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহীপালদেব পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। দিনাজপুর জেলায় বানগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি,—"শ্রীমহীপাল রণক্ষেত্রে বহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনীপাল হইয়াছিলেন।"

মহীপাল পালবংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' অর্থে পিতৃরাজ্য উদ্ধার বেশ বুঝা যায়। মহীপাল, সিংহাসন আরোহণের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে মাত্র রাঢ় ও বঙ্গদেশের সামান্য কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। শেষে মহীপাল প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়ধ্বজা উত্তোলন করেন। সারনাথে আবিষ্কৃত একটী বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির রচনা-পদ্ধতি দৃষ্টে মনে হয়,—এক সময়ে মহীপালদেব কর্ত্তৃক বারাণসী অধিকৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথমে মহীপালদেব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কান্যকুব্জ রাজ্যের, রাষ্ট্রকূট রাজ্যের ও গুর্জ্জর রাজ্যের বিশেষ অবনতি ঘটে। মহীপালদেব তখন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া উত্তরাপথে এক নূতন সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন।

মহীপাল অসামান্য প্রতিভাশালী ও পালবংশের গৌরবমণি। প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য তিন বার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমে চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও পরে চেদি কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় গাঙ্গেয়দেব পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে এক সময়ে কর্ণাট-দেশীয় কোনও রাজা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্ষেমীশ্বর রচিত 'চণ্ডকৌশিক' নামক নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ দেখি। 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—প্রথম মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের সহিত ও কর্ণাটগণ নবনন্দের সহিত তুলিত হইয়াছেন।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ বলেন,—মহীপালদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হয়। বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়,—বামনভট্ট মহীপালদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

* * *

নয়পাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল।

মহীপালের মৃত্যুর পর নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পালদেবের রাজ্যকালে প্রভূতপরাক্রমশালী বীর কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

নয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকাল হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরাপথে প্রবল রাজশক্তির একান্ত অভাব হয়। অন্তর্ব্বিদ্রোহদমন ও বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা কার্য্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। চেদী-বংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য—তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্য-কালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন।

কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহপালদেবের বিবাহ দেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন ও একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* * *

দ্বিতীয় মহীপাল।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের অধিকার প্রাপ্ত হন। মহীপাল রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া শূরপাল ও রামপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। মহীপাল রামপালকে বধ করিবার জন্যও চেষ্টা করেন। রামপাল যে সময়ে কারারুদ্ধ হন, সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সৈন্য লইয়া তাঁহার ভ্রাতার পক্ষাবলম্বী বিদ্রোহিগণের সম্মিলিত সেনা-সমূহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

* * *

অন্যান্য পালরাজগণ।

মহীপালদেবের পর দ্বিতীয় শূরপালদেব পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। দ্বিতীয় শূর-পালদেব কোন্ সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার রাজ্যের শেষ হইয়াছিল—তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। সন্ধ্যাকর-নন্দী এ বিষয়ে কোনও কথা বলেন নাই।

শূরপালের পর রামপাল গৌড়রাজ্যের রাজা হন। সে সময়ে বঙ্গদেশের সমস্ত রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল না। উত্তরবঙ্গ-প্রদেশ অধিকারের জন্য তিনি ভাগীরথীর উপর নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বহু অমাত্য ও বন্ধুরাজগণের সহিত যুদ্ধাভিযান করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহ-দমনান্তে রামপালদেব গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে 'রামাবতী' নামে একটী নূতন নগর স্থাপন করেন। রামপাল এই নগরে 'জগদ্দলমহাল বিহার' নামে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রামাবতী—পালরাজবংশের শেষ রাজধানী। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালেও রামাবতী গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রামাবতী নগরী বিদ্যমান ছিল—আবুল ফজলের 'আইনি আকবরিতেও' তাহার উল্লেখ আছে। রামাবতী স্থাপনের পর রামপালদেব উৎকল ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। প্রকাশ,—রামপালের একজন সেনাপতি কামরূপ জয় করিয়াছিল।

বৃদ্ধবয়সে রামপালদেব জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপালদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামাবতীতে বাস করিয়াছিলেন। রামপাল ৬৪ বৎসর গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রামপালের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপাল পিতার জীবিতকালেই লোকান্তরগমন করেন। রামপালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কুমারপাল ও মদনপাল যথাক্রমে গৌড়ের সিংহাসনে সমসীন হন।

কুমারপালের রাজা হইবার কিছু পরেই নববিজিত কামরূপ রাজ্যে সামন্তরাজ তিঙ্গদেব বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। উৎকলরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে,—রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন।

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে কুমারপালের রাজ্যকালের ঘটনাবলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ-বঙ্গে নৌ-যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই বোধ হয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সাহায্যে বিজয়সেন দক্ষিণ-বঙ্গ অধিকার করিয়া লন। কুমারপালদেব অল্পকাল রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করেন।

কুমারপালের মৃত্যুর পর গোপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবেই গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

কুমারপালদেবের স্ত্রী বা অন্য কোনও পুত্রের নাম এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তাঁহার কোনও শিলালিপি বা তাম্র-শাসনও আজি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পর রামপালদেবের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল গৌড়-সিংহাসন লাভ করেন। মদনপাল বোধ হয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসন-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেবের রাজত্ব-কালের একখানি শিলালিপি রাজসাহী জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নানারূপ ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ বলিয়া এবং একরূপ দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় তাহার অনুবাদ একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মদনপালের রাজত্ব-কালে পাল-সাম্রাজ্যের সীমা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছিল। মাত্র মগধের পূর্ব্বাংশ তখন পালরাজগণের অধীন ছিল। তৃতীয় গোপালদেবের লোকান্তরের পরই বৈদ্যদেব কামরূপের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। রাঢ় এবং বঙ্গের অন্যান্য অনেক অংশ পূর্ব্বেই বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল। এক্ষণে বিজয়সেন ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া বরেন্দ্র-ভূমির দক্ষিণাংশ অধিকার করিলেন।

রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত উমাপতি ধর রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তিতে বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বর পরাজয়ের বিষয় লিখিত আছে। বিজয়সেন বোধ হয় মদনপালদেবের রাজত্ব-কালে সমগ্র বরেন্দ্র ভূমি অধিকার করিয়া পালদিগকে তাহাদের পিতৃ-ভূমি হইতে বিতাড়িত করেন। মদনপালদেবই বোধ হয় পাল-বংশের শেষ রাজা।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোবিন্দপাল নামক একজন রাজা কিছু সময়ের জন্য মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনরাজগণের আক্রমণে তিনি রাজ্যচ্যুত হন। পালরাজ-বংশের সহিত এই গোবিন্দপালের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখি।

নালন্দায় লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নালন্দা নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার উপাধি 'মহারাজাধিরাজ' ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অনুরাগ-সূচক উপাধি 'পরমসৌগত' প্রভৃতি দেখিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পাল বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ও বৌদ্ধ পুঁথিতে তাঁহার সম্বৎ প্রচলিত আছে। তিনি নানা স্থান হইতে তাড়িত হইয়া অবশেষে মুসলমানগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, গোবিন্দপালদেব ১১৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রমাণাভাব।

পাল-বংশ ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ রাজবংশ। এক অন্ধ্র-বংশ ভিন্ন অন্য কেহ বোধ হয় এত অধিক দিন রাজত্ব করে নাই। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় বাংলা দেশই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিল। কম্বোজদিগের অন্যায় অধিকারে ও কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহে পাল-বংশের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়াছিল এবং সেই জন্য সেন-বংশ অতি সহজে রাজ-শক্তি হস্তগত করিতে পারিয়াছিল।

পাল-রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ শিল্পোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিত্তপাল প্রস্তর-শিল্প ও চিত্র-বিদ্যায় সে সময়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ের কোনও বিশেষ চিহ্ন বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। তবে পালরাজগণ সুশাসক ও সুপালক ছিলেন,—প্রজারঞ্জনে তাঁহারা পরাঙ্মুখ ছিলেন না,—তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গের সুবৃহৎ দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি পালরাজগণের সৎকার্য্যের ও প্রজা-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত।

পাল-বংশীয় রাজারা প্রত্যেকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা অকাতরে বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একজন সংস্কারক বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম-পালের বংশধরগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তান্ত্রিক মতাবলম্বী হইলেও তাঁহারা ভিন্ন-প্রদেশের অনেক বৌদ্ধ-গুরুর সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

পাল-বংশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি-গণের স্মৃতি ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। পরিশেষে তাঁহারা বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত হন। বঙ্গের স্বাধীনতার গর্ব্বও চূর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গ তখন আবার অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় স্বাধীনতার বিজলিচমক একবার বিকাশ পাইয়াই চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল।

* *

পালবংশের বংশতালিকা।

স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি—পালবংশে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, বঙ্গের গৌরব সেই পালরাজগণের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইল; যথা,—
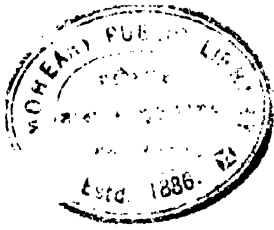
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভারতের বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্য।

[নেপাল-রাজ্য ;—কামরূপ রাজ্য ;—কাশ্মীর রাজ্য ;—কান্যকুব্জ, পাঞ্চাল প্রভৃতি ;—যেজাভুক্তির চান্দেল বংশ এবং চেদির কলচুরি বংশ ;—চেদিরাজ্য ;—মালব-রাজ্য ;—বিবিধ।]

* * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—খৃষ্টীয় সপ্তম সতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস, বিভিন্ন খণ্ড রাজ্যের ইতিহাসে নিবদ্ধ। সেই খণ্ড-রাজ্যের ইতিবৃত্তে ভারতের ইতিহাসের কি তত্ত্ব নিহিত আছে, পরবর্ত্তী অংশে তাহাই প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি।

* * *

নেপাল।

ভারতবর্ষের উত্তরে নেপাল একটী সর্ব্বজনবিদিত রাজ্য। নেপালের অধিকাংশ স্থান পর্ব্বত-সঙ্কুল। বর্ত্তমানে নেপাল-রাজ্য পূর্ব্বে সিকিম হইতে পশ্চিমে কুমায়ুন পর্য্যন্ত এবং অযোধ্যা, ত্রিহুত ও আগ্রা প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত একটী প্রকাণ্ড রাজ্য। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে নেপাল-রাজ্য দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল ও প্রস্থে ১৫ মাইলের অধিক ছিল না।

নেপাল সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য প্রাচীন ইতিহাস বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতেই পরিদৃষ্ট হয়। সে শিলালিপি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত। তাহাতে দেখা যায়,—কামরূপের মত নেপালও একটী স্বাধীন করদরাজ্য ছিল। নেপাল—গুপ্তসম্রাটদিগকে কর দিত ও তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজ্যশাসন ইত্যাদিতে তাহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

শুনা যায়,—সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বে, তৃতীয় শতাব্দীতে—অশোকের সময়ে, নেপাল তাঁহার রাজ্যের অধীন ছিল। পাটন নগরে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভের খোদিত লিপিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,—পর্ব্বতের নিম্নের সমস্ত সমতলপ্রদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধীন ছিল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে লিচ্ছবি-বংশ নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিউ-য়েনৎ-সাং কর্ত্তৃক নেপালের লিচ্ছবিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ঠাকুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা অংশুবর্ম্মা তিব্বতরাজকে তাঁহার কন্যা দান করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিব্বতরাজ সে সময় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি চীন-সম্রাটকে পর্য্যন্ত কন্যা দিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন নেপাল-রাজ্যে কিয়ৎপরিমাণে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু সিলভ্যান লেভি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন,—নেপাল কখনও হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতা স্বীকার করে নাই।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিব্বতীয় ও নেপাল সৈন্য চীনদূতের পক্ষাবলম্বনে হর্ষবর্দ্ধনের উত্তরাধি-

কারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে নেপাল তিব্বতের অধীন ছিল বটে; কিন্তু খৃষ্টীয় ৮৭৯ অব্দে নেপালী অব্দের প্রচলন দেখিয়া মনে হয়,—ঐ বৎসরই বোধ হয় নেপাল তিব্বতের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু তাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

অশোকই নেপালে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র আদি-মতই নেপালে প্রচলিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে তান্ত্রিকভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে প্রচলিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক-ভাবাপন্ন বৌদ্ধমত প্রায়শঃ হিন্দুদিগের শৈবমতের অনুরূপ ছিল। ক্রমে ক্রমে নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের নানারূপ বিকৃতি আরম্ভ হয়। পরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নানারূপ নৈতিক দোষদুষ্ট বিবাহিত সন্ন্যাসীরা মঠে ও বিহারে অবস্থান করে। তার পর গুর্খাশাসনের অধীনে, নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম একটা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। গুর্খারা বৌদ্ধমতকে অনাদর চক্ষে দেখিত। বর্ত্তমান নেপালী বৌদ্ধধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

নেপাল সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ঐতিহাসিকগণ নানারূপ প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তন্মধ্যে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক সিলভ্যান লেভির চেষ্টাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত 'লা নেপালা' গ্রন্থ অতি মূল্যবান এবং নেপাল সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে নেপালের অবস্থা বিশেষভাবে কিছুই জানা যায় না।

* *

কামরূপ (আসাম) রাজ্য।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বর্ত্তমান আসাম হইতে আয়তনে অনেক বড় ছিল। এই রাজ্য সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ খৃষ্টীয় ৩৬০-৭০ অব্দে এলাহাবাদ-স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিতে পাওয়া যায়। কামরূপ রাজ্য তখন গুপ্তসাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। কিন্তু সম্রাটকে কর দিতে হইত এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ৎ-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কামরূপ রাজ্যের বিবরণ প্রাপ্ত হই। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন হিউয়েন্‌ৎ-সাং দ্বিতীয় বার নালন্দা বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কামরূপ রাজ্যে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কামরূপ-রাজ বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজকের সহিত আলাপ করিতে অতিমাত্রায় উৎসুক হন।

কিছুদিন কামরূপ-রাজ্যে থাকার পর কান্যকুব্জরাজ হর্ষ শিলাদিত্য হিউয়েন্‌ৎ-সাংকে পাঠাইবার জন্য আদেশ করেন। কামরূপের রাজা উত্তরে জানান,—তিনি তাঁহার নিজের মস্তক পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার, তথাপি তিনি চৈনিক আতিথিকে যাইতে দিবেন না। প্রত্যুত্তরে হর্ষ তাঁহার রাজ্য আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। তখন রাজা পরিব্রাজককে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কামরূপের সেই রাজা ভয়ঙ্কর বা কুমার নামে বিখ্যাত। পরিব্রাজক তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম দেখিয়া বুঝা যায়,—তিনি ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত।

কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপের কোনও বিশদ ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই রাজ্য পাল-রাজবংশের সময়ে তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রী

বৈষ্ণদেবকে ঐ রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে ঐ দেশ অহোম-জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়। অহম দলপতি অনেক দিন পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য আহোম জাতির শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন।

আসাম রাজ্যই মঙ্গোলিয়ান জাতির ভারতবর্ষের আসিবার পথ। ঐ প্রদেশের অনেক অধিবাসী সম্পূর্ণ মঙ্গলীয়-বংশসম্ভূত। এই স্থানই তান্ত্রিকতার আবাস-ভূমি। বৌদ্ধতান্ত্রিকতা ও হিন্দুতান্ত্রিকতা—উভয়বিধ তান্ত্রিকতাই এখানে দেশবাসীর মধ্যে গভীরভাবে নিবদ্ধ। গৌহাটীর নিকট কামাখ্যা দেবীর শাক্ত উপাসকদিগের একটী পবিত্র মন্দির আছে।

কামরূপরাজ্য অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ারের পুত্র বঙ্গবিহার-বিজয়ী মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। কামরূপের পশ্চিম পার্শ্বে করোতোয়া নদীর ধার দিয়া মহম্মদ বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। এইরূপে তিনি দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরে পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন ভয়ানক বিপজ্জনক হইল। কামরূপের অধিবাসীরা প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সেতুই মহম্মদের সৈন্যদিগের আসিবার একমাত্র পথ ছিল। অধিকাংশ সৈন্য জলমগ্ন হইয়াছিল। কেবলমাত্র সেনাপতি এক শত অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রাণরক্ষা করিয়া কোনমতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। কামরূপে তাহার পর পরবর্ত্তী যত মুসলমান আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ঐরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।

* * *

কাশ্মীর-রাজ্য।

কাশ্মীর সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে প্রাচীন কাশ্মীর সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। অশোকের সময় এই উপত্যকা মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কনিষ্কের সময়ও কাশ্মীর কুশন সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মীরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি একটী উপহার পাইয়াছিলেন। সেটী বুদ্ধের একটী দাঁত। হর্ষবর্দ্ধন সেই চিহ্নটি কান্যকুব্জে লইয়া যান।

কর্ক্কট-বংশের সময় হইতেই কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই বংশ দুর্লভবর্দ্ধনের দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৩১ হইতে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিউয়েনৎ-সাং কাশ্মীরে ছিলেন। তিনি রাজার আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজপুত্র দুর্লভক কাশ্মীরে অনেক দিন রাজত্ব করেন।

দুর্লভকের পরে তাঁহার তিন পুত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রাপীড় ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

তার পর ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া চীনসম্রাট কর্ত্তৃক কাশ্মীর-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য প্রায় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের বিস্তৃতি পার্ব্বত্য সীমা অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

তিনি কাণ্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মাকে সম্পূর্ণরূপ পরাজিত করেন। তিনি তিব্বতের ও ভোটানের অধিবাসীকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুনদকূলে তুর্কীদিগকে পরাজিত করেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মার্ত্তণ্ডমন্দির এখনও সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ললিতা-দিত্যের রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে লিখিত আছে।

মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াপীড় বা বিনয়াদিত্য সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ও অমানুষিক কার্য্যা-বলির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তিনি কাণ্যকুব্জ-রাজ বজ্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন। কিন্তু তিনি যে ছদ্মবেশে বাংলার রাজা জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আসিয়া-ছিলেন—রাজরঙ্গিণীর এই উক্তিতে ঐতিহাসিকগণ আস্থা স্থাপন করেন না। নেপাল-রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান, প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গে অবরুদ্ধ হওয়া এবং পরে তথা হইতে পলায়ন করা প্রভৃতিও কবি-কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে যে অত্যাচারের ও অবিচারের কথা লিখিত আছে, তাহা অনেকে সত্য বলিয়া মনে করেন।

কহ্লণ লিখিয়াছেন,—'এইরূপে এই প্রসিদ্ধ রাজার রাজত্বের একত্রিশ বৎসর অতীত হইল। রাজা তাঁহার প্রবৃত্তি-দমনে নিতান্ত অপারগ ছিলেন। নৃপতিরাও মৎস্যেরা প্রায় এক প্রকার। রাজার ভোগ-লালসা উত্তেজিত হইলে যেমন তাহারা বিপথে গমন করে, মৎস্যেরাও সেইরূপ কদর্য্য জলের লালসায় বিপথে গমন করে। রাজা ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মৎস্যও ক্রমে ধীবর দ্বারা ধৃত হয়।' এইরূপে রাজতরঙ্গিণীকার জয়াপীড়ের ইন্দ্রিয়-লালসা ও ভোগ-বাসনার কথা বর্ণন করিয়াছেন। জয়াপীড়ের প্রবর্ত্তিত অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাগুলি অতি প্রাচীন। তাহাতে জয়াপীড়ের 'বিনয়াদিত্য' উপাধি মুদ্রিত আছে।

নবম শতাব্দীর শেষভাগে অবন্তীবর্ম্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকাল সাধারণের উন্নতিকর বিবিধ অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার সময়ে সাহিত্য ও শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী রাজা শঙ্করবর্ম্মা বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজাদের নিকট হইতে অত্যাচার করিয়া অর্থ শোষণ করিতেন ও দেবমন্দিরের অর্থ আত্মসাৎ করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-সময়ে কনিষ্কের বংশধর তুর্কীসাহী রাজগণ ৮৭০ খৃষ্টাব্দে লাল্লীর নিকট পরাজিত হন। আরব সেনাপতি ইয়াকুব ইলিয়াস কর্ত্তৃক কাবুলে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুর্কীসাহী রাজারা কাবুলে রাজত্ব করিতেন।

৯১৭ খৃষ্টাব্দে বালক রাজা পার্থের সময়ে কাশ্মীরে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। রাজতরঙ্গিণীতে এই দুর্ভিক্ষের এক হৃদয়-বিদারক বর্ণনা আছে। শিশু রাজা ও তাহার অভিভাবক কি ভাবে প্রজাদিগকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া নীরবে রাজপ্রাসাদে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহারও বিশেষ উল্লেখ সেখানে দেখিতে পাই।

পার্থের পুত্র উন্মত্তবন্তী অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে বৃশ্চিকদংশনে যন্ত্রণা দিতেন। তিনি পিতৃ-হত্যা পাপে পর্য্যন্ত লিপ্ত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি অতি অল্প দিন রাজত্ব করেন। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উন্মত্তবন্তী এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পতিত হন।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাণী দিদ্দাদেবীর হস্তে রাজ্যভার নিপতিত হয়। রাণী একেবারে হিতাহিতবিবেচনাশূন্য ছিলেন। তিনি প্রথমে নাবালক রাজার অভিভাবিকা হন, পরে স্বয়ং রাণীর ন্যায় রাজ-কার্য্য পরিচালন করেন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রাম, খৃষ্টীয় ১০০৩ অব্দে রাজা হন। তাঁহার সময় গজনীর সুলতান মামুদ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে। যদিও সংগ্রামে সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্গমতার জন্য সুলতান মামুদ একেবারে কাশ্মীরের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কাশ্মীরের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। কলস ও হর্ষের রাজত্বকালে দেশের রাজ-শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং প্রজাগণ নিরতিশয় উৎপীড়ন ভোগ করে।

১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় এক মুসলমান-বংশ রাজ-ক্ষমতা লাভ করে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজ্যের সর্ব্বত্রই মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সর্ব্বশেষে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ আকবর কাশ্মীর রাজ্য জয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

* * *

কান্যকুব্জ, পাঞ্চাল প্রভৃতি।

কান্যকুব্জ অতি প্রাচীন রাজ্য। মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ আছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলির পাণিনি-ব্যাকরণের টীকা মহাভাষ্যে এই দেশের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাজ্য এরূপভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে কেবল ভগ্নস্তূপ ভিন্ন পূর্ব্ব-গৌরবের ও অট্টালিকাদির কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

৪০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্ত (বিক্রমাদিত্যের) রাজ্য-কালে, চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন কান্যকুব্জ পরিদর্শন করেন, তখন হইতেই কান্যকুব্জের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। ফা-হিয়ান তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কান্যকুব্জ সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে নগরে মাত্র দুইটী বৌদ্ধমন্দির ছিল। বোধ হয়, এই দুইটী মন্দির গুপ্ত-বংশের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কান্যকুব্জের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জকে তাঁহার রাজধানীতে পরিবর্ত্তিত করেন। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন হিউয়েনাৎ-সাং কান্যকুব্জে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে ফাহিয়ান বর্ণিত অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিউয়েনৎ-সাং দুইটী বৌদ্ধ-মঠের পরিবর্ত্তে দুই শতেরও অধিক মঠ দেখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মেরও উন্নতি চলিতেছিল। কান্যকুব্জে হিন্দুদেরও অনেক মন্দির বর্ত্তমান। রাজধানী সুরক্ষিত—গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে চার মাইল প্রশস্ত ছিল। রাজধানী নানাবিধ সুরম্য অট্টালিকায় ও রম্যোদ্যানে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। নগরবাসী সমৃদ্ধিশালী ছিল।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপর যশোবর্ম্মা অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।

যশোবর্ম্মা ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব রচয়িতা ভবভূতি যশোবর্ম্মার সভাকবি ছিলেন।

যশোবর্ম্মার পর বজ্রায়ুধ কান্যকুব্জের রাজা হন। 'রাজতরঙ্গিণীতে' লিখিত আছে,—এই বজ্রায়ুধ কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

বজ্রায়ুধের পরবর্ত্তী রাজা ইন্দ্রায়ুধ ৮০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিহাররাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। ধর্ম্মপাল নিজে কান্যকুব্জের রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। তিনি রাজবংশের এক আত্মীয় বজ্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজ্যের রাজা নাগভট্ট চক্রায়ুধকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

নাগভট্ট কান্যকুব্জকে তাঁহার রাজধানীতে পরিণত করেন। সেই হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ উত্তর-ভারতের প্রধান রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। নাগভট্টের রাজ্যকালে গুর্জ্জর বংশীয়দিগের সহিত দক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশের যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীর প্রথম-ভাগে দক্ষিণাত্যের রাজা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

নাগভট্টের পরবর্ত্তী রাজা রামভদ্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ জানা যায় না। তিনি ৮২৫ হইতে ৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রামভদ্রের পুত্র মিহির অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন (৮৪০—৮৯০ খৃষ্টাব্দ)। পাঞ্জাবের শতদ্রু-নদীর তীরবর্ত্তী জনপদসমূহ, রাজ-পুতনার অধিকাংশ, এবং বর্ত্তমান আগ্রা, অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র দেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামভদ্রের রাজ্যের পূর্ব্বদিকে দেবপালের রাজ্য। রামভদ্র সে রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিগণ মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিল। সেই রাষ্ট্রকূটবংশীয়দের জন্য তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

ভোজরাজ নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া আদিবরাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আদিবরাহ' নামে মুদ্রিত অনেক রৌপ্য-মুদ্রা উত্তর ভারতবর্ষে প্রচুর প্রচলিত ছিল।

ভোজের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপাল (মহেন্দ্রায়ুধ) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের গৌরব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। মগধের সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া (কেবল পাঞ্জাব ভিন্ন) আরবসাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে প্রবর্ত্তিত গয়ার খোদিত লিপিতে দেখিতে পাই,—মগধ, প্রতীহার বংশীয়দের অধীন ছিল।

কর্পূরমঞ্জরী নাটকের রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর তাঁহার গুরু ছিলেন। মহেন্দ্রপালের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় ভোজ দুই তিন বৎসর রাজত্ব করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহীপাল (৯১০—৯৪০ খৃষ্টাব্দ) কন্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার রাজত্ব হইতেই কান্যকুব্জের অধঃপতন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের বিপুল বাহিনী কান্যকুব্জ আক্রমণ করে। ফলে প্রতীহারবংশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। রাষ্ট্রকূট-রাজের নিকট

পরাজিত হওয়ায় পর সৌরাষ্ট্র এবং দূরবর্ত্তী অনেক রাজ্য মহীপালের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। তৃতীয় ইন্দ্রের দ্বারা কান্যকুব্জ রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হওয়ায় পরে চান্দেলরাজার সাহায্যে মহীপাল কান্যকুব্জ অধিকার করেন।

পরবর্ত্তী রাজা দেবপাল (৯৪০—৯৫৫ খৃষ্টাব্দ) চান্দেলরাজ যশোবর্ম্মাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা কলিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া কান্যকুব্জের অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতা কান্যকুব্জের রাজা হন। তাঁহার নাম—বিজয়পাল (৯৫৫—৯৯০ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার পর ক্রমে উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহ মুসলমান-আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। সেই সকল রাজ্যের পরবর্ত্তী ইতিহাস, মুসলমান আধিপত্যের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-প্রদেশ আরবদিগের দ্বারা বিজিত হইলেও মুসলমানগণ তখন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই।

বিজয়পালের পুত্র রাজ্যপাল তৎপরে কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল নগর রক্ষা করিতে বিশেষ কোনও উদ্যোগ করেন নাই। মামুদ মন্দিরাদি নষ্ট করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লইয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রাজ্যপালের এইরূপ ব্যবহার অন্যান্য হিন্দুরাজার নিকটে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। পাঞ্জাবরাজ জয়পালের রাজ্য যখন সবক্তগীন আক্রমণ করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজগণ জয়পালের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সবক্তগীনকে বাধা দিবার প্রতীক্ষা করে। কিন্তু রাজ্যপাল মামুদকে বাধা দিতে নিরস্ত ছিল দেখিয়া চান্দেলরাজ গণ্ড, গোয়ালিয়র অধিপতির সাহায্যে, রাজ্যপালকে পরাজিত ও নিহত করেন।

সুলতান মামুদ রাজ্যপালের হত্যার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হন। কারণ রাজ্যপালকে বশীভূত করার পর তাঁহার রাজ্য মুসলমানদিগের মিত্র-রাজ্য বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। মামুদ প্রতীহাররাজধানী বারি আক্রমণ করেন ও ক্রমে চান্দেলরাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। চান্দেল-রাজা গণ্ড যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করেন।

রাজ্যপালের পর তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল কান্যকুব্জের রাজা হন। ত্রিলোচনপালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে এলাহাবাদের নিকট এক খণ্ড ভূমি দানের কথা উল্লিখিত আছে।

ত্রিলোচনপালের পরবর্ত্তী একজন রাজার নামে একখানি তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। শাসনে ১০৩৬ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। সে রাজার নাম—যশোপাল। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন,—ত্রিলোচনপালের পরই যশোপাল কান্যকুব্জের রাজা হন। তাঁহার পর আর যাঁহারা কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎপর ১০৯০ খৃষ্টাব্দে ঘাড়োয়ার-বংশীয় চন্দ্রদেব কর্তৃক কান্যকুব্জ অধিকৃত হয়। সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য কান্যকুব্জের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসে।

চন্দ্রদেবের প্রতিষ্ঠিত ঘাড়োয়ার-বংশ পরে রাঠোর বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ঘাড়োয়ার

বংশ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করে। তার পর সাহাবুদ্দিন কান্যকুব্জ অধিকার করেন। ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দ্রদেবের পৌত্র রাজত্ব করেন। গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্বকালের প্রায় ৬০ খানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। অসংখ্য মুদ্রাও সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়,—কান্যকুব্জ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্রই বিখ্যাত—জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদ। তাঁহার কন্যা সংযুক্তাকে আজমীরপতি পৃথ্বীরাজ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়চন্দ্র পরাজিত হইলে ঘোরী প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। সেখান হইতেই কান্যকুব্জের স্বাধীনতার লোপ হয়।

বহু খোদিত লিপিতে দেখা যায়,—চৌহানবংশীয় বহু রাজা রাজপুতানার মধ্যে শাকম্ভরীতে ও আজমীরে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন উল্লেখযোগ্য। বিগ্রহরাজ (বিশালদেব)—দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পিতৃরাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং তোমার বংশীয় এক রাজার নিকট হইতে দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আজমীরের প্রধান মসজিদ সংস্কারের সময় ছয় খানি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার কতকগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—ঐ শ্লোক-কয়টী কতকগুলি অপ্রকাশিত নাটক হইতে উদ্ধৃত। ঐ সমস্ত নাটকের মধ্যে 'ললিত-বিগ্রহ-রাজ নাটক' নামে একখানা নাটক, বিগ্রহরাজের সম্মানের জন্য রচিত হইয়াছিল; এবং অপর খানি হরকালী নামক একজন রাজার রচিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ এই বংশের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি সম্বর ও আজমীর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ও গাথা হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে। কান্যকুব্জ-কুমারী সংযুক্তা-হরণেই পৃথ্বিরাজের যশঃজ্যোতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। চান্দেলরাজ পরমালকে জয় করিয়া এবং মুসলমানদিগের কয়েকটী আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া, তিনি বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

পৃথ্বীরাজ 'রায় পিথোরা' নামে অভিহিত হইতেন। ১১৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি চান্দেলরাজ পরমালকে পরাজিত করিয়া 'মহোব' অধিকার করেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী 'তরাইন' বা 'তলাওয়ারি' আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হয়।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিন্ মহম্মদ ঘোরীর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। মুসলমানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করে এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এইরূপে মালবের গৌরব-রবি অস্তমিত হয়।

খৃষ্টীয় ১১৯৩—১১৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ দিল্লী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি অধিকার করে। ক্রমে কাশীও মুসলমানের পদানত হয়। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের পতন হইলে, এবং ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে গুটরাজ অধিকার ও ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর বশ্যতা স্বীকার করিলে, সমস্ত উত্তর ভারত মুসলমানের পদানত হয়।

যেজাকভুক্তির চান্দেল্লবংশ ও চেদির কলচুরি বংশ।

পূর্ব্বকালে নর্ম্মদা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে যেজাকভুক্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিতেন। বর্ত্তমানে ঐ দেশ বুন্দেলখণ্ড ও আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে পড়ে। বর্ত্তমান মধ্য-প্রদেশের এক বিস্তৃত অংশকে পূর্ব্বকালে চেদিরাজ্য নামে অভিহিত করা হইত।

মধ্য-যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দুইটী বংশের রাজাদের বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা কখনও পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন কখনও বা শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন।

চান্দেল্লবংশ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হইয়া উঠে। ৮৩১ খৃষ্টাব্দে নান্নুক চান্দেল্ল জনৈক প্রতিহার নরপতিকে পরাজিত করিয়া যেজাভুক্তির দক্ষিণ অংশ অধিকার করেন। বুন্দেল-খণ্ডের প্রতিহার-বংশীয়েরা গুর্জ্জর-বংশের একটী শাখা-বিশেষ।

চান্দেল্ল-বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ, পঞ্চালের প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ভোজ ও মহেন্দ্রপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। শেষে দশম শতাব্দীর প্রথমে তাঁহারা অত্যন্ত বলশালী হইয়া উঠেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের সহিত যখন সিংহাসন পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ হয়, তখন হর্ষ চান্দেল্ল মহীপালকে সাহায্য করেন। হর্ষের পুত্র যশোবর্ম্মা কলিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া অত্যন্ত প্রতাপশালী হন এবং দেবপালকে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করেন।

যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গ (৯৫০-৯৯ খৃষ্টাব্দ)—চান্দেল্লবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। খাজুরাহের প্রসিদ্ধ কয়েকটী মন্দির তাঁহার অর্থে নির্ম্মিত। তিনি তাঁহার সময়ের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। ৯৮৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবরাজ জয়পাল যখন সবক্তগীনের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য সমস্ত রাজাদের লইয়া একটী সঙ্ঘ সংগঠন করেন, তখন ধঙ্গও সেই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন।

যখন গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্যোগ করেন, তখন ধঙ্গের পুত্র গণ্ড (৯৯৯-১০২৫ খৃষ্টাব্দ) সঙ্ঘে যোগ দেন। দশ বৎসর পরে গণ্ডের পুত্র কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া রাজ্যপালকে নিহত করেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে মামুদের নিকট তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চেদি-রাজ্য।

চেদী-রাজ্যের গাঙ্গেয়দেব কলচুরি, গণ্ডের সমসাময়িক। গাঙ্গেয়দেব অত্যন্ত সুদক্ষ রাজা ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুত পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দে চেদী-রাজ্যেশ্বর হন। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মালব-রাজ ভোজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তদুপলক্ষে তিনি গুজরাটরাজ ভীমের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে মগধের পাল-রাজগণকে আক্রমণ করেন।

কিছু দিন পরে কর্ণের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। চান্দেল-বংশীয় কীর্ত্তিবর্ম্মা (১০৩৯—১১০০ খৃষ্টাব্দ) কর্ণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

চান্দেল্ল-বংশীয়দিগের কয়টী প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। চেদীশ্বর গাঙ্গেয়দেবের অনুকরণে কীর্ত্তিবর্ম্মা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসেও কীর্ত্তিবর্ম্মার নাম বিশেষ সুপরিচিত।

তাঁহারই উৎসাহে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক রচিত হয়। অনুমান ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে ঐ নাটক তাঁহার রাজ-সভায় প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'—দার্শনিক নাটক।

* * *

শেষ স্মৃতি।

চান্দেল্ল-বংশের শেষ ক্ষমতাশালী নৃপতির নাম—পরমর্দ্দি। তিনি ১১৮২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সম্প্রতি পরমর্দ্দি সম্বন্ধে একখানি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে,—চেদীর কলচুরি বা হৈহয়-বংশীয়গণের শেষ বিবরণ ১১৮১ খৃষ্টাব্দের এক তাম্র-শাসনে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু কি কারণে এবং কিরূপ অবস্থায় ঐ বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়, তাহাতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলচুরি বংশ সম্বন্ধে এখনও পণ্ডিতগণের গবেষণার অন্ত নাই। বিভিন্ন শাসনে এবং লিপিতে বিভিন্ন উল্লেখ দৃষ্টে আজি পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হন নাই।

মালব-রাজ্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মালবের পরামর-বংশীয়দিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মালব-রাজ্য নর্ম্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত। মালবের পূর্ব্ব প্রান্ত—অবন্তী বা উজ্জয়িনী নামে প্রখ্যাত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রথম উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ মালবে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। তাঁহার বংশ মালবেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কথিত হয়,—চন্দ্রাবতী বা অচল গৃহ হইতে উপেন্দ্র আগমন করিয়াছিলেন।

* * *

রাজা মুঞ্জ।

পরামর-বংশের সপ্তম নৃপতি—মুঞ্জ (৯৭৪—৯৯৫ খৃষ্টাব্দে) বিশেষ ক্ষমতাশালী ও প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি স্বয়ং কবি-প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং বাগ্মিতার জন্য মুঞ্জ ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। তিনি কবি-গণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ধনঞ্জয় ও তাঁহার ভ্রাতা ধানিক মুঞ্জের সভা অলঙ্কৃত করিতেন।

মুঞ্জের নিকট চালুক্যরাজ দ্বিতীয় তৈল ছয় বার পরাজিত হন। ষষ্ঠ বারে মুঞ্জ গোদাবরী অতিক্রম করিয়া, তৈলের রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। মুঞ্জদেব পরাজিত ও বন্দী হইলেন। চালুক্য-রাজের আদেশে, ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রাজা মুঞ্জের এই শোচনীয় পরিণতি চালুক্য-বংশের কলঙ্ক-স্বরূপ।

ভোজরাজ বা ভোজদেব।

মুঞ্জের লোকান্তরের পর ১০১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজরাজ মালব-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন মালব-রাজ্যের রাজধানী ছিল—ধারা নগরী। ভোজরাজ চল্লিশ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ইতিহাসে ভোজ-রাজের তাদৃশ শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাই না। তাঁহার গৌরব-প্রতিষ্ঠা—শিল্পের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। শিল্প-কলায় তাঁহার পার-

দর্শিতার তুলনা হয় না। ফলতঃ, ভোজদেবের রাজত্বে, সাহিত্যের এবং শিল্প-সম্ভারের উৎকর্ষ-সাধনে ভারত আর একবার গৌরবের শ্রেষ্ঠ পদবীতে সমাসীন হইয়াছিল।

ভোজদেব আদর্শ নৃপতি ছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, শিল্প, কলা,—ভোজদেব সর্ব্ববিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য ভোজরাজ সুবৃহৎ এক প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে বহু ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিত। মুসলমানদিগের আক্রমণে সে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত। কথিত হয়,—মুসলমানগণ ভোজ-রাজের সে কীর্ত্তি-স্মৃতি বিধ্বস্ত করিয়া তথায় এক মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

ভোজপুর-হ্রদ, ভোজদেবের কীর্ত্তির নিদর্শন। ঐ হ্রদের আয়তন ছিল—২৫০ বর্গ মাইল। প্রকাশ,—শৈল-শ্রেণীর জল-নির্গমন পথ প্রাচীর-বেষ্টনে নিরুদ্ধ করিয়া, ঐ কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা ভূপালে উহার স্থান-নির্দ্দেশ হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমান নৃপতি সেই হ্রদের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া জল-নিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। অধুনা সে হ্রদ উর্ব্বর-ক্ষেত্রে পরিণত।

১০৬০ খৃষ্টাব্দে গুজরাট এবং চেদীর নৃপতি-দ্বয় ভোজ-রাজ্য আক্রমণ করেন। ভোজ-রাজ নিহত হইলে তাঁহার রাজ্য-গৌরব চিরতরে বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভোজ-দেবের বংশ বর্ত্তমান ছিল। তখন তাঁহারা স্থানীয় সামন্ত মধ্যে পরিগণিত। ভোজ-বংশের পর যথাক্রমে 'তোমার' ও চৌহান রাজগণ সে রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ আকবর মালব জয় করিয়া মালবকে তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিবিধ বক্তব্য।

মালবের পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণ 'প্রমার' বংশের রাজপুত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

চীনা-ভাষায় মালব-রাজ্য 'মো-লা-পো' নামে অভিহিত। পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তিনি মালব-রাজ্যকে 'মো-লা-পো' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক 'মো-লা-পো' রাজ্যের যে সীমা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই,—উত্তরে ভিনমালের গুর্জ্জার-রাজ্য, উত্তর-পশ্চিমে আনন্দপুর (ভবনগর) প্রদেশ সবরমতীর পশ্চিমে অবস্থিত, পূর্ব্ব দিকে অবন্তী বা পূর্ব্ব-মালব। তখন আনন্দপুর এবং 'সু-লা-চা' বা সু-লা-থা—মালবের অধীন ছিল। পরিব্রাজক যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সে সময়ে 'কি-টা' বা 'কি-তা'—ঐ মো-লা-পো রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'কি-টা' অধুনা কয়রা নামে পরিচিত।

তখন ধ্রুবভট বল্লভীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পরিব্রাজক অবগত হইয়াছিলেন,—ষাট বৎসর পূর্ব্বে, ধ্রুব-ভটের পিতৃব্য শিলাদিত্য 'মো-লা-পো' রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শিলাদিত্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। রাজধানীর পার্শ্বে তিনি এক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তার পর 'মো-লা-পো' রাজ্য বল্লভী-রাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

কেহ কেহ মালব এবং 'মো-লা-পো' অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু পরিব্রাজক উহাকে স্বতন্ত্র একটী রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ।

[বাতাপীর চালুক্য-বংশ ;—রাষ্ট্রকূট-বংশ ;—কল্যাণের চালুক্য-বংশ ;—হৈশল-বংশ ;—যাদবগণ ;—দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান রাজবংশ-সমূহ ;—পাণ্ড্য-রাজ ;—চোল রাজগণ ;—কেরল-রাজ্য ;—বিবিধ।]

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্র-বংশের অবসানে পরবর্ত্তী তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের কোনও ধারবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হই না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য-বংশের অভ্যুদয় হয়। এক হিসাবে চালুক্য-গণের ইতিহাসকেই দাক্ষিণাত্যের তাৎকালিক ইতিহাসের সূত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য মতে,—চালুক্য-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূচনা।

বাতাপীর চালুক্য-বংশ।

[প্রথম পুলিকেশি ;—দ্বিতীয় পুলিকেশি ;—প্রথম বিক্রমাদিত্য ;—পরবর্ত্তী রাজগণ ;—ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন।]

* * *

চালুক্যগণ আর্য্যাবর্ত্তেরই অধিবাসী। তাঁহারা রাজপুতদিগের কোনও এক শাখার ... । তখন দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় জাতির বাস ছিল। তাহারা অনেকাংশে আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। চালুক্য-দিগের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা সেই ভাবেই তাহাদের সমাজ-ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, চালুক্যগণ উত্তর ভারত হইতে আগমন করিয়া, দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসেন। সেই অবধি চালুক্যগণ দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত হন। চালুক্য-দিগের লিপিতে, তাঁহারা অযোধ্যার সূর্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া উল্লিখিত। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিশ্বাস—তাঁহারা 'শোলাঙ্কি' বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজপুতানা হইতে তাঁহারা দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণ-ভারত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়।

* * *

প্রথম পুলিকেশী।

৫৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশী কর্ত্তৃক চালুক্য-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাতাবী নগরে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত—বিজাপুর জেলার বাদামী নগর অধুনা 'বাতাবির' স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম পুলিকেশী বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

প্রথম পুলিকেশীর পুত্র, কীর্ত্তিবর্ম্মণ এবং মঙ্গলেশ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে রাজ্য জয় করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় রাজ-সীমা অধিক দূর বিস্তৃত হয়। এই সূত্রে কোঙ্কণের মৌর্য্যরাজগণ তাঁহাদের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হন। কথিত হয়, কোঙ্কণের মৌর্য্যগণ—মগধের মৌর্য্য-বংশের বংশধর,—তাঁহারাই মৌর্য্যবংশের শেষ পরিচয়-চিহ্ন।

* * *

দ্বিতীয় পুলিকেশী।

মঙ্গলেশের লোকান্তরের পর, এক অন্তর্ব্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তখন সিংহাসন লইয়া, মঙ্গলেশের এবং কীর্ত্তিবর্ম্মণের পুত্রের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই বিবাদ-সূত্রে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কীর্ত্তি-বর্ম্মণের পুত্রই জয় লাভ করেন। ৬০৮ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় পুলিকেশি বাতাপির (বাতাবী, বাদামি) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

দ্বিতীয় পুলিকেশি প্রায় বিংশ বর্ষ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পারিপার্শ্বিক প্রায় সকল রাজ্যই আক্রমণ করিয়াছিলেন। উত্তরে এবং পশ্চিমে লাটের নৃপতি-গণ—গুজরাট, রাজপুতানা, মালব এবং কোঙ্কণের মৌর্য্যগণ—সকলেই পুলিকেশির (পুলকেশী) প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হন।

পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পুলকেশি ভেঙ্গী অধিকার করেন। ৬০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পিষ্টপুরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পিষ্টপুর অধুনা গোদাবরী জেলায় পিথাপুরম নামে অভিহিত। কয়েক বৎসর পরে, ৬১৫ খৃষ্টাব্দে, কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। সেই সূত্রে তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্ব-চালুক্য-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৭০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের বিদ্যমানতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। পরে পূর্ব্ব-চালুক্য-বংশ চোল-বংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে দ্বিতীয় পুলিকেশী দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল নৃপতির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। চোল, কেরল, পাণ্ড্য, পহ্লব প্রভৃতি রাজগণ পুলিকেশির বশতাপন্ন হন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, ৬২০ খৃষ্টাব্দে, কনোজ-রাজ হর্ষবর্দ্ধন, সমগ্র ভারতের প্রভুত্ব-প্রয়াসী হইয়া দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। পুলিকেশি কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়।

ক্রমে পুলিকেশির যশঃখ্যাতি ভারত-সীমান্তের বহির্ভাগে, বৈদেশিক রাজ্যে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন দ্বিতীয় খসরু পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ৬২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে পুলিকেশি, পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর দরবারে দূত প্রেরণ করেন। পারস্য-রাজ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং সৌজন্য প্রদর্শন জন্য পুলিকেশির দরবারে পুনরায় দূত প্রেরণ করেন। অজন্তার গুহালিপিতে পরস্য-সম্রাটের এই সৌজন্যতার বিষয় চিত্রিত রহিয়াছে। *

পারস্যের সহিত এই মিত্রতা-সম্বন্ধ স্থাপনে ভারতের কলা-বিদ্যায় এক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

* Tabari translated and quoted in Mr. Ferguson's paper in J. R. A. S. in 1876 and Burgess, Notes on the Buddha Rock temples of Ajaunta.'

পণ্ডিতগণ বলেন,—অজন্তার গিরিগুহার কারুশিল্পে পারস্যের শিল্পকলার নিদর্শন বর্ত্তমান। তাঁহারা আরও বলেন,—পারস্যই এই শিল্পকলার উৎসস্থানীয়। পারস্যের শিল্পের মূল—গ্রীস।

৬৪১ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাং ভারতে আগমন করেন। তখন দ্বিতীয় পুলিকেশির প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির অবধি ছিল না। পরিব্রাজকের বর্ণনায় প্রকাশ,—ভারতে তখন সৈন্যবলে পুলিকেশির সমকক্ষ অন্য কেহ ছিলেন না।

হিউয়েনৎ-সাং যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, তখন বাতাপি রাজধানী পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত—তখন যেখানে দ্বিতীয় পুলিকেশির রাজধানী ছিল, সে স্থান অধুনা 'নাসিক' নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক, পুলিকেশির সে প্রতিষ্ঠা-গৌরব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ৬০৯ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীর পহ্লবগণের সহিত পুলিকেশির যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, দীর্ঘদিন-ব্যাপী সেই যুদ্ধই পুলিকেশির কাল হইয়াছিল। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে পহ্লবরাজ নরসিংহবাহন পুলিকেশির রাজধানী অবরোধ এবং লুণ্ঠন করিয়া পুলিকেশীকে নিহত করেন। তার পর প্রায় তের বৎসর কাল চালুক্য-বংশের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন পহ্লবগণ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

* * *

প্রথম-বিক্রমাদিত্য।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দে, পুলিকেশির পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য, পহ্লবরাজকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কাঞ্চী রাজধানীকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

প্রথম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চালুক্যদিগের একটী শাখা গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে, আরবগণ যখন ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন তাহারাই ঘোরতর বাধা প্রদানে আরবদিগকে বিপর্য্যস্ত করে।

* *

পরবর্ত্তী রাজগণ।

বিক্রমাদিত্যের পর চালুক্য-বংশে যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহাদের সকলকেই পহ্লবদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হয়। পরিশেষে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৪০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবদিগকে পরাজিত করিয়া প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মণের পরিচয় প্রাপ্ত হই। রাষ্ট্রকূটদিগের সর্দ্দার দন্তিদুর্গ, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, কীর্ত্তিবর্ম্মণকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অতঃপর চালুক্যদিগের প্রধান শাখা বিলুপ্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজশক্তি রাষ্ট্রকূটগণ অধিগত করিয়া লয়। তার পর দুই শতাব্দীর অধিককাল রাষ্ট্রকূটগণ প্রতিষ্ঠাপন্ন থাকে।

* *

ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন।

বাতাপীর চালুক্য-বংশের প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী রাজত্বকালে ভারতের ধর্ম্মে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপোষকের সংখ্যা তখন অধিক ছিল বটে; কিন্তু তাহার

History of Fine Arts of India & Ceylon, P. 388.

প্রসার-প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। তখন জৈন ও হিন্দু ধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যাগযজ্ঞের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তখন পুরাণোক্ত হিন্দুধর্ম্ম সাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুগণ—জৈন ও বৌদ্ধগণের অনুসরণে, গুহামন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মঙ্গলেশ চালুক্য কর্ত্তৃক বিষ্ণু-মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বাদামী নগরে সেই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মহারাষ্ট্র দেশের দক্ষিণ ভাগে তখনও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে জোরওয়াষ্টার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, খোরাশান হইতে একদল পাশী আগমন করিয়া সঞ্জানে উপনিবিষ্ট হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত থানা জেলায় অধুনা সঞ্জানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। *

* * *

রাষ্ট্রকূট বংশ।

[বংশের পরিচয় ;—দন্তিদুর্গ ;—দ্বিতীয় গোবিন্দ ও অন্যান্য নৃপতি ;—অমোঘবর্ষ ;—অন্যান্য রাজগণ ;—রাষ্ট্রকূট সম্বন্ধে বক্তব্য।]

চালুক্য-বংশের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রকূট-বংশের নাম উল্লিখিত হয়। দন্তিদুর্গ এই রাষ্ট্রকূট-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাতাপী অধিকার করিয়া দন্তিদুর্গ চালুক্য-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পর দন্তিদুর্গ অন্য দেশ-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। তাই তাঁহার খুল্লতাত প্রথম কৃষ্ণ দন্তিদুর্গকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কৃষ্ণ চালুক্যগণের অন্যান্য রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার বংশের একটী শাখা গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণের রাজ্য-কাল ইতিহাসে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। তাঁহারই রাজত্বকালে ইলোরার গুহা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। কৈলাস-পর্ব্বতের সে বিচিত্র কারুশিল্পের তুলনা এ জগতে মিলে না।

* * *

দ্বিতীয় গোবিন্দ ও অন্যান্য নৃপতি।

কৃষ্ণের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ রাজ্যলাভ করেন। তিনি অতি অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার লোকান্তরে, ৭৭০-৭৭৯ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার ভ্রাতা ধ্রুব সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ধ্রুব ক্ষমতাশালী, মহাপরাক্রান্ত এবং বীরপুরুষ ছিলেন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্রতিদ্বন্দ্বিগণের অনেকেই পরাজিত হইয়াছিলেন। ভীনমলের গুর্জ্জররাজ বৎসরাজকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ভোজরাজ-বিজয়ে তিনি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

* Indian Antiquary, P. 174.

বৎসরাজ, গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া ইতিপূর্ব্বে রাজচিহ্ন-স্বরূপ দুইটী শ্বেত ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। বৎস্য-রাজ্য জয়ের পর, ধ্রুব সেই ছত্র দুইটী লইয়া আসেন। *

ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দকে (৭৯৩—৮১৫ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রকূট-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি বলা যায়। বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং মালব হইতে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। পরন্তু তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত তিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে, তিনি তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে 'লাট' প্রদেশের বা গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

* * *

অমোঘবর্ষ।

তৃতীয় গোবিন্দের পর অমোঘবর্ষ রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার রাজ্য বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। প্রায় বাষট্টি বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—চালুক্য-বংশের এক শাখা পশ্চিম গুজরাটে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। চালুক্যদিগের সেই বংশ 'পশ্চিম চালুক্য' নামে অভিহিত হইত। যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা 'পূর্ব্ব-চালুক্য' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বচালুক্যগণ ভেঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত। ভেঙ্গীর সেই পূর্ব্ব-চালুক্যদিগের সহিত অমোঘবর্ষের যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই উপলক্ষে নাসিক হইতে মান্যখেতে তাঁহার রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয়। আরবগণ মান্যখেতকে মানকির বলিত। নিজাম-রাজ্যের যে স্থান অধুনা 'মালখেড়' নামে অভিহিত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই 'মান্যখেত' নামে পরিচিত করেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অমোঘবর্ষ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অমোঘবর্ষ জৈনদিগের 'দিগম্বর' শাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অমোঘবর্ষের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। জিনসেন এবং গুণভদ্র প্রভৃতির অধিনায়কত্বে এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় জৈনধর্ম্ম উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করে। এদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া আসে। তার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়।

* * *

অন্যান্য রাজগণ।

তৃতীয় ইন্দ্র অল্প দিন মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কনোজ-রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। পাঞ্চাল-রাজ্যের রাজা মহীপাল সিংহাসনচ্যুত হন। এই যুদ্ধে মহীপালের অধিকৃত সৌরাষ্ট্র-রাজ্য এবং পশ্চিম প্রদেশ-সমূহ ইন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। ‡

---

* See Introduction to Buhler's edition of the *Vikramankdevacharita*, Bombay Sanskrit Series, 1875.

† Journal of the Royal Asiatic Society, 1900, P. 255.

‡ দেয়ালী তাম্রশাসন, Epigraphica Indica V. 193, l. 18.

রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে চোল-রাজ্যের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে, ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে, চোলরাজ বালাদিত্য নিহত হন। * এই সময়ে জৈন ও হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ফলে, বহু লোক সেই বহ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

দ্বিতীয় কক্ক—রাষ্ট্রকূট-বংশের শেষ নৃপতি। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্য বংশের প্রসিদ্ধ নেতা তৈল বা দ্বিতীয় তৈলপ—কক্ককে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় চালুক্য-বংশের পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কল্যাণীর চালুক্য-বংশ তৈল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কল্যাণীর এই চালুক্য নৃপতিগণ প্রায় আড়াই শত বৎসর দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব-কালে বাণিজ্য-প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল।

* * *

রাষ্ট্রকূট সম্বন্ধে বক্তব্য।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ভারতের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, অর্থনৈতিক—সর্ব্ববিধ উন্নতি, এই রাষ্ট্রকূট-বংশের রাজত্বকালেই সংসাধিত হইয়াছিল। শিল্প-কলার সেরূপ উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে কখনও হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠা-গৌরবে গৌরবান্বিত হন। তখন ইসলাম-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী সিন্ধুপ্রদেশে উড্ডীন হইয়াছিল। 'ওয়াহিন্দা' বা 'হক্‌রা' নদীর পরপারে মুসলমানদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভিনমালের গুজ্জর-রাজ, কনৌজের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। মুসলমানদিগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহিন্দার' পশ্চিম তীরে গুজ্জর ও কনোজ রাজ্যের সম্মিলিত শক্তির সহিত, মুসলমানদিগের পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ চলিতে থাকে।

কিন্তু রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণ কূটরাজনীতি অবলম্বনে ভিন্ন পথে প্রধাবিত হন। তাঁহারা আরবদিগের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, গুজ্জরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রাজকূট-নৃপতিদিগের এই নীতি পরে ভারতের ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। স্বজাতির বিরোধী হইয়া, রাষ্ট্রকূটগণ বৈদেশিক বিধর্ম্মীর সহিত সখ্যতা-সূত্রে আপনাদের ধ্বংসের পথও প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতি দ্রোহীর যে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, তাঁহাদের সেই পরিণামই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, রাষ্ট্রকূটদিগের স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহিতা নীতির ফলে, মুসলমান সওদাগর এবং পরিব্রাজকগণ ভারতের পশ্চিম প্রদেশে অবাধে গতিবিধি করিবার সুবিধা পাইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলেমান নামক জনৈক মুসলমান সওদাগর পশ্চিম ভারতে আগমন করেন। তিনি ভারতের তাৎকালিক অবস্থাদির বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। মুসলমান বণিকগণের মন্তব্যে প্রকাশ,—তখন ভারতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় 'বল্‌হার' নৃপতি বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। ঐ বংশের রাজপুত্রগণ 'বল্লভ' উপাধি গ্রহণে গৌরবান্বিত হইতেন।

* কাম্বে তাম্রশাসন এবং Epigraphica Indica, VII. 36. Listus 91.

যাহা হউক, মুসলমান লেখকগণ রাষ্ট্রকূটদিগের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রাষ্ট্রকূটদিগের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্নমুখী উন্নতিতে তাহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। 'কৈলাসের' কারুশিল্প যাঁহাদের কীর্ত্তি-স্মৃতি বিঘোষিত করিতেছে, এলোরার গুহা-মন্দির যাহাদের শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পের আদর্শের নিদর্শন, ভারতের ইতিহাস তাঁহাদের গৌরব-গাথা প্রচার করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের গৌরবের আর নিদর্শন—সংস্কৃত-ভাষার এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতি পরিপুষ্টি। ফলতঃ, রাষ্ট্রকূটদিগের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্নমুখী উন্নতি—রাজ-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক উৎকর্ষ—তাহার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বিঘোষিত করিতেছে।

* *

কল্যাণের চালুক্য-বংশ।

[তৈল কর্তৃক প্রতিষ্ঠা ;—সত্যাশ্রয় প্রভৃতি ;—বিক্রমাদিত্য ;—
পরবর্ত্তী ঘটনা ;—ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন।]

চালুক্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈল চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে চালুক্য-বংশের পূর্ব্বাধিকৃত প্রায় সকল অংশেই তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র গুজরাট তাঁহার অধিকারে আসে নাই।

তৈলের রাজত্বের অধিকাংশ সময় পরমাররাজ মুঞ্জের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। মুঞ্জ ছয় বার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সপ্তম বারে মুঞ্জ পরাজিত ও বন্দী হন।

কিছুদিন বন্দী মুঞ্জরাজের সহিত তৈল সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন,—মুঞ্জ গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তৈল বিশেষ রোষান্বিত হন এবং নৃশংসের ন্যায় মুঞ্জরাজকে নিহত করেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে রাজা তৈলের লোকান্তর হয়। ইতিহাসে তৈল বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন।

* * *

সত্যাশ্রয় প্রভৃতি।

রাজা তৈলের লোকান্তরে পুত্র সত্যাশ্রয় সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১০০০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ রাজরাজ চালুক্য-রাজ্য আক্রমণ করেন।

রাজরাজের বিপুল বাহিনী চালুক্য-রাজের সকল প্রদেশ বিধ্বস্ত করে। নরশোণিত-স্রোতে দেশ প্লাবিত হয়। নগর-গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া রাজরাজের ছয় লক্ষ সৈন্য নারীহত্যা, শিশুহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যার তাণ্ডব অভিনয় করে।

১০৫২ খৃষ্টাব্দে, তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে, কোপ্পমের যুদ্ধে, চোলরাজ রাজরাজ পরাজিত ও নিহত হন। তখন চালুক্য-বংশের প্রথম সোমেশ্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার অপর নাম—আসবমল্ল। মালবের ধার এবং দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী তাঁহার অধিগত হয়। তিনি চেদিরাজ কর্ণকে পরাজিত করেন।

১০৬৮ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বর কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ব্যাধি-যন্ত্রণা এমনই অসহ্য হইয়া

উঠে যে, পরিশেষে তিনি আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন। কথিত হয়, সোমেশ্বর একদিন লুক্কায়িত ভাবে তুঙ্গভদ্রায় ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন।

* * *

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমাদিত্য—সোমেশ্বরের ত্যক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি 'ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য', 'বিক্রমাঙ্ক' 'বিক্রমার্ক' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা দ্বিতীয় সোমেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিক্রমাদিত্য সিংহাসন অধিকার করেন।

কথিত হয়,—বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীশূরের অন্তর্গত দ্বারসমুদ্রের 'হৈশল' নৃপতি বিষ্ণুর সহিত তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ—বিষ্ণু এই যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন বিক্রমাদিত্য আপনাকে শ্রেষ্ঠ-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া মনে করেন; এবং তাঁহার বিজয়-কাহিনীর স্মরণার্থ ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে নিজ নামে এক অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু সে অব্দের ব্যবহারের বিষয় গ্রন্থ-পত্রে পরিদৃষ্ট হয় না।

কল্যাণী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। নিজাম-রাজ্যের বর্ত্তমান কল্যাণ—সেই কল্যাণীর স্মৃতি বিঘোষিত করিতেছে। প্রথম সোমেশ্বর এই কল্যাণী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ,—'মিতাক্ষরার' প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর এই কল্যাণী রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতেন।

* *

পরবর্ত্তী ঘটনা।

বিক্রমাঙ্কের লোকান্তরের পর চালুক্য-বংশের পতনের সূচনা হয়। ১১৫৬—৬২ খৃষ্টাব্দে, তৃতীয় তৈলের রাজত্ব-কালে, তাহার প্রধান সেনাপতি 'কলচুরি' জাতীয় বিজ্জল বা বিজ্জন বিদ্রোহাচরণ করেন এবং রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন।

বিজ্জল এবং তাঁহার পুত্র ১১৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। পরে চালুক্য-বংশীয় চতুর্থ সোমেশ্বর নষ্ট-রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

কিন্তু চতুর্থ সোমেশ্বর পারিপার্শ্বিক শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। পশ্চিমে দেবগিরির যাদবগণের এবং দক্ষিণে দ্বারসমুদ্রের হৈশলগণের পুনঃপুনঃ আক্রমণে চতুর্থ সোমেশ্বর বিধ্বস্ত হইলেন। চালুক্য-রাজ্যের কতকাংশ যাদব-রাজ্যের এবং কতকাংশ হৈশল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এইরূপে ১১৯০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণীর চালুক্য-বংশের অবসান হয়। তখন হইতে তাঁহারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হন।

* * *

ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন।

১১৫৬-৬২ খৃষ্টাব্দে চালুক্য সেনাপতি বিজ্জল চালুক্য-রাজ্য অধিকার করিলেও তাঁহার প্রভুত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্জল স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের ধর্ম্ম-নৈতিক গগনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে শৈব-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল;—'বীর শৈব' অর্থাৎ 'লিঙ্গায়ৎ' শৈব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল।

বিজ্জল স্বয়ং জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শৈব ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ১১৬৭ 'লিঙ্গায়ৎ' সম্প্রদায়ের দুই জন প্রধান যোগীর চক্ষুরুৎপাটন করেন। কথিত হয়, যোগি-পুরুষদ্বয়ের ব্রহ্মরক্তই 'লিঙ্গায়ৎ' শৈব-সম্প্রদায়ের স্থায়িত্বের সূত্রপাত করিয়া দেয়। বিজ্জলের মন্ত্রী বাসব, রাজার এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সেই স্থানে 'লিঙ্গায়ৎ' সম্প্রদায়ের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও বিজ্জলের শাসন-কালেই যে 'লিঙ্গায়ৎ' সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে,— এই সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। পুনর্জ্জন্মে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী; তাঁহারা বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করেন। অপিচ, সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ হইলেও লিঙ্গায়ৎগণ ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষপরায়ণ। অধুনা কেনারি জেলা সমূহে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্য অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে বৌদ্ধ এবং জৈন-ধর্ম্ম বিশেষ খর্ব্ব হইয়া আসে। প্রথম প্রথম উভয় ধর্ম্মের প্রতিঘাতে লিঙ্গায়ৎদিগের একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু ক্রমে অধিকাংশ ব্যক্তি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে বাধা অপসারিত হয়। ফলে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রভাবে ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লোপ প্রাপ্ত হয়।

* * *

হৈশল-বংশ।

[আদি-কথা ;—রাজা বিত্তিদেব বা বিষ্ণুবর্দ্ধন ;—দ্বিতীয় নরসিংহ ;—অন্যান্য পরিচয়।]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহীশূর রাজ্যে হৈশলগণ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠেন। হৈশল—পৈশল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা—বিত্তিদেব অথবা বিত্তিগ। ১১৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিত্তিদেব দোরসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি জৈন-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তখন বিত্তিদেবের মন্ত্রী ছিলেন,—গঙ্গারাজ। তিনিও একজন জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। চোলদিগের আক্রমণে ইতিপূর্ব্বে যে জৈন-মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রাজা বিত্তিদেব ও মন্ত্রী গঙ্গারাজ উভয়ে তাহার সংস্কার-সাধন করেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে রাজা বিত্তিদেব বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর উপাসনায় নিবিষ্ট হন। রাজা বিত্তিদেব এই উপলক্ষে পরম বৈষ্ণব রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাজা বিত্তিদেবের তত্ত্বাবধানে রাজধানী দোরসমুদ্রে (অধুনা হালেবিদ নামে অভিহিত) এবং বেলুড়ে দুইটী বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিত্তিদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম পরিগ্রহণ করেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজত্ব-কালে চোল পাণ্ড্য এবং চের রাজ্য তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করে। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে, বিষ্ণুবর্দ্ধনের বংশধর দ্বিতীয় নরসিংহ, চোলদিগের সহায়তায় ত্রিচিনোপলি অধিকার করিয়াছিলেন।

* * *

অন্যান্য পরিচয়।

বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র বীর বল্লাল অনেক দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে মহীশূরের উত্তর বিভাগ হৈশল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকাশ,—তিনি দেবগিরির যাদবদিগকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্য বিজয়ের পর হৈশল-রাজ্য দাক্ষিণাত্যে শ্রেষ্ঠ পদবীতে সমাসীন হয়। তখন দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ উপত্যকার সমস্ত অংশ হৈশল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হৈশল-বংশের প্রতিষ্ঠা গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হই। তার পর, মুসলমান বীর মালিক কাফুর এবং খাজা হাজি হৈশল-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ধ্বংস-সাধন করেন। রাজা বন্দী হন এবং রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। কথিত হয়,—হৈশল-বংশীয় কোনও নৃপতি তার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তবে তাঁহার বিশেষ প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের অধীন ছিলেন।

* * *

যাদবগণ।

[রাজা সিজ্ঘন ;—রাজা রামচন্দ্র ;—বিবিধ প্রসঙ্গ।]

দেবগিরির যাদবগণ প্রথমতঃ চালুক্য-রাজ্যের করদ ছিলেন। দেবগিরি এবং নাসিকের অভ্যন্তরে তাঁহারা যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সেই রাজ্য তখন 'সেভানা' বা 'সিউনা' নামে পরিচিত ছিল।

যাদবগণের মধ্যে ভিল্লম-ই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে হৈশল-দিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিছু দিন আর যাদবগণের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না।

* * *

রাজা সিজ্ঘন।

এই বংশের সর্ব্বপ্রধান রাজার নাম—সিজ্ঘন। শৌর্য্য-বীর্য্যে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় যাদব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা গৌরবের অবধি ছিল না। এক সময়ে যাদব-রাজ্য—চালুক্য-রাজ্যের এবং রাজ্যের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল,—সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

* * *

রাজা রামচন্দ্র।

হৈশল-বংশের ন্যায় যাদববংশও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উন্মূলিত হয়। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজি ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন নর্ম্মদা অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় যাদব-বংশের শেষ নৃপতি রামচন্দ্র তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথিত হয়,—রাজা রামচন্দ্র আত্মরক্ষার জন্য জীবনের বিনিময়ে আলাউদ্দিনকে ছয় মণ মুক্তা, দুই মণ হীরক, দুই মণ পদ্মরাগ, দুই মণ বৈদূর্য্য-মণি এবং দুই মণ মরকত বা পান্না প্রদান করিয়াছিলেন।

তার পর, ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে, মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠনে গমন করেন ; তখনও রামচন্দ্র তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত হয়,—

রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরে-রাজ্যে হিন্দু প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তাহার পর মুসলমানদিগের আক্রমণে ঐ রাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

* * *

বিবিধ।

রামচন্দ্রের লোকান্তরে তাঁহার জামাতা হরপাল যাদবরাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈদেশিকের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। হরপাল নিহত হন। যাদব-রাজ্য এবং যাদবরাজ-বংশের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়। *

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে সংস্কৃত কবি হেমাদ্রি বা হেমাদপন্থের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র নীতি-সমূহ সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হন।

* * *

দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান রাজবংশ।

[বাতাপির চালুক্য-বংশ ;—মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশ ;—
কল্যাণীর চালুক্য-বংশ।]

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জনপদে যে সকল রাজবংশ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সকল বংশে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও রাজ্য-প্রাপ্তিকাল প্রদত্ত হইল ; যথা,—

* * *

বাতাপির চালুক্য-বংশ।

(৫৫০ খৃষ্টাব্দ—৭৫৩ খৃষ্টাব্দ।)

রাজার নাম		রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল।
১। প্রথম পুলিকেশী (রণবিক্রম, বল্লভ, সত্যাশ্রয়)	...	৫৫০ খৃষ্টাব্দ।
২। প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মণ (বল্লভ, রণপরাক্রম)	...	৫৬৬—৫৬৭ „
৩। মঙ্গলেশ (বল্লভ, রণবিক্রান্ত)	...	৫৯৭—৫৯৮ „
৪। দ্বিতীয় পুলিকেশী (বল্লভ, সত্যাশ্রয়)	...	৬০৮ „
(৬৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তের বৎসর এই বংশের কেহ প্রতিষ্ঠাপন্ন হন নাই)		
৫। প্রথম বিক্রমাদিত্য (বল্লভ, সত্যাশ্রয়)	...	৬৫৫—৬৫৯ „
৬। বিনয়াদিত্য (সত্যাশ্রয়, বল্লভ)	...	৬৮০ „
৭। বিজয়াদিত্য (সত্যাশ্রয়)	...	৬৯৬ „
৮। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (অনিবারিত)	...	৭৩৩ „
৯। দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মণ (নৃপসিংহরাজ)	...	৭৪৬ „

* মিষ্টার রাইসের গ্রন্থে হৈশল এবং যাদবগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। Rice, Mysore and Coorg from the Inscriptions, 1909.

এই সময় রাষ্ট্রকূট-রাজগণের আক্রমণে কীর্ত্তিবর্ম্মণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হন। তাঁহার প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়। কীর্ত্তিবর্ম্মণ সামান্য সামান্তরাজ মধ্যে পরিগণিত হন।

* * *

মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশ।

(৭৫৩ খৃষ্টাব্দ—৯৭৮ খৃষ্টাব্দ।)

রাজার নাম।		রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল
১। দন্তিদুর্গ (খড়্গাবলোক)		৭৫৩ খৃষ্টাব্দ।
২। প্রথম কৃষ্ণ (অকালবর্ষ)		৭৬০ „
৩। দ্বিতীয় গোবিন্দ (প্রভুতবর্ষ)		৭৭৫ „
৪। ধ্রুব (নিরুপম, শ্রীবল্লভ)		৭৮০ „
(জৈন হরিবংশের মতে ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়)		
৫। তৃতীয় গোবিন্দ (প্রভুতবর্ষ)	...	৭৯৩ খৃষ্টাব্দ
৬। প্রথম অমোঘবর্ষ (নৃপতুঙ্গ)	...	৮১৫ „
৭। দ্বিতীয় কৃষ্ণ (কৃষ্ণবল্লভ)	...	৮৮০ „
৮। তৃতীয় ইন্দ্র (নিত্যবর্ষ)	...	৯১২ „
৯। দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ	...	৯১৬—১৭ „
১০। চতুর্থ গোবিন্দ (সুবর্ণবর্ষ)	...	৯১৭ „
১১। তৃতীয় অমোঘবর্ষ (বদ্দিগ)	...	৯৩৫ „
১২। তৃতীয় কৃষ্ণ (কন্নর)	...	৯৪০ „
১৩। খোত্তিগ (নিত্যবর্ষ)	...	৯৬৫ „
১৪। দ্বিতীয় কক্ক (কক্কল)	...	৯৭২ „

* * *

কল্যাণীর চালুক্য-বংশ।

(৯৭৩ খৃষ্টাব্দ—১১৯০ খৃষ্টাব্দ।)

রাজার নাম		রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল
১। প্রথম তৈল (তৈলপ, আহবমল্ল ইত্যাদি)	.	৯৭৩ খৃষ্টাব্দ।
২। সত্যাশ্রয় (সত্তিগ)	.	৯৯৭ „
৩। পঞ্চম বিক্রমাদিত্য (ত্রিভুবনমল্ল)	.	১০০৯ „
৪। দ্বিতীয় জয়সিংহ (প্রথম জয়দেবমল্ল)	.	১০১৬ „
৫। প্রথম সোমেশ্বর (আহবমল্ল)	.	১০৪২ „
৬। দ্বিতীয় সোমেশ্বর (ভুবনৈকমল্ল)	.	১০৭৫ „
৭। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (বিক্রমার্ক, বিক্রমাঙ্ক)	.	১০৭৫—৭৬ „
৮। তৃতীয় সোমেশ্বর (ভুলোকমল্ল)	.	১১২৫—২৬ „
৯। পরম জগদেবমল্ল—দ্বিতীয়	.	১১৩৪ „
১০। তৃতীয় তৈল (তৈলপ, ত্রৈলোক্যমল্ল)	.	১১৪৯ „
১১। পঞ্চম সোমেশ্বর (ত্রিভুবনমল্ল)	.	১১৬২ „

[কলচুরীর বিজ্জল ১১৫৫—১১৬২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি প্রথমে চালুক্য-দিগের সেনাপতি ছিলেন। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্জল স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বংশধরগণ, সোমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে, ১১৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।]

* * *

পাণ্ড্য-রাজগণ।

[পরিচয় ;—পাণ্ড্য রাজ্যের বাণিজ্য-বন্দর ;—পাণ্ডিয়ার উপাখ্যান ;—পল্লভরাজ নরসিংহবর্ম্মণ ;—পরিব্রাজকের মন্তব্য ;—চোল রাজগণ ;—বিবিধ বক্তব্য।]

প্রাচীন পাণ্ড্য-রাজ্য—উত্তরে ভেল্লারু নদী হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে করমণ্ডল উপকূল হইতে পশ্চিমে অচ্ছাঙ্কোভিল গিরিপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন দক্ষিণ ভারতের যে অংশ মাদুরা এবং তিন্নেভেলি জেলা বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্ব্বে সেই অংশই সাধারণতঃ পাণ্ড্য-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। কখনও কখনও ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশও পাণ্ড-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। কখনও বা তিন্নেভেলীর কিয়দংশ পাণ্ড্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত।

এইরূপে, পাণ্ড্য-রাজ্যের পাঁচটী বিভাগ কল্পিত হয়। সেই পাঁচটী বিভাগে যাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে সময়ে একযোগে 'পঞ্চপাণ্ড্য' নামে অভিহিত হইতেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মাদুরা বা কুড়াল—পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী ছিল। কথিত হয়,—তাহারও পূর্ব্বের রাজধানী 'কোরকাই' নামে অভিহিত হইত। পাশ্চাত্যমতে যাহা ঐতিহাসিক যুগ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহারও পূর্ব্বে, 'দক্ষিণ মানালুর' পাণ্ড্যরাজ্যের এক প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন,—দক্ষিণ মানালুর তখন মাদুরা জেলারই পূর্ব্বাংশে নির্দ্দিষ্ট হইত।

প্রবাদ এই,—পুরাণোক্ত ভ্রাতৃত্রয় পাণ্ড্য, চোল এবং কেরল নামে তিনটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতগণের মতে, কোরকাই বা কেরলই দক্ষিণ-ভারতীয় সভ্যতার আদি-ক্ষেত্র। তাম্রপর্ণি নদীর তীরবর্ত্তী এই 'কোরকাই' নগর এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু এখন তাহার সমস্ত গৌরব নষ্ট হইয়াছে। মাদুরায় যখন পাণ্ড্য-গণের রাজধানী স্থাপিত হয়, তখনও যুবরাজ কোরকাই নগরেই অবস্থিতি করিতেন।

তার পর, কালের আবর্ত্তনে যখন নদীগর্ভ পূর্ণ হইয়া উঠিল, বাণিজ্যপোত-সমূহ যখন আর কোরকাই বন্দরে পৌছিতে পারিল না; তখন 'কয়াল' বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র-মধ্যে পরিণত হইল। কথিত হয়,—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলো এই কয়াল বন্দরে অবতরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে কয়াল বন্দরও পরিত্যক্ত হয়। নদীগর্ভ ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে। অগত্যা টিউটিকোরিণে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়।

ঐতিহাসিক প্লিনির সমসময়ে মাদুরাই পাণ্ড্য-রাজ্যের প্রধান নগর ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীতে মেগাস্থিনীস, মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন,—তখন হিরাক্লেসের কন্যা পাণ্ডিয়া পাণ্ড্য-রাজ্য প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। তখন ঐ রাজ্যে স্ত্রী-প্রাধান্য বর্ত্তমান। পাণ্ডিয়ার অধীনে ৩৬৫ খানি পল্লী ছিল। পাণ্ডিয়া আদেশ দিয়াছিলেন,—প্রতি পল্লী হইতে প্রতিদিন রাজকোষে অর্থ সরবরাহ হইবে। যে পল্লীর অধিবাসী পাণ্ডিয়ার আদেশ অমান্য করিবে, তাহারা দণ্ডিত হইবে। কথিত হয়,—পাণ্ডিয়ার পিতা তাঁহাকে পাঁচ শত হস্তী, চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। পাণ্ডিয়ার রাজ্যে মণি-মুক্তার অভাব ছিল না।

প্রকাশ—২০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্য-রাজ পাণ্ডিয়ান, অগাষ্টাস সিজারের দরবারে রোমে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন রোমের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যও প্রবলভাবে চলিতেছিল। কিন্তু ২১৫ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে কারাকালার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময় হইতে পরবর্ত্তী কিছুকাল পর্য্যন্ত পাণ্ড্য-রাজ্যের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

তামিল-গ্রন্থে পাণ্ড্য-রাজ্যের বহু নৃপতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের অনেকেই অতি প্রাচীন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, পাণ্ড-রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে তাঁহাদের বিবরণ আদৌ কার্য্যকরী নহে।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্য-রাজ্যে 'নিদাম চেলিয়ান' নামক রাজার পরিচয় অবগত হই। তিনি সিংহলের প্রথম গজবাহুর এবং কারিকল চোলের পৌত্র নেডুমুদিকিল্লির সমসাময়িক বলিয়া উক্ত হন। পণ্ডিতগণের মতে সিংহলের প্রথম গজবাহু ১৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

তখন পাণ্ড্যরাজ্যে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি-সাধন হইয়াছিল। 'সাহিত্যসঙ্ঘ' সভার সভ্যগণ তখন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচনা করিতেন। তিরুবল্লভের 'কুরল' প্রভৃতি গ্রন্থ এতৎপ্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৬৪০ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনৎ-সাং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। তখন পহ্লভরাজ নরসিংহবর্ম্মণের রাজধানী কাঞ্চীতে (বর্ত্তমান কঞ্জেভরম) হিউয়েনৎ-সাং কিছুকাল অবস্থিতি করেন। তখন দক্ষিণ ভারতে পল্লভরাজ নরসিংহবর্ম্মণ বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন।

পরিব্রাজক স্বয়ং পাণ্ড্যরাজ্যে গমন করেন নাই। তখন কাঞ্চীর বৌদ্ধগণ পাণ্ড্য-রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে যে সকল তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন, হুয়েনৎ-সাং তাহাই লিপিবদ্ধ করেন।

হিউয়েনৎ-সাঙের বর্ণনায় পাণ্ড্য-রাজ্য—'মলকুত' বা 'মলকোট্যা' নামে অভিহিত। কিন্তু ঐ রাজ্যের রাজধানীর নাম তাঁহার গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। তখন পাণ্ড্যরাজ একজন সামন্ত মধ্যে পরিগণিত। সেই জন্যই বোধ হয় পরিব্রাজক তাঁহার বর্ণনায় পাণ্ড্য-রাজ্যের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তখন মলকুতায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব এবং প্রাচীন বিহার-সমূহ ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে। তখন সেখানে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ড্যরাজ্য তখন হিন্দুর দেবমন্দিরে সুশোভিত। তখন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের জৈনগণেরও অভাব ছিল না। তখন তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিমগ্ন; শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তাহাদের তাদৃশ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাণ্ড্য-রাজ্যের একখানি লিপিতে পাণ্ড্য-রাজগণের এক তালিকা প্রাপ্ত হই। তাঁহারা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন

পাণ্ড্যরাজ অরিকেশরী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পল্লবদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। তার পর ৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে ভরগুণাভরণ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি গঙ্গা পহ্লভ অপরাজিতের নিকট শ্রীপুরম্বিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সময়ে চোল রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তখন পাণ্ড্যগণই পল্লভদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু ৭৪০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবদিগের ক্ষমতা অধিকাংশ হ্রাস হয়। ঐ বৎসর বিক্রমাদিত্য চালুক্য, পহ্লবরাজ নন্দীবর্ম্মণকে পরাজিত করেন। তার পর নবম শতাব্দীর শেষভাগে আদিত্য চোল পহ্লবদিগকে বিধ্বস্ত করিলে, দশম শতাব্দী হইতে পাণ্ড্য-রাজগণ চোলদিগের প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য হন। এই সময় হইতে পাণ্ড্যরাজ্য কখনও পরাধীন হয়, আবার কখনও স্বাধীনতা অবলম্বন করে। এইরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত পাণ্ড্যগণ দক্ষিণ ভারতে আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* * *

চোল-রাজগণ।

যাহা হউক, ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ রাজরাজ পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করিয়া লন। প্রায় দুই শত বৎসর পাণ্ড্য-রাজ্য চোলদিগের অধীন ছিল। তখন স্থানীয় সামন্তগণ পাণ্ড্য-রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসন করিতেন। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্যগণ পুনরায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়।

৬৪০ খৃষ্টাব্দে হিউয়েনৎ-সাং দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রবল প্রভাব। অসংখ্য জৈনমন্দির তখন পহ্লভ (দ্রবিড়) রাজ্যে এবং পাণ্ড্য (মলকুত) রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। তখন ধর্ম্ম বিষয়ে কোনপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মনে হয়,—পরিব্রাজক প্রত্যাবৃত্ত হইলে, জৈনদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল।

রাজা কুন, সুন্দর অথবা নেদুরাম পাণ্ড্য, বাল্যকাল হইতেই জৈনমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু চোল-রাজবংশে বিবাহ করিবার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা শৈব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।. কথিত হয়, রাজা সুন্দর, মহিষীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগ বশতঃ তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য জৈনদিগকে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। কেন-না, জৈনগণ ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। এইরূপে বিবিধপ্রকারে উৎপীড়িত হওয়ায় জৈন-ধর্ম্মের অবনতি ঘটে।

পাণ্ড্য এবং সিংহল-রাজ এই সময়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। বহুদিন সে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহলরাজ পাণ্ড্য-রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন পরাক্রমবাহু সিংহলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহাবংশের বর্ণনায় বুঝিতে পারি,—সিংহলরাজ একবারও পরাজিত হন নাই। কিন্তু নিকটবর্ত্তী অর্পক্কমের লিপিতে প্রকাশ,—প্রথমে কৃতকার্য্য হইলেও, পরিশেষে

সিংহলরাজকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। তিনি সসৈন্যে পলায়ন করেন। তখন দক্ষিণ ভারতের সকল রাজাই একসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই একতার ফলেই পাণ্ড্য-রাজ সিংহল-রাজকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই দৃষ্টান্তে জগৎ দেখিল,—একতাই শক্তি। একতাতেই মানুষ পৃথিবীবিজয়ে সমর্থ হয়। একতা ভিন্ন কোনও কার্য্যই সম্ভব নহে। সামান্য তৃণমুষ্টি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, অসাধ্য-সাধন হইতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে, তাহার কোনই কার্য্যকারিতা নাই।

পাণ্ড্য-রাজ দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শক্তির সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই সিংহলরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। নচেৎ, তাঁহার যে পরিণাম সঙ্ঘটিত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হয় তো তিনি সিংহল-বাহিনীর প্রবল বেগে বিপর্য্যস্ত হইতেন।

সিংহল ও পাণ্ড্যের এই দ্বন্দ্বে ইতিহাস শিখাইল—যদি আত্মরক্ষা করিতে চাও, একতাবদ্ধ হও। যদি অস্তিত্ব বজায় রাখিবার বাসনা থাকে, সঙ্ঘবদ্ধ হও। একতাই জাতীয় শক্তি বিকাশের একমাত্র উপায়।

পরবর্ত্তিকালে ভারত যে বৈদেশিক আক্রমণের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ—এই সঙ্ঘশক্তির অভাব;—স্ব স্ব প্রাধান্য পরিরক্ষণে স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় নৃপতিগণ যদি একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বৈদেশিককে বাধা প্রদান করিতেন, পাণ্ড্য-রাজ্যের ন্যায় সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলনে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করে না।

যাহা হউক, কিলহর্ণের সংগৃহীত তালিকা হইতে বুঝিতে পারি,—পাণ্ড্যরাজগণ ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত বৎসর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন।

তখন পাণ্ড্যদিগের এক রাজার পরিচয় পাই। সে রাজার নাম—প্রথম জটাবর্ম্মণ সুন্দর। ১২৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—কুড়ি বৎসর তাঁহার রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হয়। নেল্লোর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

তার পর ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুরের আক্রমণে পাণ্ড্যরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে।

* * *

কেরল রাজ্য।

কেরল রাজ্যের প্রথম উল্লেখ—অশোকের লিপিতে দেখিতে পাই। অশোকের লিপিতে কেরল—কেরলপুত্র নামে উল্লিখিত। প্লিনির ইতিহাসে এবং 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থেও কেরলের ঐ একই পরিচয় প্রাপ্ত হই।

তামিল গ্রন্থে চেরা রাজ্যের পাঁচটী বিভাগ পরিকল্পিত দেখি। এক একটী বিভাগ 'নাড়ু' নামে অভিহিত। পাশ্চাত্যমতে 'নাড়ু' শব্দে জেলা বুঝায়। তামিল-গ্রন্থোক্ত সেই পাঁচটী নাড়ু বা বিভাগ; যথা—(১) পুলিনাড়ু,—আগলপুলা হইতে পোনানি নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত; (২) কুদমনাড়ু,—পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং পোনানি হইতে এরনাকুলামের সন্নিকটে পেরিয়ার নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (৩) কুড্ডমনাড়ু—কোট্টমের এবং কুইনলনের অন্তর্গত হ্রদবহুল প্রদেশ;

(৪) ভেন-নাড়ু—কুইনলন হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং (৫) করকা-নাড়ু,—পূর্ব্বদিকের পার্ব্বত্য-প্রদেশ। মুজিরিস—আধুনিক ক্রাঙ্গানোর।

যাহা হউক, দশম শতাব্দীতে কেরল রাজ্য—চোল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তখন হইতেই কেরলের ঐতিহাসিক তথ্য কিয়ৎপরিমাণে নির্ণীত হয়।

চের-রাজ্যের অতি প্রাচীন রাজধানীর নাম—ভঞ্জী, ভঞ্চী অথবা কারুর। অধুনা তিরু-কারুর নামক পরিত্যক্ত পল্লীতে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ হয়। তার পর, পেরিয়ার নদীর মোহানায় তিরুভঞ্জীকলমে চের-রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

কৈম্বাটুর এবং সালেম—কোঙ্গু নামে পরিচিত ছিল। কেরল ও কোঙ্গু পরস্পর স্বতন্ত্র। কিন্তু পরিশেষে কেরল এবং কোঙ্গু পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। কিছু দিন পরে কোঙ্গু পুনরায় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে এবং চের-রাজ্য নামে অভিহিত হয়। কেরল-রাজ্য স্বতন্ত্র থাকে।

তামিল গ্রন্থে প্রবলপরাক্রান্ত এক চেররাজের পরিচয় পাই। তাঁহার নাম—চেরকুট্টবন। তিনি পাণ্ড্যরাজ নেড়ুন-চেলিয়ানের এবং কারিকালার পৌত্র নেড়ুমুদ্দকিল্লি চোলের এবং সিংহলরাজ প্রথম গজবাহুর সমসাময়িক ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য চোল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন রাজেন্দ্র চোল কুলতুঙ্গ চোল-রাজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। *

দাক্ষিণাত্যে সতীয়পুত্র রাজ্য নামে আর একটী রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। অশোকের লিপিতেই মাত্র তাহার উল্লেখ দেখি। কিন্তু তাহার অন্য কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয় না। †

* পরলোকগত মিষ্টার সুন্দরাম পিলে ত্রিবাঙ্কোরের অধিবাসী। তিনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ত্রিবাঙ্কোরের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে ত্রিবাঙ্কোর—পৃথিবীর সভ্যতার আদিক্ষেত্র। ভারতীয় সভ্যতারও আদি—ত্রিবাঙ্কোর। ত্রিবাঙ্কোরে মুসলমানগণ কখনও প্রবেশ করেন নাই। মিষ্টার পিলের মতে ত্রিবাঙ্কোরে এখনও প্রাচীন ভারতের আদি-ধর্ম্ম আদি সভ্যতা, আচার ব্যবহার, বিধি নিয়মের আদর্শ-নিদর্শন বর্ত্তমান। তাঁহার মতে, ভারতের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথম দাক্ষিণাত্যের, বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক।

ত্রিবাঙ্কোরে প্রায় শতাধিক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার অধিকাংশই 'ভট্টেলুটু' অক্ষরে লিখিত। মিঃ পিলে সেই সকল লিপি হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কোর রাজ-বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের আদ্যন্ত সন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। *Vide* Hints to Coin Collectors in Southern India (Madras 1889).

† দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যের বিবরণ সম্বন্ধে আমরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের উপর নির্ভর করিয়াছি। সেই সকল গ্রন্থের নাম প্রদান করিলাম; যথা,—

(1) Tamil, Eighteen Hundred Years Ago; Indian Antiquary, different volumes viz. II, VIII, XXIV, XXVI etc. South Indian Inscriptions, Vol. III; Elliot, Coins of Southern India (1885); Bhandarkar, Early History of the Dekkan; Tamilian Antiquary; An Account of the Primitive tribes and Monuments of the Nilagiris etc. etc; V. A. Smith, *Early History* of India.

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বাধীনতার শেষ-স্মৃতি।

[সূচনায় ;—পূর্ব্বানুস্মৃতি ;—স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ;—পূর্ব্ব-পরিচয় ;—বিজয়-সেন ;—বল্লালসেন ;—কৌলীন্য প্রথা ;—কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক কে ;—সেন-বংশ কোন্ জাতীয় ;—লক্ষ্মণসেন ;—লক্ষ্মণাব্দ বা 'ল-সং' ;—মুসলমান আক্রমণ ;—বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতি ;—মুসলমানের বঙ্গদেশ জয় ;—মিন্‌হাজের বর্ণনা ;—বঙ্গ-বিজয়ের সত্যতা নিরূপণ ;—লিপির প্রমাণ ;—বিরুদ্ধ-যুক্তির আলোচনা ;—সিদ্ধান্ত ;—পরিপোষক যুক্তি-সমূহ ;—অব্দ-গণনায় প্রামাণ্য ;—উপসংহার।]

সূচনায়।

অন্ধকারে আবার একবার বিদ্যুদ্বিকাশ হইল !—বঙ্গের ভাগ্যাকাশে আবার একবার সৌভাগ্য-রবির উদয় ঘটিল ! স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীনতা আবার একবার ফিরিয়া আসিল !

পাল-বংশের শাসনাধীনে বঙ্গদেশ যে স্বাধীনতা-গৌরবে গরীয়ান হইয়াছিল ; পরেও আর একবার সে বঙ্গ-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়।

তবে এবার সে পদ্ধতির একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'মাৎস্যন্যায়' বিদূরণে বঙ্গের জনসাধারণ গোপাল-দেবকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল !—প্রজাশক্তির পূর্ণ বিকাশ তখন প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এবার সে শক্তির সে ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল না। যাহা হউক, নির্ব্বাচন-পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও—রাজশক্তির পূর্ণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইলেও,—বঙ্গের স্বাধীনতা অটুট ছিল,—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

* *
*

পূর্ব্বানুস্মৃতি।

স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি গোপালদেবের বংশ বহুদিন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের শাসনাধীনে বঙ্গের প্রজাতন্ত্র দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু তাহার পর শাসন-তন্ত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিল। তখন প্রজা-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্র-শাসন বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তখনও বঙ্গদেশ স্বাধীন !—তখনও বঙ্গদেশ স্বাধীনতা-গর্ব্বে গরীয়ান !

পাল-বংশের শেষ স্বাধীন নৃপতি—মহেন্দ্রপাল। তাঁহারই রাজত্বকালে বঙ্গদেশ পাল-

বংশের হস্তচ্যুত হয়। পালবংশের হস্তচ্যুত হইলেও বঙ্গদেশ তখনও স্বাধীনতা হারায় নাই। তখনও তাহার পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল,—তখনও সে স্বাধীনতা-গৌরবে গৌরবান্বিত!

১০৮০ খৃষ্টাব্দে পালবংশের তৃতীয় বিগ্রহপাল, চেদিরাজ কর্ণকে বিধ্বস্ত করেন। ঐ বৎসরই বিগ্রহপালের লোকান্তর হয়। তাঁহার তিন পুত্র। সেই তিন পুত্রের নাম—দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপাল।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারাগারে বন্দী করেন।

তখন উত্তর-বঙ্গে চাষী কৈবর্ত্তদিগের অত্যন্ত প্রভাব। তাহারা তখন বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মহীপালের এই অন্যায়াচরণে কৈবর্ত্তগণ বিশেষ ক্রোধান্বিত হয়। দিব্য বা দিব্যোক নামক সর্দ্দারের অধিনায়কত্বে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

রাজা মহীপাল নিহত হন এবং কৈবর্ত্তগণ রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। দিব্যোকের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম কৈবর্ত্তগণের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া বরেন্দ্র-ভূমে প্রতিষ্ঠান্বিত হন। বঙ্গের সিংহাসন কৈবর্ত্তগণের করতলগত হয়।

মহীপালের অন্যায়াচরণে প্রজাশক্তি জাগরিত হইয়া উঠে। প্রজাগণের সঙ্ঘ-শক্তির নিকট রাজশক্তি যে তিষ্ঠিতে পারে না, কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি। প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তি বিপর্য্যস্ত হইল। জগৎ দেখিল,—স্বাধীন বঙ্গের প্রজাশক্তি কত ক্ষমতাশালী! আর তাহার নিকট রাজশক্তি কত হীন! জগৎ আরও দেখিল,—যে প্রজাশক্তি একদিন মহীপালের পূর্ব্ব-পুরুষকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, সেই প্রজাশক্তিই আবার তাঁহার বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত করিল!

যাহা হউক, ভীম কর্ত্তৃক বরেন্দ্র ভূমি অধিকৃত হইলে মহীপালের ভ্রাতৃদ্বয় কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। রাজপুত্র রামপাল পলায়ন করিয়া বহু আয়াসে সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সেই সৈন্যের সহায়তায় কৈবর্ত্ত ভীমকে পরাজিত করিয়া রামপাল বঙ্গের সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। কথিত হয়,—এই যুদ্ধে রাষ্ট্রকূট-সৈন্য রামপালকে সহায়তা করিয়াছিল। ভীম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। *

*
*

স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠায়।

১০৮০ খৃষ্টাব্দে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পর, কলিঙ্গ-রাজ্যের অশেষ শক্তিশালী রাজা চোরগঙ্গা উড়িষ্যার উত্তর ভূভাগ পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে চোরগঙ্গা কলিঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

কলিঙ্গ-রাজের সামন্তদেব নামক জনৈক কর্ম্মচারী এই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন

---

* বৈদ্যদেবের কমৌলি দানপত্রে ভীমের পরাজয় এবং মিথিলা জয়ের ইতিহাস বিবৃত আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত' নামক সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হই। নেপালে ঐ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। Vide A. S. B. Memoirs. Vol. III. and Epigraphika Indika, Vol. II.

করিয়া, 'কাশীপুরীতে' এক রাজ্য স্থাপন করেন। * কাহারও কাহারও মতে সামন্তদেবের পুত্র হেমন্তসেন কর্ত্তৃক সেই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সামন্তসেন—সামন্তদেব নামেও পরিচিত।

যাহা হউক, সামন্তসেন অথবা হেমন্তসেন—যিনিই সে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুন; তাঁহারা কেহই বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের রাজ্যসীমা 'কাশীপুরীর' গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা সামন্ত বলিয়াই কিছুদিন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলেন।

সামন্তসেনের (সামন্ত দেবের) পৌত্র বিজয়সেন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং পাল-বংশীয়দিগের নিকট হইতে বঙ্গের অধিকাংশ কাড়িয়া লন। স্বাধীন বিজয়-সেনের অধীন স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিজয়সেনই বঙ্গে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই বাঙ্গালার ইতিহাসে 'সেন-বংশ' বলিয়া অভিহিত হয়।

* * *

পূর্ব্ব-পরিচয়।

সেন-বংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঠিক কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। সেন-বংশের প্রবর্ত্তিত তাম্রশাসনে এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রাপ্ত হই,—নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

তাম্রশাসনে সর্ব্বপ্রথম সামন্তসেনের নাম দেখিতে পাই। তাঁহাদের ক্ষোদিত লিপিতে প্রকাশ,—সেনবংশীয়গণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। তৎসম্বন্ধে যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা এই,—পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে বীরসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তসেনের পূর্ব্বে যাঁহারা সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়দেশে বসতি করিতেন। † সামন্তসেনের পুত্রের নাম—হেমন্তসেন।

রাজসাহী জেলার 'দেবপাড়া' নামক স্থানে হেমন্তসেনের এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শিলালিপিতে দেখিতে পাই,—হেমন্তসেন 'নিজ ভুজবলে মদমত্ত অরাতি-গণকে' নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম—যেশাদেবী।

* * *

বিজয়সেন।

যাহা হউক, বিজয়সেন হইতেই যে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের সামান্য এক অংশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিশেষে সমস্ত রাঢ় দেশ তাঁহার অধীনে আসিয়াছিল।

বিজয়সেনের রাজ্যকাল চল্লিশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সময়ের মধ্যে বিজয়সেন কলিঙ্গের চোরগঙ্গার সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হন। কথিত হয়,—চোরগঙ্গা প্রায় সত্তর বৎসর কলিঙ্গ-রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাঢ় ও বঙ্গ অধিকার করিয়া, পরে বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের

---

* কথিত হয়"—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত কেশিয়ারী অধুনা কাশীপুরীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

† সামন্তসেনের অথবা হেমন্তসেনের কোনও তাম্রশাসন আজ পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে দেবপাড়ার শিলালিপিতে এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসনে পূর্ব্বরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। দেবপাড়ার শিলালিপিতে প্রকাশ,—বিজয়সেন গৌড়ের অধিপতিকে পরাজিত করেন। পারিপার্শ্বিক জনপদ-সমূহেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়

পূর্ব্বোক্ত দেবপাড়ার লিপিতে আরও প্রকাশ—বিজয়সেন পরবর্ত্তিকালে কলিঙ্গ-রাজ্য ও কামরূপ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গের প্রভুত্ব প্রতিপত্তি সুদূর দক্ষিণাপথে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন প্রভৃতি নৃপতিগণ পরাজিত হন। বিজয়সেনের বীরদর্পে বঙ্গের গৌরব দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পরাজিত পূর্ব্বোক্ত চারি জন নৃপতির মধ্যে নান্যদেব মিথিলায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত হয়,—এই নান্যদেবই মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নেপাল-রাজবংশাবলিতে কর্ণাটক রাজবংশের তালিকায় সর্ব্বপ্রথম নান্যদেবের নামই দেখিতে পাওয়া যায়। নান্যদেবের রাজত্ব-কালে, ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে), লিখিত একখানি গ্রন্থ, বার্লিনের 'ওরিয়েণ্টাল সোসাইটীর' পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। পণ্ডিতগণ বলেন,—সেই গ্রন্থে মিথিলার অধিপতি নান্যদেব বঙ্গের বিজয়সেনের সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

* * *

বল্লালসেন।

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের লোকান্তরে তৎপুত্র বল্লালসেন স্বাধীন বঙ্গের রাজসিংহাসন সমলঙ্কৃত করেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান—বল্লালসেন বংশগৌরব পিতৃগৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বল্লালসেন পিতৃন্যস্ত বিশ্বাসের অপলাপ করেন নাই —বরং তাঁহার রাজত্বে বঙ্গের সেনরাজগণের মুখ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।

বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বল্লালসেন সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। বঙ্গের কৌলীন্য-প্রথা তাঁহার রাজত্বকালেই প্রবর্ত্তিত হয়। বল্লালসেনই এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। কথিত হয়,—তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থ—তিন জাতির মধ্যে সেই কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যেই কৌলীন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

কৌলিন্যের প্রবর্ত্তক কে?

বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তন বিষয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর আপত্তিকারী আপত্তি তুলেন,—কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তন বিষয়ে বঙ্গে নানাবিধ প্রবাদের বিষয় শুনিতে পাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কুলশাস্ত্র প্রভৃতিতে বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রবর্ত্তনের সমর্থন আছে বটে; কিন্তু তাঁহার শাসন বা দান-লিপিতে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। এমন কি, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন যে সকল তাম্রশাসনাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নাই।

'সেনবংশের ঐ সকল নৃপতির বিবিধ দানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে সকল শাসনাদি বা দানপত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে শাসন বা দানগ্রহণকারীর নাম ধাম

প্রভৃতি উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নূতন পদমর্য্যাদার কোনও উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। * বল্লালসেন কর্ত্তৃকই যদি সে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার নিজ প্রদত্ত শাসনাদিতে তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত প্রথার উল্লেখ অবশ্যই থাকিত।'

এইরূপে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন,—কৌলিন্য-প্রথা বল্লালসেনের প্রবর্ত্তিত নহে। অন্য কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়াই সেনবংশীয় নৃপতিগণ তাহার প্রাধান্য দেন নাই। আর সেই জন্যই তাঁহাদের শাসনাদিতে উহার কোনও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয় নাই।

পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রথম দৃষ্টিতে অলৌকিক বলিয়া মনে হয় না। তবে এ সম্বন্ধে একটু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কৌলীন্য-প্রথার সহিত এ পর্য্যন্ত বল্লালসেন ব্যতীত অন্য কোনও নৃপতির নাম সংযোজিত হয় নাই। প্রাচীন পুঁথিপত্রে বা লিপি ও শাসনাদিতেও তাহার আভাস পাই না। তাই মনে হয়,—রাজনৈতিক কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না বলিয়াই, লিপি এবং শাসনাদিতে তাহার উল্লেখ কেহ আবশ্যক মনে করেন নাই। নচেৎ, কৌলিন্য-প্রথা যে বল্লালসেনেরই প্রবর্ত্তিত, তাহাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ দেখি না।

কথিত হয়, বল্লাল 'গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী' নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ নগর তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, অনেকে সেই অভিমত প্রকাশ করেন। রামপালে—বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। * কেহ কেহ বলেন,—কৈবর্ত্তগণের সহায়তায় বল্লালসেন উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর হন।

* * *

সেন-বংশ—কোন্ জাতি?

সেন-বংশীয় নৃপতিগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কোনও কোনও মতে তাঁহারা চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হন। সে মতে এই বংশের আদিভূত বীরসেন চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

অন্য মতে আবার সেনগণ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবান্বিত হিন্দুর মধ্যে গণ্য হন। পালদিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধের ইহাই কারণ বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। কারণ, পালবংশের নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; আর সেন-বংশীয়েরা হিন্দু।

তখন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে চলিতেছিল। আর সেই দ্বন্দ্বের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল। সেনগণ জাতিভেদ-প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসী; আর পালবংশীয়েরা বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকামূলে সে প্রথার মূলোচ্ছেদে বদ্ধপরিকর। সেই জন্যই সেনবংশীয় রাজগণ পাল-রাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, কথিত হয়,—বল্লালসেন তান্ত্রিক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—বিশেষতঃ তান্ত্রিকোপাসনার প্রাধান্য-খ্যাপন জন্য—বল্লালসেন, মগধে, ভোটরাজ্যে, চট্টগ্রামে, আরাকানে, উড়িষ্যায় এবং নেপালে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই প্রচারকদিগের সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। †

---

* ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় রামপালের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। † *Vide* Archæological Survey of Mayurbhanja, Vol. I, এবং Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1902.

বল্লালসেন কূটরাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি ছিল না। সাহিত্যে তাঁহার যেমন অনুরাগ ছিল, তেমনি তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেন।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের লোকান্তরে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে তিনি 'রায় লক্ষ্মণীয়া' নামে পরিচিত। কথিত হয়,—তিনি ৫১ একান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মাধাইনগরে আবিষ্কৃত রায় লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হই; যথা,—

১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার মাতা চালুক্য-রাজ-কুমারী। তাঁহার নাম—রামদেবী। যৌবনে লক্ষ্মণসেন "কলিঙ্গদেশের অঙ্গনাগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন।" লিপির এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি,—লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গের আধিপত্য দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। অধিকন্তু চালুক্যরাজগণ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের মিত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কান্যকুব্জের গাড়োয়ার বংশীয় রাজা মগধ অধিকার করেন। তখন গোবিন্দপাল নামক জনৈক রাজা মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের অনুমান,—বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পালবংশীয়গণ তখন মগধে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। *

লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন এবং বিজয়সেনের তাম্রশাসনে বারাণসীতে এবং প্রয়াগে লক্ষ্মণসেনের বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। অনুমান হয়,—মগধ-জয়ে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণসেন ঐ দুই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনের প্রধানা মহিষী—তন্দ্রাদেবী বা তারাদেবী। তারাদেবীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয়ের নাম—বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন।

দিনাজপুরের তর্পণদীঘি গ্রামে লক্ষ্মণসেনের চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নদীয়া জেলার আনুলিয়া গ্রামেও আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

ঐ সকল তাম্রশাসনে প্রকাশ,—লক্ষ্মণসেন—বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সকলেরই বরণীয় ছিলেন। মুসলমান-গণের নিকট কালিফের যেমন সম্মান, হিন্দুসাধারণের নিকট লক্ষ্মণসেন ঠিক অনুরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দুস্থানের আপামরসাধারণ—জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই লক্ষ্মণসেনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত ছিল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তিনি দেশের ও সমাজের প্রধান ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—লক্ষ্মণসেনের নিকট কদাচ সত্যের অপলাপ হয় নাই। তিনি

---

* Cunnigham's Archæological Reports, Vol. III. and Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol, V.

তুলাদণ্ডে বিচার করিতেন। অন্যায় অবৈধ তাঁহার দ্বারা কদাচ সম্ভব হয় নাই। তাঁহার দানের অবধি ছিল না। লক্ষ্মণসেনের দান-কাহিনী প্রবাদ-মধ্যে গণ্য হয়। হিউয়েনৎ-সাঙের গ্রন্থে রাজা হর্ষের দানের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কথিত হয়, লক্ষ্মণসেনের দান, তদনুরূপই ছিল।

নদীয়ায় তাঁহার রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সেন-বংশের গৌরব-রবি তুঙ্গ-স্থানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। কিবা সাহিত্যে, কিবা শিল্প-বাণিজ্যে, কিবা কারুচিত্রে—সেনবংশের গৌরবের অবধি ছিল না।

লক্ষ্মণসেনের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার তুলনা নাই। তাঁহারই রাজত্ব-কালে, তাঁহারই উৎসাহ-বারিনিষেকে, 'গীতগোবিন্দের' কবি জয়দেব-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল; তাঁহারই পৃষ্ঠ-পোষকতায় কবি ধোই বা ধোইক—কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুকরণে কাব্য-রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন যেমন গুণী তেমনি গুণগ্রাহী ছিলেন। যথার্থ পণ্ডিত তাঁহার নিকট সর্ব্বদা সমাদর প্রাপ্ত হইত।

পিতার ন্যায় লক্ষ্মণসেনও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা প্রভৃতি—সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। মন্ত্রী বটুকদাসের পুত্র শ্রীধর দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামক কাব্য-গ্রন্থে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এবং তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের কবিতা-বলি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মণসেনের কবিতা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে।

* * *

লক্ষ্মণাব্দ বা 'ল-সং'।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভের সময় হইতে একটী অব্দ-গণনার সূচনা হয়। সেই অব্দের নাম—'লক্ষ্মণ সংবৎ', 'লক্ষ্মণাব্দ' বা 'ল-সং'। বঙ্গদেশে সেন-বংশের উচ্ছেদের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ অব্দের গণনা চলিয়াছিল। মিথিলায় এবং বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে এখনও ঐ লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণসেনের এই অব্দ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কাহারও কাহারও মতে ঐ অব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য প্রাপ্তির বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। উহা লক্ষ্মণসেনের প্রবর্ত্তিত নহে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে অমূলক, তাহা সাধারণ-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়।

সেনবংশের সেই অব্দের নাম—'লক্ষ্মণাব্দ'। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে, তিনি আপনার নামে ঐ অব্দের নামকরণ না করিয়া, অব্দের নাম 'লক্ষ্মণাব্দ' 'লক্ষ্মণ-সংবৎ', 'ল-সং' প্রভৃতি রাখিলেন কেন? যদি বলা যায়,—সেনবংশের সে নৃপতির নামও লক্ষ্মণসেন ছিল; কিন্তু তাঁহার নাম বংশলতায় সন্নিবিষ্ট না হইবার কারণ কি? অপিচ, তিনিই যদি অব্দ-প্রবর্ত্তক হন, তাহা হইলে তাঁহার তদনুরূপ শক্তি-সামর্থ্য ছিল বুঝিতে হইবে। সুতরাং সেরূপ প্রভুত্বসম্পন্ন নৃপতির নাম বংশতালিকা হইতে বা ইতিহাস হইতে পরিত্যক্ত হইবার বিশেষ কোনও কারণ অনুমান করিতে পারি না।

অতএব আমাদের মতে 'লক্ষ্মণাব্দের' প্রবর্ত্তক বঙ্গাধিপতি রায় লক্ষ্মণসেন বলিয়াই নির্দ্দেশিত হন। তিনিই ঐ অব্দের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই রাজ্যারম্ভ হইতে অব্দ-গণনার সূচনা হয়।

* * *

বঙ্গে মুসলমান।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমান আক্রমণের সূত্রপাত হয়। সেই আক্রমণেই বঙ্গে পাল-বংশের ও সেন-বংশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীনতা সেই আক্রমণে চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

যে প্রজাশক্তি এক সময়ে বঙ্গকে স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিল, যে প্রজাশক্তি বঙ্গে স্বাধীনতার স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বাধীন রাজা নির্ব্বাচনে সে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; সে শক্তি তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল! তাই সোণার বাংলার স্বাধীনতার সে স্বর্ণ-সিংহাসন মুসলমান-আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। বঙ্গের গৌরব-রবি পশ্চিম-সাগরে ঢলিয়া পড়িলেন।

তখন দাসবংশীয় কুতবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কুতবুদ্দিনের প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ, বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা জয়ে অগ্রসর। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—১১৯৭ খৃষ্টাব্দের দুই এক বৎসর পরে বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ সহসা নদীয়া রাজধানীর সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। বিহার লুণ্ঠনের বিভীষণ চিত্রের প্রতিচ্ছবি তখন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত। মুসলমান সেনাপতির আকস্মিক আগমনে সকলেই সন্ত্রস্ত। সুতরাং অল্পায়াসেই মহম্মদ নদীয়া অধিকারে সমর্থ হইলেন।

সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দীন সিরাজী, মহম্মদ কর্তৃক বঙ্গ-বিহার বিজয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকের সেই গ্রন্থের নাম—'তবকাৎ-ই-নাসিরি'। মিন্‌হাজুদ্দীনের সেই গ্রন্থে সে চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, আমরা তাহার মর্ম্মাভাস নিম্নে প্রদান করিতেছি। ঐতিহাসিক কহিতেছেন,—

১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ, মাত্র দুই শত (অশ্বারোহী) সৈন্য লইয়া বিপুল বিক্রমে বিহারের দুর্গ আক্রমণ করেন। সে আক্রমণের বেগ অসহ্য হওয়ায় দুর্গবাসী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়।

* * *

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিণতি।

দুর্গের অভ্যন্তরে বহুমূল্য ধনরত্ন ছিল। সকলই তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লইল। বিহারে তাহারা যে সকল 'মুণ্ডিত মস্তক' ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই মুসলমানগণ নৃশংসভাবে হত্যা করিল।' ঐতিহাসিক বলেন,—এমনই নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল যে, বিজয়ী মুসলমান বীর পরে যখন 'বিহার' অভ্যন্তরস্থ পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া, সংরক্ষিত গ্রন্থাদির বিষয় জানিতে চাহেন; তখন এমন একটী লোক জীবিত ছিল না যে, তাহা ঐ গ্রন্থাদির বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে!—এমনই ভাবে বিহারের বৌদ্ধগণকে মুসলমানেরা হত্যা করিয়াছিল। *

মুসলমানদিগের অত্যাচারে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি চূর্ণ হইল। বিহারেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি;

* Raverty, translation *Tabukat Nasiri*. P. 552. বৌদ্ধগণ মস্তক মুণ্ডন করেন। মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধদিগকেই মুসলমান ঐতিহাসিক 'মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় পারস্য ভাষার অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে,—"Shaven headed Brahmans,"

সেখানেই তাহার উন্নতি-পরিপুষ্টি। সেই বিহার হইতে, মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধিত হইল।

এই অত্যাচারের এবং হত্যাকাণ্ডের পরও যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা অতি অল্পকালের জন্য, মুসলমান কর্ত্তৃক অপবিত্র বিহারাদিতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সে প্রভাব বিহারে আর রহিল না। বৌদ্ধযতিগণের মধ্যে যাঁহারা মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন, তাঁহারা পলায়ন করিয়া, কেহ তিব্বতে, কেহ নেপালে, কেহ দক্ষিণ-ভারতে গমন করিলেন।

তখন তিব্বতে, কুবলাই খাঁ, বুটনকে প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পলায়িত ভারতীয় বৌদ্ধের সহায়তায় বুটন সংস্কৃত ভাষার বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করাইবার সুবিধা পাইলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইরূপে ভারতীয় পণ্ডিত এবং তিব্বতীয় লামাগণ একযোগে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র সঙ্কলন করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে তিব্বতে মুদ্রণ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পদ্ধতির সহায়তায় ভারতীয় সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল।

* * *

মুসলমানের বঙ্গবিজয়।

বিহার মুসলমানদিগের করতলগত হইল। তখন তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

তখন লক্ষ্মণসেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দিনের বর্ণনায় প্রকাশ,—লক্ষ্মণসেন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াছেন। পলিতকেশ লোলিতচর্ম্ম লক্ষ্মণসেন অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে পণ্ডিতগণ ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মণসেন মুসলমানের হস্তে বঙ্গদেশ অর্পণ করিলেন।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করিয়া বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ, নদীয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে নদীয়ার অধিবাসীরা তাঁহাকে অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া মনে করে। কিন্তু মহম্মদ যখন লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর সিংহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া রাজপ্রাসাদের রক্ষকদিগকে আক্রমণ করেন। *

তখন মধ্যাহ্নকাল। রাজা লক্ষ্মণসেন আহারে বসিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি মুসলমান আক্রমণের এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—'লক্ষ্মণসেন তখন আহার পরিত্যাগ করিয়া খিড়কি দিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, বিবিধ মণিমাণিক্য পূর্ণ রাজভাণ্ডার, পরিচারক পরিচারিকা—সকলই পড়িয়া রহিল। মুসলমান আক্রমণকারী তাহাদিগের সকলকে বন্দী করিয়া লইলেন। বহুসংখ্যক হয়, হস্তী এবং অসংখ্য ধন রত্ন আক্রমণকারী লুণ্ঠন করিয়া লন। তার পর যখন মহম্মদের ফৌজ আসিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি নদীয়ায় আড্ডা স্থাপন করিলেন।

† Elliot, History of India, Vol. II.

'রাজা লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। সেখানেই তাঁহার লোকান্তর হয়। এদিকে মুসলমানগণ নদীয়া রাজধানী ধ্বংস করিল। পরে গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে তাহাদিগের আড্ডা স্থাপিত হইল। নদীয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া মহম্মদ লুণ্ঠিত সামগ্রীর কিয়দংশ দিল্লীতে তাঁহার প্রভু কুতবুদ্দিনের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে স্বাধীন বঙ্গের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

* * *

লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ।

যাহা হউক, ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পর ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের তিন পুত্র যথাক্রমে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,—প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনে প্রকাশ,—কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে, পূর্ব্ববঙ্গে এই সেনবংশীয় নৃপতিগণ মুসলমানদিগের অধীনে অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। নদীয়া রাজধানী বিধ্বস্ত হইবার পর তাঁহারা পূর্ব্ব-বঙ্গে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহাদের চারি পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। *

* * *

সেন-বংশের বংশলতা।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে সেন-বংশের স্বাধীন নৃপতিগণের বংশ তালিকা যেরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার আদর্শ নিম্নে প্রকটিত করিতেছি; যথা,—

বীরসেন

সামন্তসেন

হেমন্তসেন = যশোদেবী

বিজয়সেন = বিলাসদেবী (শূররাজ-বংশের কন্যা)

বল্লালসেন = রামদেবী (চালুক্য-বংশের কন্যা)

লক্ষণসেন = তন্দ্রাদেবী বা তারাদেবী

মাধবসেন   কেশবসেন   বিশ্বরূপসেন

* The Chronology of India, Constable, 1899.

বঙ্গ-বিজয়ের সত্যতা নিরূপণ।

বাল্যকাল হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি, মুসলমান ঐতিহাসিকও বলিয়াছেন,—মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মণসেন নদীয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি মুসলমানের আগমনে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন, বক্তিয়ার নদীয়া অধিকার করে।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তিতে এবং জনপ্রবাদে কি সত্য নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করিবার অল্প প্রয়াসই হইয়াছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এতদুক্তির যাথার্থ্য নির্ণয়ের কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন এবং একটা সিদ্ধান্তও উপনীত হইয়াছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এবং জনপ্রবাদ মূলে নদীয়া রাজধানীর বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু নদীয়ায় যে সেনবংশের রাজধানী ছিল, ঐতিহাসিক সত্যতামূলক তাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ আজি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বক্তিয়ার বা তাঁহার পুত্র কোন্ পথে নদীয়ার রাজধানীতে আগমন করেন, তাহারও কোনও নির্ঘণ্ট আজি পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ তাই বলিয়া থাকেন,—'নদীয়াই যদি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী হয়, তাহা হইলে মহম্মদ বক্তিয়ারকে বিহার হইতে নদীয়ায় আসিতে হয়। সুতরাং নদীয়ায় আসিতে তাঁহাকে নিশ্চয়ই গৌড়-রাজধানী অধিকার করিতে হইয়াছিল। রাজমহলের পথেই যদি তিনি আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পথে গৌড় অতিক্রম করিতে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্যের আবশ্যক হইয়াছিল। ঝাড়খণ্ডের বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করা, সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় নাই।'

তার পর, আক্রমণ-কারীর নাম লইয়াও গোল দেখিতে পাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ারের নদীয়া দখলের বিষয়ই জনপ্রবাদ মূলে প্রচারিত; কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকের মত অন্যরূপ। তিনি বলেন,—বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদই সেই অভিযানের নেতা। এইরূপ বিরোধ-ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক প্রমাণে কি প্রতিপন্ন হয়, তাহাই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মণসেনের জীবিতকালে মুসলমানগণ তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন কিনা,—প্রথমে তাহাই নির্ণয় করিতে হয়। এ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। প্রথম মতান্তর—কাল নির্দ্দেশ লইয়া। বল্লালসেনের কালনির্ণয়েই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের গবেষণা পর্য্যুদস্ত হয়। যদি তাঁহার কালেরই কোনও নির্ঘণ্ট না মিলিল, পরবর্ত্তী নৃপতিগণের কাল যে নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হওয়া সম্ভব নহে,—সাধারণ-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধ হয়।

লক্ষ্মণসেন একজন বীরপুরুষ ছিলেন। কলিঙ্গ এবং মগধ প্রভৃতি বিজয়ী লক্ষ্মণসেন, মুষ্টিমেয় মুসলমান-সেনার ভয়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন,—কোনক্রমেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং মনে হয়,—মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তির মধ্যে কোনও গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

বাঙ্গালীকে ভীরু প্রতিপন্ন করিবার জন্য সকলেই প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাই লক্ষ্মণসেনের চরিত্র মসীমণ্ডিত করিয়া বঙ্গবাসীকে জগতের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস ভিন্ন ইহাকে আর কি বলিতে পারি? সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী-বীরত্বের

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিতে বাঙ্গালী-চরিত্রকে হীন করিবার এ প্রয়াস, বিদ্বেষমূলক বলিয়া মনে করি। নচেৎ, বঙ্গবিজয়মূলক প্রচলিত গাথায় কোনও সত্য নিহিত নাই।

* * *

লিপির প্রমাণ।

যাহা হউক, সত্য তথ্য কি, এক্ষণে তাহাই নির্ণয়ের প্রয়াস পাইতেছি। প্রকৃতপক্ষে মহম্মদ বক্তিয়ারের আগমনের অনেক পূর্ব্বেই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল পরিসমাপ্ত হয়। বিবিধ লিপি হইতে এই মত সমর্থিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণসেনের কাল-নিরূপক চারিটী লিপির উল্লেখ পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন। সে চারিটী লিপির বিষয় নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি; যথা,—

(১) গয়ার লিপিতে অশোকবল্লের নাম দেখিতে পাই। ঐ লিপি ১৮১৩ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল সপ্রমাণ হয়।

(২) অশোকবল্লের প্রবর্ত্তিত গয়া-লিপিতে আছে,—"শ্রীমল লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্রদিনে ২৯।

(৩) অশোকবল্লের আর একটী লিপি বুদ্ধগয়ায় দৃষ্ট হয়। সেই লিপিতে আছে,—"শ্রীমল লক্ষ্মণদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ।"

(৪) বুদ্ধগয়ায় অশোকবল্লের আর একটী লিপি পরিদৃষ্ট হয়। সে লিপিতেও লক্ষ্মণসেনের নামের উল্লেখ আছে, এবং সেখানেও একই প্রকার কালের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। অপিচ, লিপি-সমূহে উল্লিখিত লক্ষ্মণসেন যে একই ব্যক্তি, সেখানে তাহাও বলিতে পারি।

এই চতুর্ব্বিধ লিপির প্রমাণে কেহ কেহ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল অতীত হইলে বঙ্গে মুসলমান আগমনের বিষয় সপ্রমাণের প্রয়াস পান। তাঁহাদের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ১৮১৩ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, ঐ লিপির উল্লিখিত কাল গণনাঙ্কে পরিবর্জ্জিত হয়। তাঁহারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লিপির প্রামাণ্যই অধিকতর প্রবল বলিয়া স্থির করেন। সেই নির্দ্ধারণের অনুসরণে তাঁহারা আলোচনায় অগ্রসর হন।

ডক্টর কিলহর্ণের মতে,—লিপিতে উল্লিখিত লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে সূচিত হয়। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল হইতেই ঐ অব্দের সূচনা,—তিনি সিদ্ধান্ত করেন। ডক্টর কিলহর্ণ বলেন,—লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালে, তাঁহার রাজ্য-সম্বৎসর "শ্রীল লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীত-রাজ্যে" অথবা 'প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে' নামে অভিহিত হইত। এই সংস্কৃতাংশের মর্ম্ম হয়,—তখন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের সূচনা হইতে কালগণনা আরম্ভ হইলেও, লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব বহু পূর্ব্বেই অতীত হইয়াছিল। 'রাজ্যে' শব্দের সহিত 'অতীত' শব্দের সংযোগে এই ভাবই প্রকাশ হয়। কাল-গণনায় অতীত সম্বৎসরই ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় লিপিতে আছে,—'৫১ অতীতরাজ্যে।' এই বাক্যে সিদ্ধান্ত হয়,—লক্ষ্মণসেন ৫১ বৎসরের অধিককাল রাজ্য ভোগ করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। তাঁহার অভিষেক-কাল হইতে সে অব্দের গণনারম্ভ। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়,—১১১৯+৫১=১১৭০ খৃষ্টাব্দের পর লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। মহম্মদ বক্তিয়ার

১২০০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া লুণ্ঠন করেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়,—লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাবসানের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে বক্তিয়ার নদীয়া-লুণ্ঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এ হিসাবে মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক সপ্রমাণ হয়।

* * *

বিরুদ্ধ যুক্তির আলোচনা।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত প্রতিবাদে মিন্‌হাজের উক্তির যাথার্থ্য-সপ্রমাণে অগ্রসর হন। এই মতের প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহারা যে যুক্তিজালের অবতারণা করেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্মাভাস প্রদান করিতেছি।

তাঁহারা সূচনায় মিন্‌হাজের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,— আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের প্রকৃতি—মিন্‌হাজের উক্তির অসারত্ব প্রতিপন্ন করা। মিন্‌হাজ সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তিনি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জনশ্রুতির উপর তিনি আদৌ নির্ভর করেন নাই। ঐতিহাসিককে বিশ্বাস করিবার আর এক কারণ,—ডক্টর কিলহর্ণ বিবিধ গবেষণায় যে তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন, মিন্‌হাজের গ্রন্থে তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে।

মিন্‌হাজের মতে,—লক্ষ্মণসেন আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। আর সেই আশী বৎসরই তিনি রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার নদীয়া লুণ্ঠন করেন। ডক্টর কিলহর্ণের মতে, ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ হয়। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কর্ত্তৃক নদীয়া আক্রমণ এবং ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যপ্রাপ্তি—এতদুভয়ের ব্যবধান সে ক্ষেত্রে ৮০ বৎসর দাঁড়ায়। সুতরাং লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণসেনের জন্মকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্রমাণ হয়।

মিন্‌হাজের গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত কয়েকটী প্রধান এবং আবশ্যক বিষয় অবগত হওয়া যায়,— (১) লক্ষ্মণসেন যখন মাতৃগর্ভে, বল্লাল তখন লোকান্তরে; (২) সন্তান প্রসবকালে লক্ষ্মণসেনের মাতা পরলোকগমন করেন। (৩) জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। (৪) লক্ষ্মণসেন আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। (৫) মহম্মদ বক্তিয়ার যখন নদীয়া লুণ্ঠন করেন, লক্ষ্মণসেন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু 'লঘুভারত' ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে এতদ্ভিন্ন আর দুইটী তথ্য সংগৃহীত হয়; যথা,— (১) বিক্রমপুরে যখন লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়, বল্লালসেন তখন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তখন মিথিলায় যুদ্ধ চলিতেছিল। বল্লালসেন তখন মিথিলায় মিথিলাধিপতির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। (২) মিথিলার যুদ্ধে বল্লালসেনের মৃত্যুমূলক মিথ্যা জনরব রটিয়াছিল। বস্তুতঃ যুদ্ধে তিনি বিজয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মিন্‌হাজের এবং 'লঘুভারতের' পূর্ব্বোক্ত উক্তি-সমূহ তুলনায় সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, —( ) বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেন যখন জন্মগ্রহণ করেন, বল্লাল তখন জীবিত ছিলেন; মিথিলায় তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। বল্লালের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া রাজমন্ত্রী এবং রাজ-পারিষদগণ লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

(২) রাণী সন্তান-প্রসবের সময় পরলোকগমন করেন। এই সকল ঘটনার স্মৃতিমূলে 'লক্ষ্মণাব্দ' সূচনা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাই অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

এ হিসাবে জন্মোৎসব এবং অভিষেকোৎসব একই সময়ে একযোগে সম্পন্ন হয়,—বিরুদ্ধবাদীর ইহাই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা আরও বলেন,—মুসলমান কর্ত্তৃক ১২০০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া লুণ্ঠিত হয়। মিন্‌হাজ বলেন,—তখন লক্ষ্মণসেনের বয়স ৮০ আশী বৎসর। সুতরাং ১২০০—৮০=১১২০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ঐ সময় হইতেই 'লক্ষ্মণাব্দ' গণনা আরম্ভ হয়। এ হিসাবে, ডক্টর কিলহর্ণের গণনার সহিত বেশ মিলিয়া যায়।

তার পর অশোকবল্লের লিপির কথা। বিরুদ্ধবাদী বলেন,—অশোকবল্লের তিনটী লিপির একটী ১৮১৩ বৌদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দে এবং দ্বিতীয়টী ৫১ অতীত রাজ্য বৎসরে এবং তৃতীয়টী ৭৪ অতীত-রাজ্য বৎসরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথমোক্ত কাল 'মহাপরিনির্ব্বাণ' নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। লিপির সমর্থক যাঁহারা, তাঁহারা 'মহাপরিনির্ব্বাণোক্ত' ১৮১৩ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের হেতু—যখন চীনপরিব্রাজক হুয়েনৎ-সাং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন, তাৎকালিক বৌদ্ধগণ 'মহাপরিনির্ব্বাণোক্ত' কাল-পরিচয়াদি সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মতান্তর-ক্ষেত্রে সে অব্দ গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীর যুক্তি—সে সময় মতান্তর থাকিলেও পরে তাহার মীমাংসা হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধগণ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে স্থির করিয়া লইয়া তাঁহারা ঐ অব্দ ব্যবহার করিতেছিলেন। *

ভারতীয় বৌদ্ধদিগের নিকট অবগত হই,—বর্ত্তমান ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ=২৪৭০ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ, সে হিসাবে লিপির ১৮১৩ বৌদ্ধনির্ব্বাণাব্দ—১২৬৯ খৃষ্টাব্দে যাইয়া পড়ে। সুতরাং প্রতিপন্ন হয়,—১৮১৯ নির্ব্বাণাব্দ এবং ৫১ ও ৭৪ অতীতরাজ্য বৎসর, রাজা অশোকবল্লের রাজ্যকালের মধ্যে প্রায় কাছকাছি মিলিয়া যায়।

এ হিসাবে একটী অসামঞ্জস্য দাঁড়াইয়া যায়। পূর্ব্বে এক মতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—৫১ অতীত রাজ্য বৎসর=১১৭০ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু এ হিসাবে ঐ ৫১ অতীত রাজ্য বৎসর=১২৬৯ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং প্রায় এক শত বৎসরের গোল দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এ বৈষম্যে কিরূপে সাম্য সাধন সম্ভবপর! সুতরাং 'অতীত রাজ্যে' বাক্যের অন্য কোনরূপ তাৎপর্য্য থাকা সম্ভবপর। কিলহর্ণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ 'অতীত রাজ্যে' পদদ্বয়ের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহা তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। 'অতীত রাজ্যে' পদদ্বয়ের অর্থ তাই বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ স্থির করেন,—'রাজ্যে অতীতে সতি' অর্থাৎ 'রাজ্যকাল গত হইলে।' এ হিসাবে ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের লোকান্তর ধরিলে, ১২৬৯ খৃষ্টাব্দ=১৮১৩ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ=

* প্রিন্সেপের মতে সপ্রমাণ হয়,—এক সময়ে বুদ্ধের নির্ব্বাণাব্দ ভারতে, সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে উহার আরম্ভ সূচনা (Prinsep's *Useful Tables*)। কথিত হয়,—৩৪।৫।৬ অতীত রাজ্য বৎসরে সেন-বংশের কতকগুলি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল লিপির সন্ধান আজি পর্য্যন্ত মিলে নাই।

৬৯ 'অতীতরাজ্য' বৎসর। এই হিসাবে, অতীতরাজ্য বৎসর ৫১ ও ৭৪ 'অতীতরাজ্য' বর্ষের মাঝামাঝি পড়ে। সুতরাং মিনহাজের উক্তি অমূলক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তিনি সমসাময়িক। তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

* * *

সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি, তাহাই দেখা যাউক। (১) মিনহাজ বলিয়াছেন,—লক্ষ্মণসেনের জন্মকালে তাঁহার পিতা বল্লালসেন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেন মাতৃগর্ভে থাকিতেই বল্লালসেন পরলোকগমন করিয়াছিলেন। মিনহাজ মিথিলার যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। (২) 'লঘুভারত' বলিয়াছেন,—লক্ষ্মণসেন যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বল্লালসেন মিথিলার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন; রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তখন তাঁহার লোকান্তর হয় নাই।

এখানে দুইটী বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাইলাম। একজন বলিলেন,—লক্ষ্মণসেন জন্মিবার পূর্ব্বেই বল্লালের লোকান্তর হয়; আর একজন কহিলেন,—সে কথা ঠিক নহে। সে সময় বল্লাল জীবিত ছিলেন; তিনি রাজধানীতে ছিলেন না—মিথিলায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই অসামঞ্জস্য মত-প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী দেখিয়া বিরুদ্ধবাদী একটা মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি উভয়কেই বাঁচাইয়া বলিলেন,—'মিনহাজ এবং 'লঘুভারত' উভয়েই সত্য কহিয়াছেন। বল্লালসেন তখন জীবিত থাকিলেও লোকে রটনা করিয়াছিল যে, তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এইরূপে, 'হত ইতি গজঃ'—একটা সিদ্ধান্ত করিয়া, মুসলমান হস্তে লক্ষ্মণসেনের পরাজয় সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস, বিরুদ্ধবাদী করিয়াছেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত বিচারে তিষ্ঠিতে পারে না।

তার পর, লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তখন হইতেই অব্দ-গণনা আরম্ভ হইল—এতদুক্তিও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। বিরুদ্ধবাদীর সিদ্ধান্তক্রমে বল্লালের মৃত্যু-রটনা হইলেও বল্লাল তখন জীবিত ছিলেন। তিনি মিথিলা জয় করিয়া রাজধানীতেও প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বল্লাল কি করিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনি জীবিত থাকিতে লক্ষ্মণসেন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহার নামে অব্দ প্রবর্ত্তিত হইল, আর প্রত্যাবর্ত্তনে বল্লাল সেই অবস্থাই বাহাল রাখিলেন;—অসামঞ্জস্য-মূলক এবং অলৌকিক এই সকল যুক্তির প্রামাণ্যও কোনমতে স্বীকার করা যায় না।

তার পর 'অতীতরাজ্যে' পদদ্বয়ের অর্থনিষ্কাশনে, স্বমত-প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধবাদী টানিয়া বুনিয়া যে একটা মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন,—৬৯ অতীতরাজ্য বৎসর বলিয়াছেন—তাহাও গ্রহণযোগ্য নহে। যখন নির্দ্দিষ্ট কালের সন্ধান পাই, তখন সে ক্ষেত্রে টানিয়া-বুনিয়া একটা মধ্য-পন্থা অবতারণার কোনও আবশ্যক অনুভব করি না। গুপ্ত-বংশের কাল-গণনায় যেমন অতীতাব্দ হিসাবে গণনা-পদ্ধতি নির্ণীত হয়, এ ক্ষেত্রেও আমরা সেই পদ্ধতিরই অনুবর্ত্তন করি;—এখানেও অতীতাব্দ হিসাবেই কাল-গণনা সঙ্গত মনে করি।

এইরূপে, আমাদের সিদ্ধান্ত হয়,—ডক্টর কিলহর্ণ 'অতীতরাজ্যে' বাক্যের যে অর্থ নিষ্পা

করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন। লক্ষ্মণসেনের লোকান্তরের পরই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নদীয়া অধিকার সম্ভব। তখন লক্ষ্মণসেন পরলোকগত। সেনবংশে শক্তিশালী নৃপতি কেহ ছিলেন না। তাই মহম্মদ বক্তিয়ার সহজেই প্রতারণা-পূর্ব্বক নদীয়া অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* * *

পরিপোষক যুক্তিসমূহ।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষণে অন্যান্য যে সকল যুক্তির অবতারণা হইতে পারে, নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

কোনও মতে লিপির লক্ষ্মণসেন এবং 'রায় লক্ষ্মণসেন' (রায় লক্ষ্মণীয়া) স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন হন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে সে মত তিষ্ঠিতে পারে না। 'রায় লক্ষ্মণসেন' এবং লিপির লক্ষ্মণসেন সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে অভিন্ন প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন।

ডক্টর কিল্‌হর্ণের মতে, লক্ষ্মণাব্দ—১১১৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর সূচনা হয়, ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দ হইতে অব্দ-গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। কিলহর্ণের এই সিদ্ধান্তও সকলেই একবাক্যে সমর্থন করেন।

তার পর, হিজ্‌রি ৫৮৯ অব্দে মুসলমানগন কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকারের পর বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ, লক্ষ্মণসেনকে নদীয়া হইতে বিতাড়িত করেন,—এ সিদ্ধান্তও সর্ব্ববাদিসম্মত। হিজ্‌রি ৫৮৯=১১৯৩ খৃষ্টাব্দ। তিব্বত অভিযানের পূর্ব্বেই বক্তিয়ার মহম্মদ নদীয়া অধিকার করেন, মিন্‌হাজ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৬০১ হিজ্‌রি অব্দে (১২০৪-১২০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে) বক্তিয়ার তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 'তারিখি' গ্রন্থই সে পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সুতরাং মুসলমানদিগের দিল্লী অধিকার এবং বক্তিয়ার মহম্মদের তিব্বত অভিযান—এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহম্মদ নদীয়া অধিকার করেন, বেশ বুঝা যায়। দিল্লী-অধিকার কাল—হিজ্‌রি ৫৮৯ অব্দ; আর তিব্বত অভিযান কাল—হিজ্‌রি ৬০১ অব্দ। সুতরাং ৫৮৯ হিজ্‌রি অব্দের পরে এবং ৬০১ হিজ্‌রী অব্দের পূর্ব্বে বক্তিয়ারের নদীয়া বিজয় অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই নদীয়া অধিকারের কাল লইয়াও মতান্তর হয়। 'তবকৎ' ঐতিহাসিক গ্রন্থই এ সম্বন্ধে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। হিজ্‌রি ৬৫৮ অব্দ=১২৬০ খৃষ্টাব্দে সিরাজির গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থে প্রকাশ,—হিজ্‌রি ৬৪১ অব্দে (১২৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত) মহম্মদের দুই জন সৈনিকের নিকট মহম্মদ কর্ত্তৃক বিহার-বিজয়ের ইতিবৃত্ত মিন্‌হাজ অবগত হইয়াছিলেন।[1] ইহাতেও বুঝিতে পারি,—সিরাজি নদীয়া বিজয় সম্বন্ধে সৈনিক পুরুষদ্বয়ের নিকট কিছুই অবগত হন নাই। মিন্‌হাজ 'তারিখি' গ্রন্থে মহম্মদ কর্ত্তৃক নদীয়া-বিজয়ের যে চিত্র প্রকটন করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে মিন্‌হাজ যে তারিখাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

1 Raverty Tabakat-I-Nasiri, Translations, P. 552.

সে সম্বন্ধে ব্লকম্যানের সিদ্ধান্ত—রেভার্টির সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। রেভার্টি মিন্‌হাজের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি মিন্‌হাজের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্লকম্যান প্রমুখ পণ্ডিতগণের কেহই সে মত সমর্থন করেন নাই।

তাঁহারা বলেন,—হিজ্‌রি ৫৮৯ অব্দে দিল্লী অধিকারের পূর্ব্বে উদ্যোগ-আয়োজনে কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তার পর মিন্‌হাজের উক্তিতেই প্রকাশ,—'কয়েক বৎসর অতীত হইলে মহম্মদ তিব্বত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। হিজ্‌রি ৬০১ অব্দে (১২০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত) তিব্বতের অভিযান সম্পন্ন হয়। এ হিসাবে, নদীয়া অধিকারের কাল—হিজ্‌রি ৫৮৯ অব্দের কয়েক বৎসর পরে এবং হিজ্‌রি ৬০১ অব্দের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল,—নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ গণনায় মধ্যবর্ত্তী একটা সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আর সেই সময়-নির্দ্দেশ হিজ্‌রি ৫৯৫ অব্দের (১১৯৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত) প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। সুতরাং স্থির হয়,—প্রায় ঐ সময়েই (৫৯৫ হিজ্‌রি অব্দে) মহম্মদ বক্তিয়ার নদীয়া অধিকার করিয়াছিলেন।

এইরূপ গণনা-ক্রমে মিন্‌হাজের উক্তি হইতেই একটা নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপিত হইতে পারে। মিন্‌হাজ বলিয়াছেন,—তখন লক্ষ্মণসেনের আশী বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হইয়াছে। আর সেই কাল-গণনা তাঁহার জন্ম দিন হইতে আরম্ভ হয়। মিন্‌হাজের এতদুক্তির মূল—জনপ্রবাদ; সুতরাং অসম্ভব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এ মত গ্রহণ করেন নাই।

এই আশী বৎসর রাজ্যকাল—অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কারণ, কোনও দেশের ইতিহাসেই কাহারও এত দীর্ঘকাল রাজত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে উড়িষ্যার রাজা একমাত্র চোরগঙ্গার রাজ্যকাল (১০৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ) ৭১ বৎসর পাওয়া যায়। কথিত হয়,—মেজর ফ্রাঙ্কলিনের আদেশে মুন্সী শ্যামাপ্রসাদ গৌড়ের ইতিহাসে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল (চান্দ্র) অশীতি বর্ষ (হিজ্‌রি ৫১০—৫৯০ অব্দ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রেভার্টি বোধ হয়, সেই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই লক্ষ্মণসেনের ৮০ বর্ষ রাজ্যকাল ঠিক করিয়া লইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আরও এক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সে যুক্তি এই,—হিজ্‌রি ৬০২ অব্দে মহম্মদের লোকান্তর হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মহম্মদ দ্বাদশ বৎসর 'লক্ষ্মণবতী' বা 'গৌড়' রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সে হিসাবে মহম্মদের গৌর অধিকার ৬০২—১২ = ৫৯০ হিজরি অব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত—নদীয়া আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই মহম্মদের গৌড় শাসন-কাল গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বড়ই কৌতূহল-জনক। রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বেই,—দেশ বিজয় না করিয়াই রাজ্যকাল গণনার সূচনা—পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কারণ-সমূহের আলোচনায় আমরা লক্ষ্মণসেনের আশী বর্ষ রাজত্বের এবং হিজ্‌রির ৫৯০ অব্দে বক্তিয়ার মহম্মদ কর্ত্তৃক নদীয়া আক্রমণের কাহিনী কোনক্রমে অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়,—লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কাল হইতে গণনায় অশীতি বর্ষ অতীত হইলে

বক্তিয়ার মহম্মদ নদীয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। লিপির কথিত 'অতীতরাজ্যে' পদদ্বয়ে গত বর্ষ হিসাবে রাজ্যকাল গণনার বিষয়ই সূচিত হয়। সুতরাং গতবর্ষ ধরিয়া কাল-গণনায় ৮০ অতীতে রাজ্যে = ১১১৯-২০ খৃষ্টাব্দ + ৮০ = ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। চলিত বর্ষ হিসাবে গণনায় ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এ হিসাবে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ হিজ্‌রী ৫৯৬ অব্দের প্রারম্ভেই বক্তিয়ার মহম্মদ কর্ত্তৃক নদীয়া-বিজয় সম্ভবপর। কোনও কোনও মতে ৫৯৫ বা ৫৯৬ হিজ্‌রি অব্দে মসলমানদিগের নদীয়া-বিজয় এবং নদীয়া লুণ্ঠন স্থিরীকৃত হয়।

অব্দ-গণনায় প্রামাণ্য।

লক্ষ্মণাব্দের আলোচনায়ও নদীয়া-বিজয়-কাহিনীর এবং লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-মূলক সিদ্ধান্ত তিষ্ঠিতে পারে না। কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই সকল সংশয় মিটিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,—সামন্তসেনের রাজ্য-প্রাপ্তি উপলক্ষ করিয়া ঐ অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসে সামন্তসেনের প্রতিষ্ঠার কোনও নিদর্শন পাই না। তিনি বংশের একজন নগণ্য ব্যক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হন। সুতরাং তাঁহার সময়ে অব্দ প্রবর্ত্তনা সম্ভবপর নহে।

লক্ষ্মণসেন হয় তো তাঁহার পিতার সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় হইতে ঐ অব্দের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নয়। কারণ, গুপ্তবংশের প্রবর্ত্তিত 'গুপ্তাব্দ'—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অব্দের নাম হইয়াছিল—বংশের নাম অনুসারে। রাজার নাম অনুসারে সে অব্দ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সুতরাং মনে হয়,—যদি লক্ষ্মণসেন, বল্লালের নামেই অব্দ প্রবর্ত্তিত করিতেন, তাহা হইলে সে অব্দের নাম হয় তো 'সেন অব্দ' হইত।

আবার যদি গুপ্তগণের অনুসরণে 'লক্ষ্মণাব্দ' প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুপ্তাব্দ প্রবর্তনায় যেমন গুপ্ত-বংশের প্রথম দুই রাজাকে বাদ দিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভ হইতে গুপ্তাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিজয়সেনের রাজ্যকাল হইতেই সেন-বংশের ঐ অব্দ-গণনার সূচনা ধরিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে সকল দিকে গোল দাঁড়াইয়া যায়।

সুতরাং এ হিসাবেও সিদ্ধান্ত হয়,—লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতেই লক্ষ্মণাব্দ গণনার সূচনা। বক্তিয়ার যখন নদীয়া জয় করেন, তখন লক্ষ্মণসেন পরলোকগত। লক্ষ্মণসেন একান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার লোকান্তরের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, মহম্মদ বক্তিয়ার নদীয়া রাজধানী জয় করিয়াছিলেন, প্রতিপন্ন হয়। *

* Indian Antiquary, 1912 and 1913.

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-মূলক যে উক্তি মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় তাহার প্রতিবাদে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নানা গবেষণা করিয়াছেন। সেই সকল গবেষণাকারীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

স্বাধীন বঙ্গের সেন-বংশীয় স্বাধীন নৃপতি-গণ দক্ষিণ-ভারত হইতে বঙ্গে আগমন করেন। পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহারা আদিতে কর্ণাট-দেশের ক্ষত্রিয় ছিলেন,—কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করেন। অন্যত্র আবার তাঁহারা 'ব্রহ্মক্ষত্রী' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং সেনদিগের জাতি নির্ণয়ে এক সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দেবপাড়ার লিপিতে বিজয়সেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম' বলিয়া আখ্যাত হন। অধ্যাপক কিলহর্ণ, দেবপাড়ার লিপির ঐ অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—'ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বংশের শিরোভূষণ।' কেহ কেহ আপত্তি করিয়া তাহার অন্য অর্থ করিয়াছেন,—'ব্রহ্মক্ষত্রী-বংশের শিরোভূষণ।' ইহাতে সেন-বংশীয়গণ 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। 'বল্লাল-চরিতেও সেনবংশ 'ব্রহ্মক্ষত্রী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। *

এক্ষণে, 'ব্রহ্মক্ষত্রী' জাতি কাহাকে বলে, দেখা যাউক। ডক্টর ভাণ্ডারকার এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—'চাট্সু লিপিতে গুহিলট-বংশীয় রাজা ভ্রাতৃভট্ট—'ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত' বলিয়া অভিহিত। ঐ শব্দে 'ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য-সম্পন্ন' বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্মক্ষত্রী' শব্দে তন্নামধেয় জাতি বুঝাইয়া থাকে। রাজপুতনায়, পাঞ্জাবে, কথিয়াবাড়ে, গুজরাটে এবং দক্ষিণাত্যের কোনও কোনও জনপদে 'ব্রহ্মক্ষত্রী' জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাই 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়া মনে হয়। ঐ জাতি আদিতে ব্রাহ্মণ ছিল। হিন্দু-সমাজে প্রবেশের প্রাক্কালে তাহারা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল।'

দৃষ্টান্তস্বরূপ ডক্টর ভাণ্ডারকার যোধপুর রাজ্যের বান্ধারার তন্তুবায় এবং চিত্রকরদিগের উল্লেখ করেন। তাহারা আদিতে 'নাগর ব্রাহ্মণ' ছিল। পরে তাহারা 'ব্রহ্মক্ষত্রী' বা 'ক্ষেত্রী' হয়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়,—ঐ সকল জাতি আদিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। পরে তাহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এখন তাঁহারা 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রী' বা 'ক্ষত্রী' জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। †

বঙ্গালার সেন-বংশের নৃপতিগণও সেইরূপ আদিতে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সামন্তদেব বা সামন্তসেন রাজার মন্ত্রিত্ব এবং পুরোহিত্য করিতেন। পরে সাম্রাজ্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ক্ষাত্র-ধর্ম্ম' গ্রহণ করিয়া 'ব্রহ্মক্ষত্রী' হন। তাঁহার বংশধরগণ পরিশেষে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তখন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান চলিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত এস কুমার, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন অধ্যাপক কিলহর্ণ, বুকম্যান, ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ তথ্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন। অধ্যাপক কিলহর্ণের মতই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

* *Vide* Bibliothica Indica.

† সম্ভবতঃ 'ছত্রী' বা 'ক্ষেত্রী' বলিয়া অধুনা যাহারা পরিচিত, তাহারাই 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রীর' বলিয়া লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছিল। সোজাসুজি বুঝাইবার জন্য 'ব্রহ্ম' শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশের 'ভূমিহার ব্রাহ্মণ'কেও কেহ কেহ এই 'ব্রহ্মক্ষত্রী' পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন।

যাহা হউক, সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা হইতে যাঁহারা বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের কেহ কেহ তাঁহাদের রাজ্যকাল নিম্নরূপ নির্দ্দেশ করেন ; যথা,—

নাম		রাজ্যপ্রাপ্তিকাল।
সামন্তসেন	(অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি)	১০৮০—৯০ খৃষ্টাব্দ।
হেমন্তসেন	ঐ	
বিজয়সেন	(বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি)	১১১৯ ,,
বল্লালসেন	ঐ	১১৫৮ ,,
লক্ষ্মণসেন	ঐ	১১৭১ অথবা ১১৮০ খৃষ্টাব্দ।

কিন্তু এরূপ রাজ্য-কাল-নির্দ্দেশে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায় ; সুতরাং এই কালকে রাজ্যাবসান কাল বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ৫১ বৎসর রাজত্বের পর ১১৭০ বা ১৭১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন পরলোকগমন করেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ারের নদীয়া-বিজয় সিদ্ধান্তিত হয়। চোরগঙ্গার রাজ্যকালের সহিত তাহাতে বেশ সামঞ্জস্য রহিয়া যায়। *

লামা তারানাথের মত আলোচনা।

তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা তারানাথ প্রথমে সেন বংশের চারি জন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—(১) লাভসেন, (২) কাশসেন (৩) মণিতসেন এবং (৪) রথিকসেন। তারানাথ ঐ সকল নৃপতির রাজ্যকাল-নির্দ্দেশে সমর্থ হন নাই। চারি জনের রাজ্য-কাল-পরিমাণ—তিনি আশী বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

তার পর, লাভসেন প্রভৃতি চারি জনের পর আর যাঁহারা সেন বংশে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তারানাথের গ্রন্থে তাঁহাদের নাম—(১) দ্বিতীয় লাভসেন, (২) বুদ্ধসেন, (৩) হরিৎসেন এবং (৪) প্রতীতসেন। ইঁহারা সকলেই তুরস্ক বা মুসলমানদিগের অধীন ছিলেন। তারানাথের মতে তুরস্ক-রাজ চন্দ্র, মগধ জয় করিয়া বিক্রমশিলা অধিকার করেন। ওতন্তপুরীর বহু পুরোহিত চন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন।

লামা তারানাথের এই সকল উক্তিতে নানা সমস্যার অবতারণা হয়। প্রথম সমস্যা—তুরস্ক-রাজ চন্দ্রকে লইয়া। ওতন্তপুরীর পুরোহিতদিগকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন ;—এখানে বক্তিয়ার মহম্মদের প্রসঙ্গ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উত্থাপন করেন। বক্তিয়ার মহম্মদের ইতিবৃত্তে বিহার প্রদেশ অধিকারে বৌদ্ধদিগের নৃশংস হত্যা-কাহিনীর পরিচয় পাই। ঘটনার সামঞ্জস্যে মুসলমান আক্রমণের বিষয় উপলব্ধ হয় বটে ; কিন্তু চন্দ্র নামের সহিত বখ্‌তিয়ার মহম্মদের নামের সামঞ্জস্য-সাধন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* কেহ কেহ বলেন, পালগণের উচ্ছেদ-সাধনে সেন-বংশীয় নৃপতিগণ বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। গোদাগাড়ীর সন্নিকটে বিজয়নগরে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সে রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেই লক্ষ্মণাবতীই পরবর্ত্তিকালে 'গৌড়' নামে অভিহিত হয়।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—— * ——

ইতিহাসে বিশেষত্ব।

[ধর্ম্মের প্রভাব ;—ধর্ম্মে বিশেষত্ব ;—সমাজে বিশেষত্ব ;—ভৌগোলিক অবস্থানে বৈশিষ্ট্য ;—মুসলমান আগমনের সমসাময়িক অবস্থা ;—ধর্ম্মহীনতা পরাধীনতার কারণ ;—উপসংহার।]

* * *

ধর্ম্মের প্রভাব।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারত অতুলনীয়। কিবা শিল্প-সাহিত্যে, কিবা কলা-বিদ্যায়, কিবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে—ভারতের তুলনা হয় না। রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি সমাজ-নীতি—কোনটী রাখিয়া কোন্‌টীর কথা কহিব?—ভারত সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ স্থানীয়।

সেই আদিকালে—সংসার যখন বর্ব্বরতার অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত; এই ভারতই তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছিল!—এই ভারতই তখন সেই জড়দেহে চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল!

তখন ভারতের নিভৃত তপোবন হইতে যে ওঙ্কার-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, ঋষিমনীষিগণের সেই বেদধ্বনির দিব্যজ্যোতিঃ জগৎকে জ্যোতিষ্মান করিয়াছিল। ভারতের সেই ধ্বনি—সেই বাণীই—ভারতের প্রাণ-স্থানীয়। সেই মন্ত্রই ভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র!

বলিয়াছি তো—ধর্ম্মই ভারতের প্রধান অবলম্বন! বলিয়াছি তো—উপনিষদের সেই অমৃতবাণী—'আত্মানং বিদ্ধি', —সেই অন্তর্দৃষ্টি—সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান—ভারতীয় সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ! তাহাই ভারতের প্রাণ—তাহাই ভারতের সঞ্জীবনী শক্তি! সেই শক্তিই ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে! ভারতের ইহাই বিশেষত্ব! ভারতের সভ্যতারও ইহাই বিশেষত্ব!

* * *

ধর্ম্মে বিশেষত্ব।

ভারতের ধর্ম্মেরও এক বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব—বহুত্বে একত্ব নিরূপণ! বহুবাদ ও বহুভেদের মধ্যেও যে ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণে একই লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছে—ইহাই তাহার প্রধান বিশেষত্ব! এ বিশেষত্ব—কোনও দেশের কোনও ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয় না। কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মাভাব—নৈষ্কর্ম্ম্য বা নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষা, ভারতই জগৎকে শিখাইয়াছে। ফলতঃ, ভারতের ধর্ম্মই তাহার সকল প্রতিষ্ঠার মূলীভূত।

ভারতের বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ—বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিলেও, মূল লক্ষ্য বিষয়ে কখনও ভিন্ন শিক্ষা প্রদান করে না। অধিকারী বিভিন্ন। তাই, যিনি যেমন অধিকারী, তাঁহার জন্য সেইরূপ গন্তব্যই নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাই। সাগরগামিনী নদী বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হইলেও

সকলেরই লক্ষ্য যেমন সাগর-সঙ্গম ; শাস্ত্রাদিতে বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশিত থাকিলেও সকলেরই লক্ষ্য—সেই আনন্দ-সাগরে সম্মিলন।

শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ—বিভিন্ন জন বিভিন্ন পথে প্রধাবিত সত্য। কিন্তু সকলেরই মূল-লক্ষ্য—আত্মায় আত্ম-সম্মিলন। অধিকারী বিভিন্ন ; তাই পথও বিভিন্ন-রূপে নির্দ্দিষ্ট। তদ্ভিন্ন উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে পারস্পারিক স্বাতন্ত্র্য প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ কোনও প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্মের এই যে বৈশিষ্ট্য—বিভেদে এই যে অভেদ-ভাব, এক ভারত ভিন্ন—একমাত্র ভারতীয় ধর্ম্ম ভিন্ন—অন্য কোনও দেশের অন্য কোনও ধর্ম্মে পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের ইহাই বিশেষত্ব ;—ভারতের ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব ;—ভারতীয় সভ্যতার ইহাই প্রাণস্থানীয়।

* * *

সমাজে বিশেষত্ব।

ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্যেই ভারতের সমাজের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম্মের এই বহুত্বেই ভারতের সমাজের ভেদ। তাই ভারতের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রীতি-নীতির প্রবর্ত্তনা। এক হিসাবে ভারতের সমাজ-ধর্ম্মের এই বিভিন্নতা, তাহার রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার মূলীভূত। ভারতের ইতিহাসের ইহাও এক বিশেষত্ব বলিয়া মনে করি।

সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্রতা ভারতের রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার মূলীভূত। তাই ভারতে কেন্দ্র-শক্তির অভাব দেখিতে পাই। ধর্ম্মের বিভিন্নতায় সামাজিক স্বতন্ত্রতা ; তাই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস—সর্ব্বকালেই পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্য অভিন্ন সত্য কিন্তু সংসারী মানুষ কতক্ষণ লক্ষ্য স্থির রাখিতে সমর্থ হয় ! তাই ভারতের রাজ-নীতি সমাজ-ধর্ম্মের আদর্শ লইয়াই সংগঠিত দেখি। এই ধর্ম্ম-গত ও সমাজ-গত স্বতন্ত্রতা-হেতুই ভারতে কেন্দ্র-শক্তি-সংগঠন অল্পই প্রত্যক্ষ হয়। যদিও কখনও সেরূপ কোনও আদর্শের সূচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও অল্পকাল-স্থায়ী।

ভারতের ইতিহাসে তাই ক্রমভঙ্গ লক্ষিত হয়। স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বকালেই সংরক্ষিত হইয়াছে। পদস্খলন সর্ব্বকালেই ঘটিয়াছে ! দৃষ্টিবিভ্রম সর্ব্বকালেই মানুষকে অভিভূত করিয়াছে। ভারতের কোনও নৃপতি—কোনও বংশ—কোনও রাজ্যই তাই অধিক দিন স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই। তাই খৃষ্ট-শতাব্দীর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারত বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল খণ্ড-রাজ্যের কোনটা স্বাধীনতা সুখে সুখী হইয়াছিল ; কোনটা বা অধীনতার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতের ইহিাসের এই ক্রমভঙ্গ-দর্শনে, কেহ কেহ তাই বলেন,—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস বলিলে যেমন সেই সেই দেশের রাজার বা রাজবংশের ইতিহাসের কথাই মনে উদয় হয়, ভারত সম্বন্ধে সে ভাব কখনও আসিতে পারে নাই। পরন্তু ভারতের ইতিহাস—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন রাজার ইতিহাসের সমষ্টি মাত্র।' অবশ্য ইহাকে ভারতের বিশেষত্বের এক বিশিষ্ট নিদর্শন বলিতে হইবে

* * *

ভৌগোলিক অবস্থানে বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম্মের বিভিন্নতাই যে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভাগ-সমূহকেও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। জাতীয় ইতিহাসের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—ভৌগোলিক অবস্থানাদির বৈশিষ্ট্য-বশতঃ দেশের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন গ্রীসের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীস স্বভাবতঃ পর্ব্বতবহুল। পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া গ্রীসের বিভিন্ন দেশ পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। তাই বলিতেছিলাম—জাতীয় ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস, অনেকাংশে ভৌগোলিক সংস্থানের অনুরূপই হইয়া থাকে।

গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে তাই কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির পরিচয় পাই না। তখন গ্রীসের কোনও অংশই অপর অংশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই, অথবা সমষ্টিভাবে গ্রীসের রাজনৈতিক সংস্থানের পরিচয় পাই না। তখন গ্রীসের প্রত্যেক অংশ স্বাধীনতা-প্রয়াসী হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সাগরমেখলা-পরিবেষ্টিত গ্রীসের প্রত্যেক জনপদই স্ব স্ব শক্তি-সঞ্চয়ে নৌ-বল-বৃদ্ধির প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। নদীমাতৃক ভারতে নদ-নদীর বাহুল্য-বশতঃ এবং পর্ব্বতপ্রাচীর-পরিবেষ্টন নিবন্ধন—ভারতের রাজনৈতিক চিত্রপটে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। অভ্রভেদী হিমাচল, এসিয়া-খণ্ডের অন্যান্য অংশ হইতে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। পশ্চিমে পর্ব্বতমালা সাগরমেখলা—তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। দক্ষিণে-পূর্ব্বে সাগর-তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য বিঘোষিত করিয়াছে। এদিকে বিমান-বিচুম্বী সুদৃঢ় বিন্ধ্যশৈল-শ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়া, ভারতের স্বাতন্ত্র্যের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদ করিতেছে।

তাই ভারতের নিভৃতকুঞ্জে বসিয়া, ভারতের আর্য্যমনীষিগণ সামগানে জগৎকে মাতাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—তাই গগনস্পর্শী যজ্ঞধূমে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত হইয়াছিল;—তাই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ভারত আপনার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছিল।

যাহা হউক, ভারতের এই নদ-নদী, ভারতের পর্ব্বতশ্রেণী যেমন বহিঃপ্রদেশে তেমনই অন্তর প্রদেশে—ভারতের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে। একদিকে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সহিত ভারত সংস্রবশূন্য, তেমনি ভারতের অভ্যন্তরস্থ নগর-জনপদও পরস্পর পরস্পরের সহিত সংস্রব-শূন্য। এই জন্যই ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অতি অল্পই দেখিতে পাই। ফলতঃ, প্রকৃতি যেন হিমালয়-রূপ পর্ব্বত-প্রাচীরে এবং তোয়নিধিরূপ সলিল-প্রাকারে ভারতকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের পরিপন্থী হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের উন্মুক্ত বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া আর্য্য মুনিঋষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন! কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য বিন্ধ্যপ্রাচীর উল্লঙ্ঘনে তাঁহারা প্রয়াস পান নাই। তাই প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের কোনও সম্বন্ধ-সূত্রের পরিচয় পাই না।

এইরূপে বুঝিতে পারি,—প্রাকৃতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বশতঃ খৃষ্ট-শতাব্দীর পরবর্ত্তি-কালে ভারতের রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে সমর্থ হয় নাই। খণ্ড খণ্ড রাজ্যে

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরস্পর পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল। এমন কি, স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ-দ্বন্দ্বেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

* * *

মুসলমান আগমনের সমসাময়িক অবস্থা।

মুসলমানগণ যখন ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন ভারতের এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল। ভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত; স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে প্রয়াসী সেই সকল রাজ্য পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে নিরত।

ভারতে মুসলমানের সংশ্রব বার শত বৎসরের অধিক নহে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবগণ সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হয়। মুসলমান অধিকারের ইহাই সূত্রপাত বলিতে হইবে। মুসলমানগণের এই সংশ্রবে ভারতের তাৎকালিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই বটে। কিন্তু প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত হইলেও ভারতের সহিত মুসলমানগণের এই সংশ্রবই ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এক নূতন মূর্ত্তির ছায়াপাত করিয়াছিল! অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও পরে সেই স্ফুলিঙ্গই ভারতে দিগ্দাহী দাবানলের সৃষ্টি করে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে সেই দাবানলের মূর্ত্তি প্রকট হইয়া পড়ে। এতদিন মুসলমানগণ ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা এতদিন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু জয়পালের রাজত্বকালে মুসলমানগণ সে গণ্ডী অতিক্রম করেন। তখন গজনীর আমীর, মুসলমান বীর সবক্তগিন ভারতের অভ্যন্তর-প্রদেশে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। জয়পাল তাঁহার নিকট পরাজিত হন।

মুসলমান অধিকারের ইহাই সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। জয়পালের এই পরাজয়-বার্ত্তা ভারতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। তখন মুসলমান-শক্তির প্রাধান্য ভারত কতকটা বুঝিতে পারে। তার পর মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণে প্রথমে পৃথ্বীরাজের এবং পরে জয়চন্দ্রের পরাজয়ে ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কতকটা বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

সিন্ধু-প্রদেশে মুসলমান-আগমনের সূচনা হইতে কুতব উদ্দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে মুসলমানগণ লুণ্ঠনেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কেহ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু দাসরাজ কুতবউদ্দীনের সময় হইতেই ভারতে মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত হয়। তিনি প্রথমে দিল্লী অধিকার করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন।

* * *

পতনের কারণ।

উত্থান পতন—বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের এক বিরাট লীলাবৈচিত্র্য। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এই উত্থাপন-পতনের ইতিহাসে সেই মহাশক্তির লীলা-বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষ করি।

অনন্ত জ্ঞানের আধার তিনি। এই উত্থান-পতনের ইতিহাসে, বিশ্বনিয়ন্তার কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সীমাবদ্ধ জ্ঞানে মানুষ তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। সামর্থ্যের অতীত বলিয়াই, সে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লয়।

যে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত, উত্থান-পতন, গৌরব-পদস্খলনের যে বিরাট অভিনয় নিত্য সংসাধিত হয়,—অনন্ত শক্তির সে অনন্ত মহিমা সীমাবদ্ধ জ্ঞানে মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না,—অনন্ত জ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানে মানুষ বুঝিতে সমর্থ হয় না;—তাই মানুষ তাহার জ্ঞানবুদ্ধির উপযোগী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লয়। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের বিশ্লেষণেও সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অনন্তের অনন্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই।

কি কারণে ভারতের এই পদস্খলন হইয়াছিল;—কি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য হিন্দু—ভারত বৈদেশিক বিধর্ম্মীর পদানত হইল,—মঙ্গলময়ের সে মঙ্গলেচ্ছা বুঝিতে সমর্থ হই না বলিয়াই, মানুষিক জ্ঞানে একটা কারণ-নির্দ্দেশের প্রয়াস পাই। আর সেই প্রচেষ্টার ফলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, নিম্নে তাহাই প্রকটনের প্রয়াস পাইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—প্রাকৃতিক সংস্থানে ভৌগোলিক অবস্থানে ভারত স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া আছে। স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে, পরন্তু একটী অপরটীকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে, প্রত্যেকেই প্রযত্নপর রহিয়াছে। তাহারই ফলে, বিদ্বেষ-বহ্নির গগনস্পর্শী জ্বালামালা নিরন্তর ভারতকে বিদগ্ধ করিতেছিল।

কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির অসদ্ভাব নিবন্ধন, খণ্ডরাজ্য-সমূহে বিদ্রোহানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত; স্বার্থানুসন্ধায়ী দুষ্টপ্রকৃতি সে অনলে ইন্ধন প্রক্ষেপে সদা উন্মুখ ছিল। পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহে জাতীয় শক্তি হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের এই গৃহবিবাদ-সূত্রেই বৈদেশিকের ভারত অধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই ভারত তখন নিতান্ত ব্যাকুল। ব্যষ্টির স্বার্থে তখন সমষ্টি উপেক্ষিত। অধিকন্তু গণ্ডীর বাহির্ভাগে, সীমানার অন্তরালে অবস্থিত বৈদেশিক রাজ্যের রাজনীতির অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভারত তখন ব্যষ্টিগত স্বার্থসাধনে—তাহারই উন্নতি-পরিপুষ্টিতে যত্নবান হইয়াছিল। সমষ্টি উপেক্ষিত হওয়ায়, শক্তির অনুন্মেষে ভারত সহজেই শ্রেষ্ঠ-শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যষ্টিগত স্বার্থ যখন সাধনার সামগ্রী হইয়া উঠে, সমষ্টি তখন উপেক্ষিত হয়,—ক্ষুদ্রের সাধনায় বৃহৎ ভাসিয়া যায়। তখন ভারতের তাহাই ঘটিয়াছিল। সমষ্টিভাবে সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ছিল না; সে জ্ঞান বা সে প্রবৃত্তি তখন কাহারও জন্মে নাই। তাই অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে ফলিয়াছিল। সঙ্ঘশক্তির অনুন্মেষণে, বিরাট বিশ্ব-স্বার্থের মর্ম্মানুধাবনে অসমর্থ হওয়ায় ভারত পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় পরিধান করিল। এই ব্যষ্টিগত স্বার্থ—ক্ষুদ্রের সাধনায় বিরাটের উপেক্ষা—ভারতে বৈদেশিকের আগমন-পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভারত স্বাধীনতা হারাইয়াছিল।

* *

ধর্ম্মহীনতা পরাধীনতার কারণ।

ধর্ম্মহীনতাও পরাধীনতা-বরণের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। অতি প্রাচীন কালে, স্মরণাতীত যুগে, হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যখন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, আর্য্য হিন্দুধর্ম্মই যখন ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম,—তখন ভারতে পদস্খলনের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হই না।

সেই স্মরণাতীত কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, পরবর্ত্তী অবস্থার আলোচনায় যখন বৌদ্ধধর্ম্মের

এবং জৈনধর্ম্মের একছত্রপ্রভাবের বিষয় বুঝিতে পারি, তখনও ভারতের সে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ কল্পনায় স্থান পায় নাই।

কিন্তু তার পর ? তার পর যখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিল ; ভারতে বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল ;—তখনই ভারতের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইল। মুসলমানগণের প্রথম আগমনে ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূচনা চলিতেছিল। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গৌরব-রবি অস্তমিত। আদি-ধর্ম্ম বিকৃতি-প্রাপ্ত। 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'—নিষ্কাম-কর্ম্মের এই যে সার সত্য পরম-তত্ত্ব, তখন তাহা একেবারে বিলুপ্ত। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুর তান্ত্রিকতার সংমিশ্রণে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়ায় আদি-ধর্ম্মের বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাকার—নিরাকারের স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম,—হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় পৌত্তলিকতায় নিবদ্ধ। বুদ্ধের নখ, চুল, দন্ত, বস্ত্র—প্রভৃতি তখন বৌদ্ধের প্রধান উপাস্য।

রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল ; বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সজীবতা ও সচলতা ছিল ;—এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাহার সেই জীবনী-শক্তি—তাহার সেই চৈতন্য-সম্পাদক শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা হারাইয়া গিয়াছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের এমন বিকৃতি ঘটিয়াছিল যে, বৌদ্ধ নামে তখন মানুষের মনে ঘৃণায় উদয় হইত। তখন আর বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়মনোন্মাদকারিণী শক্তি ছিল না।

অনাচারীর অনাচারে এখন যেমন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কলুষিত,—এখন যেমন শ্রীচৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্মে অনাচার ব্যভিচার স্থান পাইয়াছে ; বৌদ্ধধর্ম্মেও তখন তাহাই ঘটিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের যে পবিত্র আলোক লাভের জন্য মানুষ লালায়িত হইত, হৃদয়-মন্দিরের নিভৃতকন্দরে বসাইয়া যে বুদ্ধদেবকে এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে মানুষ ভক্তির কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিত, যে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, জ্ঞান-গবেষণা এবং ভাগীরথীসলিলতুল্য পবিত্রতা—স্বতই হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ করিয়া দিত ; এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সে মহিমা বিলুপ্ত ; বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সে পবিত্রতা কলুষতায় কলঙ্কিত।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে ; চিরকুমারী ভিক্ষুণীগণ এখন আর সে ব্রত-সংরক্ষণে সমুৎসুক নহেন। চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে, ধর্ম্মে ব্যভিচার ঘটিয়াছে ; বৌদ্ধ নাম মসীমণ্ডিত হইয়াছে। তাই এখন বৌদ্ধ বলিতেই মানুষের মনে এক বিজাতীয় ঘৃণার ও বিদ্বেষের সূচনা করিয়া দেয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি অতি অল্পদিনেই সমাহিত হয়।

—হিন্দুধর্ম্মের পরিণতি।

বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিণতি, হিন্দুধর্ম্মেরও প্রায় একই পরিণতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের সনাতন প্রথায়ও তখন গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম্মে তখন সে বিশ্বজনীন উদার ভাবের অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। তখন বেদ উপনিষদ দর্শন প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বের মূল-সূত্র হারাইয়া গিয়াছে। পৌরাণিকের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিকতা স্থানলাভ করিয়া তাহাকে যেমন বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মেরও তাহাই ঘটিল। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার অনুকরণে হিন্দুধর্ম্মে তান্ত্রিকতা স্থান লাভ করিল। পরে সে তান্ত্রিকতা উচ্ছৃঙ্খলায় ও ব্যভিচারে পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ হারাইয়া বিরূপে প্রকট হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিন্তার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইল। কেবল চিন্তার ধারা নহে; রীতি নীতি, চাল চলন, সমাজ-ধর্ম্ম—সকলই সেই নবভাবে বিগঠিত হইতে লাগিল।

হিন্দুধর্ম্মের পতাকা-মূলে যে জাতীয় জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রাণশক্তির তুলনা হয় না। তার পর বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার দিনে, সে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনার এক নূতন প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মের বহু-ব্যাপকতা, বহু-বিস্তৃতি এবং সার্ব্বজনীনত্ব-হেতু তখন ভারতের জাতীয় জীবনে স্বজাতীয়তার এবং স্বদেশীয়তার এক অনুপম ভাব জাগরুক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পৌছিল, আর যখন বিভিন্ন প্রকারভেদে বিভিন্ন আকৃতিতে ধর্ম্মের প্রাণ-শক্তি সংহত হইল, তখন জাতীয় শক্তির উদ্দীপনার হ্রাস হইয়া আসিল।

ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন জাতীয় জীবনেও সঙ্কীর্ণতা আসিল। শেষ ক্রমে ক্রমে দেশগত এবং সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য ও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া মানুষের মন অধিকার করিল। তাই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে ভারতে জাতীয় শক্তির শিথিলতা প্রত্যক্ষ করি।

হিন্দু-ধর্ম্মের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকালে জাতীয় ভাবের যে উন্মেষ সাধিত হইয়াছিল, পরে হিন্দুধর্ম্ম আর সে ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইল না। জাতীয় ভাব তখন লুপ্তপ্রায়। হিন্দুধর্ম্ম সহস্র চেষ্টায়ও আর সে ভাবের উন্মেষ করিতে পারিল না। ধর্ম্ম-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল; স্বধর্ম্মে মতিহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় ভাবেও শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই যখন বৈদেশিকগণ আসিয়া ভারত আক্রমণ করিল, তখন আর জাতীয়তার উন্মেষ হইল না। স্বার্থসাধনের বেদীতে স্বদেশীয়তা তখন উৎসর্গীকৃত। সুতরাং বৈদেশিক জাতি অনায়াসেই ভারতকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-জাতির প্রবাদমূলক রক্ষণশীলতাও ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের একতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। দেশকালপাত্র অনুসারে সময়োপযোগী না হওয়ায়, ভারতের ধর্ম্ম কালোচিত উন্নতির অংশভাগী হইতে পারে নাই;—জাতীয় জীবনের উন্মেষণেও তাহার কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করি নাই। তাই অনেকের ধারণা—'কঠোর বিধিনিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া, বাহ্যনিষ্ঠা ও সমাজবন্ধনের কঠোর বন্ধনী রক্ষা করিতে গিয়া, হিন্দুধর্ম্ম অনেক সময় অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।'

বৈদেশিকের ভারত অধিকারের সমসময়ে ভারতের হিন্দুজাতির এবং হিন্দুরাজার এই

অবস্থাই ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ এই সময়ের সেই অবস্থার বিচারে তাই বলেন,—'শুষ্ক আচারকে বিচারের উপর স্থান দিয়া, পুরাতনের দিকে শ্রদ্ধার মৌন চক্ষু দুইটী নিবদ্ধ রাখিয়া, হিন্দুজাতি তখন বিরাট মুসলমান-সমস্যার বিষয় একবার ভাবিবারও অবসর পান নাই। সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে যে সমগ্র ভারত বৈদেশিক জাতি অধিকার করিয়া বসিবে,—এ চিন্তা তখন অনেকের মনেই স্থান পায় নাই।'

তাই দেখিতে পাই,—মুসলমানগণ যখন সিন্ধুদেশে প্রথম প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, হিন্দুবিশ্বাসবশতঃ রাজা ডাহির যুদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। জ্যোতিষীর পরামর্শ অনুসারে সর্ব্বপ্রথম তিনি যুদ্ধে নিরস্ত থাকেন। পরিশেষে যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার সহিত এক বিগ্রহের মূর্ত্তি সর্ব্বদা সংরক্ষিত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজা ডাহিরের নিশ্চেষ্টতা—তাঁহার অদৃষ্টবাদিতা, ভারতে বৈদেশিক অধিকারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

ভারতের হিন্দু-নৃপতির অপরিণামদর্শিতা—অধিকন্তু তাঁহাদিগের স্বদেশ ও স্বজাতি দ্রোহিতাও ভারতের পরাধীনতার এক প্রধান কারণ। রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের ইতিহাস সে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহারা আরবদিগের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রতিবেশী গুজার (গুর্জ্জর) এবং কনৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তখন হইতেই মুসলমানগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব তীরে আসিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণের এই বিচারবিমূঢ়তা—এই অদূরদর্শিতাই ভারতের অধঃপতনের মূলীভূত।

* * *

অদৃষ্টবাদিতায় পদস্খলন।

হিন্দু অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্ট, নিয়তি বা ভাগ্যলিপি কাহারও লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া নিরুদ্যম নিশ্চেষ্ট হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। ভাগ্যকে নিমিত্ত করে—কাপুরুষ। যাহা হউক, ডাহিরের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারি,—তখন হিন্দু নৃপতিগণ অদৃষ্টবাদী হইয়াই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ধর্ম্মশক্তির—আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতে পারেন নাই। আত্মদ্রোহে—আত্মকলহে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি অপচয়িত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা সময়োপযোগী করিয়া আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই;—তাই ভারতের অধঃপতন সাধিত হইয়াছিল।

তাৎকালিক নৃপতিগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে হীনবল হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাসের বিকৃতিতে সোণায় সোহাগা সংযোগ হইয়াছিল। পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ-শ্রেণীর সমর-বিদ্যায় কেহই পারদর্শিতা-লাভের অবসর পান নাই। আধুনিক সমর-পদ্ধতির বিধি-বন্ধন উদ্ভাবনেও তাই তাঁহারা অসমর্থ ছিলেন। সেই জন্য সুশিক্ষিত মুসলমান-সৈন্যের নিকট তাঁহারা পদে পদে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ, ভারতের তাৎকালিক নৃপতিগণের অনৈক্য, অপরিণামদর্শিতা, স্বদেশ ও স্বজাতি দ্রোহ, অধিকন্তু ধর্ম্মভীরুতা নিবন্ধন ভারত চিরতরে অধীনতার কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হয়। ধর্ম্মের অধঃপতনে ভারতের অধঃপতন ঘটে।

* * *

উপসংহার।

সূচনায় যে বলিয়াছি,—ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস; উপসংহারে তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছি,—ভারতের ইতিহাস—ধর্ম্মের ইতিহাস!

ধর্ম্মই ভারত-ইতিহাসের মেরুদণ্ড-স্থানীয়। ভারতের রাজা, ভারতের রাজ্য, ভারতের রাজনীতি—সকলই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত! তাই গৌরবে পদস্খলনে, অভ্যুত্থান অধঃপতনে,—ধর্ম্মের লীলাবৈচিত্র্যই লক্ষ্য করিয়াছি!

তাই যখনই ভারত প্রতিষ্ঠার তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছে, ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদ শুনিয়াছি। আবার যখনই সে অপ্রতিষ্ঠার অন্ধতম অঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে অবিদ্যার অবিন্ধন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ফলতঃ, ভারতের রাজা—ভারতের রাজ্য—ভারতের রাজনীতি—সকলেরই মূল ভিত্তি—ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন হইয়া কেহই প্রতিষ্ঠান্বিত হয় নাই।

ভারতের এই অভ্যুত্থান অধঃপতনের ইতিহাস, কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? শিখাইতেছে না কি—যদি প্রতিষ্ঠা-গৌরবে গরীয়ান হইতে চাও, স্বধর্ম্মে মতিমান্ হও! শিখাইতেছে না কি—যদি শ্রেষ্ঠ-পদবীতে সমাসীন হইতে চাও, স্বদেশীয়তার মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কর! শিখাইতেছে না কি—যদি বরণীয় আসন লাভ করিতে চাও, পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুল—পশ্চাতে ফিরিয়া চাও!

সেই স্মৃতি-সেই ভাসা—সেই ভাব—সেই শিক্ষা—সেই দীক্ষা—হৃদয়ে উদ্দীপিত কর। আলেয়ার আলোক-বর্ত্তিকার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া অন্ধতম নিরয়ে নিমগ্ন হইও না! ফিরে এস!—ফিরে এস!

মনে পড়ে না কি—তোমারই নিভৃত তপোবনে ঋষি-তপস্বী-কণ্ঠে প্রণবের প্রথম ওঙ্কার উত্থিত হইয়াছিল! স্মরণ হয় না কি—তোমারই নিভৃত কক্ষে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মহামন্ত্র জাগিয়া উঠিয়াছিল! মনে পড়ে না কি—তোমারই নীরব নিকুঞ্জে 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম'—মহাশক্তির উন্মেষ করিয়াছিল!

সে সাধনায় তুমিই একদিন সিদ্ধ হইয়াছিলে! আর তোমারই পাদমূলে বসিয়া তোমারই শিক্ষায়—তোমারই নির্দ্দেশে—তোমারই দীক্ষায়—জগৎ দীক্ষালাভ করিয়াছিল!

তোমার ধর্ম্ম, তোমার সমাজ, তোমার সভ্যতা, তোমার জ্ঞান, তোমার বিজ্ঞান, তোমার শিল্প, তোমার সাহিত্য—তোমাকে একদিন শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিয়াছিল!—সে চিত্র একবার মানসপটে অঙ্কিত কর! আর ভাব—কি হইতে কি হইয়াছ!—কত অধঃপতন ঘটিয়াছে—তোমার!

তাই বলিতেছিলাম—ফিরে এস! অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুল! মূলমন্ত্রে দীক্ষা লও—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

ভারতবর্ষ

নির্ঘণ্ট।

[এই অষ্টম খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসে' 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' সংক্রান্ত আট খণ্ডের নির্ঘণ্ট প্রদান করা হইল। নির্ঘণ্টের অনুসরণে সেই আট খণ্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসে' প্রাচীন ভারতের বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।]

* * *

অ

— ০ —

আ।

ই

উ

ঊ।

ঋ।

এ।

ঐ।

পৃঃ—ই। ৮৮—৫৩

ঔ।

ক

[এই নির্ঘণ্টে 'খ' বর্ণ হইতে পরবর্ত্তী 'হ' বর্ণ পর্য্যন্ত অংশে বন্ধনীমধ্যস্থ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম প্রভৃতি শব্দে যথাক্রমে 'পৃথিবীর ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।]

খ।

গ

ছ

জ

ঝ।

ঞ

ড।

থ

দ

ধ।

ন।

প

ফ

ভ

ম ।

ল

ষ।

হ।

সম্পূর্ণ